নং ২১১৬

প্রবোধচন্দ্রিকা।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-কর্ত্তৃক

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের নিমিত্ত রচিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট,—"বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

উৎকলদেশনিবাসী ৺ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলায়। মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। নাটোরে তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তখন নব্য ইংরেজগণ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আসিলে, এখানকার অধিবাসিগণের কথাবার্ত্তা, দলিল-দস্তাবেজ ভাল বুঝিতে পারিতেন না; এই জন্য অনেক সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটিত। এই অভাব দূরীকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" নামক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। নব্য ইংরেজগণ সেই কলেজে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ বিদ্যালয়ে বহুদিন প্রধান পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষার উপযোগী একখানিও পুস্তক নাই দেখিয়া, কয়েক জন সাহেবের পরামর্শ ও অনুরোধে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই পুস্তকখানি রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদিগকে তিনি এই স্বরচিত পুস্তক পড়াইতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয় নাই।

এই পুস্তকপাঠে একশত বৎসর পূর্ব্বকালের বাঙ্গালা গদ্যরচনার সুন্দর আদর্শ দেখিতে পাইবেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের যে ভাষা ছিল, তাহাই আমরা অবিকল রক্ষা করিলাম। কেবল কমা, ড্যাস্, সেমি-কোলেন প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইল।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা,—ভাদ্র, ১৩১১ সাল।

প্রকাশক।

PREFACE.

THIS work was composed by the late MRITYUNJOY VIDYALUNKAR, one of the most profound scholars of the age, and for many years chief pundit in the College of Fort William, for the use of the Young Gentlemen of the Civil Service studying in that institution. The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastras, written in the purest Bengalee, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer, anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

J. C. Marshman.

SERAMPORE

May 15th, 1833.

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত

প্রবোধচন্দ্রিকা।

প্রথম স্তবক।

প্রথম কুসুম।

মুখবন্ধ

অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎসংখ্যকা কিম্বা এক পঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎসংখ্যা-পরিমিতা হউক, তথাপি এতাবন্মাত্র-কতিপয়-বর্ণাবলীবিন্যাসবিশেষ বশতঃ বৈদিক- লৌকিক- সংস্কৃত- প্রাকৃত- পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানাদেশীয়মনুষ্যজাতীয়-ভাষাবিশেষবশতঃ অনেকপ্রকার ভাষাবৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জরধ্বনিতুল্যধ্বনি নিষাদস্বর। গোরবানুকারী ঋষভস্বর। অজাশব্দসদৃশ গান্ধারস্বর। ময়ূররবাকার ষড়্জস্বর। ক্রৌঞ্চস্বনোপম মধ্যমস্বর। অশ্বস্বনসঙ্কাশ ধৈবতস্বর। কুসুমসময়কালীনকোকিলকাকলীতুলিত পঞ্চমস্বররূপ সপ্তমাত্রসংখ্যকস্বরসংস্থানবিশেষবশতঃ অসংখ্যাত গানবৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্রূপ প্রসিদ্ধ সর্ব্বভাষা চতুর্ব্ব্যূহরূপা হন।

অনভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা পরানাম্নী ভাষা প্রথমা ;—যেমন অভিনবকুমারদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা পশ্যন্তীনামক ভাষা দ্বিতীয়া ;—যেমন প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিদ্বয়স্কবালকবাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা,—যেমন পূর্ব্বোক্তবালকাধিককিঞ্চিদ্বয়স্ক-শিশুভাষা। তার পর বাক্যরূপ বৈখরীনামধেয়া সকলশাস্ত্রস্বরূপা বিবিধজ্ঞানপ্রকাশিকা সর্ব্বব্যবহারপ্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা—যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তরবয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্যূহরূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎপ্রবর্ত্তমানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন, তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্যূহরূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।

ইহার প্রমাণ এই ;—দূরবর্ত্তিহট্টগামী লোকেদের শ্রবণবিষয়ীভূত হট্টাগত-ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্কশ্রবণেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসন ভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাত্রশ্রবণ হয়। তদনন্তর হট্টনিকটপ্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারিপুরুষেরদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব অস্মদাদির ভাষা চতুর্ব্যূহরূপে প্রবর্ত্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্ব্বোক্ত ক্রম হট্টস্থপুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকলমানুষভাষার চতুর্ব্যূহরূপত্ব নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মদাদির ভাষার যুগপৎবৈখরীরূপতামাত্রপ্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্য্যধোভাবাবস্থিত-কোমলতর-বহুল-কমলদল- সূচীবেধন- ক্রিয়ার

মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্ব্বোত্তমা-সংস্কৃত-ভাষাবাহুল্যহেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসা নাম প্রথমকুসুমম্।

দ্বিতীয় কুসুম।

শ্রীলশ্রীবিক্রমাদিত্য-ভূপালতনয় শ্রীলশ্রীবৈজপালাভিধান ধরণীপাল ছিলেন। তিনি একদা সর্ব্ববিষয়ভাজন-সভাজনমধ্যে অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দধীচির অস্থি বজ্রসারময় ছিল এবং কর্ণের চর্ম্ম অভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় ছিল। তাঁহারাও এ ভূতলে বহুকাল রহেন নাই। সম্প্রতি তাঁহাদের সে শরীরও নাই ও সে বিভবও নাই ও সে রাজ্যাধিকারো নাই; কিন্তু ঐ দধীচির স্মরণ-স্বীকারপূর্ব্বক বজ্রনির্ম্মাণার্থ অস্থিদানজনিত কীর্ত্তিমাত্র ও কর্ণের যে অক্ষয়কবচমাহাত্ম্যে চর্ম্মবর্ম্মের ন্যায় ছিল, সে অক্ষয় কবচের স্বমৃত্যু-স্বীকারে যাচককে দানজন্য যশোমাত্র আছে। এ জীবলোকে জীবন কমলদলগতজলতুল্য চপল হইয়াছে। নবচ্ছিদ্র শরীরে প্রাণবায়ুর অবস্থানই আশ্চর্য্য, কখন্ কোন্ পথে প্রস্থান যে করিবেন সে সহজ। এ সংসার নাম মাত্র সংসার, বস্তুতঃ অসার। সকলই অচিরস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু অক্ষরনিবদ্ধা কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী অতএব ইহলোকে ও পরলোকে সুখদ যে কর্ম্ম সেই দরদশ দের প্রত্যহ অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার স্থবিরাবস্থার উপস্থিতি হই ; যে অবস্থাতে শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ, লোচন গলিত, বাক্য স্খলিত, কেশ পলিত, মাংস লোলিত, দন্ত চলিত হয়। পুত্র শিশু ক্রীড়াতে আসক্তচিত্ত, বিদ্যাভ্যাসেতে অনাসক্তমনাঃ, কিরূপে প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা করিবেন। এবম্বিধ বিবিধপ্রকার ভাবনা করিয়া, শ্রীমান্ বৈজপাল ভূপাল খেলায়মান শ্রীধরাধর নাম নিজ বালককে স্বসন্নিধানে আনিয়া কহিলেন,—ওরে বাছা! বিদ্যাভ্যাস কর। বিদ্যাতে রিপুরা পরাজিত হয়, বিদ্যাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান হয়, বিদ্যাতে যশোলাভ হয়। অর্থসাধন ও ধর্ম্ম বিদ্যাতেই হয়, বিদ্যা পিতৃতুল্য-হিতকারিণী, বিদ্যা মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন, বিদ্যা প্রেয়সীপ্রায় সুখ দেন, বিদ্যা কল্পলতাতুল্য সর্ব্বাভিলাষ দেন। সর্ব্বধনমধ্যে বিদ্যাধন অত্যুত্তম, যে বিদ্যাধন অন্যকে প্রদান করিলে দিনে দিনে বাড়ে, কোন প্রকারে সুজাত বিদ্যাধন নষ্ট হয় না, রাজদণ্ডেতে হৃত হয় না, চোরেতে অপহৃত হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, চাকরেরা খাইয়া ফেলিতে পারে না, কোথাও অপ্রকাশিত থাকে না, মরিলে পরও সঙ্গে যায়। হে পুত্র! দেখ, শুন, স্ববুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বুঝ, আমার কথা নিরন্তর স্মরণ করিও, আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ কর।

হে পুত্র! এক চেতনরূপী পরমেশ্বর এ জগতের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বরকার্য্য ভূতভৌতিক প্রপঞ্চমাত্র অচেতন। কারণ ঘটপটকারকাদির চেতনা, কার্য্য ঘটপটাদির অচেতনতা; ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে এ জগতের আদিকর্ত্তা পরমেশ্বর চেতন; তিনি এক, অনেকেশ্বর কল্পনাতে গৌরব ও প্রমাণাভাব। তৎসৃষ্ট যাবজ্জগৎ অচেতন ও অনেক এই নিশ্চয়। চিন্মাত্ররূপী পরমেশ্বর অচেতনমাত্রাত্মক পদার্থ-

সকলের সৃষ্টি করিয়া, চিন্তা করিলেন,—আমি এক চেতন মদ্ব্যতিরেকে কিরূপে সংসৃষ্ট অচেতন পদার্থসকল ব্যাপারযোগ্য হইবেক। চেতনাধিষ্ঠানব্যতিরেকে অচেতনব্যাপার হয় না, যেমন সারথির অধিষ্ঠানাভাবে রথের গমন ব্যাপারাভাব। এইরূপ চিন্তা করিয়া যদ্যপি স্বসৃষ্ট পদার্থমাত্রেই সমান ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তথাপি লোকতঃ চেতনাচেতন-বিভাগ বুদ্ধিভাবাভাবকৃত। যথা,—চতুর্ব্বিধভূত-গ্রামমধ্যে জরায়ুজ,—মনুষ্য-গবাদি, অণ্ডজ,—পক্ষিসর্পাদি, স্বেদজ,—কৃমি-দংশ-মশকাদি; এই ত্রিবিধ ভূতগ্রাম চেতন। উদ্ভিজ্জ—তরু-গুল্মলতা-শৈলাদিরূপ একবিধ ভূতগ্রাম অচেতন এবং চেতনজাতীয়মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদিমধ্যে যে উত্তমমধ্যমাধম-বিভাগ, সে বুদ্ধির উত্তমত্বমধ্যমত্বাধমত্বপ্রযুক্ত। অতএব এ সংসারে চেতন সেই—যে বুদ্ধিমান্; অচেতন সেই,—যে বুদ্ধ্যভাববান্। যদ্যপি চেতনজাতীয়েরদের স্ব-স্ব-প্রকৃতিবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত বুদ্ধি বিবিধপ্রকার হয়, তথাপি সামান্যতো বুদ্ধি দুইপ্রকার—নৈসর্গিকী ও শাস্ত্রীয়া। এই বিবিধবুদ্ধিমধ্যে নৈসর্গিকী বুদ্ধি—আহারনিদ্রাভয়াদিমাত্রোপযোগিনী পশু-মনুষ্যসাধারণী স্থূলা সহজা। শাস্ত্রীয়া বুদ্ধি—শাস্ত্রানুশীলনগুরূপদেশজনিতা ঐহিকপারত্রিকানুকূল-সূক্ষ্ম বিষয়ব্যারণক্ষমা তীক্ষ্ণা দুর্লভা।

অতএব হে পুত্র! স্ববুদ্ধির স্থূলত্বদোষ-পরিহারার্থে শাস্ত্ররূপী শাণে সতত অনুশীলন-রূপে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতাসম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণশরের ন্যায় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র-প্রদেশস্পর্শন করত অভ্যন্তরপ্রবিষ্ট হয়। স্থূল-বুদ্ধি প্রস্তরপ্রায় বিষয়ের যাবৎপ্রদেশস্পর্শন করিয়াও বাহিরেই থাকে। এতাদৃশ যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সে-ই বুদ্ধি, তাদৃশ বুদ্ধি যার, সেই বুদ্ধিমন, সে-ই বলবান্; যে বলবান্ তাহারই রাজ্য; অতএব লোকেতে লৌকিক বুদ্ধি থাকিতেও শাস্ত্রীয়বুদ্ধিরহিতকে নির্ব্বুদ্ধি বলে, নির্ব্বুদ্ধি হইলে রাজপুত্র হইয়াও পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত রাজ্যাধিকাররহিত হইয়া, রঙ্ক হয়। শাস্ত্রাভ্যাসজনিততীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিনয়-ঔদার্য্য-ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যশৌর্য্যাক্রৌর্য্যাদিগুণগণসম্পন্ন ভূপাল-বালক প্রজালোকেরদের প্রিয়তর হন। কোন পণ্ডিতেরা 'বুদ্ধি তিনপ্রকার হয়' ইহা বর্ণনা করেন। তৈলবৎ বুদ্ধি প্রথমা উত্তমা,—যেমন তৈলবিন্দু জলের এক দেশ স্পর্শ করামাত্রেই তাবদ্দেশ ব্যাপে, তেমনি যে বুদ্ধি শাস্ত্রার্থৈকদেশ স্পর্শ করতই যাবদর্থ গ্রহণ করে, সেই উত্তমা প্রথমা। চর্ম্মবৎ বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা, যেমন চর্ম্ম সূচ্যাদিকরণক যৎপ্রদেশে বিদ্ধ হয়, তাবন্মাত্র প্রদেশে সচ্ছিদ্র হয় আর আর প্রদেশে পূর্ব্বের মতই থাকে, তেমনি যে বুদ্ধি যাবন্মাত্রশাস্ত্রার্থকরণক সংস্পৃষ্ট হয়, তাবন্মাত্রার্থ গ্রহণ করে, অধিকার্থ গ্রহণ করিতে পারে না—সেই বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা। নমদানামক-বস্ত্রবিশেষবৎ বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা,—যেমন নমদানামক বস্ত্র সূচ্যাদিবিদ্ধ প্রদেশেতে সূচ্যাদিতে অবিদ্ধ প্রদেশের ন্যায় থাকে, তেমনি যে বুদ্ধি পঠিত শাস্ত্রার্থে অপঠিত শাস্ত্রার্থের ন্যায় থাকে,—সেই বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা।

এবং অরি, মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রামিত্র, পুরোবর্ত্তী এই পঞ্চপ্রকার রাজা ও পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, আক্রন্দাসার, মধ্যম, উদাসীন, পশ্চাদ্বর্ত্তী এই ছয়প্রকার রাজা সমুদায়ে একাদশবিধ রাজ-চক্রমধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজিগীষুসংজ্ঞক মহারাজা-বিরাজরূপে সেই এক তদ্বৎ প্রকাশ পায়—যেমন একাদশআদিত্যমধ্যে দিনকৃৎ প্রকাশ পান। এবং চিরস্থায়ী সেই রাজার নিমিত্তে অচিরস্থায়ী আর আর রাজাসকল প্রবর্ত্তমান থাকেন,—যেমন স্থায়ি-রসার্থে প্রবর্ত্তমান অস্থায়ি-ভাব সকল হয় এবং যেমন মণিময় মালার মধ্যবর্ত্তী অতিতেজস্বী মধ্যনায়ক শোভা পায়, তেমনি পার্ষ্ণিগ্রাহাদি পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূপালা-বলীও পুরোবর্ত্তী অরি প্রভৃতি রাজরাজীরূপ মালার মধ্যবর্ত্তী সকল রাজার তেজের অতি-

ভবকারী নায়করূপে সেই রাজা রাজমান হন,—যে অষ্টগুণ প্রজ্ঞাতে প্রাদ্ধতম হয়। বুদ্ধির অষ্ট গুণ এই—শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছা, শাস্ত্রশ্রবণ, শাস্ত্রগ্রহণ, শাস্ত্রধারণ অর্থাৎ মনে রাখা শাস্ত্রীয়সদর্থোৎপ্রেক্ষণরূপ উহ, অসদর্থ নিরসনরূপ অপোহ, অর্থজ্ঞান, তত্ত্বনিশ্চয়। অতএব হে পুত্র! সতত শাস্ত্রাভ্যাস করত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। অনন্তর পুরস্বজনসমূহের ও প্রজাজনসমাজের মনোনুরঞ্জনকারী হইয়া পিতৃপিতামহাদি পুরুষপরম্পরাতে ক্রমাগত রাজ্যের রক্ষা কর। হে পুত্র! 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এই শাস্ত্রীয় বাক্যের যদ্যপি যুদ্ধমাত্র-বীরপুরুষের ভোগ্যা পৃথিবী হন এই অর্থ আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তথাপি যুদ্ধবীর, দয়াবীর, দানবীর, যে পুরুষ তাহারি ভোগ্যা এই পৃথিবী হন; এই তাৎপর্য্যার্থ।—যেহেতুক যুদ্ধমাত্রবীররাজকীয় যে পুরুষেরা তাহারা কেবল যুদ্ধ করে, রাজদত্ত বেতনমাত্র ভোগ করে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বীর যে পুরুষ, সে-ই ক্রমাগত রাজ্যভোগ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে করে। অতএব হে পুত্র! যুদ্ধবীর, দয়াবীর ও দানবীর হও।

হে পুত্র! আর শুন,—এ জগতের ধারণকর্ত্তা যে হয়, তাহাকে শাস্ত্রে ধর্ম্মশব্দে কহে এবং এ জগতের বিনাশকারী যে হয়, তাহাকে অধর্ম্ম শব্দে কহে। তবে যে রাজার ভূধারকতা, সে ধর্ম্মদ্বারা; যেহেতুক অতিশয় যুদ্ধবীর যে রাজা সেও ধর্ম্মব্যতিরেকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু অধর্ম্মেতে সকল নষ্ট হয়। অতএব রাজার ভূধারকতা ধর্ম্মনিমিত্তক স্বমাত্রনিমিত্তক নয়; অতএব সত্যযুগে সকলের ধর্ম্মমাত্রাচরণ যে পর্য্যন্ত ছিল, তাবৎ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে রাজা কেহ ছিল না। পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধর্ম্মসঞ্চার হওয়াতে পরমেশ্বর সত্যের শেষাবধি এতৎপর্য্যন্ত অধর্ম্মনিবারণ ও ধর্ম্মসংস্থাপনকরণক স্বসৃষ্ট পৃথিবীর রক্ষার্থে রাজত্বপদে কালবিশেষে পুরুষবিশেষকে বরাবর স্থাপিত করিয়া আসিছেন। এবং যে বস্তু যে নির্ম্মাণ করে, সে বস্তু তৎকর্ত্তৃক দানবিক্রয়াদিব্যতিরেকে তাহারি থাকে। এ পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমেশ্বর স্বনির্ম্মিত পৃথিবী কখন কাহাকেও দান করেন নাই ও বিক্রয়ও করেন নাই। অতএব এই পৃথিবী পরমেশ্বরেরি। পরমেশ্বরেচ্ছানুসারে স্বকীয় পৃথিবী পালনার্থে যখন যে রাজপদে স্থাপিত হয়, তখন তাহার উপযুক্ত এই হয় যে, শাস্ত্রোক্ত রাজধর্ম্মানুস্মরণপূর্ব্বক অধর্ম্মনিবারণ ও ধর্ম্মসংস্থাপনকরণক দুষ্ট-দমন ও শিষ্টপ্রতিপালনার্থে প্রজা লোকেদের হইতে নিয়মিত করগ্রহণকরণ করত এ পৃথিবীর পালন করেন। এ সকল রাজধর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ এই। তাদৃশরাজধর্ম্মবিপরীতকারী শিশ্নোদরমাত্রপরায়ণ স্বভাণ্ডার-পরিপূরণার্থে ইচ্ছাচার-করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে কৃতসুরাপান-বৃশ্চিকদষ্ট-ভূতাবিষ্ট-বানর ন্যায়ব্যাকুল হয়।

হে পুত্র! মনোযোগ কর, এ মনুষ্যলোকে যদি কেহ কোন ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যেতে স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, সে ইহলোকে রাজদণ্ড ও অকীর্ত্তিভাগী হইয়া পরলোকে বহুতরকালপর্য্যন্ত নরকভাগী হয়। এ পৃথিবী জগদীশ্বরের ইহাতে 'আমার এই পৃথিবী' এতাদৃশবুদ্ধিকারী যে প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচারী কিংরাজা, তাহার কথা কি কহিব। বিদ্যাভ্যাসব্যতিরেকে রাজ্যরক্ষার কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক-বিজ্ঞান হয় না।

অতএব হে পুত্র! বিদ্যাভ্যাসেতে সতত মানসের আবেশ কর এবং বিদ্যাভ্যাস-প্রতিবন্ধক যে সকল তাহাতে হেয়জ্ঞান কর। বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক এই সকল,—বহুজনসহবাস, উত্তম-মিষ্টান্ন-ভোজনাভিলাষ, গন্ধপুষ্পবনিতাদির উপভোগ, ইতস্ততো নিরর্থক ভ্রমণ, নৃত্যগীতবাদ্যে অনুরাগ, পাশকাদি ক্রীড়া, বুদ্ধিভ্রংশকারিমাদকদ্রব্যপানাদি। ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈজপাল ভূপালের বালক শ্রীধরাধর অত্যন্ত লজ্জান্বিত হইয়া সবিনয় বচনে জনকসন্নিধানে নিবেদন করিলেন।—হে মহারাজ! তাৎকালিক বিরস পরিণামসুখদ কটু

তিক্ত কষায় ঔষধ, বাহ্যজ্বরাদিরোগনিবৃত্ত্যর্থ পিতা পুত্রকে পান করান। আপনি তাৎকালিক পরিণাম উভয় সুখদ উপদেশরূপ যে অমৃত তাহা মূর্খত্বদোষনিবৃত্তিপূর্ব্বক আন্তরিক রোগের উপশমনার্থ পান করাইলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি কোন্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিব, তাহা আজ্ঞা করুন।

স্বতনয়ের এতদ্রূপ সবিনয় বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীল শ্রীবৈজপাল ভূপাল অত্যন্ত সন্তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া পুত্রকে মুখচুম্বনপূর্ব্বক স্বক্রোড়ার্পিত করিয়া কহিলেন,—হে পুত্র! অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে নীতিবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা রাজ্যকর্ম্মোপযোগিনী যদ্যপি হয়, তথাপি অস্ত্রবিদ্যা হইতে নীতিবিদ্যা অধিকোপযোগিনী। যে হেতুক নীতিবিদ্যাতে রাজ্য স্থির থাকে, অতএব নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান অবশ্যকর্ত্তব্য। শাস্ত্রার্থজ্ঞান শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয়মূলক। তাৎপর্য্যনির্ণয় বাক্যার্থজ্ঞানমূলক। বাক্যার্থজ্ঞান পদার্থজ্ঞানমূলক। পদার্থজ্ঞান পদজ্ঞানমূলক। পদজ্ঞান ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞানমূলক। অতএব প্রথমতঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানের সুসাধ্যতা নিমিত্তে ব্যাকরণ-শাস্ত্রাভ্যাসকরণক তদর্থ জ্ঞান করিয়া নীতি বিদ্যাভ্যাস কর। ব্যাকরণজ্ঞানব্যতিরেকে অন্যশাস্ত্রজ্ঞান দুষ্কর। যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া অন্যশাস্ত্রজ্ঞান করিতে ইচ্ছা করে, সে গাঢ়অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে জলোপরি বেগেতে গমন করে যে সর্প, তাহার চরণ গণনা করিতে পারে। অতএব ব্যাকরণাভ্যাস অগ্রে কর, অনন্তর নীতিবিদ্যাভাস কর, তৎপশ্চাৎ আর আর বিদ্যানুশীলন করিও। ব্যাকরণজ্ঞান-রহিত বুদ্ধি খোদকতারহিত হয়। অতএব ব্যাকরণ প্রথমতঃ অবশ্য অধ্যেতব্য। এই বিষয়ে কেহ কহে,—যেমন লৌকিক গাছ-মাছ ইত্যাদি শব্দ ও তদর্থজ্ঞান লৌকিক ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমশঃ হয়, তেমনি সংস্কৃতশাস্ত্রাভ্যাস করিতে করিতে শাস্ত্রীয় শব্দ ও তদর্থজ্ঞান উত্তরোত্তর হইবেক; অতএব ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন, অহেতুক অধ্যেতব্য নয়। সে কিছু নয়,—যে হেতুক ব্যাকরণের প্রয়োজন শব্দের-সাধুত্ব-অসাধুত্ব জ্ঞাপন, নতু শব্দজ্ঞাপন। শব্দ সকলের নিত্যত্বহেতুক এ শব্দ উত্তম, এ শব্দ অধম, ও এশব্দ এই এই অক্ষরে হয়, অন্যাক্ষরে হয় না—যেমন দন্ত্যসকারান্ত বিস শব্দ মৃণালবাচক, মূর্দ্ধন্যষকারান্ত বিষ শব্দ গরলবাচক। অতএব অধম শব্দে হেয়ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক বাচক শাস্ত্রীয় শব্দের উপাদেয়ত্বজ্ঞাননিমিত্তক ব্যাকরণশাস্ত্র অবশ্য অধ্যেতব্য বটে। যদ্যপি লৌকিক ব্যবহারকালে "মৎস্যমানয়' 'মাচ আন' এই দুই বাক্যের তুল্য ফল হউক, তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারকালে অর্থ-অনর্থরূপ বিভিন্নফলকতা বেদে শ্রুত আছে এবং সভার ভূষণ পণ্ডিত, পণ্ডিতের ভূষণ উত্তমালঙ্কারযুক্তশব্দপ্রয়োগ। যে ব্যক্তি ব্যাকরণজ্ঞানবিহীন হইয়া সধুশব্দ-প্রয়োগাভিলাষী হয়, সে যদি মৃণালতন্তুতে মত্তহস্তীকে বন্ধন করিতে পারে, তবে স্বাভিলাষ পুর্ণ করিতে পারে। হে পুত্র! শুন, পরমেশ্বরগুণাদি বর্ণনা বিষয়ে কেহ যদ্যপি কদাচিৎ একও সাধুশব্দ প্রয়োগ করে, তবে তার পরলোকে উত্তম গতি হয়, ইহা শ্রুতিতে শ্রুত আছে। অতএব ঐহিক-পারত্রিক-ফলসিদ্ধ্যর্থ ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞান অবশ্যকর্ত্তব্য এই নিশ্চয়।

শ্রীল শ্রীবৈজপাল ভূপাল এতাদৃশ নানা প্রকার উপদেশ করিয়া, স্বপুত্রের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া প্রথমতঃ আচার্য্য প্রভাকরনামক নানাশাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণকে স্বনিকটে আনাইয়া কহিলেন, আচার্য্য প্রভাকর! আপনি ব্যাকরণাদি-ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্রাধ্যাপনারূপ স্বপ্রভা প্রকাশ করিয়া, মৎপুত্র শ্রীধরাধর বর্ম্মার হৃদয়াকাশে মূর্খতারূপ কুজ্ঝটিকাপসরণ করত বুদ্ধিরূপ পদ্মিনীর প্রকাশ করুন। আচার্য্য প্রভাকর শর্ম্মা মহারাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি শ্রীল শ্রীমহারাজাধিরাজ বীর বিক্রমাদিত্যের

কুলতিলক সকলশাস্ত্রার্থপারদর্শী পরম কৃপালু সকলজনহিতৈষী অতিশয় ধার্ম্মিক। আপনকার ধর্ম্মপত্নীজ ঔরস সন্তান ইনি। অতএব ইহার পাণ্ডিত্য-ধাৰ্ম্মিকত্বাদিগুণগণ সহজই বটে; কিন্তু বালকতারূপ জড়তাপ্রযুক্ত বুদ্ধিসঙ্কোচেতে সঙ্কুচিত আছে। আমার পাঠনাতে বুদ্ধিপ্রকাশ হওয়াতে তন্নিষ্ঠ গুণসকল অবশ্যই প্রকাশিত হইবে, কেননা রজনীপ্রযুক্ত পদ্মিনীসঙ্কোচেতে সঙ্কুচিত যে তদীয় সুগন্ধি সে কি সূর্য্যের রশ্মিতাপনেতে পদ্মিনীপ্রকাশ হওয়াতে অবশিষ্ট থাকে। হে মহারাজ! যেমন ময়ুরাণ্ডোদরবর্ত্তী যে জল সে পরপর বিচিত্র ময়ুরাকারে পরিণাম পায়, সর্পাণ্ডোদরবর্ত্তী জল বিষধরাকারে পরিণাম পায় বিপরীত কদাচ হয় না, তেমনি যাদৃশ শুক্রশোণিতপরিণাম যে প্রাণিশরীর হয়, সে তাদৃশ যদ্যপি হউক, কেননা কারণগুণ কার্য্যেতে অবশ্য থাকে। যেমন শুক্লসূত্রের পট শুক্ল, রক্ততন্তুর বস্ত্র রক্ত, তথাপি আপন-আপন-জন্মান্তরীয়কর্ম্মার্জ্জিত-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্ত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও হয়। স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বরের জগদ্বৈচিত্র্য ইষ্ট। দেখ, বর্ত্তমান মনুষ্য জাতিতে কখন কেহ কার সমানাকার নয় এই দৃষ্টান্তে জাত জনিষ্যমাণ নরজাতিমধ্যে সমানাকারতার অভাব নিশ্চয় হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনকার হইতে আপনকার পুত্রের যে বৈলক্ষণ্য হইতে পারিবে, সে উৎকৃষ্টতাকৃতই হইবেক, কেননা আপনকার অনেক পুণ্যানুষ্ঠানের ফল; ইনি—যেমত দশরথের পুত্র রাম। এবং গুরূপদিষ্ট ছাত্রমাত্রে যদ্যপি তুল্যরূপ হউক, তথাপি স্থানবিশেষে ফলবিশেষোপধায়ক হয়, যেমন রবির প্রকাশ সর্ব্বত্র যদ্যপি সমানভাবে হউক, তথাপি কাঁচ ভূমিতে চাকচক্য বিশেষ হয়। আচার্য্য প্রভাকর রাজসন্নিধানে এবম্বিধ নানাপ্রকার বাক্যকৌশল করিয়া রাজপুত্র সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গেলেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে বিদ্যাপ্রশংসা নাম দ্বিতীয়কুসুমম্।

তৃতীয় কুসুম।

তদনন্তর বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, এই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধ দিবসে চন্দ্রতারানুকূলে শুভলগ্নে বর্ণপাঠানুক্রমে রাজপুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজপুত্র! শুন, বর্ণ শব্দে—স্বর, হল্, বিসর্গ ও অনুস্বারকে কহে। অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শব্দে কহে। ককারাদি ক্ষকারান্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণকে হল্ ও ব্যঞ্জন ও হস্ শব্দে কহে। এ সমুদায়ে বর্ণ পঞ্চাশৎ। হকারের পর ক্ষকারের পূর্ব্বে আর এক লকার হয়, এমতে অক্ষরসমুদায় একপঞ্চাশৎ। অকারাদি ষোড়শ স্বরের মধ্যে অকারাবধি ঔকারপর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ বর্ণ, সেই স্বর। অং অঃ এই দুই বর্ণ অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুয়ের যে নামান্তর যথাক্রমে বিন্দু ও বিসর্জ্জনীয়। এই দুই বর্ণ স্বরধর্ম্মী, যেহেতুক দীর্ঘ ৯কারব্যতিরিক্ত অকারাদি ত্রয়োদশ বর্ণ যেমন পূর্ব্বেতে বর্ণ পাইলে স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়া প্রায় থাকিতে পারে না, তেমনি অনুস্বার-বিসর্গ স্বাতন্ত্র্যে থাকিতে পারে না। অতএব এই দুই অক্ষর স্বরধর্ম্মী। বর্ণপাঠেতে এই দুই বর্ণের অকার-সহিত পাঠের বীজ এই। ঈশ্বরজন্য জীবলোক; এ জীবলোক যেমন ঈশ্বরধর্ম্মভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, তেমনি এই দুই বর্ণ মকার সকার ও রেফরূপ-হল বর্ণজন্য হইয়া হল্-ভিন্ন স্বরধর্ম্মাক্রান্ত হয়। অতএব স্বর ও হল্ এই দুয়ের মধ্যে এই দুই বর্ণের গণনা নাই স্বজাতীয়ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম আশ্রয় যে করে, তার দশাই এই।

কুক্কুট-শব্দেতে ক্রমিক যে তিন শব্দ হয় তাহার মধ্যে প্রথমশব্দতুল্যোচ্চারণ হ্রস্ব দ্বিতীয়শব্দতুল্যোচ্চারণ দীর্ঘ। তৃতীয়শব্দোচ্চারণতুল্য প্লুত। এ, ও, ঐ, ঔ এই চারি স্বরকে সন্ধিজ শব্দ কহে। এই চারি স্বর দীর্ঘ ও প্লুত হয়, হ্রস্ব হয় না; এতদ্রূপে এ চারি বর্ণ আটপ্রকার হয়। ৯কার দীর্ঘ হয় না যেহেতুক ৯কারদ্বয়যোগে দীর্ঘ ৯কার হয়, এ

প্রযুক্ত ঌকার হ্রস্ব প্লুত-ভেদে দুইপ্রকার হয়। অ, ই, উ, ঋ এই চারি স্বর একৈকশঃ হ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুতভেদে দ্বাদশপ্রকার হয়। এইরূপে সমুদায়ে স্বর বাইশপ্রকার হয়। এমত সমুদায়ে বর্ণ সপ্তপঞ্চাশৎ অর্থাৎ সাতান্ন-সংখ্যক হয়। বোপদেবের মতে দীর্ঘ ৡকারেরও প্রয়োগ হইতে পারে। ককার ও খকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিসর্গকে জিহ্বামূলীয় শব্দে কহা যায়, তাহার লেখনপ্রকার X বজ্রাকার। পকার ও ফকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিসর্গকে উপধ্মানীয় করিয়া বিকল্পে কহে, তাহার সংস্থান ⌓ গজকুম্ভাকার। প্রত্যেক হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত যে স্বরসকল তাহারা একৈক উচ্চ-নীচ-সমানরূপ যে ত্রিবিধ উচ্চারণ, তৎপ্রযুক্ত উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতভেদে ভিন্ন হইয়া নবপ্রকার হয় এবং সানুনাসিক নিরনুনাসিকরূপ দ্বিবিধভেদে প্রত্যেকে অষ্টাদশ-প্রকার হয়। হ্রস্ব ও প্লুত ঌকার দীর্ঘ ও প্লুত এ, ও ঐ, ঔ এই স্বরসকল উদাত্তাদি স্বর-ভেদে প্রত্যেকে ষট্‌প্রকার হইয়া সানুনাসিক-নিরনুনাসিকভেদে প্রত্যেকে দ্বাদশপ্রকার হয়। ককারাদি মকার-পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি হল্‌বর্ণ স্পর্শসংজ্ঞক হয়। তাহারা পাঁচ পাঁচ হইয়া বর্গ-সংজ্ঞক হয়। য র ল ব এই চারি বর্ণ অন্তঃস্থ শব্দে কথিত হয়। শ ষ স হ এই চারি বর্ণকে উষ্ম শব্দে কহা যায়। বর্গের মধ্যে প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ আর য ব ল এই আঠার অক্ষর অল্পপ্রাণ হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত মহাপ্রাণ হয়। কোন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বর্ণ তিনপ্রকার হয় মহাপ্রাণ,মধ্যপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ। বর্গের ঘকারদি পাঁচ চতুর্থ বর্ণ আর তকার ও রেফ ও বিসর্গযুক্ত অনুস্বারযুত ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বণ এই সকল মহাপ্রাণ হয়। বর্গের আদি ককারাদি পাঁচ, পঞ্চমবর্ণ, ঙকারাদি পাঁচ য ব ল ও ককারাদি এই সকল অক্ষর অল্পপ্রাণ। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণভিন্ন যে অক্ষর সে মধ্যপ্রাণ হয়। স্বর-হলসংযুক্ত যে বর্ণসকল সে যদ্যপি সংযুক্ত; হউক তথাপি সংযুক্ত যে হল্‌বর্ণদ্বয় তাহাকেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে সংযুক্ত শব্দে কহিয়াছেন।

বর্ণসকলের উচ্চারণস্থান এই।—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠদ্বয়, ।জিহ্বামূল, নাসিকা। অকারত্রয় কবর্গ হকার বিসর্গ এই দশ বর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইকারত্রয় চবর্গ যকার শকার এই দশ বর্ণের তালু। ঋকারত্রয় ট ঠ ড ঢ ণ রেফ ষকার এই দশ বর্ণের মূর্দ্ধা। ঌকারদ্বয় তবর্গ ল স এই নয় বর্ণের দন্ত। উত্রয় পবর্গ ও উপধ্মানীয় এই নব বর্ণের ওষ্ঠদ্বয়। ককারাদি পঞ্চবর্গের অন্ত্য ঙকারাদি পঞ্চবর্ণের আপন আপন বর্গের যে কণ্ঠাদি উচ্চারণ স্থান সে এবং নাসিকাও হয়। একার ঐকারের কণ্ঠ-তালু। ওকারঔকারের কণ্ঠৌষ্ঠ। বকারের দন্তোষ্ঠ। জিহ্বামূলীয়ের জিহ্বামূল। অনুস্বরের নাসিকা। যেমন পুরুষ,—শক্তিব্যতিরেকে নিষ্ক্রিয়, শক্তিসহযোগে সক্রিয়, তেমনি এই ব্যঞ্জনবর্ণসকল স্বরসহযোগ-ব্যতিরেকে স্পষ্টোচ্চারণ-ক্রিয়ারহিত; স্বরসহিত হইলেই সুস্পষ্টোচ্চারণ-ক্রিয়াযোগ্য। অতএব শৈবদর্শনাদি শাস্ত্রে হল্‌সকলকে পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন; এবং ঋ-ঌ ব্যতিরিক্ত স্বর সকলকে শক্তি করিয়া কহিয়াছেন। ঋবর্ণ-ঌবর্ণকে নপুংসক করিয়া কহিয়াছেন। অতএব ঋবর্ণ-ঌবর্ণ-যুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু বিকল্পে হয়। কেন না নপুংসকের স্ত্রী-পুংধর্ম্মিত্বপ্রযুক্ত ঋবর্ণ-ঌবর্ণের হল্‌ধর্ম্মিত্ব ও স্বরধর্ম্মিত্ব হয়; হল্‌ধর্ম্মিত্ব পক্ষে তদ্‌যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু হইতে পারে, স্বরধর্ম্মিত্ব পক্ষে তদ্‌যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু হইতে পারে না। স্বরযুক্ত বর্ণের যে সংযুক্তত্ব নাই তাহা পূর্ব্বে কথিত আছে। এই সকল বর্ণ গুরু হয়।—দীর্ঘ ও দীর্ঘযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ ও সবিসর্গ ও অনুস্বারযুক্ত। শ্লোকের পাদের অন্ত্যবর্ণ ও প্র ও হ্র এই দুই সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ বিকল্পে গুরু হয়।

হে রাজকুমার! তোমাকে বর্ণসকলের বিশেষ কহিলাম, বিলক্ষণরূপে অভ্যাস করিয়া চিত্তে ধারণ কর; সুবুদ্ধি শিষ্যের চিত্তেতে গুরুর

ঈষদুপদেশ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া প্রকাশ পায় ;—যেমন নির্ম্মল সলিলেতে পতিত তৈল-কণামাত্র অত্যন্ত বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পায় তদ্বৎ। ঘট-পট-কুড্য-কুশূলাদিপদার্থজ্ঞান সামান্যরূপে মনুষ্যমাত্রের আছে কিন্তু বিশেষরূপে পদার্থজ্ঞান যাহার আছে সে-ই পণ্ডিত। নতুবা শুকপক্ষিপ্রায় বিশেষজ্ঞানব্যতিরেকে বর্ণাবলীরূপ-পদমাত্রোচ্চারণেতে পাণ্ডিত্য হয় না। আচার্য্য প্রভাকরনামক গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র কহিলেন,—হে গুরো! পদ কাহাকে বলে? তাহার স্বরূপ বা কি? রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া গুরু কহিতেছেন,—হে রাজপুত্র! শুন ;—শব্দ দুইপ্রকার হয় ;—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ঢক্কা-মৃদঙ্গ-কাংস্য-করতাল-নূপুর-বীণা-বেহালা-তম্বুরা-ভেরী-মধুরী-পত্র-বস্ত্রাদির শব্দ ধ্বন্যাত্মক। এ শব্দ সকলের বোধার্থ মনুষ্যের অধীন তত্তৎশব্দসদৃশ যে শব্দান্তর তাহাকে অনুকরণ শব্দ করিয়া কহিয়া-ছেন। যথা,—ঝঞ্ঝন্, ঠঠন্, শীৎকার, ঘটৎ,পটৎ ইত্যাদি। বর্ণাত্মক শব্দ দুইপ্রকার হয়,—অব্যক্তবর্ণ ও ব্যক্তবর্ণ। অব্যক্তবর্ণাত্মক শব্দ পশু-পক্ষ্যাদির ; বর্ণাত্মক শব্দ মনুষ্যজাতির। এই শব্দ অর্থবাচক ও শাস্ত্রীয়-লৌকিক ব্যব-হারোপযুক্ত, তাহা পদ শব্দে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতুক অর্থ যাহার আছে সে-ই পদ হয় ইহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন ; এমতে প্রকৃতি ও প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত প্রকৃতি এই তিন পদ হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিভক্ত্যন্তকে পদ বলেন ; যে বিভক্ত্যন্ত নয় ,তাহাকে নাম ও লিঙ্গ ও প্রাতিপদিক কহেন।

কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতি স্থানেতে কোষ্ঠস্থ বায়ুর অভিঘাতে বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয়। নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকেরদের মতে শব্দ অনিত্য। যেমন বায়ুহেতুক জলাভিঘাতে বিভিন্ন সূক্ষ্মক্ষণেতে পরপর উত্তোলিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল তৎসমুদায় একৈকতরঙ্গরূপেতে আবির্ভূত হয় তেমনি কোষ্ঠস্থ বায়ুর কণ্ঠতাল্বাদি-স্থানাভিঘাতে পৃথক্ পৃথক্ ক্ষণে উত্তরোত্তর উচ্চারিত যে একৈক বর্ণ তৎসমুদায় একৈকপদ-রূপে প্রকাশ যে পায় তাহাকেই বীচিতরঙ্গন্যায়ে শব্দোৎপত্তি করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

কোন পণ্ডিতেরা কহেন—যেমন কদম্ব-কুসুমগ্রন্থিতে প্রস্ফুটিত কেশরসমূহ একৈক-পুষ্পরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানেতে উচ্চারিত-বর্ণসমূহালম্বনজ্ঞান একৈক-পদ-বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়। ইত্যাকারক কদম্বগোলকন্যায়ে শব্দোৎপত্তি হয়। বৈয়া-করণেরা কহেন,—গো, পিক, কপি,জারা, রাজা, কুবলয় ইত্যাদি শব্দসকল যদি বর্ণসমুদায়াত্মক হয় তবে শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতুক বর্ণসমুদায়ের উচ্চারণ এক কালে হয় না। প্রথমবর্ণোচ্চারণকালে দ্বিতীয় বর্ণ নাই, এমনি পর পর বর্ণসকল। অতএব বর্ণ-সকলের ক্রমিকত্বপ্রযুক্ত সাহিত্য সম্ভবে না ; এবং যে শব্দের যে অর্থ সে অর্থ শব্দমধ্যে যে অক্ষরসকল থাকে, তাহার একৈকেতে কিম্বা দুই তিনেতে কিম্বা সে শব্দের বৈপরীত্যেতে বুঝায় না। কেননা গবাদিশব্দঘটক যে গকারাদি অক্ষর, তাহারা গোব্যক্তি কিম্বা গোত্বজাতিপ্রভৃতিরূপ অর্থকে বুঝাইতে পারে না, কোথাও বা কিছুই অর্থ হয় না। কোন কোন স্থানে সে অর্থ না হইয়া অন্য অর্থ হয়। যেমন যে পিকশব্দে কোকিলকে কহে, সে বিপরীত হইলে বানরকে কহে। বানর-বাচক যে কপিশব্দ সে বিপরীতোচ্চারিত হইয়া কোকিলবাচক হয়। যে রাজা পদ ভূপতিকে বুঝায়, সে বিপরীত হইলে ভ্রষ্টা স্ত্রীর বোধক হয় ; ভ্রষ্টা-স্ত্রীবোধক যে জারা শব্দ সে উল্টা হইয়া রাজবাচক হয়। কুবলয় শব্দের প্রথমাক্ষর ভূমি ও কুৎসিতবাচক, দ্বিতীয়-তৃতীয় বর্ণ সামর্থ্যবোধক, দ্বিতীয়াদি বর্ণ-ত্রয় বালা নামে অলঙ্কারকে কহে, সমুদায়ে হেলা নাম পুষ্পকে কহে ; অতএব বর্ণাত্মক শব্দ নহে। কিন্তু এক নিত্যবর্ণভিন্ন স্ফোটনামক শব্দ-বাচক যথা ক্রমে একৈকবর্ণোচ্চারণেতে কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিদ্রূপে বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইয়া শেষবর্ণো-

চ্চারণেতে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অর্থের প্রকাশক হন; এইরূপে স্ফোটাখ্য শব্দ যথাক্রমবর্ত্তী নানাপ্রকার বর্ণমালার ছেদে গোশব্দ, ঘটশব্দ, পটশব্দ, মঠশব্দ ইত্যাদি নানাবিধ ঔপাধিক ভেদেতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রিয়া ও কারক-ফলরূপ নানা অর্থের প্রকাশক যদ্যপি হউন, তথাপি স্বরূপতঃ এক ও নিত্য হন। যেমন আকাশ ঘটপটাদ্যবচ্ছেদে ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি নানাবিধ ঔপাধিক ভেদেতে ভিন্ন ভিন্ন যদ্যপি হউন তথাপি স্বরূপতঃ এক ও নিত্য হয় তদ্বৎ। যেমন রত্নতত্ত্বপরীক্ষক ব্যক্তির রত্নবিষয়ক অনেক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেতে মানস প্রত্যক্ষ বিষয়ের হয় তেমনি ঘটাদি পদ স্ফোট-ঘকারাদি-একৈকবর্ণোচ্চারণকৃত-স্ফোট-বিষয়ক যে জ্ঞান তৎকর্ত্তৃক আহিত অর্থাৎ বুনিত যে স্বজন্য সংস্কাররূপ বীজ সেই বীজ অন্ত্যবর্ণোচ্চারণকৃত ঐ স্ফোটবিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপাক পায় যে চিত্তরূপ ভূমিতে তাদৃশ চিত্তে ঘট এক শব্দ ইত্যাদিরূপে মানস প্রত্যক্ষ প্রমাণবিষয়ীভূত হইয়া ঝটিতি প্রকাশিত হন। ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া স্ফোটাত্মক শব্দের স্থাপন করেন ও বর্ণাত্মক শব্দের খণ্ডন করেন। এমতে বর্ণসকল অনিত্য। মীমাংসকমতে বর্ণসকল নিত্য। তৎসমুদায়াত্মক একৈক শব্দও নিত্য। ককারাদি যে বর্ণব্যক্তিসকল সে অনিত্য, কেননা প্রত্যুচ্চারণে ককারাদিবর্ণব্যক্তির বিভিন্নরূপতা, প্রতীতিহেতুক; ইহা বর্ণের অনিত্যতাবাদীরা যে কহে সে কিছু নয়;—যেহেতুক 'সেই ককার এ,সেই গকার এ' এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান বর্ণব্যক্তিমাত্রবিষয়ক সর্ব্বলোকের অনুভবসিদ্ধ আছে। প্রত্যভিজ্ঞান শব্দের অর্থ এই;—'সেই দেবদত্ত ইনি, সেই ঘোড়া এ' ইত্যাকারক কোন দেশে কোন প্রকারে কখনো জ্ঞাত যে বস্তু তাহার দেশান্তরে অন্যপ্রকারে সময়ান্তরে যে জ্ঞান তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞান ওপ্রত্যভিজ্ঞা শব্দে কহে।

যদ্যপি ককরাদি-বর্ণব্যক্তিসকল-প্রত্যুচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হইত তবে এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না। প্রত্যভিজ্ঞা (পুন্‌?) দেখিতেছি, অতএব বর্ণব্যক্তিসকল নিত্য ও প্রত্যেক এক এক, নানা নয়। এবং বর্ণসমুদায়াত্মক যে 'গো'ইত্যাদি পদবৃন্দ তাহারাও প্রত্যেকে এক এক ও নিত্য; এই কারণে লোকেরা কহে যে,—'আমি এক গকারকে দুইবার উচ্চারণ করিলাম।' 'আইস আইস' বস, বস, যাও যাও, খাও খাও' এই শব্দ আমি বারম্বার করিলাম। যদ্যপি গকার এবং গো-পদপ্রত্যুচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হইত, তবে লোকেরা কহিত যে,—'দুই গকার উচ্চারণ করা গেল ও দুই গোশব্দ আমি উচ্চারণ করিলাম।' এমন কেহ কখনো কহেনা; এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রেতেও বর্ণের 'দ্বিরুক্তি' এই কহিয়াছেন, 'দুই বর্ণ হয়, এ দুই পদ হয়' এমন কহেন নাই। তবে যে একৈকবর্ণব্যক্তির প্রত্যেক মনুষ্যের উচ্চারণকালে ভেদজ্ঞান হয়, সে কেবল সেই সেই মনুষ্যের উচ্চারণক্রিয়ার ভেদপ্রযুক্ত হয়, বর্ণস্বরূপভেদনিমিত্তক নয়; এবং অনেক বর্ণেতে যে একৈকপদজ্ঞান সেও হইতে পারে, যেমন হস্তি-অশ্ব রথ-পদাতি-সমুদায়রূপ অনেকেতে 'এ এক সেনা' এমত জ্ঞান; যেমন বা অনেক বৃক্ষেতে 'এক বন' জ্ঞান হয় এবং পঙ্‌ক্তি, সভা, দশ, শত, সহস্র, লক্ষ ইত্যাদি সকল অনেক হইয়াও একজ্ঞানবিষয় হয়। অতএব বর্ণত্বরূপে অনেক হইয়াও পদত্বরূপে একজ্ঞানবিষয় দেবদত্তাদি পদ হইতে পারে; ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ ও অনুভব দিয়া স্ফোটশব্দবাদীর মত দূষিয়া বর্ণাত্মক শব্দ স্থির করেন। এমতে বর্ণসকল নিত্য এবং প্রত্যেকে একস্বরূপ ও ঘটাদি শব্দসকলও প্রত্যেকে নিত্য ও একস্বরূপ। শব্দের স্বরূপবিবেচনা এই হইল।

সেই বাচক শব্দ যতপ্রকার হয় তাহা কহি।—বাচক শব্দ চারিপ্রকার হয়। জাতিবাচক, দ্রব্যবাচক, গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক। গবাদি শব্দ জাতিবাচক, আকাশ প্রভৃতি শব্দ দ্রব্যবাচক, পাচকাদি শব্দ ক্রিয়াবাচক, শুক্লাদি

শব্দ গুণবাচক। যদ্বাচক যে শব্দ হয়, তাহাকে তৎপ্রবৃত্তিনিমিত্তক করিয়া কহিয়াছেন; যেমন জাতিবাচক গবাদি শব্দ জাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তক ইত্যাদি। জাতিবাচক ও দ্রব্যবাচক শব্দের। বিশেষ্য হয়; গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দসকল বিশেষণ হয়। ঐ বাচকশব্দ দুইপ্রকার হয়;—মুখ্য ও লাক্ষণিক। মুখ্য তিনপ্রকার;—যৌগিক ও যোগরূঢ় এবং রূঢ়। প্রকৃতির অর্থ ও প্রত্যয়ের অর্থ এ দুই অর্থের যোগেতে যে অর্থ হয়, সেই অর্থের বাচক যে শব্দ সে-ই যৌগিক হয়; যেমন পাচকাদি শব্দ পাকাদি ক্রিয়া করে যাহারা তাহারদিগকে বুঝায়। যোগরূঢ় শব্দ এই,—প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থের মিলনেতে যে সকলকে বুঝাইতে পারে সে সকলের মধ্যে একমাত্র প্রসিদ্ধ যে শব্দ সে যোগরূঢ় হয়; যেমন পঙ্কজাদি শব্দ পঙ্কজন্যাদি যে সকল পদ্ম-কুমুদ-শৈবালাদি সে সকলকে না কহিয়া কেবল পদ্মপ্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ হয়। রূঢ় শব্দের পরিচয় এই,—প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থমিশ্রণে যে অর্থ হইতে পারে, সে অর্থ না হইয়া আর অর্থ যে শব্দেতে হয় সে রূঢ় শব্দ; যেমন মণ্ডপাদি শব্দ; কেননা মণ্ডপ শব্দেতে 'মণ্ডপানকর্ত্তা' এই অর্থ বুঝাইতে পারে, সে অর্থ না বুঝাইয়া চৌয়ারি ঘর বুঝায়। ঘর কখনো মাড় খায় না। এমনি যে শব্দসকল তাহারা রূঢ় শব্দ হয়। এরূপে মুখ্য শব্দ তিনপ্রকার হয়।

লাক্ষণিক শব্দের প্রকারদ্বয় এই।—গৌণ আর ঔপচারিক। যে শব্দ স্বকীয় মুখ্যার্থের বাধপ্রযুক্ত, প্রসিদ্ধিবশতঃ কিংবা প্রয়োগকর্ত্তার তাৎপর্য্যবশতঃ স্বকীয় মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয়-গুণসম্বন্ধী অন্য অর্থকে বুঝায়, সে গৌণ শব্দ হয়। যেমন 'এ ব্রাহ্মণ গঙ্গাবাসী' ইত্যাদি বাক্যেতে গঙ্গাদি শব্দ গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথখাতস্থ জলপ্রবাহ, তাহাতেব্রাহ্মণের বাস সম্ভবে না, এইজন্য গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থের বাধ; এতৎপ্রযুক্ত এ গঙ্গা শব্দ ভগীরথখাতস্থ জলপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োগকর্ত্তা ব্যক্তির তাৎপর্য্যাধীন আপনার যে শৈত্যপনবত্ত্বাদি গুণ তদ্গুণবিশিষ্ট স্বকীয় তীররূপ অর্থকে বুঝান। অতএব গঙ্গাবাসী শব্দলক্ষণাতে গঙ্গাতীরবাসিরূপ অর্থকে জানান। এতাদৃশ যে শব্দ তাহাকে লাক্ষণিক ও গৌণ শব্দ করিয়া কহেন এবং 'আমার এ যে পুত্র সে আমিই, 'ও ইনি পুরুষসিংহ, ইনি পুরুষশার্দ্দূল' ও 'এ বেটা পুরুষকাক, এ বেটা পুরুষকুকুর' ইত্যাদি-বাক্যপ্রয়োগে পুত্রের আত্মত্বের অসম্ভবপ্রযুক্ত ও পুরুষাদির সিংহ-শার্দ্দূল-কাককুক্কুরত্ব প্রভৃতির অসম্ভবপ্রযুক্ত আত্মশব্দ আত্মতুল্য-প্রিয়রূপ অর্থকে বুঝায় ও সিংহশার্দ্দূল শব্দ সিংহ-শার্দ্দূলসদৃশ শূররূপ অর্থকে বুঝায় ও কাক-কুক্কুর শব্দ কাক-কুক্কুরের সমান যেমন-তেমনরূপে দত্ত পরের উচ্ছিষ্ট-অন্নোপজীবিরূপ অর্থকে লক্ষণাতে বুঝায়। তাৎপর্য্যবশতঃ লক্ষণা এই।

প্রসিদ্ধিবশতঃ যে লক্ষণা তাহা কহি শুন।—তৈল শব্দের মুখ্যার্থ তিলজন্য স্নেহদ্রব্য। সর্ষপাদিজাত স্নেহ দ্রব্যেতে যে তৈলশব্দপ্রয়োগ সে লোকপ্রসিদ্ধিবশতঃ লক্ষণাধীন এবং দেহেতে আত্মশব্দপ্রয়োগ আত্মবৎ প্রিয়ত্ব-প্রযুক্ত। কেননা আত্মশব্দ চেতনবাচী, অচেতন শরীরের বাচক হইতে পারে না। কারণ অচেতন কার্য্যহেতুক ঘটপটাদিকার্য্যের ন্যায় শরীরের অচৈতন্য ব্যক্তিতে চৈতন্যভাব-দর্শনপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধও বটে। তবে যে দেহের গমনাগমনআকুঞ্চন-প্রসারণাদি কর্ম্ম দেখা যায়, সে চেতনরূপী আত্মার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত, সারথির অবস্থান-নিমিত্ত রথের গমনক্রিয়ার মত। দেহের চৈতন্যের অভাব ও দেহভিন্ন আত্মার চৈতন্য এই সিদ্ধান্ত দেহাত্মবাদি-লোকায়তিকনামকবৌদ্ধমতপ্রবিষ্ট-ভাক্তপণ্ডিতব্যতিরিক্ত সর্ব্বশাস্ত্রযথার্থজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রের মতে স্থিরীকৃত আছে; এবং নীলপদ্ম, শুক্লঘট, রক্তবস্ত্র পীতপুষ্প, চিত্রাগো ইত্যাদি স্থলে নীলাদিগুণবাচক শব্দ লক্ষণাতে সেই সেই গুণযুক্ত দ্রব্যকে

বুঝায় এবং 'এ বেটা গরু, চন্দ্রমুখ, পদ্মহস্ত' ইত্যাদি স্থলে গরু-চন্দ্র-পদ্মাদি শব্দ স্বস্বতুল্যকে লক্ষণাতে কহে।

ঔপচারিক শব্দের পরিচয় কহি।—বস্ত্রের কিঞ্চিৎ পুড়িলে লোকেরা কহে—'আমার কাপড় পুড়িয়াছে ও প্রাণীর অন্নজল প্রাণ' ইত্যাদি স্থলে বস্ত্র-প্রাণাদিশব্দ ঔপচারিক অর্থাৎ উপচারেতে কথিত। উপচার শব্দের অর্থ এই,—যে যাহা নয় তাহাতে তাহার আরোপ। ঔপচারিক শব্দের পরিচয় কহিলাম। আর লক্ষণার যে অন্যান্য আছে তাহার মধ্যে কিছু কহি।

উপলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ, তটস্থলক্ষণা, ভাগলক্ষণা, শব্দলক্ষণা, তৎস্থলক্ষণা, বিপরীতলক্ষণা ইত্যাদি। উপলক্ষণের উদাহরণ এই,—'রাজা চলিলেন'. এই বাক্যেতে রাজা ও তাঁহার হস্তী অশ্ব রথ পদাতি সমুদায়েরও চলন উপলক্ষণেতে বুঝায়। এইরূপ যে যে স্থানে শ্রূয়মাণ শব্দের অর্থের অপরিত্যাগে অশ্রূয়মাণ শব্দেরও অর্থোপস্থিতি হয়, সেখানে উপলক্ষণ হয়। স্বরূপলক্ষণের পরিচয় এই,—'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ সত্য জ্ঞান সুখ ইহার যাদৃশ স্বরূপ তাদৃশস্বরূপ। তটস্থলক্ষণার বিবরণ এই ;—কোন তৃষ্ণার্ত্ত মনুষ্যের, 'ওহে! অমুক নদী কোথায়?' এই বাক্য শুনিয়া সেই আপন অঙ্গুলীতে নদীতটস্থ বৃক্ষকে দেখাইয়া দিয়া কহে,—'এই নদী' এই বাক্যেতে নদীতটস্থ বৃক্ষেতে তটস্থলক্ষণাতে নদীশব্দপ্রয়োগ হয়। ভাগলক্ষণার পরিচয় এই,—'সেই ঘোটক এই' এতদ্রূপ প্রত্যাভিজ্ঞা বাক্যেতে 'সেই এই' শব্দের পরোক্ষ অপরোক্ষরূপ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ ভাগের পরিত্যাগে অবিরুদ্ধ ঘোটকাকারের পরিজ্ঞান যাহাতে হয়, তাহাকে ভাগলক্ষণা কহিয়াছেন। শব্দলক্ষণার স্বরূপ এই,—দুই শব্দেতে যাহার নাম তাহাকে পূর্ব্ব শব্দে কিম্বা পর শব্দে যে স্থানে কহে সে স্থানে শব্দলক্ষণা হয় ;—যেমন ভীমসেনকে ভীম, সত্যভামাকে সত্যা, পদ্মলোচনকে পদ্মা, জগন্নাথকে জগা কহে। তৎস্থলক্ষণার লক্ষণ এই,—'আজি এদের ঘর গমগম শব্দ করিতেছে' ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগে ঘর প্রভৃতি শব্দ তৎস্থজনসমূহের বোধক যাহাতে হয়, তাহাকে তৎস্থলক্ষণা করিয়া কহে। বিপরীতলক্ষণার স্থল এই,—কোন ব্যক্তি আপন শত্রুকে কহিতেছে,—'হে মিত্র! তুমি আমার যে বিস্তর উপকার করিয়াছ তাহা কি কহিব এবং যে যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছ তাহাও বা কি কহিব, তুমি এতাদৃশ কর্ম্ম সর্ব্বদা করত সুখেতে একশত বৎসর বাচিয়া থাক' এই বাক্যেতে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে বিপরীতলক্ষণাতে এই অর্থ বুঝায়,—হে শত্রু! তুমি আমার যে যে অপকার করিয়াছ এবং যে যে দুর্জ্জনতা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা কি কহিব, আর এমন কখন না করত দুঃখেতে শীঘ্র মর। লক্ষণার বিবরণ সংক্ষেপে এই হইল।

সম্প্রতি আলঙ্কারিকেরদের মতে ব্যঞ্জক নামে আর একপ্রকার শব্দ যেরূপ হয়, তাহা কহি। রাজসাক্ষাৎকারে প্রায় সমস্ত রাত্রি নৃত্য করিয়া পারিতোষিক দ্রব্য কিছু না পাওয়াতে নর্ত্তনে শৈথিল্য করিতেছে যে নর্ত্তকী তাহাকে তন্ত্রর্ত্তা কহিতেছে,—'হে কান্তে! অনেক গত হইল স্বল্প রাত্রি অবশিষ্ট আছে, ইহা চিত্তে বিবেচনা করিয়া সজ্জনেরদের মনোরঞ্জন কর।' এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত্র, 'রাজাকে মারিয়া আমি রাজা হই' এইরূপ যে মানস করিতেন, সে মানস হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনে এই স্থির করিলেন যে,—রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, অনেক কাল গেল আর অল্প দিন আছে, পরে আমিই রাজা হইব, অল্প কালের নিমিত্তে গর্হিত কর্ম্ম করা উচিত নহে, যাহাতে লোকে অনুরাগ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এবং রাজকন্যা যুবতী, বিবাহ না হওয়াতে রাজার অনুমতিব্যতিরেকে কোন পুরুষকে স্বয়ংবরণ করেন এমত ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া মনে এই নিশ্চয় করিলেন যে,—অনেক

দিন প্রতীক্ষা করিয়া অল্প কালের নিমিত্ত রাজানুজ্ঞার নিরপেক্ষ হওয়া উপযুক্ত হয় না, উত্তম বর লাভ হইলেই পিতা আমার বিবাহ দিবেন, যেহেতুক পিতার কন্যাদানের আবশ্যক শাস্ত্রসিদ্ধ ; নর্ত্তকীপতির বাক্য যে ব্যাপারতে এতাদৃশ অর্থদ্বয় বুঝায়, সে ব্যাপারকে আলঙ্কারিকেরা ব্যঞ্জনাবৃত্তি করিয়া কহেন। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে অর্থবোধক শব্দ ব্যঞ্জক-শব্দে কথিত হয়। এবং কোন বেশ্যার ক্রীড়া-পুষ্পোদ্যান হইতে রাত্রিশেষে কুসুমচয়ন করিয়া এক মুনিপুত্র প্রত্যহ আনিতেন, সে বেশ্যা শাপভয়েতে ঋষিবালককে ফুল তুলিতে মানা করিতে না পারিয়া, এক দিবস নিশা-বসানে ঋষিসন্তান পুষ্পচয়ন করিতেছেন, সেই সময়ে স্বদাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে, —আমার অত্যন্ত প্রিয় এক কুক্কুর এই বাগানে ছিল, তাহাকে কল্য রাত্রিশেষে বাঘে খাই-য়াছে। বেশ্যার এই বাক্য শুনিয়া সেই দিন অবধি ব্যাঘ্রভয়েতে ঋষিতনয় পুষ্পচয়নার্থ আর আইলেন না। এই স্থলে মুনিসন্তানের পুষ্প-চয়নার্থ আর না-আগমনরূপ অর্থ বেশ্যা-বাক্যস্থ শব্দের হইতে পারে না কিন্তু ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে বুঝায়। অতএব এতাদৃশার্থের ব্যঞ্জক বেশ্যা-বাক্যস্থ পদসকল হয়। নৈয়ায়িকেরা এ ব্যঞ্জনাবৃত্তি মানেন না, কহেন,—বাক্যের তাৎ-পর্য্যবশতঃ ব্যঙ্গার্থপ্রতীতি হয়, ব্যঞ্জনাবৃত্তি মানা নিষ্ফল ও নির্ম্মূল। যৌগিক-লাক্ষণিকভিন্ন ব্যঞ্জকনামা শব্দ নাই ; অতএব ব্যঞ্জনাবৃত্তিও নাই। বৈয়াকরণেরা লক্ষণাও মানেন না ; কহেন,—যেমন মালাবাচক এক হার প্রাদিপদ-যোগে প্রহার, আহার, সংহার, বিহার, নীহার, অপহার, উপহার, পরিহার, নির্হার, অবহার, প্রতীহার, সমাহার, উদাহার, ব্যবহার, প্রত্যা-হার ইত্যাদি নানাবিধ অর্থের বোধক হয়, তেমনি গঙ্গাদি পদ বাসাদিপদসমভিব্যাহারে তীরাদি-নানার্থবাচক হবে। শব্দের অনেক শক্তি প্রমাণসিদ্ধ বটে। অতএব অমরকোষাদি অভিধান নানার্থবর্গাদিতে অনেক নানার্থ শব্দ কহিয়াছেন। এই কারণে গঙ্গাদি শব্দের অভিধাসংজ্ঞক শক্তিতেই তীরাদিরূপ অর্থ অভিহিত হবে। লক্ষণাবৃত্তি অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ মানা বৃথা। শব্দের শক্তিজ্ঞানের কারণ ব্যাকরণ ও অভিধানাদি। লক্ষণার বিবরণ-সমাপ্তি হইল।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথম স্তবকে বর্ণশব্দ-বিবেকে তৃতীয়কুসুমম্।

চতুর্থ কুসুম।

যদ্যপি হিন্দুস্থানীয় ভাষার অবান্তর ভেদ নানাপ্রকার হউক, তথাপি সামান্যতঃ হিন্দু-স্থানীয় ভাষার ত্রৈবিধ্য হয়,—যেমন গৌড়ী, বৈদর্ভী, মাগধী। পূর্ব্বদেশীয় ভাষা গৌড়ী, দক্ষিণাত্যভাষা বৈদর্ভী, পাশ্চাত্যভাষা মাগধী ; এই ত্রিবিধ ভাষাশব্দ তজ্জ-তৎসম-দেশ্যরূপ-ত্রিবিধভেদপ্রযুক্ত প্রত্যেকে ত্রিবিধ হয়। সংস্কৃত-শব্দস্থ বর্ণসকলের মধ্যে কোথাও কোন বর্ণের স্থানে আদেশেতে অর্থাৎ এক বর্ণ পুছিয়া অন্যবর্ণ করাতে, কোথাও বা আগমেতে অর্থাৎ কোনবর্ণ-বিনাশব্যতিরেকে অন্য বর্ণের আনাতে, কোথাও বা লোপেতে অর্থাৎ কোন ব মুছিয়া ফেলাতে, কোন কোন স্থানে আদেশা-গম লোপের মধ্যে দুই-তিনের করাতে যে শব্দ হয়, তাহাকে তজ্জ অর্থাৎ সংস্কৃতশব্দজন্য করিয়া কহেন। যেমন সংস্কৃত দাল শব্দের দকারের স্থানে ডকার করাতে ডাল শব্দ, শাক, শব্দের ককারস্থানে গকার করাতে শাগ, মুখ—মুহ, দধি—দহি মধু—মহু ইত্যাদি ও গচ্ছশব্দের গকারের পর আকারাগমে গাছ ইত্যাদি, ওষ্ঠ শব্দের ষকারলোপে ওঠ, মাতা—মা ; পাদ—পা ইত্যাদি এবং বপি—বাপ ; মৎস্য—মাছ ; পত্র—পাত ; ভক্ত—ভাত ; কর্পট—কাপড় ; ঘটঘরা—গগরী গাগরী ; নাসা—নাক ; হস্ত—হ'ত ; ইত্যাদি শব্দ সকল তজ্জ-শব্দ হয়। তৎসমের অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের সমান শব্দের উদাহরণ অন্ন, জল, প্রাণ; মনুষ্য

ইত্যাদি। দেশ্য শব্দের উদাহরণ,—কা দা,কাকী, বেটা, চুপড়ী, ধুচুনী, ঢেকী, কুলা ইত্যাদি শব্দ দেশ্য অর্থাৎ সেই সে-ই দেশেতে জাত আছে। অর্থবিশিষ্ট যে পদসমূহ সে-ই বাক্য হয়। পদ দুইপ্রকার হয়। তিঙন্ত ও সুবন্ত। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী গমন-ভোজনাদি ক্রিয়ার বোধক ও কর্ম্ম-নিরাকাঙ্ক্ষ শয়ন-জাগরণাদিক্রিয়াবোধক যে তিঙন্ত পদ তাহাকে ক্রিয়াপদ বলি। ক্রিয়ার প্রকারদ্বয় হয়,—অপৃথক্‌রূপা ও পৃথক্‌রূপা, খাইয়াছি, শুতেছি ইত্যাদি। ক্রিয়া কারক-ব্যতিরেকে থাকে না, এই নিমিত্ত অপৃথক্‌রূপা হয়। পাক ত্যাগ গমন ভোজন ইত্যাদি ক্রিয়া ঘটপটাদি দ্রব্যের মত কারকব্যতিরেকে থাকিতে পারে, এই কারণে তাহাকে পৃথক্‌রূপা বলি। সুবন্ত পদের বিবরণ,—ক্রিয়ার নিমিত্ত যে তাহাকে কারক বলি, সে কারক ছয়প্রকার হয়। যে সে কর্ত্তা। যাকে তাকে কর্ম্ম। যাতে তাতে করণ। যাকে তাকে দানার্থ-ক্রিয়াপদপ্রয়োগে সম্প্রদান। যা হইতে তা হইতে অপাদান। যাতে থাকে সে আধার, যে থাকে সে আধেয়। এতাদৃশ আধার-আধেয়ের কাহার ইচ্ছাতে যাতে তাতে অধিকরণ হয়। এতদ্রূপ ষট্‌কারকের বোধক যে সুবন্ত পদ, তাহাকে কারক বলি এবং যার তার সম্বন্ধ এ কারক হয় না, যেহেতুক ক্রিয়ার নিমিত্ত যে, সে-ই কারক হয়, দ্রব্যাদির যে নিমিত্ত সে সম্বন্ধ হয়। যেমন 'দেবদত্ত অশ্বেতে গ্রামকে যাইতেছেন' ইত্যাদি বাক্যেতে গমনাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত যে দেব-দত্তাদি সুবন্ত পদ সে-ই কারক। অমুকের ধন ও পুত্র ইত্যাদি বাক্যেতে দ্রব্যাদিনিমি-ত্তক-স্বামিত্বাদি-নানাবিধ-সম্বন্ধবোধক অমুকের ইত্যাদি সম্বন্ধিপদ। এবং হায় এ কি দুঃখ, তোমার পুত্র মূর্খ হইল, ইত্যাদি বাক্যে হায় প্রভৃতি পদযোগে যে দুঃখাদি পদ, সে সকল উপপদ বিভক্ত্যন্ত পদ হয়। চেতনকে আপনার অভিমুখ করারূপ সম্বোধনার্থবোধক 'হে' ইত্যাদি পদ। 'এ কি হয় না অর্থাৎ অবশ্য হয়' ইত্যাকারক বাক্যে শিরশ্চালনার্থ বোধক 'না' ইত্যাদি পদ। সেও এও ইত্যাকারক সমুচ্চয়ার্থবোধক 'ও' ইত্যাদি পদ। স্নানে যাও, মাছও আনিও, অর্থাৎ যদি মৎস্য পাও, তবে আনিও, না পাও না আনিও, এতাদৃশ অবাচয়ার্থবোধক 'ও' ইত্যাদি পদ। 'সে-ই এ-ই' এবম্বিধ অবধারণার্থ বোধক ইপ্রভৃতি শব্দ।

'আঃ এ কি' এতাদৃশ আশ্চর্য্যার্থবোধক 'আ' ইত্যাদি পদ। অকর্ত্তব্যের সর্ব্বথা না-করারূপ অর্থের দ্যোতক 'বরং' 'বরঞ্চ' ইত্যাদি পদ ও কিন্তু যখন তখন এখন যেমন তেমন এমন যদি যদ্যপি যদিস্যাৎ এবং এমনি কেও কোথাও কতকগুলি কতকগুলাক যত তত অত বিনা নানা পৃথক্ ন না সম্প্রতি ইদানী অবশ্য কিম্বা কিবা অথবা অথচ অর্থাৎ প্রমুখাৎ কি প্রথমতঃ অন্ততঃ বস্তুতঃ ফলতঃ বশতঃ ক্রমশঃ যৎকিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কিছু করিয়া করিতে ইষৎ তদ্বৎ তথা সর্ব্বথা সর্ব্বদা কদাচিৎ তূষ্ণীং ভূয়োভূয়ো মুহুর্ম্মুহু বারম্বার পুনঃপুনঃ আবার এবার ওবার যুগপৎ আগে অগ্রে পশ্চাৎ পাছে সেথা এথা ওথা কোথা ইত্যাদি নানাপ্রকার অব্যয় পদ। এবং 'শীঘ্র যাও ভাল পাক করো' ইত্যাদি স্থলে শীঘ্রাদি ক্রিয়া-বিশেষণ পদ। এবং 'যথাশক্তি যথাসম্ভব' ইত্যাদি অব্যয়ীভাবপদ এবং 'নীল উৎপল' 'উত্তম জাতি' ইত্যাদি স্থলে নীলাদি ভেদক বিশেষণ পদ। তক্ষক লোহিত, শঙ্খ পাণ্ডর, অগ্নি উষ্ণা, ইত্যাদি বাক্যে লোহিতাদি স্বরূপসৎবিশেষণ পদ। এই এই রূপে সুবন্ত পদ নানাপ্রকার হয়। বৈয়াকরণ-মতে তিঙন্ত-পদ, কারক পদ, অব্যয় পদ ও বিশেষণ পদ পরস্পরাকাঙ্ক্ষাপ্রযুক্ত অন্বিত হইয়া বক্তার অভিপ্রেতার্থবোধক বাক্য হয়। অমরকোষেতে তিঙন্ত-সুবন্ত পদসমুদায়কে ও কারকপদযুক্ত ক্রিয়াপদকে বাক্য শব্দে কহিয়াছেন। অপাদান সম্প্রদান করণ অধি-করণ কর্ম্ম কর্ত্তা এই লিখিতক্রমে দুই কারক হওয়ার সন্দেহ যে স্থলে হয়, সে স্থলে পরবর্ত্তী এক কারক হয়। যেমন 'ব্রাহ্মণকে দিয়া বস্ত্র

কাড়িয়া লইতেছে' এই বাক্যে 'দিয়া' এই ক্রিয়ানিমিত্তক সম্প্রদান 'লইতেছে' এই ক্রিয়া-নিমিত্তক অপাদান। এ দুই কারকের হওয়ার সংশয়েতে পরিবর্ত্তী এক কারক সম্প্রদান হয়। অতএব 'বিপ্র হইতে দিয়া বস্ত্র ছাড়াইয়া লইতেছে, এমত বাক্য হয় না। 'আসনে বসিয়া উঠিতেছে' এস্থলে অপাদান অধিকরণসন্দেহে উত্তরবর্ত্তী অধিকরণ হইয়াছে। এ কারণে 'আসন হইতে বসিয়া উঠিতেছে' এতাদৃশ বাক্য হয় না। 'ঘরকে গিয়া নির্গত হইতেছে' এ বাক্যপ্রয়োগে অপাদান-কর্ম্মসন্দেহে পরবর্ত্তী কর্ম্ম হইয়াছে। এহেতুক 'ঘর হইতে গিয়া নির্গত হইতেছে' এরূপ বাক্য হইতে পারে না। এবং 'এ ঘট আছে তুমি দেখ' এতাদৃশ স্থলে কর্তৃকর্ম্ম-বিরোধে কর্ত্তা হয়; অতএব 'এ ঘটকে আছে দেখ' এমন প্রয়োগ হয় না। এবং 'অন্ন আপনিই পাক হইতেছে' 'গাছ আপনিই কাটা যাইতেছে' 'ঘর স্বয়ং পড়িতেছে' ইত্যাদি বাক্য কর্ম্মকর্তৃবাচ্য শব্দে কথিত হয়। 'ঘর করা হইতেছে' 'ভাত খাওয়া হইতেছে' 'এ মারা যাইতেছে' ইত্যাদি বাক্য কর্ম্মবাচ্য শব্দে কথিত হয়। 'ইনি করিতেছেন' 'ইনি খাইয়াছেন' 'ইনি দেশে যাবেন' ইত্যাদি বাক্য কর্তৃবাচ্য শব্দে কহা যায়। 'দেবদত্তকর্তৃক ভবন' 'অমুককর্তৃক গমন' ও 'অমুকের গমন' এতাদৃশ বাক্যপ্রয়োগ ভাববাচ্যে করা যায়। সমাস—অনেক পদকে এক পদ করা। সে সমাস ছয়প্রকার হয়।—তৎপুরুষ-কর্ম্মধারয়, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, দ্বন্দ্ব ও দ্বিগুণ। এই ছয় সমাসের প্রত্যেকের লক্ষণ ও বিশেষ উদাহরণ ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। বাক্যস্বরূপের সামান্যতো বিবরণ এই সমাপ্ত হইল।

হে রাজপুত্র! সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য! চতুর্ব্রহ্মার মুখ-চতুষ্টয়রূপ পদ্মবনের হংসী—অতএব দোষলেশের গন্ধমাত্র-শূন্যা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী তোমার মানসেতে সতত বিলাস করুন। পাণিন্যাদি-মুনিকর্তৃক অনুশাসিত স্বয়ং সৃষ্ট যে বাক্যসকল, তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রীয়-লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত্ত হয়। যেহেতুক যদি শব্দনাম জ্যোতি এ জগতের শেষপর্য্যন্ত দেদীপ্যমান না হইত, তবে এ সকল ভুবন অন্ধতমময় হইত। দর্পণেতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, দেখ বাঙ্ময়রূপ দর্পণের এ বড় আশ্চর্য্য, যেহেতুক শাস্ত্ররূপ দর্পণেতে অসন্নিকৃষ্ট যে অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান বস্তু সকল, তাহাও দেখা যাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই;—পৃথু প্রভৃতি আদি রাজারদের অসন্নিধানেতেও স্বয়ং দৃষ্ট হইতেছে দেখ। শাস্ত্রে বাক্যকে গো শব্দে যে কহিয়াছেন, তাহার কারণ এই;—ভাষা যদি সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে স্বয়ং কামদুঘা ধেনু হন; যদি দুষ্টরূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই দুষ্ট ভাষা স্বনিষ্ঠ গোত্ব ধর্ম্মকে স্বপ্রয়োগ-কর্ত্তাতে অর্পণ করিয়া স্ববক্তাকে গোরূপে পণ্ডিতেরদের নিকটে বিখ্যাত করেন। যে ব্যক্তি কাব্যের লক্ষণ না জানিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে কাব্য পড়ে, সে ব্যক্তি স্বহস্তসংলগ্ন খড়্গোতে স্বকীয় মস্তকের যে ছেদন করে, তাহ বুঝে না। আর বাক্য কহা বড় কঠিন; সকল হইতে কহা যায় না; কেন না, কেহ বাক্যেতে হাতী পায়, কেহ বাক্যেতে হাতীর পায় অতএব বাক্যেতে অত্যল্প দোষও কো প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে; কেন না, যদ্যপি অতিবড় সুন্দরও শরীর হয়, তথাপি যৎকিঞ্চিৎ এক শ্বিত্র-রোগ-দোষেতে নিন্দনীয় হয়। শাস্ত্রানভিজ্ঞ জন গুণদোষের বিভাগ কি প্রকারে করিবে? অন্ধ কি শুক্লাদিরূপ-বিশেষজ্ঞানে অধিকারী হয়? অতএব লোকেরদের গুণদোষবিবেক-জ্ঞানানুসন্ধান করিয়া প্রাচী পণ্ডিতেরা গদ্য-পদ্যরূপ বাক্যসকলের নান প্রকার রীতি নিবন্ধ করিয়াছেন। সে পণ্ডিতেরা কাব্যের আকার ও অলঙ্কার দেখাই য়াছেন। অলঙ্কারের বিবরণ পশ্চাৎ ক যাবে। সম্প্রতি কাব্যের আকার কহি, শুন

পদার্থবিশিষ্ট যে ক্রিয়াকারকাদি পদ, তৎসমূহাত্মক কাব্য-শরীর হয়। সে কাব্য তিনপ্রকার হয়,—পদ্য, গদ্য ও মিশ্র। পাদচতুষ্টয়াত্মক পদ্য হয়। সে পদ্য দুই প্রকার হয়,—এক বৃত্ত —গুরুলঘুবর্ণ-গণনাতে যে করা যায়। দ্বিতীয়, জাতি—মাত্রাগণনাতে কৃত যে হয়। ইহার বিস্তার ছন্দোবিচিতিপ্রভৃতি গ্রন্থেতে আছে। সেই ছন্দোবিদ্যা গভীর কাব্যসাগরের তরণেচ্ছুরদের নৌকারূপা হয়। কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া আপন আপন অর্থের বোধক যে কবিতাসকল, তাহারা মুক্তক শব্দে কথিত হয়। যে দুই শ্লোক পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া অর্থের প্রকাশক হয়, তাহার নাম কুলক। যেখানে পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত পরপ্রকরণের অন্বয় হয়, তাহার সংজ্ঞা কোষ। যথা অনেক কবিতাতে এক অন্বয় হয়, তাহাকে সংঘাত করিয়া কহি। কিন্তু কাব্যেতে সর্গবন্ধের অঙ্গত্বপ্রযুক্ত বিস্তর পদ্য সজ্ঘাত কহা যায় না। যাহাতে সর্গবন্ধ থাকে, সে মহাকাব্য হয়,—যেমন রামায়ণাদি। মহাকাব্যের লক্ষণ এই;—আশীর্ব্বাদ কিম্বা নমস্কার অথবা যে কাব্যেতে যিনি প্রধানরূপে বর্ণনীয় অর্থাৎ নায়ক, তাহার স্বরূপের নির্দ্দেশ এই কাব্যের মুখবন্ধ হয়, অর্থাৎ কাব্যের আরম্ভের স্বরূপ। কাব্যের স্বরূপ এই;—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এতদ্রূপচতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি-তাৎপর্য্যক চতুর অতিবড় নায়কের যে বর্ণনা, তাতে যুক্ত ও ইতিহাসকথা এবং তৎপ্রসঙ্গাগত অন্যই বা এই সকলেতে সংযুক্ত এবং নগর সমুদ্র পর্ব্বত নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যোদয় উদ্যান জলক্রীড়া মধুপান সুরতোৎসব বিরহ বিবাহ কুমারোৎপত্তি মন্ত্রণা দূতপ্রস্থাপনা যুদ্ধ নায়কীয় যুদ্ধ বিজয় এই সকলেতে উপেত ও সালঙ্কার ও অতিবিস্তৃত এবং শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি এই নবরসসারের আতিশয্যরূপ প্রবাহেতে নিরন্তর অথচ অনতিবিস্তীর্ণ সর্গ-বাহুল্যেতে ও সুশ্রাব্য ছন্দেতে ও সুন্দর-বর্ণবিন্যাসেতে সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তান্তেতে সংযুক্ত কাব্য হয়। উত্তমালঙ্কারযুক্ত যে কাব্য, সে কল্লান্তপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কথিত যে কাব্যাঙ্গসকল, তাহার মধ্যে যে কোন অঙ্গেতে হীনও কাব্য দুষ্ট হয় না—যদি সেই কাব্যেতে সংগৃহীত যে অর্থ, তাহার উৎকৃষ্টতা কাব্যজ্ঞ রসিকদের অনুরাগ জন্মাইতে পারে। প্রথমতঃ নায়কের গুণোপন্যাস করিয়া সেই নায়ক হইতে শত্রুদের পরাজয়বর্ণনরূপ যে কাব্যরচনারীতি, সে স্বভাবসুন্দর হয় এবং রিপুরও বংশ-বীর্য্যপাণ্ডিত্যাদির উত্তমত্ব বর্ণন করিয়া সেই শত্রুর পরাজয় কথনেতে নায়কের ঔৎকর্ষজ্ঞাপন যে কাব্যেতে থাকে, সে কাব্যবেত্তাদিগকে অতিশয় সন্তুষ্ট করে।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথম স্তবকে বাক্যস্বরূপনিরূপণে চতুর্থকুসুমম্।

পঞ্চম কুসুম।

ইদানী গদ্যের বিবরণ শুন। পাদকৃতবিচ্ছেদশূন্য যে ক্রিয়া-কারকাদি-পদপ্রবাহাত্মক গদ্য, সে দ্বিবিধ হয়,—এক আখ্যায়িকা; অন্য কথা অর্থাৎ বাক্যপ্রবন্ধকল্পনা। দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শগ্রন্থেতে কথা ও আখ্যায়িকার যে ভেদ, সে এইরূপ;—আপনার কিম্বা অন্যের জ্ঞাত যে বিষয়, তদর্থক যে গদ্যসমূহ, সে আখ্যায়িকা হয়। বিশিষ্টার্থ-তাৎপর্য্যক স্বকপোল-কল্পিত যে বিষয়, তদর্থক যে গদ্যসমূহ সে কথা হয়। ইহা কহিয়া কহিয়াছেন যে এ নিয়ত নয়, যেহেতুক অন্যোন্যেতে অন্যোন্যের প্রবেশ আছে, ইহা বিচার করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, সংজ্ঞাদ্বয়েতে চিহ্নিত আখ্যায়িকা ও কথা এক জাতি, —যেমন চট্টোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়-বন্দ্যোপাধ্যায়াদি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাতে চিহ্নিত এক ব্রাহ্মণজাতি। প্রহেলিকা অর্থাৎ হেয়ালি, ও আভাণক, ক্লিষ্ট ও সঙ্কুল, অন্ধগোলাঙ্গুল, অর্দ্ধজরতীয়, গতানুগতিক, বকাণ্ডপ্রত্যাশা, অন্ধহস্তিদর্শন, দশম নষ্টাশ্বদগ্ধরথ, অন্ধপঙ্গু, লাজা-

বন্ধন, স্থূলারুন্ধতী ইত্যাদি ন্যায়সকল এমন আর আর যে কিছু, সে সকলকে কথার মধ্যে জানিও। গদ্যের স্বরূপ-বিবরণ হইল।

মিশ্রের স্বরূপ কহি। সংস্কৃত ভাষা ও পিঙ্গলাদি ভাষাতে কৃত যে নাটকাদি ও সংস্কৃত-গদ্যপদ্যময় চম্পূসংজ্ঞক যে কাব্য, সে সকল মিশ্র শব্দে কথিত হয়। এতাদৃশ পূর্ব্বোক্ত যত-প্রকার কাব্য, সে পুনর্ব্বার চারিপ্রকার হয়।—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ অর্থাৎ অপ-শব্দ ও মিশ্র। সংস্কৃত দেববাণী; তাহার মহর্ষিরা মনুষ্য লোকেতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং শিষ্যোপশিষ্য-পরম্পরাক্রমেতে আজিপর্য্যন্ত ঐ দেববাণী মনুষ্যলোকে শাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত তদ্ভব-তৎসম-দেশীয়রূপে প্রাকৃতভাষাক্রম অনেকপ্রকার হয়। গৌড়ী মহারাষ্ট্রী শূরশেনীয় ও লাটী ও লাক্ষা এই সকল প্রাকৃত ভাষা উৎকৃষ্ট হয়। আভী-রাদি দেশজ ভাষা অপভ্রংশ; কিন্তু শাস্ত্রেতে সংস্কৃতভাষাব্যতিরিক্ত যে কোন ভাষা, সে সকলই অপভ্রংশ হয়, মিশ্র নাটকাদি এবং 'হদ্দা ইথশান মুষল্লহ সহম' ইত্যাদি অনেক আরবি ভাষাতে ঘটিত তাজকাদি গ্রন্থ। কথা সর্ব্বভাষাতে এবং সংস্কৃত ভাষাতেও কহা যায়। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে হইয়াছে, তন্ময়ী অথচ যার অতি-বড় আশ্চর্য্য অর্থ, তাহাকে বৃহৎ কথা করিয়া কহিয়াছেন;—যেমন দশকুমারাদি কথা। পূর্ব্বোক্ত প্রহেলিকাপ্রভৃতির উদাহরণ;—যে কোন এক অর্থকে ব্যক্তরূপে কহিয়া স্বরূপার্থের গোপন করত যে শব্দে যে অর্থ পাওয়া যায়, সে অর্থে কিম্বা যে শব্দে যে অর্থ না পাওয়া যায়, সে অর্থের কহা যে বাক্যেতে হয়, তাহাকে প্রহে-লিকা বলি।—যেমন গুরুতর লোক যে শ্বশুর-শাশুড়ী, তাহাদের নিকটে কামিনী স্ত্রীকর্তৃক কণ্ঠেতে আলিঙ্গিত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতম্ব স্থলকে অবলম্বন করিয়া কুব-কুব ইত্যাকারক অব্যক্ত শব্দ যে করে, সে কে?—এই জিজ্ঞাসেতে উত্তর—জলপূর্ণ ঘট।

আভাণক যাহাকে কহে, তাহার উদা-হরণ;—যেমন আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই। ইহার তাৎপর্য্যন্ত,—অল্পা-য়াসপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত অধিকায়াস করা নয়। 'চালে ফলে কুষ্মাণ্ড হরের মার গলায় গলগণ্ড' ইহার নিষ্কর্ষ—কারণব্যতিরেকে কার্য্য হওয়া অনুপযুক্ত কি না। 'আনিলাম্ মুলা পোঁদের হলো শুলা'। ইহার পর্য্যবসিতার্থ;—আত্মীয় লোকের অনিষ্টাচরণ। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ন্যায় অনেকপদার্থজ্ঞানাধীন একপদার্থজ্ঞান যে বাক্যে হয়, সে ক্লিষ্ট বাক্য।—যেমন 'বি'শব্দে গরুড়, তৎকর্তৃক জিত অর্থাৎ ইন্দ্র, তার আত্মজ অর্জ্জুন, তার দ্বেষী কর্ণ, তার পিতা সূর্য্য, তার কিরণেতে তাপিত যে জন, সে হিমের নাশক অগ্নি, তার অমিত্র জল, তার ধারক মেঘ, তাতে ব্যাপ্ত আকাশকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। এতাদৃশ বাক্য ক্লিষ্ট বাক্য, এ পণ্ডিতেরদের ইষ্ট নয়। ইহা সরস্বতীকণ্ঠাভরণে কালিদাস কহিয়াছেন।

পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ বাক্য সঙ্কুল বাক্য হয়।—যেমন 'আমি যাবজ্জীবন মৌনী, আমার পিতা, নিঃসন্তান, মাতা বন্ধ্যা ছিলেন। পিতামহীর পুত্র হয় নাই। এবং আমানি খাইতে দাঁত ভাঙ্গিল, সিন্দুর পরিব কিসে, এতাদৃশ বাক্য।

অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ের পরিচয়।—এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে গমন করত মাঠের মধ্যে এক গোয়ালাকে কহিলেন,—হে গোপ! আমি অন্ধ, তুমি আমাকে আমার শ্বশুরের ঘরে লইয়া যাও। গোপ কহিলেন,—আমি অনেকের গরু চরাই, তোমাকে তোমার শ্বশুরের বাটী লইয়া গেলে গরু সব কে কমনে যাবে? অতএব আমার যাওয়া হয় না। তোমার শ্বশুরের গরু এইটি অতিবড় সুশীলা, ইহার লাঙ্গুল ধরিয়া তুমি যাও, এ যে গৃহে প্রবিষ্ট হবে, তোমার শ্বশুরের বাড়ী—সেই। অন্ধ, গোপের এই বাক্য শুনিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে গোপুচ্ছ ধরিল, পরে ঐ গরু অন্ধের দৃঢ়মুষ্টির চাপনেতে প্রমাদ ভাবিয়া উত্তরোত্তর যেমন

যেমন পদাঘাত করে, অন্ধও পর তেমনি মুষ্টিদ্বয়েতে দৃঢ়তর আঁটিয়া ধরে, ইহাতে ঐ গরু অতিশয় লম্ফ ঝম্ফ করাতে ও হেঁচুড়ী দিয়া লইয়া যাওয়াতে ঐ অন্ধ ছিন্নভিন্ন ভগ্নাঙ্গ ও নগ্ন হইয়া দুইএকদণ্ড-রাত্রি-সময়ে অতিশয় কষ্টেতে গ্রামনিকটে পঁহুছিলে পর, ঐ অন্ধের শ্বশুরের চাকর লোকেরা দেখিয়া গোচোরজ্ঞানে কিল চাপড় লাথী গুতা ধাক্কা প্রহার মারিয়া দিয়া করিয়া গরুকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গেল। ইহার তাৎপর্য্য,— মূর্খের উপদেশ গ্রহণ কদাচ করিবে না, করিলে গোপোপদেশ-দুরাগ্রহ এই অন্ধের ন্যায় হইতে হয়।

অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ের বিবরণ।—অতিবড় উদার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষসময়ে অন্নাভাবে পরিজনপ্রতিপালনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া এক স্বকীয় গোকে প্রতিহট্টে লইয়া যান। ক্রেতা ব্যক্তিরা বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করিলে পর, যেমন আমাদের অধিক বয়স হইলে প্রাচীন জানিয়া অন্য হইতে কিছু অধিক দেয়, তেমনি আমি যদি এ গোর অধিক বয়স কহি, তবে প্রাচীন-জ্ঞানে অধিক মূল্য হইতে পারিবে, যে কারণ প্রাচীনেতে লোকেদের অধিক আস্থা হয়, অধিক পরমায়ু হইলেই প্রাচীন হয়, মনে মনে এই বিচার করিয়া কহেন যে,—আমার এ পৈতৃক গো অতিপ্রাচীনা স্বল্প-ঘাসখাদিনী স্বল্পস্থান-স্থায়িনী সুশীলা সুধর্ম্মা পালগ্রহণ কখনো করেন না। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া হাটুয়ারা চুপ করিয়া ফিরিয়া যায়। পরে আর এক হাটপালীতে অন্য এক হাটুয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে ব্রাহ্মণ! আপনি প্রায় হাটের প্রতিপালাতে এই গোকে লইয়া যাওয়া-আসা করেন, কারণ কি? ব্রাহ্মণ কহিলেন, এ গো আমি বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকি, সে কহিল,—গরু বেচা-কেনা হয় না? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—কেহ লয় না; সকলেই কথা শুনিয়া অমনি চুপ করিয়া যায়। সে লোক কহিল,— আপনি কি কহেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি এ গো আমার পৈতৃক প্রাচীনা এইরূপ কহি। সে লোক কহিল,—এমন গরুর দাঁত দেখি, এই কহিয়া গরুর দাত দেখিয়া কহিল ও মহাশয়! এমন নয়, মানস ক্রিয়াতেই প্রাচীনের আদর এবং বাচনিক ক্রিয়াতে ও কায়িক কর্ম্মেতে পুনঃ দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত প্রাচীন অনাস্থেয় হন এবং পশুজাতি প্রাচীনাবস্থাতে অত্যন্ত অনুপাদেয়; আপনকার এ গো বৃদ্ধা নয়, আমি এ গোর দাঁত দেখিয়া বয়স বুঝিয়াছি। ইহার পর এ গো কিনিতে যে আসিবে, তাহাকে এইরূপ কহিবেন যে, এ গো এক বিয়ানের এবং ঢের দুধ দেয়। এইমত কহিয়া সে ব্যক্তি গেলে পর, ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্বে এ গো স্থবিরা, ইহা কহিয়া আবার এ গো তরুণী ইহা সঙ্কুল বাক্য কিরূপে কহিব? এই বিরোধোদ্ভাবন করিয়া এই নির্ণয় করিলেন যে, এ গো-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রাচীন বটেন শাস্ত্রেতে আত্মাকে পুরাণ পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা বস্তুতঃ দেহধর্ম্ম; 'ইনি বালক ইনি যুবা ইনি স্থবির' ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার আত্ম-বিষয়ে ঔপচারিক— লোহিত স্ফটিক ইত্যাদিবৎ। অতএব এ গো ব্যক্তি আত্মাংশে—জরতী, শরীরাংশে—তরুণী হইতে পারেন; অতএব এ গোকে অর্দ্ধজরতী কহিতে পারি। ব্রাহ্মণ এতাদৃশ তত্ত্ববিচারে এই স্থির করিলে পর, এক ক্রেতা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গোর বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওরে বাপু!—আমার এ গোটী অর্দ্ধজরতী, অর্দ্ধেতে যুবতী। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া সকলে হাসিয়া কহিল যে, এ ব্রাহ্মণ অতিবড় অমায়িক, বিষয়জ্ঞান কিছুই নাই। তদনন্তর একজন বিবেচনা করিয়া সে গরু লইয়া গেল।

অর্দ্ধকুকুটীয় ন্যায়ও এইরূপ। কিন্তু বিশেষ এই;—অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অর্দ্ধ-কুকুটীয় ন্যায়ে মুসলমানের মোল্লা। এ ন্যায়ের উদাহরণ পণ্ডিতেরা দেন, যে স্থলে বাদিপ্রতি-

বাদীরদের পরস্পরের মত ইতরেতর কিছু গ্রহণ করে, কিছু গ্রহণ না করে।

গতানুগতিক ন্যায়ের বিবরণ।—প্রত্যহ অরুণোদয়কালে সিন্ধুস্নানার্থে সিন্ধুতটে অনেক ব্রাহ্মণেরা যান, সকলেরি পিতৃতর্পণার্থে তাম্রপাত্র অর্থাৎ কোশা প্রাদেশমাত্রপ্রমাণ একাকার। আপন আপন তাম্রপাত্র মার্জ্জন করিয়া সাগর-তীরে রাখিয়া সকলে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিতে কোশা লন যে কালে, তখন কে কাহার কোশা লন ইহার নিশ্চয় কিছুই থাকে না। এইরূপে দ্রব্যবিনিময় প্রায় অনুদিন হয়। এক দিবস ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধ বিপ্র বিবেচনা করিলেন যে, প্রতিদানব্যতিরেকে সামগ্রী-বিপর্য্যয়েতে অদত্তদ্রব্যগ্রহণরূপ চৌর্য্য-দোষ হয়; অতএব যেরূপে ইহা না হয়, তাহা করা উচিত। এই বিচার করিয়া স্বতাম্রপাত্রের বিশেষজ্ঞাননিমিত্তে তদুপরি বালুকাগোল স্থাপন করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। তৎপর আর আর ব্রাহ্মণ সকলেই ক্রমে ক্রমে দেখা-দেখি স্বকীয় স্বকীয় তাম্রপাত্রের উপরে একৈক সৈকত পিণ্ড স্থাপন করিয়া অবগাহনার্থে গেলেন। পরে ঐ স্থবির ব্রাহ্মণ আসিয়া অবলোকন করেন যে, এক জাতীয় চিহ্নেতে চিহ্নিত তাবৎ তামার কোশা। ইহাতে হাস্য করিয়া কহিলেন,—অহো এ বড় আশ্চর্য্য! সকল লোকই গতানুগতিক অর্থাৎ দেখাদেখি পরস্পর কর্ম্ম করে, বস্তুযাথার্থ্য কেহ বিবেচনা করে না। যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক করিত, তবে একাকার চিহ্ন দিত না। যেহেতুক একাকার-চিহ্নদানে তদ্দোষের তাদবস্থ্য, দেখিতেছি সকলেই অবিশেষ চিহ্ন প্রদান করিয়াছে; অতএব প্রায় সকলেই অসমীক্ষ্যকারী অর্থাৎ এক জন প্রধান যাহা করে তাহা দেখিয়া অন্যে তাহা করে এবং তদ্দৃষ্টিক্রমে করে। এতদ্রূপে প্রায় লোকেরা গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায়ে, অন্ধপরম্পরান্যায়ে বা এ সংসারান্ধকূপে পড়ে। গড্ডলিকা অর্থাৎ গাড়র তারদের যুথের মধ্যে একটা যদি জলে পড়ে, তবে সব-গুলা জলে পড়ে। আর যেমন বা শ্রেণীবদ্ধ অন্ধেরদের একটা যে গর্ত্তাদিতে পড়ে, সকলেই পরস্পর কেহ কাহাকে ছাড়িতে না পারিয়া জড়াজড়ি করিয়া তাহাতেই পড়ে। আর যেমন স্ত্রীরা কামুককামিনী হয়, তেমনি মূর্খেরা পূজিতপূজক হয় অর্থাৎ মহামহো-পাধ্যায় পরম ধার্ম্মিক পণ্ডিতের অনাদরে মূর্খ-তম মদ্যপ বেশ্যাসক্তকে 'ইনি বিশিষ্ট সন্তান' এই জ্ঞানে পূজা করে। এইপ্রকার নানারূপ বিবেচনা করিয়া ঐ বুড়া বামন তদবধি তথায় স্নান করা ছাড়িল।

বকাণ্ডপ্রত্যাশার কথা।—নির্ম্মল নদীতীরস্থ মৎস্যার্থি-বলাকাবলি সরিত্তট ত্যাগ করিয়া বৃষভেরদের লম্বমান অণ্ডকোষদ্বয়ে সফরী-মৎস্যজ্ঞানেতে 'অণ্ডকোষ খসিয়া পড়িলেই খাবে' এই প্রত্যাশাতে পশ্চাদ্ধাবন করে। অসম্ভাবিত দৃঢ়তর দুরাশাতে বদ্ধ হইয়া বৃষ-পদাঘাতে বরং নষ্ট হয়, তথাপি বৃষভ-পশ্চাৎ-ধাবন পরিত্যাগ করে না। এ কথার তাৎ-পর্য্যার্থ এই;—এ জীবলোক সুনির্ম্মল পর-মেশ্বরোপাসনা ত্যাগ করিয়া এতাদৃশ বকাণ্ড-প্রত্যাশারূপ বিষয়প্রত্যাশাতে নষ্ট হইতেছে।

অন্ধহস্তিদর্শনের কথা।—একস্থানে কতক-গুলি অন্ধ বসিয়াছিল, দৈবাৎ তারদের অদূরে এক হস্তী উপস্থিত হইল। ঐ অন্ধেরা লোকের-দের কোলাহল হওয়াতে হাতীর আসা শুনিতে পাইয়া হাতী দেখিতে সকলেই গেল; কিন্তু তাহারদের মধ্যে নিরাকাঙ্ক্ষ এক বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিল কেবল সে গেল না। পরে ঐ অন্ধের-দের মধ্যে কেহ হস্তীর পাদ, কেউ শুণ্ড, কেহ বা উদর, কেউ বা পুচ্ছ, কেহ বা কর্ণ, স্ব স্ব হস্তে স্পর্শ করিয়া ঐ বৃদ্ধের নিকটে আইল। বৃদ্ধ, সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে হস্তী কেমন দেখিলা কহ। তাহাতে পাদ-স্পর্শী কহিল,—স্তম্ভাকার হস্তী। শুণ্ডস্পর্শী কহিল,—না না, তেমন নয়,—সর্পাকার হস্তী। উদরস্পর্শী কহিল,—দূর বেটা, তুই কিছু জানিস্ না, হাতীটা ঢাকের মত।

পুচ্ছস্পর্শী কহিল,—উঁহু এমন নয়, গোলাঙ্গুলাকার হস্তী। কর্ণস্পর্শী কহিল—তোমরা কেহ কিছু জান না,—আমি যথার্থ কহি,—কূলার মত হাতীটা। অনন্তর সকলের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ বৃদ্ধ কহিলেন,—তোমরা বিরোধ করিও না,—আমি তোমাদের সকলেরি বাক্যের প্রামাণ্য রাখিয়া হস্তীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিতেছি শুন ;—তোমরা সব একৈকপ্রদেশস্পর্শী, সকলেই লোচনবিহীন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কাহারো হয় নাই। প্রত্যেকে হস্তীর একৈকদেশ স্পর্শ করিয়াছ। ত্বাচ প্রত্যক্ষ তোমারদের সকলেরি সমান হইয়াছে, অতএব যে যা স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে বলিতেছ, সে যথার্থ বটে, মিথ্যা নয় ; কিন্তু এক জাতি বস্তু নানাপ্রকার হইতে পারে না ; অতএব তোমাদের সকলের একজাতীয় প্রমাণে অনুভূত যে এক হস্তীর বিভিন্ন প্রদেশ সকল, তাহার যথাযোগ্য অবয়ববিশেষসন্নিবেশেতে এক অবয়বী হস্তীর স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমি কহি। ঢক্কাকারোদর স্তম্ভাকার পাদ সূর্পাকৃতিকর্ণ গোলাঙ্গুলাকৃতিপুচ্ছ সর্পাকারশুণ্ড এতাদৃশস্বরূপ হস্তিনামা চতুষ্পদ পশুজাতি জানিও। এতাদৃশ ন্যায়ে বেদান্তিরা বৈশেষিক-নৈয়ায়িক-মীমাংসক-সাংখ্য-পাতঞ্জলরূপ-পঞ্চদার্শনিকনির্ণীত জগৎকারণ পরমেশ্বরের যে একৈক দেশ তার সম্ভবানুসারে সঙ্কলন করিয়া জগৎকারণ একরূপ পরমেশ্বর হন ; ইহা তটস্থলক্ষণাতে নিরূপণ করিয়া স্বরূপ লক্ষণাতে অন্য পঞ্চ দার্শনিকেরদের অস্পৃষ্ট হস্তিপৃষ্ঠভাগপ্রায় সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর ; এই নিষ্কর্ষ করেন।

দশম ন্যায়ের বিবরণ ;—দশজন একত্র হইয়া কোন দেশে যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক নদী ছিল, তাহা পার হইয়া পরপারে বসিয়া সকলে কহিল,—আমরা দশজন পার হইয়াছি কিম্বা দশজনের মধ্যে কেহ পার হয় নাই, ইহা জানা ভাল। এইরূপ পরামর্শেতে প্রথমতঃ একজন অন্য নয় লোককে গণিয়া আপনাকে না গণিয়া কহিল যে—ওরে ভাইরা! নয় জন যে হয়, আর একজন কমনে গেল। ইহা শুনিয়া অন্য জন কহিল,—এমন হবে না, থাক আমি গণিয়া দেখি। এরূপ কহিয়া, সেও স্বভিন্ন নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া কহিল যে,—বটেত নয়জনই যে হয়, দশম কি হইল! এইরূপে দশজন একে একে আত্মবিস্মরণে বাহ্যমাত্রাভিনিবিষ্টচিত্ততাতে কেবল বাহ্য গণনা করিয়া 'দশম নাই' এই নিশ্চয় করিল। অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—ওহে দশম! কোথা আছ, শীঘ্র আইস, আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি, তোমাকে পাইলেই সুখী হই, অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস। এইরূপ পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিল যে, বুঝি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল, সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি। শ্যালা বড় দুষ্ট, যদি পাই, তাহার বাপের বিয়ে দেখাইব। আমারদিগের বড় দুঃখ দিতেছে, ভাল বুঝিব। ইহা কহিয়া সকলেই কণ্টকিত নানাজাতীয়-লতাবেষ্টিত-নিবিড়বিপিনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে সেই অরণ্যে গাছের আড়ে কুঞ্জমধ্যে পর্ব্বতে উপত্যকাতে অধিত্যকাতে কন্দরে গুহাতে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না পাইয়া পুনর্ব্বার সকলেই ঐ নদীতীরে আসিয়া মন্ত্রণা করিল যে,—বুঝি নদী পার হইতে হইতে ডুবিয়া মরেছে, আইস দেখি খুজি। ইহা মনে করিয়া নদীর মধ্যে খুজিয়া কোথাও কিছু টের না পাইয়া পাঁক, কাদা ও শেওলা মাখা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন গদ্গদ্ কণ্ঠে কাকুক্তি বিলাপ করিয়া, কেহ বা বুক চাপড়ায়, কেহ বা মাথা কুঁড়ে, কেহ বা ধূলাতে গড়াগড়ি পাড়ে, কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আত্মদর্শী নামে একজন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারদের দুরবস্থা দেখিয়া

অত্যন্ত করুণান্বিত হইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কি কারণে হইয়াছ, তাহা আমাকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর আত্মদর্শী বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে,—ইহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত। আত্মস্বরূপ বিস্মরণ সর্ব্বানর্থের নিদান হয়। ধন্য জগন্মোহিনী পারমেশ্বরী শক্তি! যে আত্মজ্ঞানাধীন সর্ব্ববিজ্ঞান হয় সে স্বয়ং প্রকাশমান আত্মাকে বিস্মৃত করান। আহা! এ জীবেরা আত্মাকে ভুলিয়া না গণিয়া এতাদৃশ কষ্ট পাইতেছে। ইহা মনে মনে করিয়া কহিলেন যে,—হে আত্মবিস্মৃতেরা! উঠ মোহ শোক রোদন ত্যাগ কর তোমাদের দশম মরে নাই আছে, আমি দেখাইয়া দিতেছি, স্থির হও অন্তঃকরণ সুস্থ কর। আত্মদর্শীর এই বাক্য শুনিয়া আত্মবিস্মৃতেরা অস্তব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন,—কই কই আমারদের দশম কোথায় আছে তুমি যদি আমারদের দশমকে দেখাইতে পার তবে যার পর নাই এমন উপকার কর। আত্মদর্শী কহিলেন,—ভাল ভাল, কিন্তু তোমরা বাহ্যবিষয়মাত্রেই অত্যন্ত অভিনিবেশ করিও না আত্মজ্ঞানে জাগরূক হও বাহ্যগণনা করিয়া আত্মগণনা করিলে কিম্বা আত্মাকে গণিয়া বাহ্যগণনা করিলে, তোমরা সকলেই দশম হইবা। আদি মধ্য শেষ সকলই দশম। তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও আমি দেখাইয়া দিব। এ বাক্য শুনিয়া তাহারা সব একশারি হইয়া দাঁড়াইল। পরে আত্মদর্শী প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত, দ্বিতীয়াবধি প্রথমপর্য্যন্ত এবং তৃতীয়াবধি দ্বিতীয়পর্য্যন্ত চতুর্থাবধি তৃতীয়পর্য্যন্ত মালার ন্যায় গণনা করিয়া সকলকে দশমরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তাহারা সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া কহিল,—যে আপনারা মনে বুঝিয়া দেখতো ইনি আপনি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমারদিগকে ভুলান তো নাই। ইহা কহিয়া আত্মদর্শীকে কহিল,—আপনি হোরো যাও তো আমরা আপনারা মনে যুক্তি করিয়া বুঝি, তবে আমারদের প্রামাণ্য হইবেক। ইহা কহিয়া সকলেই প্রত্যেকে মনন করিয়া সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষরূপে স্ব স্ব স্বরূপ দশমকে পাইয়া মোহ শোক-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য ও অতি সন্তুষ্ট হইয়া নিরতিশয় সুখ পাওত স্বাস্থ্য পাইল। এতাদৃশ দশম ন্যায়েতে এ জীবেরদের বিশ্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের বিস্মরণ ও তৎপ্রযুক্ত বাহ্যবিষয়ানুরাগনিমিত্তক মোহ-শোক-জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ সাংসারিক দুঃখভাগিতাত্মক বদ্ধত্ব ও গুরু বেদান্তবাক্য-শ্রবণাধীন পরমেশ্বরস্বরূপসাক্ষাৎকার ও তৎপ্রযুক্ত সাংসারিকদুঃখাত্যন্তিক পরিত্যাগ নিরতিশয়-সুখরূপ-মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, ইহা বেদান্তিরা কহেন।

অন্ধপঙ্গুন্যায়ের কথা।—এক ব্যক্তি অন্ধ দর্শনসামর্থ্যহীন আর এক ব্যক্তি পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়া গতিশক্তিশূন্য। এতাদৃশ দুই জনের পার্থক্যেতে তাদৃশ ক্রিয়া সংসিদ্ধি হইতে পারে না, পঙ্গুর অন্ধস্কন্ধারোহণে উভয়সংযোগেতে যেমন ক্রিয়াসিদ্ধি হয়। এতন্ন্যায়েতে প্রকৃতি-পুরুষসংযোগে ভোগমোক্ষ ক্রিয়াসিদ্ধি হয় উভয়বিয়োগেতে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না; ইহা সাঙ্খ্য দার্শনিকেরা কহেন। এই অন্ধ-পঙ্গুন্যায়ের পাতঞ্জলদার্শনিকেরা প্রকারান্তরে বর্ণনা করেন।—যেমন এক মহাপুরুষ থাকেন, তাঁর ক্ষেত্রজ্ঞনামে এক পঙ্গু দাস থাকে এবং প্রকৃতি নামে এক অন্ধ দাসী থাকে। এক দিবস ঐ মহাপুরুষ পঙ্গু দাসকে কহিলেন,—আমার সংসারের সকল কর্ম্মের ভার তোমাকে দিলাম তুমি সকল কর। অন্য সময়ে ঐ অন্ধ দাসীকেও তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন পরে খোঁড়া ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে,—আমি খোঁড়া গতিশক্তি-রহিত, স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন কিরূপে করিব। এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া আছে, ইত্যবসরে ঐ অন্ধ দাসী তাদৃশ ভাবনাতে ভাবিত হইয়া তথাতে গিয়া বসিল। এতদ্রূপে কাক-

তালীয়ন্যায়ে অজাকৃপাণকীয়ন্যায়ে বা উভয়ের সহবাস হওয়াতে অন্যোন্যের বিষয় অন্যোন্য অবগত হইয়া দুই জনে যুক্তি করিয়া পঙ্গু দাস অন্ধদাসীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর-সাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে তৎসংসারের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়ের বিস্তার।—দুই জন রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; দৈবাৎ সেই কাননের মধ্যে দাবানলেতে এক জনের রথ পুড়িয়া গেল, অশ্ব থাকিল; অন্য ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়া মরিল, রথ থাকিল। এতদ্রূপে এক জন নষ্টাশ্ব অন্য জন দগ্ধরথ হইয়া অটবীতে থাকে। এক দিবস দৈবাৎ দুই-জনেতে দেখা হইল। অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া এক জনার রথেতে অন্যের অশ্বযোজনা করিয়া অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্য দেশ পাইল। এবম্বিধ ন্যায়ে মনুষ্যেরা নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথেতে সংযোজিত পরমেশ্বরস্বরূপ-জ্ঞানরূপ হয়েতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পরম সুখেতে অবশ্যপ্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে, ইহা প্রাচীন বেদান্তিরা কহিয়াছেন।

লাজাবন্ধন ন্যায়ের কথা।—অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক ব্যক্তি ক্ষুধাতে অত্যন্ত আতুর হইয়া উচ্চ একস্তম্ভের উপরে শরীরের ভার দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইত্যবসরে কোন পুরুষ কতকগুলি খই আনিয়া ঐ ক্ষুধার্ত্তকে কহিলেন যে,—ওরে, তুই আঁজলা পাত,তোরে আমি কিছু খই দেই। এ কথাতে ঐ ক্ষুধার্ত্ত লোক অতি ব্যগ্রতাতে তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ থামের দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া অঞ্জলি পাতন করিল। পরে সে পুরুষ তার অঞ্জলিতে খই দিয়া গেল। অনন্তর ঐ ব্যক্তি আপনি অত্যন্ত ক্ষুধিত, মুখ বাড়াইয়া না খাইতে পারে—না অন্যকে দিতে পারে—না ত্যাগ করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। অল্পে অল্পে লাজা বাতাসে উড়িয়া যাইতে থাকে। 'তথাপি আমি এই খই খাইব' এই দৃঢ়তর প্রত্যাশাতে হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া খইয়া-বন্ধনেতে বদ্ধ হইয়া থাকেন এতাদৃশ ন্যায়েতে মানবেরা এক অঞ্জলি খই খাইবার-প্রায় অতিতুচ্ছ সাংসারিকভোগ প্রত্যাশামাত্রে এ সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, এ কথা বেদান্তিরা কহিয়াছেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং সোদাহরণগদ্যনিরূপণে পঞ্চমকুসুমে প্রথমস্তবকঃ।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রথম কুসুম।

আচার্য্য প্রভাকরনামা গুরু রাজপুত্রকে কহিলেন,—হে রাজপুত্র! তোমার চিত্তের বিলাসের নিমিত্তে কথাপ্রস্তাবে কিছু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কহিলাম। সম্প্রতি বাক্যের দশবিধ গুণ হয়, তাহার বিশেষ কহি, শুন।

শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি, সমাধি, এই দশপ্রকার গুণ সকল বাক্যের প্রাণ হয়; কেন না, এই গুণব্যতিরেকে যে ভাষা, সে মৃতপ্রায়। এই সকল গুণের বৈপরীত্য কোন কোন ভাষাতে দেখা যায়। এই সব গুণের প্রত্যেকে লক্ষণ ও উদাহরণ শুন।

অস্পষ্ট শৈথিল্য অথচ অল্পপ্রাণাক্ষর বাহুল্য যে ভাষাতে থাকে, সে শ্লিষ্ট বাক্য হয়;—যেমন "ভ্রমদ্‌ভ্রমরালিজিত মালতীমাল্য। মালতীমালা লোলালিকুলকলিতা।" এতাদৃশ বাক্যেতে অল্পপ্রাণবর্ণবাহুল্য যদ্যপি থাকুক, তথাপি শৈথিল্য-দোষের স্পষ্টরূপে অনুভব হয়।

যে বাক্যেতে লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ থাকে, সে প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট বচন হয়। যেমন "ইন্দুতে ইন্দীবরসুন্দর চিহ্ন চারু ছবি বিস্তার করে। কামিনীকাঞ্চী মঞ্জীরমঞ্জু সিঞ্জিত করে।" প্রসিদ্ধ শব্দঘটিত প্রসিদ্ধার্থ যে এতাদৃশ বাক্য, সে উত্তম প্রসাদবৎ বাক্য হয়। "অনর্জ্জনা-

জম্মসদৃক্কাঙ্ক্ষাবলক্ষগুতে লক্ষ্মী করে” এতাদৃশ বাক্যেতে যদি প্রসিদ্ধ অর্থ হউক, তথাপি শব্দ সকল অপ্রসিদ্ধ; অতএব এ বাক্য ভাল নয়।

বাক্যপ্রবন্ধেতে যে অবৈষম্য, সে সমতাখ্য গুণ হয়। বাক্যপ্রবন্ধ মৃদু, স্ফুট ও মধ্যম এই তিন ভেদেতে ত্রিবিধ হয়। অল্পপ্রাণাক্ষরময় বাক্য মৃদু বাক্য হয়। মহাপ্রাণাক্ষরপ্রচুর বাক্য স্ফুটবাক্য হয়। মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণী মধ্যম হয়। “কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল,—সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।” এতদ্রূপ-বৈষম্যদোষ-রহিত যে বাক্য, সে সাম্যগুণবৎ বাক্য হয়।

শব্দেতে এবং অর্থেতে রস থাকে যে বাক্যেতে, সে বাক্য—মধুর বাক্য অর্থাৎ রসবৎ বাক্য হয়। “মধুপানেতে মধুব্রতেরদের মত যে বাক্যশ্রবণে বুদ্ধিমন্তেরা অত্যন্তানন্দিতান্তঃকরণ হয়।” যে কোনরূপে শুনিবাতে সমানানুভব হয় যাহাতে, সে অনুপ্রাসশব্দে কথিত হয়। এতাদৃশ অনুপ্রাসবিশিষ্ট যে বাক্য, সে শব্দকৃত-রসশালি ভাষা হয়।—যেমন “প্রাপ্তসম্পৎ ব্রাহ্মণপ্রিয় এ রাজা যদবধি হন, তদবধি এ রাজার ধর্ম্মই এ লোকে উৎসব হইয়াছে।” এক বর্ণের ভূয়োভূয়-উচ্চারণকৃত যে অনুপ্রাস, সে তবেই হয়—যদি পূর্ব্ববর্ণানুভবজন্য সংস্কারের উদ্বোধ অদূরেই হয়। যেমন,—“কুন্দকুসুমস্তবকস্তোমসঙ্কাশশরন্নিশাবতংসশশিতে ইন্দ্রনীলমণিনিভলক্ষণ অলি লক্ষ্মীর সন্ধান করে!” “হে ভীরু! চারু চান্দ্রমসবিম্ব অম্বরে এই দেখ, মন্মথোন্মথিত মমমনকে নির্দয় হানিতে উদ্যত হইতেছে।” অনতিদূরব্যবধানশ্রুত এ অনুপ্রাসকে পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন। ‘রামামুখাম্ভোজসদৃশ চন্দ্রমা” এতাদৃশ অনুপ্রাস ইচ্ছা করেন না। “স্মরখরখলকান্তকায় ও কোপকুশ মানচ্যুত অধিকরাগ-মোহজাত প্রাণগত’ এতাদৃশ অনুপ্রাস উত্তম নয়,—যেহেতুব এতাদৃশ অনুপ্রাসেতে বাক্যপ্রবন্ধের পারুষ্য ও শৈথিল্য এই দোষদ্বয় আছে। একপদবাক্য-সংঘাতবিষয়ক যে আবৃত্তি, তাহাকে যমক শব্দে কহিয়াছেন—যেমন ‘পান পান পান, যমক একান্ত মধুর হয় না, অতএব ইহার বিশেষ তাদৃশ করা গেল না। বাক্যের শব্দদ্বারা রসবত্তা কহা গেল। অর্থতঃ রসবত্তা যেরূপ, তাহা শুন। পশ্চাৎ কহা যাবে যে অলঙ্কার সকল, সে সব অলঙ্কার অর্থেতে রস প্রদান করে। কিন্তু অর্থের কিম্বা শব্দের যে অগ্রাম্যতা সে-ই রসভারকে অতিশয়রূপে বহে। গ্রাম্যতা—গাওয়ালিগ্রাপণশব্দে লোকে প্রসিদ্ধ। গ্রাম্যতা দোষের প্রসক্তি অসভ্য লোকের কথনেতে হয়।—যেমন ‘হে কান্তে! তোমাকে কাময়মান যে আমি, এতাদৃশ আমাকে তুমি কেন না চাহ?’ এতাদৃশ বাক্যের অর্থেতে যে গ্রাম্যতা দোষ, সে বাক্যের বৈরস্যের নিমিত্ত হয়। ‘হে সুলোচনে! কন্দর্পচাণ্ডাল আমাতে যথেষ্ট নির্দয়, ভাগ্যে তোমাতে নির্ম্মৎসর হইয়াছে’ এতাদৃশ বাক্য গ্রাম্যতা-দোষরহিত রসবিশিষ্ট হয়। শব্দের গ্রাম্যতা দুইরূপে হয়।—পদানুসন্ধান দ্বারা ও বাক্যার্থানুসন্ধানদ্বারা। এই দুয়ের উদাহরণ; —‘সুরালয়ে বসিয়াছ, ও গোমাংস খাও, গন্ধমৈথুন কি ঘরে নাই, ইনি পণ্ডিতদের মধ্যে গোরস্তা, এ বীর্য্যবান্ পুরুষ মারিয়া শ্রান্ত হইয়াছে’ এতাদৃশ বিরুদ্ধপ্রতীতিজনক বাক্য সর্ব্বভাষাতেই কুৎসিত হয়, ‘কিন্তু ভগিনী ভগবত্যাদি’ পদ প্রয়োগ করা শাস্ত্রেতে অনুমত আছে। মাধুর্য্য গুণের বিভাগ করা গেল।

সম্প্রতি সুকুমারতা গুণ কহা যায়।—অনিষ্ঠুরাক্ষরবহুল যে বাক্য, সে সুকুমার বাক্য হয়। যথা,—‘মণ্ডলীকৃতবর্হ নীলকণ্ঠেরা মধুর গীতকণ্ঠেতে সুন্দর নৃত্য করে—জীমূতমালিকালে।’ ‘ক্ষণক্ষয়িত-ক্ষত্রিয়পক্ষ যে তক্ষ অর্থাৎ পরশুরাম’ ‘এতাদৃশ বাক্য নিষ্ঠুরাক্ষরবহুল কোন পণ্ডিতেরা ঈদৃশ বাক্যকে দীপ্ত করিয়া কহেন; অতএব তাঁহারা বহুকষ্টোচ্চার্য বাক্য রচেন।

অশ্রুত শব্দের কল্পনাব্যতিরেকে যে অর্থ-প্রতীতি, সে অর্থ ব্যক্তিনামা গুণ হয়;—যেমন "বরাহাবতারকর্তৃক স্বকীয়খুরক্ষোদিত বাসুকির রক্তেতে রক্তীকৃত সাগর হইতে ধরণী উদ্ধৃতা হইয়াছেন।" এতাদৃশ বাক্যে অর্থব্যক্তি গুণ বর্ত্তে। "মহী মহাবরাহকর্তৃক লোহিতোদধি হইতে উদ্ধৃতা হইয়াছেন" এতাবন্মাত্র প্রয়োগ করিলে স্বীয়খুরক্ষোদিত বাসুকির রক্তেতে এই পদ অধ্যাহৃত করিতে হয়, নতুবা সমুদ্রের লৌহিত্য আসে না; অতএব অশ্রুতশব্দ-কল্পনারূপ অধ্যাহারদোষেতে এতাদৃশ বাক্য দুষ্ট হয়।

যে বাক্য কথিত হইলে তদর্থাধীন উৎকৃষ্ট কোন গুণের প্রতীতি হয়, তাহাকে উদার-সংজ্ঞক গুণ কহেন। সেই উদারাখ্য গুণেতে বাক্যসকল সজীবন হয়। যথা—"হে মহারাজ! যে যাচকেরদের দৃষ্টি তোমার মুখে দীনা হইয়া একবার পড়িয়াছে, সে অর্থীর দৃষ্টি পুনর্ব্বার কৃপণা হইয়া অন্যের বদন ঈক্ষণ করে না।" এ বাক্যেতে রাজার দাতৃত্ব গুণের ঔৎকর্ষ বিলক্ষণমতে লক্ষ্য হইতেছে। কোন পণ্ডিতেরা, প্রশংসনীয় বিশেষণযুক্ত যে বাক্য—সে উদার বাক্য হয়, ইহা কহেন। যথা "নীলোৎপল ক্রীড়াসরোরুহ হেমাঙ্গদ পীনপয়োধরসুধাংশুমুখী মদঘূর্ণিতলোচনা মদনমদালসবিলাসিনী স্তনভর-নমিতাঙ্গী গুরুনিতম্বভারমন্থরা মলয়নন্দন-গন্ধবাহকোকিলকলকূজিত-বসন্তকুসুমামোদমুর-ভীকৃতদিঙ্মুখ" ইত্যাদি।

সমাসবাহুল্য যে বাক্যেতে থাকে সে বাক্যেতে ওজঃসংজ্ঞক গুণ বর্ত্তে। এই ওজোগুণ গদ্যের জীবন।—পদ্যেতেও কোন পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন। এই সমাসভূয়স্থ গুরুবর্ণ ও লঘুবর্ণে বহুত্ব অল্পত্ব ও মিশ্রণেতে নানাপ্রকার আখ্যায়িকাপ্রভৃতিতে দৃষ্ট আছে। যথা "অস্ত-পর্ব্বতমস্তকপর্য্যন্তপর্য্যস্ত- সূর্য্যারুণবর্ণকিরণ-রূপবসনা যে বারুণী দিক্, সে পীনস্তনস্থলস্থিত-নির্ম্মলতাম্রকম্রবস্ত্রা তরুণীর তুল্য শোভা পাইতেছে।" অন্য কবীরা অবিকল ও হৃদ্য এতাদৃশ ওজঃ গুণ বাক্যের ইচ্ছা করেন।—যেমন "পয়োধরতট-ক্রোড়সংলগ্ন-সন্ধ্যাতপরূপ-কিরণা বারুণী কার মনকে কামাতুর না করে?" অর্থাৎ সকলেরি করে। এ বাক্য দ্ব্যর্থ। একপক্ষে—বারুণীশব্দে পশ্চিম দিক্ ও পয়োধরশব্দে মেঘ। পক্ষান্তরে—বারুণীশব্দে মদিরা, পয়ো-ধরশব্দে স্তন। আর আর স্ববুদ্ধিতে বুঝিবা।

লোকপ্রসিদ্ধার্থের অনতিক্রমপ্রযুক্ত সর্ব্ব-জনমনোরঞ্জকবাক্য—কান্তিগুণবিশিষ্ট বাক্য হয়।—যেমন "সেই সব ঘর—ঘর, যে গৃহসকলকে—আপনকার মত ধার্ম্মিকেরা পাবন পাদধূলিতে প্রশংসনীয় করেন।" "হে অনিন্দিতে! তোমার বর্দ্ধমান কুচদ্বয়ের অবকাশ বাহুলতাদ্বয়মধ্যে স্বচ্ছন্দরূপে হইতেছে না" এ বাক্যদ্বয় সম্ভাব্য মানার্থ বটে; বাগ্‌ভঙ্গীবিশেষপরিষ্কৃত হইয়া লোকপ্রসিদ্ধানুবর্ত্তী সর্ব্বজনের মনোহর হইয়াছে। লোকাতীতপ্রায় বিষয়েতে অর্থের আরোপ করিয়া যে অর্থ বক্তার বিবক্ষিত হয়, তাদৃশার্থেতে বিদগ্ধেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হন, কিন্তু অবিদগ্ধেরা তাহা ভাল বাসে না।" "আজি অবধি দেবমন্দিরের মত আমারদের নিকেতন মান্য হইবে—যেহেতুক আপনকারদের পাদরজঃপাতেতে নিঃশেষে গতকিল্বিষ হইল।' "তোমার স্তনদ্বয়ের বৃদ্ধি যে এবম্বিধ হইবে, ইহা বিধাতা আলোচনা না করিয়া ক্ষুদ্র আকাশের নির্ম্মাণ করিয়াছেন" এতাদৃশ বাক্যেতে অত্যুক্তি দোষ হয়; কিন্তু এবম্ভূত বাক্য নৈষধপ্রভৃতি কাব্যেতে অনেক আছে।

অন্যের ধর্ম্ম অন্যেতে যথাসম্ভব সম্যক্‌রূপে আহিত করা যায়, যে বাক্যেতে—সে বাক্য সমাধিনামা গুণ বর্ত্তে। "কুমুদের নিমীলন ও পদ্মের উন্মীলন হইতেছে" এ বাক্যেতে নেত্রের নিমীলনোন্মীলনধর্ম্মের কুমুদেতে ও পদ্মেতে অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ করিয়া নিমীলনোন্মী-লনশব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে। থুথু করিয়া ফেলা যায় যে বস্তু, তাহার বোধক নিষ্ঠ্যূতাদি শব্দ, ঢেকুর করা যায় যার তাহার বাচক উদ্গীর্ণাদি শব্দ এবং বমি করা গিয়াছে যে,

তদভিধায়ক বান্তাদিশব্দ গৌণীবৃত্তিতে বহি-নিঃসারিতাদিরূপ অর্থের বোধক হইলে অতি-সুন্দর হয়; মুখ্যার্থবোধক হইলে গ্রাম্যকোটি-প্রবিষ্ট হয়।—যেমন "পদ্মসকল আদিত্যময়ূখকর্তৃক নিষ্ঠ্যূত অর্থাদ্বহির্নিঃসারিত যে তেজঃকণানিকর, তাহাকে পান করিয়া উদ্গীর্ণ অর্থাৎ উদ্গত হইতেছে—অরুণবর্ণ পরাগসমূহ যাহা হইতে, তাদৃশমুখকরণক পুনর্ব্বার বান্ত অর্থাৎ বাহির বুঝি করিতেছে" এ বাক্যেতে নিষ্ঠ্যূতাদি পদ লক্ষণাতে অন্যার্থবোধক হইয়া অতিমনোহর হইয়াছে। "হে মহারাজ! তোমার বধূ নিষ্ঠী-বন করিতেছে অর্থাৎ থুথু ফেলিতেছে এবং উদ্গার করিতেছে অর্থাৎ ঢেকুর তুলিতেছে, এবং বান্তি করিতেছে অর্থাৎ বমি করিতেছে, এতাদৃশ বাক্য গ্রাম্যপক্ষপাতী হয়। অতএব রাজাদিসন্নিধানে এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা সভ্যেরদের উচিত নয়। "এ মেঘমালাসকল অতিশয় গর্ভভরেতে ক্লান্তা হইয়া স্তনিত করত অধিত্যকার অর্থাৎ পর্ব্বতের উর্দ্ধ ভূমির উৎসঙ্গেতে অর্থাৎ কোলেতে শয়ন করিতেছে।' এবাক্যেতে অদ্যপ্রসূতা গর্ভিণী সখীক্রোড়-শয়ন ও স্তন অর্থাৎ কোঁথান ও শরীরগৌরব অর্থাৎ ভার ও ক্লান্তি এই এই অনেক ধর্ম্ম একদা মেঘেতে অধ্যাস করিয়া বৃষ্টির উন্মুখ অর্থাৎ সদ্যঃ হওয়া জানাইয়াছেন। এই সমাধি নামে যে গুণ, সে বাক্যের সর্ব্বস্ব! যেহেতুক উত্তম বক্তারদের বাক্য প্রয়োগ করার পথে চলিবার সার্থসমগ্র অর্থাৎ সাথিসকল এই এক সমনামা গুণের অনুগত হয় অর্থাৎ পাছে পাছে চলে।

এইরূপে গৌড় বৈদর্ভ বাক্যের বিশেষ তৎস্বরূপ নিরূপণ করিয়া জানিবে। কিন্তু প্রত্যেক বক্তারদের বাক্যনিষ্ঠ যে যে বিশেষ, তাহা যদ্যপি ধীমন্তেরা মনে বুঝিতে পারুন তথাপি মুখে কহিতে পারেন না। সে কেমন? যেমন, ইক্ষু ক্ষীর গুড় ভুরা চিনি মিছরি ওলাপ্রভৃতির মাধুর্য্য বড় অন্তর অর্থাৎ পৃথক্ যদ্যপি হউক, তথাপি সরস্বতীও তাহা মুখে কহিতে পারেন না; অতএব পণ্ডিতেরদের বাক্-চাতুরীর বিশেষ পণ্ডিতেরাই মনে বুঝেন। উত্তরোত্তর-নবনব-স্ফূর্ত্তিশালিনী বুদ্ধি ও শাস্ত্রের নির্ম্মলরূপে পাঠ এবং তাহাতেই বিলক্ষণমতে মনোভিনিবেশ এই তিন,—বাগ্‌ভঙ্গীজ্ঞানরূপ সম্পত্তির কারণ হয়। যদ্যপি পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার ও পরপরগুণবৃদ্ধির কারণ যে অদ্ভুত বুদ্ধিপ্রতিভা, এ দুই না থাকে, তথাপি যত্ন-পূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়নেতে বাগ্‌দেবী যদি উপাসিতা হন, তবে কোন অনুগ্রহবিশেষ অবশ্যই করেন। অতএব হে রাজপুত্র! বাগ্‌দেবীর অনুশীলনরূপ উপাসনাতে সতত তৎপর হও, চাঞ্চল্য ও আলস্য ও ঔদাস্য কদাচিৎ করিও না। এ সংসারেতে যাহারা কীর্ত্তিপ্রাপ্তীচ্ছু হইবে, তাহারদের কর্তৃক শাস্ত্রাভ্যাসকরণক সরস্বতী অবশ্য উপাস্যা হউন; তাহাতে যদ্যপি পাণ্ডি-ত্যের অল্পত্ব হউক, তথাপি শাস্ত্রানুশীলনে কৃত-শ্রম শিষ্যেরা বিদগ্ধমণ্ডলীমধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হইতে অবশ্য পারে। বাক্যবিবেচনা এই সমাপ্ত হইল।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়স্তবকে প্রথমকুসুমম্।

দ্বিতীয় কুসুম।

হে রাজপুত্র! তুমি বালক, বালকেরদের কথাতে অতি প্রীতি হয়; অতএব কথাচ্ছলে সদুপদেশ কিছু করি, তাহা শুন। অরুন্ধতী নামে এক পরম সূক্ষ্ম তারা আছে, সে তারাকে আসন্নমৃত্যু মনুষ্যেরা দেখিতে পায় না। ইহা কোন পণ্ডিতের প্রমুখাৎ শুনিয়া তত্তারাদিদৃক্ষু এক ব্যক্তি তদভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকটে গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অধ্যেষণা করিল যে, হে গুরো! আমাকে অরুন্ধতী তারা জানাউন; আমি জানি না। আজিঅবধি আমি আপনকার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। শিষ্যের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি আচার্য্যের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য;—যে হেতুক

উপাগত বিনীত ছাত্রকে অধ্যয়ন না করান্‌—যে উপাধ্যায় এবং কার্য্যার্থিপ্রজালোকের কার্য্য বিবেচনা না করেন—যে রাজা, এই দুই জন স্বকীয় শ্রেয়োদ্বারেতে অর্গলা অর্থাৎ হুড়কা দেন; ইহা বেদে কহিয়াছেন। এবং সংস্কৃত ভাষাতে কিম্বা শিষ্যেরদের দেশীয় ভাষাতে অভিনয়প্রদর্শন দ্বারা বা শিষ্যেরদিগকে শাস্ত্রের যথার্থ বুঝান—যিনি, তিনিই গুরু হন। গুরুর লক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিয়াছেন। এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত গুরু ইহ লোকে রাজপূজিত ও সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়া পরলোকে পরমেশ্বর প্রাপ্ত হন। শিষ্যের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—হে শিষ্য! তুমি যাহা কহিলা, সে সকলই বাস্তব; কিন্তু এতাদৃশ ধর্ম্মকথা অনেকেরি কেবল কথার কথা,—মনের সহিত—কোন পুণ্যাত্মার। পরকে ধর্ম্ম শুনাইতে অনেক লোক আছে; কিন্তু আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যথাশাস্ত্র তদনুষ্ঠানকারী অতিবিরল; কেননা, ইদানীন্তন মানবেরা প্রায় ভুলিঙ্গশকুনিন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ইহা শুনিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসিল,—সে কেমন? গুরু উত্তর করিলেন।—ভুলিঙ্গ নামে এক পক্ষী আছে। সে বিদারিত-হস্তিকুম্ভস্থলমাংসাশী সিংহ যখন স্ববদন ব্যাদান করে, তৎক্ষণে ক্ষিপ্তবাণবৎ অত্যন্ত বেগে উড্ডীন করিয়া তদ্দন্তসংলগ্ন মাংসখণ্ড স্বচঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া আপনি ভোজন করে, কিন্তু কেহ 'সাহস করিও না' এই শব্দ মুহুর্ম্মুহুঃ করে। অতএব কহি,—এই ভুলিঙ্গ শকুনি যেমন স্বয়ং অতিশয় সাহসিক কর্ম্মকারী হইয়া অন্যেকে সাহস করিতে বারণ করে, তেমনি এতৎকালীন লোকেরা প্রায় সকলেই স্বধার্ম্মিকত্বখ্যাপনার্থ ধর্ম্মকথা অন্যকে শুনায়, আপনারা পুনর্যথেষ্টচারী হয়। সে যা হউক, তুমি আমার সমীপে অরুন্ধতীতারা-জ্ঞানার্থ আসিয়াছ। আমার তোমাকে তাহা জানাইবার আবশ্যক; যেহেতুক আমি তাহা জানি। ইহা কহিয়া স্বয়ং মনে বিবেচনা করিলেন যে, অরুন্ধতী অতি সূক্ষ্ম তারা, তাহা ইহাকে প্রথমতঃ উপদেশ করিলে, গ্রহণ করিতে পারিবে না; কেন না, স্থূলতমস্থূলতর-স্থূলপদার্থজ্ঞান পরম্পরাক্রমে সোপানারোহণন্যায়ে বুৎপন্নচিত্ত পুরুষেরা সূক্ষ্মতম পদার্থরূঢ়বুদ্ধি হয়। যদি স্থূলার্থ অগ্রে না জানাইয়া সূক্ষ্মার্থ জানায়, তবে বুদ্ধিকৌশলের অভাবপ্রযুক্ত সূক্ষ্মার্থধারণাতে অসমর্থ হইয়া 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টো ন চ পূর্ব্বং ন চাপরম্‌।' এতন্ন্যায়েতে বিচ্ছিন্নমেঘতুল্য শিষ্য নষ্ট হয়। অতএব ইহাকে অরুন্ধতী নক্ষত্রের অনতিদূরস্থ স্থূলতমাদিতারকা-জ্ঞাপনানুক্রমে সূক্ষ্মত মারুন্ধতীতারা-বিজ্ঞান করা উচিত হয়। এই পর্য্যালোচনা করিয়া গুরু উপপন্ন ছাত্রকে তাদৃশানুপূর্ব্বীতে অরুন্ধতী তারার উপদেশ করিলেন। অনন্তর শিষ্য গুরুর উপদিষ্টার্থ আদরপূর্ব্বক বহুদিন নিরন্তর ভাবনা করিয়া দৃঢ়তরসংস্কারাপন্ন হইয়া স্বগৃহে গমন করিল। এতাদৃশ স্থূলারুন্ধতীদর্শনের ন্যায়ে শিষ্যেরদিগকে স্থূলসূক্ষ্ম বেদার্থ উপদেশ করিবে, ইহা মহর্ষিরা কহিয়াছেন।

সম্প্রতি শাস্ত্রার্থ-গ্রহণাধিকারী কীদৃশ মানুষ হয় ও কীদৃক্‌ লোক হয় না, ইহা বাক্যপ্রবন্ধকল্পনাতে কহি। এক দিবস নানামণিগণখচিত স্ফটিকময় সভাগৃহেতে কালিদাস ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির বররুচি এতন্নামক-নবসংখ্যকপণ্ডিত-রত্নরাজি-বিরাজিত-অন্যান্য-সভ্যসমূহশোভিত-নৈয়োগিকবর্গোপাসিত মহার্হমণিময়সিংহাসনোপবিষ্টবহুবিধ-রাজভূষাভূষিত শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-বীর-বিক্রমাদিত্য সাক্ষাৎকারে বিকটবদনা কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসী উপস্থিতা হইল। অনন্তর এক মৃত মনুষ্যের মুণ্ড সভামধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঘোরতর গভীর শব্দে কহিল,—হে মহারাজ! তুমি অনেক পরোক্ষদর্শী বিদ্বদ্বৃন্দ লইয়া বসিয়াছ এবং আপনিও দুর্বিজ্ঞেয়-সূক্ষ্মার্থদর্শী বট; আমি তোমার সম্মুখে এই যে মৃতমস্তক উপস্থিত করিয়াছি, সে—যে মনুষ্যের, সে মনুষ্য পণ্ডিত ছিল, কি মূর্খ ছিল, ইহা বিলক্ষণ

বিবেচনা করিয়া কহ; নতুবা তোমার রাজ্যের প্রজালোকদিগকে আমি ভক্ষণ করিব। রাক্ষসীর এই বচন শুনিয়া উৎকণ্ঠিতাস্ফুট অন্তঃকরণে ভাবিয়া রাজা কালিদাসপ্রভৃতি পণ্ডিতেরদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। পরে আর আর বিদ্বানেরা অন্যোন্যমুখাবলোকন করত কেহ কিছু অবধারণ না করিতে পারিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর, কালিদাস কহিলেন,—হে মহারাজ! সরল এক শলাকা আনয়নার্থ আজ্ঞা হউক, আমি ইহার নিষ্কর্ষ করিয়া দিব। পরে রাজাজ্ঞাতে আনীত শলাকা আদান করিয়া কালিদাস ঐ মুণ্ডের কর্ণছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া, এককর্ণবিবর প্রবিষ্ট হইয়া অন্যশ্রবণরন্ধ্রপথে অবাধেতে বহির্নির্গত ঐ শলাকা দেখিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! এ মুণ্ড যার সে মূর্খ ছিল। এই কথা শুনিয়া পিশিতাশনা কহিল,—কি কারণ? কালিদাস কহিলেন,—যার এ মস্তক, সে ব্যক্তি 'বেগবেগা' ছিল। রাত্রিচরী কহিল,—সে কেমন? কালিদাস প্রত্যুত্তর করত কহিলেন,—মনুষ্য ব্যক্তিরা চতুর্ব্বিধ হয়—বেগচিরা, চিরচিরা, চিরবেগা, বেগবেগা। যে হঠাৎ শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করে—কখনো বিস্মৃত না হয়, তাহাকে বেগচিরা কহি। যাহার অনেক আয়াসে গৃহীতার্থ কদাচিৎ বিস্মৃতি না হয়, সে চিরচিরা হয়। এই দুই ব্যক্তির বিদ্যাতে অধিকার। যে বহুযত্নেতে গৃহীতার্থ শীঘ্র ভুলে, সে চিরবেগা। যাহার এক কর্ণে শ্রুতার্থ অন্য শ্রুতিপথে ঝটিতি বহির্নিঃসৃত হয়—অন্তঃকরণ স্পর্শ না করে, সে—বেগবেগা হয়। এই দুই প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রানধিকারী; অতএব এ ব্যক্তি বেগবেগা মূর্খ ছিল। কালিদাসের এই বাক্য শুনিয়া রাত্রিঞ্চরী বিমুখী হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

যাদৃশ ভাবনাতে শাস্ত্রার্থময়ী বুদ্ধি হয়, তাহা শুন। এক ব্রাহ্মণ কোন কারণে স্বকীয় সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা ভার্য্যা হইতে অপমানিতত্ব-প্রযুক্ত জাতশ্মশানবৈরাগ্য হইয়া বারাণসী গমন করিয়া এক পরিব্রাজকসন্নিকটে অধ্যাত্ম-বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্ব পরম-প্রেমাস্পদীভূত-কলত্রপুত্র-সৌভ্রাত্র-মিত্র-ক্ষেত্র-গো-মহিষ্যাদি-বিষয়ভানাতে ব্যাকুলচিত্ততা নিমিত্তক শাস্ত্রচিন্তাতে অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা উন্মনা হইয়াই থাকে—শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিতে পারে না। এইরূপে কয়েক দিন গেলে পর, গুরু তাহাকে উন্মনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শিষ্য! তোমাকে নিরন্তর উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে দেখি কেন?—সত্য কহ। গুরুর এতাদৃশ বিজ্ঞাপন শুনিয়া শিষ্য বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিল যে, হে গুরো! আমি যে সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই বিষয় সকল স্মরণ আমার হওয়াতে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকি। ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন,—তোমার স্বস্ত্রী স্মরণ অনবরত হয়, কি অন্য-অন্য-বিস্ময়স্মৃতি অবিরত হয়? উপাধ্যায়ের এই বাক্য শুনিয়া অন্তেবাসী বলিল,—আমার এক মহিষী মন্দিরে আছে, সে প্রচুরপয়স্বিনী। তাহাকে আমি চারণার্থে প্রতিদিন বনমধ্যে লইয়া যাইতাম, যথেষ্ট ঘাসে চরাইতাম, দুগ্ধ দোহন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া পান করিতাম, তদুপরি আরোহণ করিয়া কাননমধ্যে বেড়াইতাম,—তাহাতে বড় সুখে ছিলাম। এই কারণে সে মহিষী আমার মনে যেমন অনুক্ষণ পড়ে তেমন স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় নয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনে হয়।

ইহাতে অধ্যাপক কহিলেন,—ভাল, পারা যাইবে। তুমি স্ত্রীতে আসক্তচিত্ততো নও,—যদি তাহা হইতা তবে তোমার বিদ্যা সর্ব্বথা হইত না:—যেহেতুক সর্পসহবাস হইতে যাদৃশ সাধ্বস, তাদৃশ ভীতি জনতাসহাবস্থান হইতে যার ও উত্তমান্নভোজনেতে বিষাশনবৎ বিরক্ত যে ও রাক্ষসীন্যায় স্ত্রীরদের হইতে সভয় যে, এবং সাধু পুরুষের রমেশ্বরেতে যাদৃশী ভক্তি, তাদৃশ ভক্তিমান্ গুরুতে যে মহাত্মারা, তাঁহারাই বিদ্যাপ্রাপ্ত হন। যদ্যপি বিদ্যালাভের কারণ ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রে কহিয়াছেন,

তথাপি নারীপরায়ণতা-বিরহ শাস্ত্রানুশীলনের অনুকূল যাদৃশ হয়, ইহা আমার বিবেচনাতে আইসে না। কেন না, যাহার বুদ্ধিরূপ পতিত ভূমিতে প্রতীপদর্শিনী ধ্যানরূপ বহ্নিজ্বালা শশ্বৎ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, তাদৃশবুদ্ধিভূমিতে গুরুবাপিত উপদেশরূপ বীজের অঙ্কুররূপে প্ররোহ হইতে পারে না; প্রত্যুত পাতমাত্রে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয়। অতএব শাস্ত্রকর্ত্তারা কামিনীজিজ্ঞাসা জ্ঞানমাত্রপ্রতিবন্ধিকা, ইহা কহিয়াছেন।—তাহা যেন তোমার কদাচ না হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবা। কিন্তু সম্প্রতি তোমাকে এক আদেশ করি, তাহাই কর; তোমার চিত্ত যদি মহিষীতে অত্যন্তাসক্ত হইয়াছে, তবে তাহাকে অনুক্ষণ ভাব; কেননা, নানাবিষয়বিক্ষিপ্তচিত্ত একপদার্থ প্রতিক্ষণভাবনাপরিপাকেতে একাগ্রতাপন্ন হইয়া শাস্ত্রতত্ত্বার্থধারণাতে সমর্থ হয়,—অন্যথা হয় না। যেমন গোশৃঙ্গেতে সর্ষপ স্থির হইতে পারে না, তেমনি বৃশ্চিকদষ্ট বানরপ্রায় বিক্ষিপ্ত পুরুষের মানসেতে গুরূপদিষ্টার্থ ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইতে পারে না। গুরু হইতে এই উপদেশ পাইয়া তদবধি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ গমন করত অবস্থিতি করত উপবিশত ইতস্ততো ভ্রমণ করত ঐ মহিষীর চিন্তনা, প্রোষিতপতিকা যুবতী সতীপত্নীর পতিভাবনাপ্রায় করিতে লাগিল। এইমতে কিছু দিবস অতীত হইলে পর, গুরু এক দিন কুটীরমধ্যস্থিত ঐ শিষ্যকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন। তাহাতে শিষ্য ভগ্নমহিষীভাবন হইয়া কহিল যে, আমি কিরূপে কুটীর হইতে নির্গত হইব, আমার শৃঙ্গদ্বয় কুটীরদ্বারে বাধিবে অর্থাৎ ঠেকিবে। শিষ্যের এই বাক্য শুনিয়া গুরু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে প্রিয় শিষ্য! আইস আইস, তুমি শৃঙ্গী নও; কিন্তু নর। নরের বিষাণ কখন হয় না। শাস্ত্রপ্রণেতারা নরবিষাণ গগনকমলিনী বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতিকে অলীকপদার্থ করিয়া কহিয়াছেন। অলীকপদার্থ সেই হয় যে—যে যে, পদ—সে সকল অর্থবিশিষ্ট হয়। যেমন ঘটাদি পদের কম্বুগ্রীব পৃথুবুধ্নোদরাকার দ্রব্যাদি অর্থ হয়, তেমনি নরবিষাণাদিও পদ বটে; তাহার কিছু অর্থ থাকিবে। ইত্যাকারজ্ঞানাধীন অনুমানবশতঃ আপাততঃ পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া বিশেষপর্য্যালোচনাতে অবস্তুরূপে প্রতীত বিষয় যে হয়, দেখ দেখি—ভাবনার এ বড় অদ্ভুত শক্তি যে, অসিদ্ধ বস্তুও সিদ্ধবৎ প্রতীত হয়; অতএব শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থসকল যে, ভাবনাতে সিদ্ধ হবে, তাহা কি কহিব? আজি অবধি এইরূপ ভাবনা শাস্ত্রেতে কর, তবে তোমার ঝটিতি শাস্ত্রার্থসাক্ষাৎকার হবে। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"তি এইরূপে ধনুর্বিদ্যাজিজ্ঞাসুর হস্তজড়তাদূরীকরণপুরঃসর শীঘ্রহস্ততাসম্পাদনার্থ কর্ণপর্য্যন্ত করাকর্ষণাভ্যাসপ্রায় মহিষীভাবনাভ্যাসবশতঃ অনবস্থিতচিত্ততানিরাকরণপূর্ব্বক অনন্যমনস্কতা সম্পাদন করাইয়া শিষ্যকে শাস্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন।

এ শাস্ত্র অতীবদুর্গম, ইহা মনে করিয়া সে শাস্ত্রপাঠ ত্যাগ করিবে না; প্রত্যুত তৎপর হইয়া যত্নেতে সেই শাস্ত্রের পাঠ করিবে; কেননা, দুঃসাধ্যসাধনই পুরুষার্থ। সুসাধ্যসাধন কাপুরুষ হইতেও হয়। ইহার কথা।—টুন্টনী নামে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ঐ পক্ষী সাগরতীরে গুল্ম বৃক্ষেতে বহুকালাবধি নীড় অর্থাৎ বাসা করিয়া থাকে। এক দিবস ঐ পক্ষী সকল স্ব স্ব শাবক অর্থাৎ ছানাদিগকে বাসাতে রাখিয়া আহারার্থে ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া আপনারা ক্ষুধাতে অত্যন্ত পীড্যমান হইয়াও অপত্যস্নেহেতে স্বোদরপূরণ না করিয়া বহুতর তণ্ডুলকণা স্বস্বচঞ্চুপুটেতে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসেতে বেগাতিশয়ে উড়িয়া আসিয়া সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল। অনন্তর পরিতঃ অবলোকন করিয়া স্ব স্ব নীড়, অণ্ড ও শাবক সকল কিছুই দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়াপন্ন ও শোকার্ত্ত হইয়া আকাশে সকলি মণ্ডলীভূত হইয়া কলকল ধ্বনিতে বিলাপ করিয়া

ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে এক পক্ষী কহিল,—বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বনপুরঃসর উপায়-চিন্তা কর্ত্তব্য—বিস্ময়, বিষাদ, ভয় ও শোক করণীয় নয়; শোকেতে যে মনের অনুধাবন, সে প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে—যেমন সমুদ্রেতে প্রচণ্ড-তর বায়ুর অনুধাবন অর্ণবযানকে নষ্ট করে। অতএব তোমরা সকলে শোকসাগরেতে অন-বরতোন্মজ্জন-নিমজ্জন বিহ্বল স্ব স্ব চিত্তকে ধৈর্য্যপর্ব্বতারূঢ় করিয়া সুস্থির কর। চিত্তবৈক্লব্য অকর্ত্তব্য,—যেহেতুক বৈক্লব্য ক্লীবের অনু-সর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়া পক্ষিসমূহ একত্র হইয়া নির্জ্জনস্থানে বসিয়া আমূলত উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।—আমারদের নীড়, ডিম্ব ও অর্ভক সকল কে নষ্ট করিল? যদ্যপি বাত-বেগেতে কিম্বা কোন মনুষ্যাদিতে করিয়া থাকিত, তবে পালক কিম্বা ভগ্নাণ্ডাদি কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিত—তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। একদা নির্লেপ হইয়া সকলেই গিয়াছে। অতএব তাহা নয়। বুঝি এ সাগর কল্লোলরূপ করেতে আহরণ করিয়া আমারদের শাবকাদি সকল স্বোদ-রেতে পূরণ করিয়াছে—যেহেতুক গুল্মেতে অর্থাৎ ঝোপেতে সংলগ্ন ফেন দেখিতে পাই,লোকেরাও কহিয়া থাকে, বড়র বড় পেট, এ দুষ্পূরোদর সাগরের কুম্ভীর নক্র মকর শিশুমার শঙ্খ রাঘব তিমিঙ্গিল তিমি প্রভৃতি নানাবিধ যাদো-গণ স্বোদরান্তর্গত করিয়াও আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি নাই যে, আশ্রিত প্রতিবাসী ক্ষুদ্রতর পক্ষী—আমারদের শিশুগুলি সকল গ্রাস করিল। হায়! এ জড়াত্মা নীচগাপতি শরণাগত-সমূলোন্মূলন করিল! আমরা অন্য দেশ হইতে আহার আহ-রণ করিয়া ইহার পয়োমাত্র পান করত ইহাকে বড় জানিয়া বিশ্বাসপ্রযুক্ত ইহার নিকটে নিবাস করিয়াছিলাম। আমাদের এই দীর্ঘ প্রত্যাশা ছিল যে, কখন বিপদ উপস্থিত হইলে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইব। অন্য হইতে রক্ষা করা থাকুক, স্বতই সর্ব্বনাশ করিল। 'নদী-জাতিতে বিশ্বাস করিবে না, এ নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধাচরণের ফল প্রত্যক্ষ করাইল। যদ্যপি এ সমুদ্র নদীপতি হউক' তথাপি নদীজাতি বটে—যেমন পশুপতি কেশরী কি পশু নয়?

ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষী কহিল,—এমন হইতে পারে না। ইনি সাগর। সগরনামা সূর্য্য-বংশীয় মহারাজাধিরাজ হইতে ইহাঁর জন্ম; সদ্বংশজাত মহতের ক্ষুদ্র জনেরা শরণাপন্ন হইলে, তাহাদের তাহারদিগেতে অত্যন্ত মদীয়ত্ব-বুদ্ধি হয়। ধন দিয়া ও প্রাণও দিয়া, সজ্জনেরা পরোপকার করেন। দেখ, মহা-কুলীন মহর্ষি অত্রিমুনির পুত্র চন্দ্র স্বশত্রু সৈংহিকেয়-গ্রাসকালে স্বয়ং বিপত্তিগ্রস্ত হই-য়াও নিরতিশয় সুখসাধন পুণ্যপুঞ্জ-প্রদানদ্বারা পরোপকার করেন। ইহা শুনিয়া সেই পক্ষী পুনর্ব্বার কহিল,—ওহে ভাই, পিতৃগুণেতে বংশগুণেতে কিছু করে না। দেখ, কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছে—যে অগস্ত্য মুনি, তিনি সমুদ্রশোষণ করিয়াছেন। কুম্ভ এক কূপকেও শুষ্ক করিতে পারে না। দন্তাগ্রোদ্ধৃত-সকাননপর্ব্বত-পৃথিবী মহাবরাহের বংশজাত আধুনিক শূকরেরা স্বঘাতকহস্ত হইতে আপনারদিগকেও উদ্ধার করিতে পারে না। বিড়্-ভোজনমাত্রে প্রাণ ধারণ করে। অতএব সর্ব্বজন নিজগুণেতে প্রতিষ্ঠা পায়। এ লবণোদ দুরাত্মা অত্যন্ত চপল, আপনাকে রত্নাকর মানিয়া ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ততাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। যার সম্পত্তি বিপক্ষপক্ষেরা অবেক্ষণ না করে ও সুহৃজ্জনে-দের ভোগে না আইসে—এমন যে সম্পত্তি, সে কেবল বিপত্তি। দুষ্টের সম্পত্তি না হওয়াই ভাল, যেহেতুক দুষ্টের সম্পত্তি স্বোন্মত্ততার নিমিত্তে হয়, শক্তি পরপীড়নের নিদান হয়, বিদ্যা ইতর-পরাভবের কারণ হয়। সাধু পুরুষেরদের যে ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সামর্থ্য, সে কেবল দানার্থ জ্ঞানার্থ ও পরবিপৎ-পরিত্রাণার্থ হয়। অতএব সজ্জনদেরই সম্পত্তি হওয়া ভাল; অতএব এ জড়াত্মা সমুদ্রের যে ঐশ্বর্য্য-সামর্থ্যবিশিষ্টতা, তাহাকে ধিক্। আর যে ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত হইয়া পরহিংসারসেতে রসিক হয়, তাহার অচিরেই সমূলোন্মূলন হয়।

সম্প্রতি স্বজাতীয় বান্ধবদিগকে সম্বাদ দেও এবং স্বজাতীয় ও বিজাতীয় মিত্র লোকদিগকেও সমাচার দেও। অযোধ্যাধিরাজ রাজন্য দশরথের নন্দন শ্রীরামচন্দ্র বানরজাতীয়সুহৃৎ-সুগ্রীব-সাহায্যে নানাজাতীয় বানরভল্লুকযূথকে সহায় করিয়া স্বদারাপহারী দশকন্ধর রাক্ষসকে সবংশে বিনাশ করিয়া বৈরশুদ্ধি করিয়াছেন। অতএব স্বজাতীয়ই হউক, কিম্বা বিজাতীয়ই বা হউক, উত্তম মিত্র স্বতঃপরত আপদ হইতে উদ্ধার করে। অতএব যাহার যে মিত্র—যে কোন স্থানে আছে। তাহাদিগকেও তথা হইতে আহ্বান করিয়া আন, এ সময়ে পরপ্রার্থনাতে যে মানহানি হয়, তাহা কেহ মনে করিও না। "অপমানং পুরস্কৃত্য স্বকার্য্যং সাধয়েদ্বুধঃ।" ইহা নীতিবিশারদেরা কহিয়াছেন এবং কাহারো প্রতি কাহারো মনের মালিন্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সকলে নিঃশেষ করিয়া পুছিয়া ফেলাও। পশ্চাৎ যাহার যে মনে থাকে তাহা করিও। যেমন আত্মীয়-পদেতে যখন কণ্টক বিদ্ধ হয়, তখন কণ্টকান্তর গ্রহণ করিয়া যে কাঁটা পায়ে ভুকিয়া থাকে তাহাকে বাহির করিয়া পশ্চাৎ গৃহীত কণ্টককেও ত্যাগ করে।

এই মন্ত্রণা করিয়া যে যে স্থানে স্ববংশ ও স্বস্ব মিত্রেরা ছিল, সে সে স্থান হইতে তাহারদিগের আহ্বান করিয়া আনিয়া কর্ত্তব্যাবধারণার্থ পরামর্শ করিতে লাগিল।—হে বন্ধু লোকেরা! শুন, বিপত্তিকালে উৎসবকালে দুর্ভিক্ষকালে রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে অর্থাৎ দেশোপদ্রবকালে রাজস্থানে ও শ্মশানস্থানে যে সাহায্য করে, তাহাকেই মিত্র বলি। এই মিত্রের লক্ষণ। আর আমরা সম্প্রতি বিপন্ন হইয়াছি, তোমরা আমারদের যথাশক্তি আনুকূল্য কর। ইহা শুনিয়া বান্ধবেরা কহিল,—উপকারাপকার মিত্রশত্রুর লক্ষণ। তোমাদের এ বিপৎকালে আমরা যদি কার্য্যে না আইসি, তবে আমরা কিসের মিত্র? অতএব আমারদের সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবে তোমারদের উপকার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সহসা কোন কর্ম্ম করাতে শেষ ভাল নহে। অতএব বিচারপূর্ব্বকই সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্য—যেহেতু অবিবেক পরমাপদের স্থান। পরামর্শ করিয়া কর্ম্মকারী পুরুষকে তদীয় বিচারগুণেতে লুব্ধ হইয়া সম্পত্তিরূপে স্ত্রীরা স্বতঃ স্বয়ম্বরণ করেন। এতদ্বিষয়ে এক কথা আছে, তাহা শুন।—

কোন কবি এক মহাধনিক-বণিক্‌নিকটে এক কবিতা করিয়া বিক্রয় করিতে লইয়া গেলেন। সে কবিতার অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বেই লেখা আছে। মহাজনকে কহিলেন,—এ শ্লোক তুমি আমা হইতে ক্রয় কর, মূল্য একশত স্বর্ণ দেও। মহাজন কহিল,—এ শ্লোকেতে কি হয়? কবি কহিলেন,—সর্ব্বার্থ রক্ষা হয়। বণিক্ কহিলেন,—দ্রব্যের গুণ না জানিয়া ক্রয় করা হয় না,' গুণ জানিলে মূল্য দিতে পারি, এইক্ষণে আমার নিকটে এই শ্লোক রাখিয়া যাও এ দ্রব্য এমন নয় যে, আমার কাছে রাখাতে তোমা হইতে যাবে। কবি কহিলেন,—ভাল তাহাই হউক, এ শ্লোকের প্রয়োজন জানিলে আমাকে ত একশত স্বর্ণ দিবে? বণিক্ কহিলেন,—অবশ্য দিব, অন্যথা কখনো হইবে না। ঐ কবি এইরূপে বণিক্‌কে প্রতিশ্রুত করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। মহাজন ঐ কবিতা অন্তঃপুরে শয়নাগারের পাষাণময় ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়স্তবকে দ্বিতীয়কুসুমম্।

তৃতীয় কুসুম।

তদনন্তর কিছু দিবসের পর ঐ বণিক্ বাণিজ্যকরণার্থে অর্ণবযানেতে নানাবিধ সামগ্রী বোঝাই করিয়া অজ্ঞাতগর্ভা পত্নীকে স্বালয়ে রাখিয়া বিদেশ গমন করিলেন। নানাদেশীয় বহুবিধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-প্রতিদানেতে অনেক ধন লাভ করিয়া ষোড়শবর্ষোত্তর স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে স্বসার্থ

বয়স্যের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, হে বয়স্য! আমি যখন বাটী হইতে প্রস্থান করি, তখন আমার স্ত্রী তরুণী ছিল আর বাটীতে প্রাচীনা অভিভাবিকা স্ত্রী কেহ নাই। একে যুবতী, তাহাতে স্বতন্ত্রা আমার ভার্য্যা, এ কারণ আমার সন্দেহ হয়; না জানি—এতাবৎকাল-পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহারে আছে? এবং নীতি-শাস্ত্রেও কহিয়াছেন, নারী যদি স্বক্রোড়স্থিতাও হউক, তথাপি পরিরক্ষণীয়া অর্থাৎ এ আমার নিকটে আছে, ইহা হইতে কুকর্ম্ম হইতে পারিবে না, ইহা মনে করিয়া তদ্বিষয়ে অসাব-ধান হইবে না। আমার ভার্য্যা ষোড়শ বৎসর হইল আমা-ছাড়া হইয়া আছে। না জানি—কেমন আছে। হে বয়স্য! স্ত্রীবিষয়ে এক কথা আছে, তাহা কহি, শুন।—

এক রাজকীয় লোক থাকে, তাহার জারা-সক্তচিত্তা এক ভার্য্যা থাকে। ঐ রাজপুরুষ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালাবধি দ্বিতীয়প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজসেবা করিতে যায়। ইত্যবসরে তাহার ভার্য্যা একাকিনী গাত্রে প্রচুর হরিদ্রা লেপন করিয়া বাটীর নিকটস্থ নদী সন্তরণ করিয়া পরপারবাসী অতিবলবান্ এক কোটালের সঙ্গে লীলা-রঙ্গ-হাস্যপরিহাসাদিপূর্ব্বক অত্যুৎকট স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীরে বর-বর্ণিনী বিলেপন করিয়া স্রোতস্বতী বাহুতরণ করিয়া শ্রমপ্রযুক্ত অকাতরে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রা যায়। তাহারভর্ত্তা প্রহরদ্বয়োত্তর স্বনিবাসে আসিয়া স্বপ্রেয়সীসমভিব্যাহারে শয়ন করে। তাহার ঐ ভার্য্যা প্রাতঃকালে বায়সসমূহের শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া 'ও মা এ কি' এতাদৃশ কাতরোক্তি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিজবাহুদ্বয়-লতাপাশেতে স্বামিকণ্ঠ গ্রহণ করত মিথ্যাচারে অত্যন্ত ভয়েতে মূর্চ্ছিতা প্রায় হয়। তদনন্তর তৎপতি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অস্তব্যস্তে স্বপ্রিয়াননে জল প্রক্ষেপ করিয়া 'আহা আমার প্রেয়সী অতি সুকুমারী অন্তঃপুরের বাহির কখনো হন নাই, কিছুই দেখেন নাই এবং কিছুই শুনেন নাই, কেবল গৃহপিঞ্জরকোকিলা' ইত্যাকার করুণোক্তি করত স্বপ্রিয়ার শরীরে হাত বুলাইয়া মায়া মূর্চ্ছা মোচন করিত। অনন্তর ঐ স্ত্রী পতিকে কহিত, হে প্রাণনাথ! প্রতিদিবস প্রত্যূষ সময়ে এগুলা কি ডাকে? শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয় ও মা, এ বালাই গুলার ডাক এমন কেন! আজি হইতে এ পাপ গুলার ডাক এমত যেন না হয়, তাহা তুমি কর। তোমার পায়ে পড়ি। আমার মাথা খাও। ভাগ্যে ভাগ্যে আজি বাঁচিলাম, এমনি হইতে হইতে, না জানি,—কোন দিন মরিয়া যাইব?'

স্ত্রীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র, স্বনারী-কপটা-চারে বঞ্চিত তৎপতি 'সুপ্রভাত সুপ্রভাত! হা হতোস্মি! একি অমঙ্গল বাক্য, তোমার বালাই লইয়া তোমার সৌন্দর্য্যেতে ও সুশীলতাতে অসহমানা পাপীয়সীরা মরুক। এমন কথা আর কখনো মুখে আনিও না' এইরূপ প্রিয়বাদ করিয়া কান্তামুখচুম্বনপূর্ব্বক কৈতবভয়াপ-নোদন করিয়া নৈত্যিক কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তমান হইত। পরে ঐ আতিথেয় গৃহস্থের গৃহে কমণ্ডল্বাচারী সন্ন্যাসীর প্রায় এক ব্রহ্মচারী আসিয়া বেলাবসানে উপস্থিত হইল। ইহা শুনিয়া পক্ষীরা কহিল,—কমণ্ডল্বাচারী সন্ন্যাসী কেমন? অন্য পক্ষী উত্তর করিল,—এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সদ্বংশজাত হইয়াও জন্মক্ষণদোষে বড় চোর হইলেন। দৈবাৎ এক দিবস কোন স্থানে সলোপ্ত্র অর্থাৎ বমাল চৌর্য্যেতে ধরা পড়াতে অপমান পাইয়া স্বদেশ হইতে দূরদেশ গমন করিলেন। তাহা উচিত; কেন না,—"সতাং মানে ম্লানে মরণমথবা দূরগমনম্"ইতি অনন্তর সন্ন্যাস করিলেন। এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়াও স্বভাবদোষেতে যন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের নিদ্রাকালে একের কমণ্ডলু অন্যের কাছে রাখেন, অন্যের কমণ্ডলু আর এক জনের কাছে রাখেন এইমতে কমণ্ডলু-বিনিময় রূপ কমণ্ডল্বাচার করেন। প্রাতঃকালে সেই সন্ন্যাসীরা স্ব স্ব কমণ্ডলুর ব্যত্যাস দেখিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্যত্যাসকারী

সন্ন্যাসীকে দূর করিয়া দিলেন। এ কথার তাৎপর্য্য ;—স্বভাবাতিক্রম দুর্ঘট। এতাদৃশ কমণ্ডল্বাচারী সন্ন্যাসীর ন্যায় ঐ অতিথি ব্রহ্মচারী ছিল—যেহেতুক ইনিও বিটপতাদোষেতে সর্ব্ববন্ধুজনত্যক্ত হইয়া বিবেকেতে ব্রহ্মচারী হইয়াছেন।

অনন্তর ঐ আতিথেয় গৃহী ব্যক্তি দিবাবসানে আগত পূর্ব্বাপরিচিত আগন্তুক অতিথি ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া কৃতকৃত্য ও ধন্যবাদ করিয়া স্বয়ং ভক্তি-শ্রদ্ধা-সৎকারাতিশয়ে প্রণামস্বাগত-প্রশ্ন-পাদ্যার্ঘ-প্রদানানুষ্ঠান-পুরঃসর আসনাবস্থাপন ভোজন শয়নকরণ-লক্ষণ আতিথ্য ঐ অতিথি ব্রহ্মচারীর করিয়া রাজসেবার্থে গমন করিল। তৎপর উপপতিসমীপগমনার্থে উদ্দামব্যগ্রচিত্তা তৎপত্নী এ অতিথিকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করে ওগো ব্রহ্মচারী গোঁসাই! মহাশয়ের নিদ্রা হইল? ব্রহ্মচারী কহিল,—উহুঁ তন্দ্রাই হইতে দিতেছে না, নিদ্রা কি হবে? কাণের কাছে মসাগুলা ভেন ভেন করে। তখন ঐ স্ত্রী স্বসখী-সহিত উঁকি মারিয়া দেখে ও কানাকাণি করে, আইসে যায়, আবার আইসে আবার যায়, 'আ মর এ পাপটার-চক্ষে কি ঘুম নাই' ইহা চুপে চুপে কহে। এইরূপে অতিশয় অস্তব্যস্ত হইয়া অতিথিকে কহিল,—তোমার কি আজি নিদ্রা হইবে না? ব্রহ্মচারী 'এই হয়' ইহা কহিয়া নিদ্রাব্যাজে নাসাশব্দ করিতে লাগিল। তদনন্তর ঐ স্ত্রী অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তা হইয়া গাত্রে যথেষ্ট হরিদ্রা অনুলেপন করিয়া নদীসন্তরণপূর্ব্বক জারালয়ে গমন করিল। ব্রহ্মচারী স্বভাবদোষে কৌতুকদর্শনার্থী হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া নিভৃত স্থলে থাকিয়া ঐ স্ত্রীর চরিত্রসকল দেখিয়া শয়ন স্থানে আসিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকিলেন। এইরূপে উপপতিসমীপোপস্থিতা অভিসারিকা ঐ কামিনী অত্যন্ত-কামুক-জারসঙ্গে কামকলালীলাবিলাসপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বিলক্ষণমতে স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অনেক হলুদ মাখিয়া নদী সাঁতারিয়া ঘরে আসিয়া, খাটে অকাতরে শুইয়া থাকিল। অনন্তর দুই প্রহর রাত্রির পর, তৎপতিও আসিয়া তৎসহিত স্বাপাবেশে থাকিল।

পরে প্রাতে ঐ গৃহপতি মুখপ্রক্ষালন-শৌচাচমনাদি প্রাতঃকৃত্য করিয়া ব্রহ্মচারিসমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। ব্রহ্মচারী আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কহিলেন—"দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্" অর্থাৎ যে দিবসে কাকের ডাকে ভয় পায়, সে রাত্রিতে একলা নদী সন্তরণ করে। গৃহী বিমনা হইয়া কহিলেন "তত্র নক্রভয়ং নাস্তি"? অর্থাৎ সে নদীতে কি কুমীরের ভয় নাই? ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ" অর্থাৎ কুমীরের ভয় নিশ্চিতরূপে যে জানে, সে কুমীরের ভয় যাহাতে না হয়, তাহাও জানে। এই কহিয়া ব্রহ্মচারী গেলেন। গৃহী ব্রহ্মচারীর এই কথাতে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই দিবস রাজসেবার্থ গমনচ্ছলে নদীপারে রহঃস্থানে লুকায়িত হইয়া স্বস্ত্রীর চরিত্র তাবদ্দেখিয়া মনে করিল—ওরে, ব্রহ্মচারী যাহা কহিয়াছিল, সে সকলি সত্য। নক্রভয়েতে গাত্রে হরিদ্রা লেপন করে। শ্রুত আছে—হরিদ্রা কুম্ভীরজাতির বিষ। স্ত্রী হইয়া ইহার এপর্য্যন্ত অনুধাবন! হায়, এ বড় দুর্দ্দৈব! ইনি আমার প্রেয়সী। ইহার কুহকবিড়ম্বনাতে আমি এতাবৎকালপর্য্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম। এ স্ত্রী হইয়া আমাকে লীলামর্কটপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিল। এত দিনে সকল প্রকাশ হইল। আমি কেবল বর্ব্বর। "ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।" পূর্ব্বে এ সকল কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারি নাই। এইরূপে নানাপ্রকার অনুশোচন ও পশ্চাত্তাপ করিয়া তদবধি ঐ স্ত্রীতে বীতরাগ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিল।

ঐ মহাজন কহিলেন,—হে সখা! স্ত্রীজাতি এমন হয়। স্ত্রীদের মুখ প্রফুল্লপদ্মাভ, বচন পীযূষপ্রবাহপ্রায়, হৃদয় শাণিত-তীক্ষ্ণ-ক্ষুরধার-

সমান ! তাহাদিগের চেষ্টিত কে জানিতে পারে আর স্ত্রীরদের প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নয়। যেমন গো-সকল অরণ্যে দিনে দিনে নব নব ঘাস প্রার্থনা করে, তেমনি স্ত্রীরা অহরহ নব-নব-পুরুষসঙ্গরসাভিলাষ করে। ইহা নীতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব আমাকে আপন পত্নীর রীতি বুঝিতে হয়। ইহা কহিয়া, আগমনবার্ত্তা বাটীতে না দিয়া আপনি একাকী হঠাৎ স্বকীয় অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, শয়নাগারে স্বীয় স্ত্রী নিদ্রাতে আছে, তৎসমীপে এক ষোড়শবর্ষীয় যুবা পুরুষ শয়ন করিয়াছে। ইহা দেখিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্ত্রী-পুরুষকে যুগপৎ ছেদন করিতে খড়্গোদ্যম করিবামাত্রে সেই কবিদত্ত পদ্য যে স্থানে লেখা ছিল, সেই স্থানে লাগিল। অনন্তর মহাজনের ঊর্দ্ধদৃষ্টি হওয়াতে নয়নগোচর ঐ শ্লোকের—"হঠাৎ কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়" এই অর্থ অতি প্রচণ্ডতর ক্রোধের সম্বরণ করিল। পশ্চাৎ মহাজন স্থিরচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে স্বপুত্রত্বরূপে নিশ্চয় করিয়া ঐ কবিকে সহস্র স্বর্ণ দিয়া স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পক্ষী কহিল,—হে বন্ধুলোকেরা! অতএব আমি কহি—সহসা কোন কর্ম্ম করা ভাল নহে। কিন্তু বিচার করিয়া করা ভাল। নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, স্বসমানের সহিত বৈর, প্রীতি ও বিবাহ করণীয় এবং আপন হইতে যে বড়, তাহার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয় এবং অনেকের সহিত যুগপৎ বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। এ সমুদ্র আমারদের অপেক্ষায় সহায় সম্পত্তি সামর্থ্য সর্ব্বপ্রকারেই বড়। আমরা ইহার সমান কোন মতেই নই, আর ইহার বিরুদ্ধ আমারদের হইতে কি হইতে পারিবে? কার্য্যমাত্র-সাধন সামগ্রীসাপেক্ষ; আমরা অতি ক্ষুদ্র পক্ষী। আমাদের কার্য্যসাধনসামগ্রী পক্ষপাদচঞ্চপুটমাত্র। অতএব এতাদৃশ সমুদ্রের ঈদৃশ আমারদের এতাবন্মাত্রসাধনসাধ্য যে কার্য্য হয়, তাহাই আরম্ভ করা উপযুক্ত হয়। ইহাতে অন্ত এক পক্ষী উত্তর করিল,—যে শত্রুকে ছোট জানিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয় সে তাহা হইতে অবশ্য বিনাশ পায়। ইহা নীতিবিশারদেরা কহিয়াছেন। অতএব আমরা যে উপায়েতে ইহার অনিষ্টাচরণে প্রবর্ত্ত হইব, সে উপায়েতে কিম্বা আমাসবাতেই তুচ্ছজ্ঞানে উপহাস্য করিয়া এ সমুদ্র নিরুদ্যুক্তই হউক কিম্বা অনবহিতই বা হউক, অবশ্য কিছু হইবে। তবেই এ স্বমহত্ত্বাভিমানপ্রযুক্ত শত্রুতে তাচ্ছল্যরূপে নিজদোষেতেই নষ্ট হইবে॥

ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষী কহিল,—সে উপায় কি?—যাহাতে আমাদের হইতে এ সমুদ্রের অনিষ্ট হইবে। ঐ পক্ষী কহিল, শুন।—আমারদের সমুদায়ের মধ্যে কেহ চঞ্চুতে ও পক্ষদ্বয়েতে সাগর হইতে জল উঠাইয়া শুকনাতে ফেলাও এবং আর্দ্র শরীরে ভূমিলুণ্ঠন করিয়া সমুদ্রে ডুব, আবার সেই গাত্রসংলগ্ন জল ডেঙ্গাতে ঝাড়। কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলাও, আবার সমুদ্রে ডুবিয়া শুষ্ক স্থানে গা ঝাড়; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে কালক্রমে পয়োনিধি শুষ্ক হইবে। ইহা শুনিয়া সেই পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল,—এ উপায়ে এ সমুদ্র কত কালে শুকাইবে? ইহাতে সেই পক্ষী কহিল,—শুন, যে সকল কার্য্য, যে সব এক পরমেশ্বরকর্ত্তৃক। পরমেশ্বরই চেতন, চেতনই কর্ত্তা হয়। অস্মদাদি অতীতানাগতবর্ত্তমান যে সকল জীববর্গ, সে সকলি অচেতন; অতএব কার্য্যকর্ত্তা নয়। কর্ত্তা কেবল—চেতনরূপী পরমেশ্বর। তবে যে গণ্ডগম্যসম্প্রতিকালীন জীবসংঘাতের কর্তৃত্ব, সে কেবল অয়োগোলকন্যায়ে হয়। যেমন তোপের গোলার যে দাহক্রিয়াকর্তৃত্ব, সে তাহাতে থাকে যে অগ্নি,—তাহারই। কিন্তু স্থূলদর্শীরা কহে,—তোপের গোলা পোড়াইতেছে। বস্তুশক্তিবিবেচকেরা তাহা কহে না; কহে—অয়োগোলকাবচ্ছিন্ন বহ্নি দাহ করিতেছে তেমনি বাহ্যদর্শীরা কহে,—সে আমি তুমি

ইনি, করিয়াছে করিতেছে করিবে করিয়াছি করিতেছি করিব করিয়াছ করিতেছ করিবা করিয়াছেন করিতেছেন করিবেন তত্ত্বজ্ঞানিরা ব্যবহারকালে যদ্যপি তেমনি কহুন, তথাপি পরমার্থতঃ তাহা কহেন না; কহেন,—সর্ব্বশরীরাবস্থিত চেতনরূপী পরমেশ্বর-সন্নিধান-বশতঃ কার্য্যমাত্র হইতেছে এবং সর্ব্বত্রাবস্থিত চেতনরূপি-পরমেশ্বরের চেতনতাতেই সান্তঃকরণ সকল শরীরিবৃন্দিগের চেতনতা। নিরন্তঃকরণ স্থাবরশরীরিবৃন্দের চেতনতা নাই—যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত সূর্য্যরশ্মির চাকচক্যেতেই কাচভূমির চাকচক্য, তদিতর ভূমির চাকচক্য হয় না। এই সকল বেদের পরম সিদ্ধান্ত। অতএব হে ভ্রাতারা! মিথ্যা ভ্রম দূর কর; জ্ঞানচক্ষুতে দেখ,—তিনিই সকলি করেন এবং দেখিতেছেন, শুনিতেছেন। তাঁহার কাছে ছোট বড় সকল সমান। অতএব আইস, সকলে ঐকমত্য ও ঐক্যবাক্য কর। যেমন কূর্ম্মেরা স্বকীয় অণ্ডেতে নিশ্চয় দৃষ্টি রাখিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, যেমন বা ডুবারুরা স্বানাসাপুটদ্বয়ে উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসার্থ প্রবিষ্ট নলদ্বয়েতেঃ একান্ত সাবধান থাকিয়া গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া দ্রব্যান্বেষণ করে, তেমনি ঈশ্বরেতে প্রনিহিতমনা ও জাগরূক হইয়া স্বকর্ত্তব্য-কর্ম্মকরণে নিমগ্ন হও। তিনি অবশ্য আমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। এইরূপ বিশ্বাস কর—অসম্ভাবনা কদাচিৎ করিও না। এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস শুন—

দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বহুকালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন। বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমানপুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন-দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদ মুনিকে নিবেদন করিলেন,—হে ঈশ্বরদর্শি মুনি! বহুকাল ব্যতীত হইল, আমি তপস্যা করিতেছি তপঃসিদ্ধি হয় না, কত কালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে, ইহা আপনি ঈশ্বরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি ঈশ্বর-সন্নিধানে গিয়া তাঁহার কথা নিবেদন করিলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন,—ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতি বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে, সে বৃক্ষের যত পত্র, তত শত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের এই আজ্ঞা নারদ শুনিয়া ঐ তপোধনকে কহিলেন। তপোধন শুনিবামাত্র পরমাহ্লাদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও কহিলেন,—ভাল, কখনো হউক, আমার তপঃসিদ্ধ হইবেতো! তপস্বী এইরূপ অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া নারদ মুনির নিকটে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে পরমেশ্বর স্বয়ং ঐ তাপসের আশ্রমে আসিয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,—হে তাপস! অদ্য তোমার তপঃসিদ্ধি হইল। তাহার বিলম্বের কারণ যে সকল পাপ ছিল, তাহা তোমার নিষ্ঠার এতাদৃশী পরাকাষ্ঠাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এইরূপে ঐ তপস্বীকে তপঃসিদ্ধি বরপ্রদান করিয়া, ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর নারদ মুনি ঐ তপোধনকে কহিলেন,—হে তপস্বি! কার্য্যসিদ্ধির কালের কিছু ইয়ত্তা নাই; কিন্তু পুরুষের বিশ্বাসপূর্ব্বক আত্যন্তিক নিষ্ঠাতে সন্তুষ্ট পরমেশ্বরের প্রসাদ যখন হয়, তখনি কার্য্যসিদ্ধি হয়। দ্বৈধ যাবৎ থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না।

অতএব কহি,—হে বন্ধুবর্গেরা! অসম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া "কার্য্যং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" ইত্যাকারক সুদৃঢ় আগ্রহ করিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়করণে সকলে প্রবর্ত্ত হও। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকল পক্ষীরা একত্র হইয়া সমুদ্রশোষণার্থে কেহ বা সমুদ্রে ডুব দিয়া ডেঙ্গাতে গা ঝাড়ে, আবার ধূলাতে গড়াগড়ি দিয়া সমুদ্রে ডুবে। এইরূপ পৌনঃপুন্যে করিতে লাগিল। কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া জলে ফেলায়, জলে ডুবিয়া ভূমিতে

পাখা ঝাড়ে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল। এতদ্রূপ ব্যাপার অহোরাত্র অবিশ্রান্ত বহুদিন পর্য্যন্ত পক্ষিসমূহেরা করিল। অনন্তর ঈশ্বরপারিষদ এক মহর্ষি অর্ণবতীরে আসিয়া পক্ষিরদের তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমুলতঃ তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, ঈশ্বরসমীপে গিয়া, কথাপ্রসঙ্গে কৌতুকরূপে পক্ষিরদের বিষয় ঈশ্বরকে বিজ্ঞাপন করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—পক্ষিরা যদি সমুদ্রশোষণার্থে একান্ত যত্নবান্ হইয়াছে, তবে যে সমুদ্র শুষ্ক হইবে, এ কি আশ্চর্য্য! লোকের প্রযত্নেতে অসাধ্য কিছুই থাকে না। পুরুষ ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিলে, দুঃসাধ্য সিদ্ধি করিতে পারে পরমেশ্বরের এতাদৃশ ইচ্ছা হওয়াতে অগস্ত্য নামে মুনি সমুদ্র পান করিয়া মরুভূমিপ্রায় করিলেন। এইরূপে ঈশ্বরপ্রসন্নতাতে অগস্ত্য মুনি দ্বারা পক্ষিরা প্রাপ্তমনোরথ হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিল। এইরূপে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল, পশ্চাৎ সগরসন্তানেরদের খননেতে পূর্ব্ববৎ জলেতে সম্পূর্ণ হইল। এ কথার তাৎপর্য্য ;—কেহ আপনাকে বড় জানিয়া অহঙ্কার না করে ও কাহাকেও ক্ষুদ্র জানিয়া অবজ্ঞা না করে ও পুরুষকারের অসাধ্য কিছু নয়, ইত্যাদি।

অশক্যাধ্যবসায় করা উচিত নয়। ইহার কথা।—অত্যন্ত সাহসিক ও সাহঙ্কার একজন, কোন পণ্ডিতের স্থানে দ্রব্যের পরিমাণ চারি প্রকার হয়,—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ। তাহার মধ্যে মহৎ পরিমাণ আকাশের,—যেহেতুক আকাশ সকল হইতে বড়। ইহা শ্রবণ করিয়া মনে করিল যে, আকাশ যদি সর্ব্বাপেক্ষায় বড়, তবে আমা হইতেও বড় হইল। ইহাকে কোন মতে খাট করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি আকাশকে খড়্গেতে খণ্ড খণ্ড করিব, ইহা মনে করিয়া অসি হস্তে লইয়া আস্ফালন করিয়া 'এই আকাশকে খণ্ড খণ্ড করি ইহা কহিয়া প্রত্যহ আকাশে খাঁড়া ঘুরায়। দৈবাৎ এক দিবস ঐ উদ্ঘূর্ণায়মান খড়্গ তাহারি গ্রীবাতে লাগিল, তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত নয়, সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না, ইহার কথা।—এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে এক বৈদ্য থাকে। সে চিকিৎসাতে উত্তম। তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে পর, ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাঁহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষক্পুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল; কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না। রাজানুগ্রহেতে স্বপিতৃ-পদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার-বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল,—হে বৈদ্যপুত্র! আমি অক্ষিপীড়াতে অতিশয় পীড়িত আছি, দেখ, আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও,—যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতিবড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবামাত্রে এক বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল। সে বচনার্দ্ধ এই, —"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ চ্ছিত্ত্বা গুদং দহেৎ" ইহার অর্থ—নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া, তাহার পোঁদে দাগ দিবে। এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষকনন্দন নেত্ররোগিকে কহিল, হেরুগ্নাক্ষ! এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধির শীঘ্র শান্তি হইবে। যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল, এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল,—সে কি ঔষধ? ভিষক্ সন্তান কহিল,—তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর। তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া, সন্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও, তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে। ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততা-প্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল,—হে বৈদ্যপুত্র! নেত্রের জ্বালা যেমন, তেমনি,—পোঁদের জ্বালায় মরি! বৈদ্যপুত্র কহিল,—ভাই! কি করিবে, রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয়। আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি। আতুর হইলে কি হবে? "ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনালভ্যতে।" এইরূপে রোগি-বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রাম-কুমার নামে মূর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি-পাণ্ডিত্যপ্রযুক্ত সাহসের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল,—ওরে ব্যলীক! সর্ব্বনাশ করিয়াছিস,এ রোগীটাকে খুন করিলি! এ বচনার্দ্ধ অশ্ব-চিকিৎ-সার, মনুষ্য-পর নয়। দেশ-কাল-পাত্র-অবস্থা-ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে। তোর প্রকরণ-জ্ঞান নাই, এ শাস্ত্র তোর পড়া নয়, কুব্যুৎপত্তি-মাত্রবলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস্! যা যা, উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর। "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস নাই? এইরূপে ঐ চিকি-সকবৎসকে পবিত্র ভৎর্সন করিয়া ঐ ক্লিন্নাক্ষ রোগিকে যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল।

অসদ্বংশজাত যদি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্নও হয়, তবে সে কুবুদ্ধিই হয়,—সুবুদ্ধি কদাচ হয় না। ইহার কথা।—এক নগরে এক কফনচোর ছিল, তাহার নাম মীরমদন। সে ব্যক্তি লোকেরা যে বস্ত্রাদি দিয়া শবকে মৃত্তিকাতে পুতিত, সেই বস্ত্রাদি চুরি করিয়া পরিবার পোষণ করত কালযাপন করিত। এইরূপে যাবজ্জীবন-সর্ব্বলোক-বিগর্হিত-ব্যাপার-তৎপরতাতে সর্ব্বত্র বিগীত হইয়া ঐ ব্যক্তি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে পর, তৎপুত্র জগগনামে সর্ব্বত্র পিতৃদুর্নাম-শ্রবণে লজ্জিত হইয়া মনে বিবেচনা করিল যে, আমার পিতা নিন্দিত-ক্রিয়োপজীবিকাতে অপ্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন; অতএব আমার এক্ষণে তাহাই কর্ত্তব্য, যাহাতে জনকের লোকতঃ প্রশংসা হয়, কেননা সেই পুত্রই পুত্র, যাহা হইতে পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহাদি পূর্ব্বতন পুরুষেরদের প্রতিষ্ঠা হয়। তদ্ব্যতিরিক্ত পুত্রেরা মূত্রমাত্র। এতাদৃশ পরামর্শ করিয়া তদবধি ঐ স্তেনসন্তান ঔরস-ধর্ম্ম-জন্য দুর্ব্বদ্ধিতাপ্রযুক্ত যে প্রোথিত প্রেতের বস্ত্রাদি স্তেয় করিত, তাহার গুহ্যরন্ধ্রে এক কীলক প্রবিষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। অনন্তর তাহার স্বতাত হইতে ঈদৃশ অধিক কুচেষ্টা-করণের সর্ব্বত্র প্রচার হইলে পর, সকল লোকে কহিতে লাগিল যে, এ পাপিষ্ঠ দুরাচার বেটার বাপত ভাল ছিল—সে কেবল বসন প্রভৃতিই চুরি করিত, এ দুরাত্মা দুঃশীল বেটা মড়ার কাপড় চুরি করিয়া আবার তার মার্গে মেক ভরিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পিতৃপ্রতিষ্ঠা হওয়াতে ঐ অনভিজাত যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সৎপুত্ররূপে মানিয়া তাহাই বরাবর করিতে লাগিল। অতএব হে রাজপুত্র! দুষ্টের যে বুদ্ধিমত্তা, সে কেবল লোকের অনিষ্টের কারণ হয়।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়স্তবকে তৃতীয়কুসুমম্।

চতুর্থ কুসুম।

যার যে জাতীয় ধর্ম্ম, সে স্বতঃপ্রকাশ পায়; ইহার কথা।—এক সিংহ গর্ভিণী বনমধ্যে প্রসব হইয়া জাতমাত্র শাবক ত্যাগ করিয়া অন্য কাননে গিয়া থাকিল। সে সিংহশিশু তদ্বি-পিনবাসী কুকুরযূথের সহিত তদীয় আহার ব্যবহার করত থাকে। পরে একদিন অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে খরতর স্রোতঃপ্রবাহিণী পর্ব্ব-তীয় নির্ঝরভরা এক নদীর তীরে ঐ কেশরি-শাবক সমভিব্যাহৃত শ্বযূথ গিয়া সেই নদীর পারে যাইতে সকলে এক কালে উদ্যম করিল। তাহাতে সিংহশিশুর স্বজাতীয় শক্তি স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অনায়াসে ঐ ঝরণা নদীর পরপার

প্রাপ্ত হইল। কুক্কুরমুখের শরজ্জীমূতাড়ম্বর স্থায় উদ্যোগমাত্র হইল।

বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ধর্ম্ম-উপদেশব্যতিরেকে স্বতই হয়। ইহাতে এক কাহিনী আছে, তাহা কহি, শুন।—এক মহাজন নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, স্বকীয় অজাতযৌবনা ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া অর্ণবযানেতে বাণিজ্যার্থে বিদেশ গমন করিল। পরে নানাদেশীয় বহুবিধ দ্রব্যজাত ক্রয়-বিক্রয় করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়া, বিস্তর দিবসের পর স্ববাটীতে আইল। তখন তাহার পত্নী প্রাগল্‌ভ্যাবস্থা প্রাপ্তা হইয়াছে। অনন্তর ঐ সদাগর নিশাভাগে শয়নসময়ে স্বরমণীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও ক্রিয়াবৈদগ্ধ্য ও কামকলা কৌশলাদি রূপ চাতুরী নিরীক্ষণ করিয়া, সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইলেন। ইহাতে ঐ অতিচতুরা সুন্দরী স্বকীয় স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণে চিত্রপটে তুলিকাতে এক অর্দ্ধপ্রসূতা সিংহীপুত্তলিকা চিত্র করিল। তৎপশ্চাৎ এক মত্তমাতঙ্গ লিখিল। ঐ মতঙ্গজের গণ্ডস্থলের উপরে ক্রোধেতে নখ বিদারণ করিতেছে, অথচ সিংহীগর্ভ হইতে বিনির্গতপূর্ব্বকায় এক পঞ্চাস্যশাবক লিখিয়া, স্বীয় স্বামীর সম্মুখে রাখিল এবং সস্মিতবদনা হইয়া স্বামীকে কহিল, যে—আপনি বিবেচনাপূর্ব্বক দেখুন—এ চিত্র কেমন হইয়াছে! তৎপতি তচ্চিত্রাবলোকন করিয়া পত্নীর ক্রিয়াবৈদগ্ধ্যে প্রত্যুক্ত ও নিঃসংশয় হইয়া অতিহৃষ্ট হইল।

জাতি-বিদ্যা-রূপাদিতেই পুরুষ ভাল হয় না; কিন্তু মনের ভদ্রতাতে মনুষ্যের সমীচীনতা। মনের অসামীচীন্যে মানবের অশোভনতা। ইহার কথা।—অবন্তী নগরীতে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনি বশিষ্ঠগোত্র বিদ্বান্ ও রূপবান্ ছিলেন। আর এক চর্ম্মকারো থাকে। সে শিল্পী ও ঘোর মূর্খ ছিল। এই দুই জন একত্র হইয়া, বাণিজ্য করিতে অনেক টাকা ও মোহর লইয়া বিদেশে যাইতে মনস্থ করিল। পরে মুচী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কিসের ব্যবসায় করিবা? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—শালী ব্রীহি, যব, গোধূম, মুদ্গ, মাষ, চণক, মটর, মসুর, অরহর, কুলত্থ, বরবটী, সামা, কাঙনীচিনা, কোদো, মাড়িয়া ইত্যাদি শস্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যাপার আমি করিব এবং পাদুকৃৎকে দ্বিজ জিজ্ঞাসিলেন,—তুই কিসের ব্যাপার করিবি? চামার কহিল,—আমি গরুর চাম, মহিষের চাম, ছাগলের চাম, ভেড়ার চাম, ঘোড়ার, চাম, উটের চাম, হাতির চাম, গাধার চাম, এই সকল চর্ম্মের ব্যাপার করিব। উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া ব্যাপারার্থে প্রবাসে চলিল। মধ্যপথে এক গৃহস্থের বাটীতে ঐ দুই জন এক দিন উত্তরিল। পরে গৃহিব্যক্তি ঐ দুই জনকে ‘তোমরা কোথায় কি নিমিত্তে যাও’ এ সংবাদ প্রশ্ন করিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া বিপ্রকে বহুসম্মানেতে ভোজন-শয়নাদি করাইল। মুচীকে যাদৃচ্ছিকরূপে আহার-নিদ্রা করাইল; এইরূপে দোঁহেতে তথা রাত্রিতে বাস করিয়া প্রত্যুষে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ দুই জন বঙ্গদেশে আসিয়া, পূর্ব্ববিচারিত সামগ্রী সকল কিনিয়া তরিতে ভরাই করিয়া, অন্য কোন দেশে বেচিতে চলিল তরণীতে জলপথে আসিতে আসিতে পথঘটিত যাওয়ার কালেযে গৃহস্থের বাটীতে উত্তরিয়া ছিল, সেই গৃহস্থেরদের গ্রামে নদীর ঘাটে নৌকা লাগাইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারকে কহিলেন,—দাঁড়ী-মাঝিরা সকলে ঘাটে থাকুক। চল, আমরা দুই জন সেই গৃহস্থের ঘরে গিয়া উৎরাই। এই কহিয়া, দুই জন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সেই গৃহী তাহারদিগের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ঐ চর্ম্মকারকে বহুমানপুরঃসর ভোজনাদি অগ্রে করাইলেন। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া খাওয়াইলেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহীকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে গৃহি! তুমি ধার্ম্মিক বিদ্যাবান্ হইয়া এ বিপরীতাচরণ কেন করিলা?—বিশিষ্ট লোকের

এমত রীতি নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থ কহিল,—তুমি যাওয়ার সময়ে আমার মন্দিরে যখন আসিয়াছিলে, তখন তোমার অভিপ্রায় এই ছিল যে, যথেষ্ট ফসল ফলুক, ধান্যাদি শস্য-সকল সস্তা হউক, তবেই আমি অল্পমূল্যে বিস্তর ধান্যাদি পাইব। এইরূপে সর্ব্বলোকের কুশল বাসনা তোমার মানস ছিল। এইক্ষণে তোমার এই আশয় হইয়াছে যে, ধান্যাদি শস্য-সকল দুর্ম্মূল্য হউক, দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও শলভ অর্থাৎ পঙ্গপাল, মূষিক, শুকাদি পক্ষি-বাহুল্য ও পরস্পর রাজবিগ্রহ, এই ছয় ঈতির মধ্যে অন্যতম হউক, তবেই আমার অল্প ধান্যাদি-বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ হইবে। এইমতে সর্ব্ব-প্রাণীর অনিষ্ট তোমার ইষ্ট হইয়াছে, এই দুই কারণে আমি পূর্ব্বে তোমার সৎকার করিয়াছিলাম, ইদানী অনাদর করিলাম। আর এ চর্ম্মকারের যাওনকালে অভিলাষ এই ছিল যে, ঝড়ে বাতাসে বসন্তাদি-রোগে অনেক গো-মহিষাদি মরুক, অনেক চর্ম্ম হউক ও মূল্য অল্প হউক। এইমতে প্রাণিরদের অশুভা-কাঙ্ক্ষা ছিল, সম্প্রতি দেশে জল হউক ও প্রচুর তৃণাদি ও ধান্য যব-গোধূমাদি হউক। গোমহিষাদিরা যথেষ্ট ঘাস বিচালি ছানি ভূষি স্বচ্ছন্দরূপে ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া প্রাণ ধারণ করুক। তবেই চর্ম্ম মাহার্ঘ্য হইবেক। আমার অনেক লভ্য হইবেক। এইরূপে পশুজাতীয় প্রাণিনিকায়ের মঙ্গল বাঞ্ছা হইয়াছে, এই দুই নিমিত্তে আমি এ চর্ম্ম-কারের আগমনসময়ে অসৎকার করিয়াছিলাম, অধুনা আদর করিলাম। তুমিও জ্ঞানবান্ বট, খিন্ন হইও না। তুমি যদ্যপি এ সকল বিষয় জান, তথাপি স্মরণার্থ কহি।—পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ। মানুষদিগের মনই পাপ-পুণ্যের কারণ; পুরুষের যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমন পূজা—শরীরমাত্রের পূজা কখন নয়। তুমি পণ্ডিত, অসৎকর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন-প্রবৃত্তি করিও না, সদ্বৃত্তিতে যথালাভে সন্তোষ কর। যাহার সন্তোষ, তাহারি সুখ। অসন্তুষ্ট কোটীশ্বরও সদা দুঃখভাগী। আর দেখ, ধনের ও ঘনের এক প্রকার রীতি; কেননা, মেঘ যখন আইসে, তখন বড় ঘটা হয়, যখন যায়, তখন শূন্যমাত্র থাকে। তেমনি ধন যখন আইসে ও যায়। আর দেখ, নারিকেলের জলের মত ধন আইসে ও গজভুক্ত কপিত্থফলপ্রায় যখন যায়। এতাদৃশ ধনের কারণ জ্ঞানবানদিগের অধর্ম্ম-বাসনা কর্ত্তব্য নয়। ধন হইলেই সুখ হয়, এমন নিয়ম নয়! যেহেতুক দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত-পানভোগে স্বপ্রিয়া শচীসঙ্গে বিলাসকরণে যাদৃশ সুখ পান, তাদৃশ শূকর পুরীষাহারে স্বপ্রে-য়সী শূকরীসমভিব্যাহারে বিহার করিয়া পায়। সে শূকর কৃষিবাণিজ্য-রাজসেবাদি-ধনোপার্জ্জ-নোপায় কিছুই করে না; কিন্তু দেবরাজতুল্য সুখভাগী হয়। গৃহস্থের এইরূপ বাক্যে ঐ ব্রাহ্মণ লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভাতে নৌযানে স্বাবাসে গমন করিলেন।

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয়। সরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয়, তাহা কি কহিব? ইহার কাহিনী।—ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন থাকে। তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া। পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধূলা আঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনিয়-মিতবেশে ভ্রমণ করিয়া ঘরাহুদ্ধা তৌলায়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না। বলে যে, এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতারদের হোমে উপযুক্ত। আমি ঐ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না। যদি তোমার দেবব্রাহ্মণার্থে নেও-য়ার আবশ্যক থাকে, তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয়, তাহার এক আদসের ন্যূন করিয়া ঘড়াসমেত দিতে পারি; কিন্তু ঘড়া হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্ব্বদা দিতে পারি

না। কেননা, যদি, কিছু দেই, তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবেন না,—কহিবেন, এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস। কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস; অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেয় হয় না, তবে লইয়া কি করিব ?

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে,—আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন। তুই এক সের যদি আজও দিতে, তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই। এইরূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায়, কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ডসমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায়। এইরূপে সর্ব্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ একদিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় আর এক জন বিশ্বভণ্ড নামে এক কুপাতে পাঁক কাদা পূরিয়া, তদুপরি কতক গুড় দিয়া, ঐ কুপা মাথায় করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে তাদৃশ সর্পিঃকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃতঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল,—গুড়ের কুপা মাথায় করিয়া কতো বেড়াব ? উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয়। এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে আসিতে আমি আপন গুড়ের কুপা ছাড়িয়া উহার ঘৃতসম্পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি ॥ ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করাভাণ্ড গাছের তলায় ফেলাইয়া বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃপাত্র লইয়া মনে মনে তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতি বেগে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃতকুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল,—আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে, ঈশ্বর-বিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয়। আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল, সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল,—ও ঠকের মা! ওরে দৌড়িয় শীঘ্র আয়, মাথা হইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতি-ক্রিয়া কহিল,—ওগো, আমি যাইতে পারিব না। আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল,—আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে, দিব্য সারগুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে। এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘিএর ঘড়া— জানিসতো! তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। মনে মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে, আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম। পশ্চাৎ টের পাইবে। যা, শীঘ্র রাঁধাবাড়া কর; আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে,—স্ত্রী কহিল,—গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়; তৈল নাই, লুণ নাই, চাউল নাই, তরকারি পাতি কিছুই নাই, কাঠগুলা সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে ? তাতে আবার বৌছুঁড়ি অশুদ্ধা হইয়াছে, কুটনা বা কে কুটিবে,—বাটনা বা কে বাটিবে ? তৎপতি কহিল,—আজি কি ঘরে কিছুই নাই, দেখ-দেখি, খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে, তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল,—বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সোঝা, জান না,—পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা,—শীঘ্র ছাড়ে না। কখনোতো রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকেদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে, তবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তবে কি আজি খাওয়া হবে না ? ক্ষুধায় কি মরিব ? তৎপত্নী কহিল,—মরুকম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলিই নয় ? দেখিদেখি হাঁড়িকুড়ী—খুদ-

কুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল,— শীলটা ভাল বটে, লোড়াটা যা ইচ্ছা তা, এতে কি চিকণ বাটনা হয়? মরুক যেমন হউক, বাটিতে। ইহা কহিয়া খুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল, বাটাতো একপ্রকার হইল, আলুণি পিঠা খাইবা না, লুণ তেল আনিতে হইবে? গতি-ক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল,— ওরে বাছা ঠক! তৈল, লবণ কোথা হইতে গোছেগাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক-নামে তৎপুত্র কোন পড়শীর এক ছেলিয়াকে 'আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়া দিব' এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আসিল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল,—কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল,—এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদিশালাকে ঠকিয়া আনিলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল,—হঁা মোর বাছা এইতো বটে,—না হবে কেন,—আমার পুত্র, ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল,— ওলো মাগি, যা যা শীঘ্র পিঠা করিগা। ক্ষুধাতে বাঁচি না। অনন্তর তৎপত্নী পিষ্টক করিতে আরম্ভমাত্র করিয়া ভর্ত্তার নিকটে আসিয়া, এক পাশে মুখে কাপড় দিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইল ও কহিল,—আমারতো পিঠা করা হইল না, তুমি গিয়া কর। তৎপতি কহিল,— এ আবার কি, তুই কেন করিবি না? পরে গতিক্রিয়া কহিল,—স্ত্রীলোকের সকল কথা কি পুরুষের সাক্ষাৎ কহা যায়? বিশ্ববঞ্চক কহিল,—যা অধঃপাতে যা, তোর কি এইক্ষণে কাপড়ে হওয়ার সংযোগ ছিল, সকল ফেলিয়া দে নিয়া। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল,—না খাইলেতো নয়, যাই—আমিই করি গিয়া। এইরূপ কহিয়া আপনি পিষ্টক পাক করিয়া স্থালেতে পরিবেশন করিয়া কুপা হইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া, তদুপরি এককালে কতকগুলা পঙ্ক কর্দ্দম পড়িল।

ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল,—খাও, এখন পিঠা খাও, যেমন মতি—তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল,—যা যা, তুই আর পোড়াশনে। যার যেমন কপাল, তার তেমনি সকলি মিলে, কিন্তু যা হউক, বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকে বঞ্চনা করিল, বাপের বেটা বটে; এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল। ইহা কহিয়া যথা কথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল। পরে এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতে ডাকিতে লাগিল,—ওহে বন্ধু! থাক থাক, তোমাকে কোল দিয়া, আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া, আপাতত তটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল,— আইসো আইসো, তোমাকেও আমি মনে মনে তত্ত্ব করিতেছি, ভালো হইল! তোমার সঙ্গে দেখা হইল। কহ,—গুড় কেমন খাইলা! বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তুমি যেমন ঘৃত খাইলা; কিন্তু ভাই তুমি আমাকে জিতিয়াছ; আমি গুড় কিছুই পাই নাই। তুমি ঘৃত কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকিবা। সে যা হউক আইসো, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা কহিয়া দোঁহে পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া, অন্যান্য মুখাবলোকনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল।

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল,—ভাই! তোমার নাম কি? সে কহিল,—আমার নাম বিশ্বভণ্ড। ইহা শ্রবণমাত্র হীহী করিয়া হাসিয়া বিশ্ব-বঞ্চক কহিল,—তবে তো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল,— তোমার কি এই নাম? ইহাতে সে কহিল,— না ভাই! আমার নাম বিশ্ববঞ্চক। দোঁহার

নাম শব্দতঃ সমান না হউক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল,—ভাল, সমানে সমানে মিলন বিহিত বটে,—যদি উভয়ে সরল হয়। উভয়ে কুটিল হইলে, বাহ্যতঃ যদ্যপি মিলন হউক, তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে, যা হউক; কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্ত্তব্য বটে। কেননা, তুমি আমার গুণ জানিলা। আমিও তোমার গুণ জানিলাম। কেহ কাহারো কথা কোথাও কহিব না। এইরূপে দুই জনে মৈত্রী করিয়া পরামর্শ করিল।—এ কর্ম্ম ক্ষুদ্র লাভ ও কাদাচিৎক, সেও অল্প, তাহাতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিলক্ষণমতে হইতে পারে না। "চটকস্য মাংসং ভাগশতং" এতন্ন্যায় দুর্নামের কারণমাত্র। কেবল ছুচা মারিয়া হাত গন্ধ। অতএব চল, কোন দূরদেশে গিয়া এমত জীবিকা করি,—যাহাতে অধিক লাভ হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গুজ্জরাট দেশে গেল। তথা গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—হে মিতা! তুমি এক কর্ম্ম কর। এই ধোয়ান পাগ মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া-ধুতি ও আঙ্গরাখা পরিয়া, ধোবা-কাচা চাদর গায় দিয়া, এ শহরবাসি-চিত্রগুপ্তনাম মহাজনের বাটী যাও। পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি; কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি আপন পরিচয় কিছু কাহাকেও দিয়া থাকিবে না, আমি গিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব যে, আপনি হেতায় কেন? তখন তুমি কহিও যে, পিতার সহিত কর্ম্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা আছে, যদি ইনি সাহায্য করেন, তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথা গেল। পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া, বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল,—এ কি আশ্চর্য্য! আপনি এ স্থানে কি নিমিত্তে? সে কহিল,—তাত বিমাতার বশতাপন্ন, এই প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্য্যক্রমে বিবাদ হইল—এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল,—সর্ব্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্মপতি নাম মহাজনের পুত্র ইনি। হে চিত্রগুপ্ত! তোমার বড় ভাগ্য যে, ইনি তোমার বাটী আছেন। এ কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল, বটে। তাঁহার পুত্র ইনি। আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল,—এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন? সে কহিল,—ইহাঁর নাম শুনিয়া এ স্থানে আসিয়াছি। ইনি যদি আনুকূল্য করেন, তবে স্বজাতি জীবিকা বাণিজ্যকর্ম্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল,—তুমি যদি এই নগরে কুঠী করিয়া ব্যবসায় কর, তবে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথামতে উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া-দেওয়াতে চিত্রগুপ্তের বিশ্বাস জন্মাইয়া, এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—ওহে বন্ধু! শুন, বিদেশে দীর্ঘকাল থাকা ভালো নয়। স্ত্রীপুত্রাদি-পরিবারবর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না। তাহাতে নানা দোষ ঘটে, আজি এককালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে। এ সকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল,—সে উপায় কি? বিশ্ববঞ্চক কহিতেছে,—দীর্ঘপ্রস্থে বড়ো কতকগুলা ঘর করি। দুই এক হাজার টাকার তুলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পুরিয়া নিশীথে সেই ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন, আমার টাকার কি? তখন তুমি কহিবা, তাহার ভাবনা কি? আমার সঙ্গে লোক দেও, আমি ঘরে গিয়া হিসাব করিয়া কড়াকড়া দামদাম এক কালে সকল ছিঁড়াইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার উসুলের জন্য যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে দবেন, তাহাদিগকে লইয়া যাইতে

যাইতে মধ্যপথে আমি আপন বাটী যাইব। তদবধি তুমি পাগল হইবা। মহাজনের লোকেরা যখন কিছু কহিবে, তখন তুমি 'ভুভু' কেবল এই শব্দ করিবা। মহাজনের লোকেরা কিছু দিন এইরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আপনারাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল,—টাকা সামলাইয়া রাখিবার কেমন হবে? বিশ্ববঞ্চক কহিল,—খরচের উপযুক্ত টাকা রাখিয়া বাকী টাকা আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন রূপক সাবধান করিয়া রাখি,—যাহাতে কেহ জানিতে না পারে। এ কথা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল;—টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা, সে কেবল কালনেমির লঙ্কার বাঁটের মত। আকাশের পক্ষির মাংস পাকার্থে বেসর বাটা,—মূর্খের কর্ম্ম। পরের টাকা জীর্ণ করা বড় কঠিন। 'এ মহাজনের হাত ছাড়াইয়া নিরুদ্বেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল' যখন এমত বুঝা যাবে, তখন বাঁটের কথা—এখন কি? কিন্তু তুমি যে পরামর্শ করিয়াছ, সে উত্তম বটে। অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া অল্প মূল্যে অনেক হয়, এতদ্রূপতুলাপ্রভৃতি সামগ্রী আন গিয়া। আমি বড় বড় দাঁড়ম্বরা কতকগুলা প্রস্তুত করি। এইরূপ দুইজনে নির্জ্জনে বিচার করিয়া বিশ্ববঞ্চক তুলা কার্পাসদিগর সামগ্রী আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বভণ্ড দেশে লোক পাঠাইয়া স্বভ্রাতাকে আনাইয়া তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয়োপযুক্ত রূপকাবশিষ্ট তঙ্কা সকল বাটী পাঠাইয়া দিল। অনন্তর বিশ্ববঞ্চক সামগ্রী সকল আনিয়া রাত্রিযোগে সকল গৃহে অগ্নি দিয়া সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া পরিহিত বস্ত্রমাত্রাবশিষ্ট উভয়ে অতি প্রত্যূষে চিত্রগুপ্তকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহার লোক সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথ হইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটী গেল, বিশ্বভণ্ড কপটোন্মাদ হইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল। মহাজনের লোকেরা যখন টাকার তাগাদা করে, তখন কেবল 'ভুভু' এই কহে—আর কিছু কহে না।

এইরূপ কিছু দিন দেখিয়া সাধুর লোকেরা স্বদেশে গিয়া উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সদাগর 'অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সহিত সারল্য করা মূর্খের কর্ম্ম' এই প্রযুক্ত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপন হানি স্বীকার করিয়াও স্ববুদ্ধিলাঘবজন্য অপ্রতিষ্ঠা-ভয়েতে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম! এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ব্ববৎ পাগল হইয়া 'ভুভু' কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল—যাও যাও। ভাই, আমার সহিত কৌতুক করার কার্য্য নাই। আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতেও 'ভুভু' এই মাত্র উত্তর করিল। এইরূপে কিছু দিন সেথা থাকিয়া নানা প্রকার ভয়-প্রীতি-প্রদর্শন-দ্বারা যত যত তাগাদা করে, তাহাতে কেবল 'ভু' পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল,—ভালরে বেটা ভালো, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকেও ভাঁড়াইলি। তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস্, 'যে শিখাইল ভু,—তারেই দিলি ভু।' এই কহিয়া চোরেরা লাজে কাঁদে না।—এতন্ন্যায়ে কেবল ভেকুয়া হইয়া ভবনে গেলেন। এ কথার অবান্তর তাৎপর্য্যার্থসকল সুবুদ্ধিরা স্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে চতুর্থকুসুমং।

পঞ্চম কুসুম

পশ্চাৎ অসম্বরণীয় যে আরম্ভ, তাহা করিবে না, কিন্তু উত্তরকালে উপসংহার্য্য যে তাহাই করিবে, ইহার কথা।—ভাণ্ডীরনামে বন মধ্যে এক উষ্ট্র থাকে, সে জরাবস্থাতে জীর্ণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া লতা-পল্লব-শাখা-

তৃণাদি-আহারকরণে খেদান্বিত হইয়া মনে চিন্তা করিল যে, ঈশ্বর আমাদের জাতিকে লম্বামুখ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে আমার কিছু হইতে পারে না। সম্প্রতি আমাকে দীন-হীন জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া অতি বড় লম্বায়-মান যদি বদন দেন, তবে আমি শুয়া শুয়া অনায়াসে মুখ বাড়াইয়া চরাই করি। উট এই-রূপ মনে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে সর্ব্বজ্ঞ বাক্‌সিদ্ধ এক ঋষি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, উষ্ট্রের সঙ্কল্প জানিয়া, তাহাকে কহিলেন,—ওরে পশু, পরমেশ্বর-ইচ্ছা-নিয়মিতের অধিকাকাঙ্ক্ষী তুই হইয়াছিস্‌,—'তথাস্তু'। ইহা শুনিয়া ঐ উষ্ট্র মনে মনে আনন্দিত হইল ও কহিল,—বড় ভাল হইল, আমার শাপে বর হইল। এইরূপ ঐ উট লম্বমান আস্য পাইয়া বসিয়া বসিয়া 'পাত্রে সমিতি' ন্যায় ভোজনানন্দে কিছু দিন থাকে। ইতি মধ্যে দৈবাৎ এক দিবস অতি বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহাতে ঐ উষ্ট্র করকাভিঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া অন্যত্র বক্ত্র সম্বরণ করিতে না পারিয়া পর্ব্বতগহ্বরমধ্যে আস্য প্রবেশ করাইল। সেই গুহাতে এক অজগর সর্প ছিল, তাহার চলৎ-শক্তি নাই, কখন আহার পাইতে পারে না, কেবল পবনমাত্র-ভোজনে কালযাপন করে। সেই দিন ঐ উষ্ট্রের বদন পাইয়া অতিশয় হর্ষিত হইয়া—'হে ঈশ্বর! তুমি ধন্য এস্থানেও আমার আহার আনিয়া দিলা। অজগরের দাতারাম, এই বাক্য সত্য বটে' এইরূপে ঈশ্ব-রের ধন্যবাদ করিয়া পরমানন্দে উষ্ট্রের ঐ মুখ ভোজন করিল।

অবিগীত শিষ্টাচারপ্রসিদ্ধ যে, তাহাই করিবে। লোকপ্রসিদ্ধাতিক্রম করিয়া কিছু করিবে না। ইহার কথা। ধর্ম্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনি হবিষ্যাশী মৎস্য-মাংসাদি-আমিষদ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন—যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট পূতসামগ্রী অখাদ্য হয়, তেমনি আমিষ্য মীনসংস্পৃষ্ট যে সলিল, সেও পেয় হইতে পারে না। অতএব আজি অবধি আমি নদী, নদ, হ্রদ, পুষ্করিণী, পল্বল, প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য-ভোজন-ব্রতভঙ্গ-প্রসঙ্গ হইবে। ততে এমং পর্য্যন্ত যে হইয়াছে, সে অজ্ঞানতঃ। এইরূপ মনে করিয়া তদবধি নদ্যাদিপয়ঃ পান পরিত্যাগ করিলেন অন্তঃ-সলিলবাহিনী নদীর বারি পান করিতে লাগি-লেন। দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র সফরী মৎস্যকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জলপান-বর্জ্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে লাগি-লেন। কদাচিৎ একদা তদম্বুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরেও কৃমিকীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতিপিপা-সাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে ঊর্দ্ধে মুখব্যাদন করিয়া আছেন, এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদ্বক্ত্রমধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ—একেতো তৃষ্ণাতে শুষ্ক-কণ্ঠ ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ বক্ত্রান্তর্গত বায়স-পুরীষ দুর্গন্ধপ্রযুক্ত ন্যকর করিতে করিতে গলা কাটিয়া মরেন। ইত্যবসরে তত্ত্বজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ব্রাহ্ম-ণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সাবশেষ গোচর হইয়া কহিলেন,—ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপ-মণ্ডূক উড়ুম্বরমশক! অসদুপদেশ দুরাগ্রহে দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিস্‌। আমার এই কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখপ্রক্ষালন ও জলপান করিয়া প্রাণরক্ষা কর। সন্ন্যাসীর এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্র করঙ্গপানীয়েতে লপনধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল। পরে পরমহংস কহিলেন,—ওরে বৎস! আকর্ণন কর বর্ত্তমান শরীরের অবিরোধে যে ধর্ম্ম হয়, সেই ধর্ম্ম; যেহেতুক তাদৃশ ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদন দ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপক হয়। অতএব বেদান্ত-দর্শনে কহিয়াছেন,—হিতমিতমেধ্যাশন যে সেই তপোপবাসাদিরূপ তপস্যা দন্তার্থ হয়,—তত্ত্ব

জ্ঞানার্থ হয় না। যেহেতুক তাদৃশ তপস্যাতে অনাহারপ্রযুক্ত ধাতুবৈষম্যজন্য রোগেতে শরীর-নাশাপত্তি হয়। অতএব জ্ঞানিরদের মতে অন্নপানরহিত তাদৃশ ধর্ম্মাচরণ বরবিনাশার্থ কন্যা-বিবাহ ন্যায় হয়। যদ্যপি তোমার দেহ-বিঘাতক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইষ্টসাধনজ্ঞান থাকে, তথাপি আত্মরক্ষার্থ তদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধকরণে ইষ্টসাধন-প্রত্যবায় হইবে না। আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে, প্রাণরক্ষণার্থ নিষিদ্ধাচরণও করিবে, ইহার প্রমাণ বেদেতে কথাচ্ছলে আছে, কহি—শুন।—

কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন, তিনি অযাচিতপ্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদিতে যথা কথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিজন পরিপালন করত কাল-ক্ষেপ করেন। দৈবাৎ ঐ কুরুক্ষেত্রে পঙ্গ-পালপঙ্ক্তিতে তাবৎ শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল। তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাচক ব্রাহ্ম-ণের বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার-পরি-পোষণে অনির্ব্বাহ হইল। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্নাভাবে আত্মদুঃখ যেমন হউক, শিশুসন্তানেরদের ক্ষুধাতে আর্ত্তনাদাকর্ণনে অতিশয় দুঃখিনী ও পরিপূর্ণাশ্রুনেত্রা হইয়া স্বামীর নিকটে সবিনয় নিবেদন করিলেন,—হে স্বামিন্! অকালসকাশাৎ ভিক্ষা অতি-দুর্লভ হইয়াছে। বালকেরদের অন্নাভাবে ব্যাকু-লতা অতিদুঃসহ। আমি স্ত্রীলোক, আমার সাধ্য কি? আমার কাটনা কাটা ব্যতিরেকে আর কি শক্য? তণ্ডুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য অত্যন্ত দুর্মূল্য। আমার এক বস্ত্র, সেও শতগ্রন্থিযুক্ত ও অতি মলিন। অতএব পরিধেয় বসনাভাবে প্রতি-বাসিরদিগের আবাসে গিয়া কিঞ্চিৎ অভ্যব-হার্য্য সামগ্রী যে আহরণ করি, তাহাও পারি না। গৃহে অন্য কোন যোত্র নাই, উপযাচ-কেরা জনপদে যাচ্ঞা করিয়াও ভিক্ষা পায় না। আপনকার অযাচকবৃত্তি যদি দৈবাৎ প্রার্থনা-বিরহে কদাচিৎ কিছু পাওয়া যায়, তাহাও নিত্যাগ্নিহোত্রহোমার্থ হবিতে উপক্ষীণ হয়। অতিশয় নিরুপায় হইল। কোন উপায় করা উচিত হয়। ব্রাহ্মণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণি! ধৈর্য্য ধর! অধীরা হইও না। কাদাচিৎক সুখদুঃখ মানাপ-মানাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও। আগমাপায়ি-সুখ-দুঃখপ্রাপ্তিতে হর্ষ-বিষাদ-শূন্য হও। সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ব পদার্থেতে যে মনোনুধাবন, সেই হর্ষ-বিষাদের উদ্দীপক হয়। অতএব সে সকলেতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিও না। যিনি ময়ুর-দিগকে চিত্রিত, হংসদিগকে ধবল, শুকপক্ষি-দিগকে হরিত করেন এবং তোমার বালক-দিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বম্ভর,—সকলের ভরণকর্ত্ত,—ভাবনা কি? জীবদের জীবনকাল পরমেশ্বরেচ্ছা-নিয়মিত তাহার অন্যথা সর্ব্বথা হয় না। "আহারোঽপি মনু-ষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে। আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি। কা চিন্তা মরণেরণে। ইত্যাদি শাস্ত্রও আছে। হে প্রিয়ে! এতদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ কর।—

এক ভিল্লজাতীয়া পরিণতগর্ভা স্ত্রী কাষ্ঠাহর-ণার্থ নিবিড়কাননমধ্যে গিয়াছিল। এক ভয়ঙ্কর বর্ব্বর ব্যাঘ্র ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অভিমুখাগত হঠাৎ দেখিতে পাইয়া গুরুগর্ভ-ভরেতে পলায়নাসমর্থা হইয়া, ভূমিতে ঐ স্ত্রী পড়িল। তাহাতে তদুদর হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইল। শার্দ্দূল সদ্যঃপ্রসূতা ঐ স্ত্রীকে আক-র্ষণ করিয়া খাইয়া গেল। বালক একাকী ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর পরমকারুণিক পরমেশ্বরানুকম্পাতে যে-বিটপি-মূলে পোত পতিত ছিল, সেই বৃক্ষের এক শাখাতে মধুমক্ষিকারা আসিয়া তৎক্ষণে মধুর চাক করিল। সেই মধুচক্র হইতে বালকবদনে মধু বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল। এতদ্রূপে সে বালক মধুপানেতে প্রাণধারণ করিয়া বাঁচিল।

আর এক কথা কহি, শুন।।—চিরঞ্জীব নামে এক ব্যক্তি অর্ণবযানারোহণ করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিল। সাগরে প্রচণ্ডতর ঝঞ্ঝা বায়ুতে অর্ণবপোত ভগ্ন হইয়া পয়োরাশিমধ্যে নিমগ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি অর্ণবযানের এক ফলকাব-লম্বনে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পয়োনিধি-

মধ্যস্থিত শৈলসন্নিধানে লাগিল। ঐ পর্ব্বতে লম্বমান এক সর্প পড়িয়াছিল। চিরঞ্জীব সমুদ্র-কল্লোলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতোপরি জিগমিষাতে লম্বায়মান পতিত ঐ ফণিকে লতাভ্রমে অবলম্বন করিয়া আলম্বীকৃত তক্তাকে ত্যাগ করিল। অনন্তর পুচ্ছপ্রদেশে স্পৃষ্টমাত্র বিষধর রোষান্বিত হইয়া মুখব্যাদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হইবামাত্রে ঈশ্বরেচ্ছাতে তৎক্ষণে দংশজাতীয় প্রায় এক ক্ষুদ্র জন্তু তৎফণোপরি উপবিষ্ট হওয়াতে, জলৌকামুখে লবণপ্রদানমাত্রে জোক যেমন হয়, তদ্বৎ সে সর্প দ্রবীভূত হইয়া অস্থিমাত্রাবশেষ থাকিল। তাহাতে চিরঞ্জীব জীবন পাইল।

অতএব হে ব্রাহ্মণি! যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আমার উপায় চিন্তাতে কি ফল? ব্রাহ্মণের এতাদৃশ সান্ত্বনাতে আশ্বাসিতা ব্রাহ্মণী নিরুত্তর হইলে পর, তৎপুত্র বচনোপন্যাস করিলেন,—হে জনক! আপনি আমার মহাগুরু হন। পিতা, মাতা, আচার্য্য অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশক এই তিন পুরুষমাত্রের মহাগুরু অর্থাৎ এতত্রিতয় আর আর গুরু হইতে অতিশয় গুরু, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়াছেন এবং গুরু-লোকেরদের সাক্ষাতে প্রভুত্ব ও চাপল্য বর্জ্জন করিবেক। অতএব আমারদের আপনকার ইচ্ছানুবর্ত্তী হওয়াই উপযুক্ত। তবে যে কিঞ্চিন্নিবেদন করি, সে আতুরতাপ্রযুক্ত। আপনি অধ্যাপনা-মনন-নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকেন, বিষয়বিস্মরণ-সম্ভাবনা আপনকার এই কারণে হইতে পারে। অতএব আমার সমাবেদন কেবল স্মরণার্থ—শিক্ষার্থ নয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার উপনয়ন-কালাতিক্রম হইতেছে, যথাকালে পিতা-পুত্রের যদি যজ্ঞোপবীত না দেন, কালাতিপাত হয়, তবে পিতা ব্রহ্মহা হন। ইহা আমি আপনকার ছাত্রেরদের পাঠনাসময়ে শ্রবণ করিয়াছি। আমি সম্প্রতি অষ্টবর্ষবয়স্ক হইয়াছি, মৌঞ্জীবন্ধনের অষ্টম বর্ষ মুখ্যকাল। সকল কর্ম্ম ব্যয়ায়াসসাধ্য অর্থাৎ ধনব্যয় শারীরিক চেষ্টা-সাধ্য। আমি শুনিতে পাই, মিথিলানগরে জনক রাজা বড় যজ্ঞসমারোহ করিয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে স্থানে গমন করিতেছেন। আপনি তথা গিয়া সভাতে পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে ঋক্-যজুঃসাম-অথর্ব্বাখ্য,—চতুর্ব্বেদ ও শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ-শাস্ত্র, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি-প্রণীত, স্মৃতিশাস্ত্র ও বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, ষড়দর্শনাদি নানাশাস্ত্র বিচার ও সন্দিগ্ধ প্রশ্ননিরূপণাদি করিয়া, যাচ্ঞাব্যতিরেকে লাভাস্পদ কীর্ত্তি পাইতে পারিবেন। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে পুত্র! মিথি-লাধিরাজ জনক রাজর্ষি অধ্যাত্মবিদ্যার পারদর্শী। তত্ত্বজ্ঞানিরদের এক নিদর্শন স্থান। তাঁহার নিকটে আমি সমাদর অবশ্য পাইব, যেহেতুক গুণবানেরদেরি গুণবন্তেতে প্রীতি হয়—নির্গুণের গুণিতে প্রেম হয় না। ইহার এই দৃষ্টান্ত;—মধুপেরা বন হইতে আগমন করিয়া পদ্মেতে প্রণয় করে, পদ্ম-সহবাসী মণ্ডূক করে না।

আর উত্তমেরা উত্তমের সমীপেই যাইবেন; কেননা, অধমের নিকটে গেলে উপহাসাস্পদ হন। ইহার কথা।—এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল। অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস-সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া, অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিল,—লোহিত-লোচন-লপন-চরণ, ধবল-শরীর, তুমি কে হে! হংস কহিল—আমি রাজহংস। বকেরা কহিল—ওহো তুমিই রাজহংস বটে; ভাল, এক্ষণে কোথা হইতে আইলা? মানস কাসার হইতে। সে স্থানে কি আছে? সুবর্ণবর্ণ রাজীবরাজী-পীযূষতুল্য জল, নানারত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল,

যাঁদের এতাদৃশ পাদপপংক্তিপ্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত, হিরন্ময় সোপানাবলি, এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঙ্কেরা কহিল,—সেখানে শামুক আছে? হংস কহিল,—না। এই কথা শ্রবণ-মাত্রে কঙ্কেরা হংসকে 'হীহী' করিয়া উপহাস করিল।

অতএব কহি—হে পুত্র! অপকৃষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না। উৎকৃষ্টেরা বিশিষ্ট স্থানেই যাইবে। জনকরাজ পরম ধার্ম্মিক, সত্যৈকনিকেতন জীবন্মুক্ত, সম্প্রতি ক্রতুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হওয়া বড় সুখের বিষয়। অতএব আমি অদ্যই মিথিলানগরী যাত্রা করিব। পাথেয়ের সঙ্গতি কর। পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া পুত্র তণ্ডুল, শক্তুক তাম্রিকাদি কিছু পথ খরচের সংযোগ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ, মিথিলা প্রস্থান করিলেন। পরে পথে আসিতে আসিতে পাথেয় ফুরাইল। দিনত্রয়, জলমাত্র পান করিয়া চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, মিথিলাতে পঁহুছিলেন। শাখানগরপ্রান্তে ম্লেচ্ছজাতি হস্তিপকেরা করিনিকর আহারার্থে মাষকুল্যাষাদি সিদ্ধ করিয়া, শীতল হওয়ার নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ অসহ্য বুভুক্ষাতে অস্থির হইয়া, নিষাদিদিগকে কহিলেন,—ওরে হস্তিপালকেরা, এ সিদ্ধান্ন হইতে ভক্ষণোপযুক্ত আমাকে কিছু দে। আমি ক্ষুধাতে অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি, আহার করিব। ক্ষুধাতে আমার প্রাণ যায়। হস্তিপকেরা কহিল—আঃ সর্ব্বনাশ! এ কি! আমরা ম্লেচ্ছ, এ অন্ন পাক করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ কি মতে আমারদের সিদ্ধোদন খাইবেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওরে, আমি যদি কিছু এক্ষণে ভোজন না করি, তবে আমার প্রাণ প্রয়াণ হয়। প্রাণাত্যয়ে নিষিদ্ধান্ন ভোজন করিতে পারে, এমত উপদেশ আছে এবং বেদান্তশাস্ত্রে বেদব্যাসও সম্মত করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছেরা কহিল,—বাপু, আমরা শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু বুঝি না, খাইতে চাহ, আপনি হাতে উঠাইয়া লইয়া খাও। আমরা মানা করি না; কিন্তু হাতে তুলিয়া দিতে আমরা পারিব না। মৈথিলাধিপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী তীব্রশাসন, তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আমারদিগকে সবংশে একগাড় করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ম্লেচ্ছপক কলায় কুলত্থ স্বহস্তে লইয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া ভক্ষণ করিলেন। পরে এক ম্লেচ্ছ সুস্নিগ্ধ-নির্ম্মল-সলিল-সম্পূর্ণ মৃদ্ভাণ্ড আনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া, কহিল,—মহাশয়! জলপান করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুই ম্লেচ্ছ, তোর স্পৃষ্টোদক পান আমি করিব? ম্লেচ্ছ বলিল,—মহাশয়! এ কি! আমারদের পাক করা অন্ন খাইতে পারিলেন, ছোঁয়া জল খাই তে কি? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওরে, তখন যদি আমি আহার না করিতাম, তবে আমার জীবন থাকিত না। এক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তবে কেন তোরদের স্পৃষ্ট জল পান করিব? প্রাণ রক্ষার্থেই প্রতিষিদ্ধান্ন ভোজন শাস্ত্রানুমত। এইরূপ ম্লেচ্ছদিগকে কহিয়া, ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জনক-ভূপাল-যাগভূমিতে গেলেন। পরমহংস ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমার কমণ্ডলুস্থ জলপানে তোমার যদি নিরামিষ্য-ভোজন-ব্রতভঙ্গ-শঙ্কা হইয়া থাকে, তবে এই বেদপ্রসিদ্ধোপাখ্যান-প্রামাণ্যে সে সন্দেহ দূর কর। বস্তুতঃ তোমার এ নিয়ম শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বহির্ভূত স্ববুদ্ধিমাত্রকল্পিত, আত্যন্তিক। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" আত্যন্তিক কিঞ্চিন্মাত্রও ভদ্র নহে, শিষ্টপরম্পরাপ্রসিদ্ধ যে, তাহাই কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে এক কথা শুন।—ভরদ্বাজ নামে এক মুনিপুত্র ছিলেন। তিনি মনুষ্যলোকেতে যাবৎ শাস্ত্রের প্রচার আছে, তাবৎ শাস্ত্র মর্ত্ত্যলোকে পাঠ করিয়া মনে করিলেন, আমি মনুষ্যলোকীয় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম। সম্প্রতি পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, আমাকে

অধ্যয়ন করায়। অতএব স্বর্গে সূর্য্যের নিকটে গিয়া স্বর্গলোকপ্রচারিত সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। এইরূপ মনোরথারূঢ় হইয়া তপোবন হইতে মধ্যাহ্নসময়ে দিবাকরের নিকটে গিয়া অনতিদূরে থাকিয়া আদিত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভাস্কর! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রাকর আমি তোমার সমীপে দেবলোকীয় সর্ব্ব শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি, আমাকে পাঠ করাও। প্রভাকর কহিলেন,—আমি এক নিমেষার্দ্ধে দুই হাজার দুই শত দুই যোজন গমন করি এবং আমার তেজ অতি দুঃসহ। আমি মধ্যাহ্নকালাতিরিক্ত ক্ষণমাত্র স্থির নহি। তোমার অধ্যয়ন আমার নিকটে কিরূপে হইবে? আর তোমারি বা অধ্যয়নের আবশ্যক কি? তোমার যে অধ্যেতব্য, তাহা অধীত হইয়াছে, ঈশ্বরভিন্নের সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানবাসনা দুর্ব্বাসনা মাত্র। সে ফলোপধায়ক হয় না। অতএব এ দুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন কর।

সূর্য্যের এ বাক্য শুনিয়া, ভরদ্বাজ কহিলেন,—তুমি যেমন গমন করিবা, আমিও তোমার সহিত তেমনি গমন করিব! আর তোমার তেজেতে আমার কি করিতে পারিবে? বহ্নি কি বহ্নিকে দগ্ধ করে? যে তপোবলে তোমার এতাদৃশ সামর্থ্য ও তেজ হইয়াছে, তাদৃশ তপোবল কি অন্যের নাই? এইরূপ ভরদ্বাজের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্য নারায়ণদেব মনে করিলেন যে, ইহার তত্ত্বজ্ঞান নাই। কেবল বহুশাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিদ্যামদোন্মত্ত হইয়া আরূঢ়াহঙ্কার হইয়াছে, ইহার সমুচিত ফল হওয়া উপযুক্ত হয়। এইরূপ মনে করিয়া, মুনিতনয়কে কহিলেন,—ভাল, তবে পড়। ইহা কহিয়া বেদোচ্চারণ করামাত্র সূর্য্যের পূর্ব্ব হইতে অধিক তেজোবৃদ্ধি হইল, তাহাতে মুনিপুত্রের শ্মশ্রু-জটাভারসমেত মুখ দগ্ধ হইল। এইরূপে স্বয়ং দগ্ধানন হইয়া অধঃপতিত হইলেন। কিন্তু প্রাণান্ত হইল না। পরিব্রাজক কহিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! অতএব কহি, আত্যন্তিক কিছুই ভাল নয়। এইরূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়স্তবকঃ।

তৃতীয় স্তবক।

প্রথম কুসুম।

কোচবিহার-দেশে শত্রুমর্দ্দন নামে এক রাজা থাকেন; কিন্তু সন্তানাভাবপ্রযুক্ত তদর্থ সতত ভাবিত থাকেন। নানাপ্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়ন-জপ-যজ্ঞাদি করিলেন, কিছুতেই সন্ততি হইল না। ইহাতে রাজ্যপালনাদি কর্ম্মে ঔদাস্য ও নিরুৎসাহ দিনে দিনে অধিক হইতে লাগিল। পরে ঐ রাজার মহিষীর কোন কারণ বশত উদর স্ফীত উত্তরোত্তর অতিশয় হইল, তাহাতে পৌরজনেরা সকলেই অনুমান করিলেন যে, বুঝি এত দিনে রাজার ভাগ্য ফিরিল। রাণী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন, পুত্র কিম্বা কন্যা অবশ্যই কিছু হইবে। রাজাও মনে মনে আনন্দিত থাকেন, আমি সন্তানার্থ যে যে দৈবকর্ম্ম করিয়াছি, বুঝি এত দিনের পর সে সকল কর্ম্মের ফলোদয় ঈশ্বরেচ্ছাতে হইল এবং তাবৎ রাজকীয় পুরুষেরাও জানিল। এইরূপে দেশস্থ লোকেরা সকলেই জানিয়া, আমারদের রাজার অপত্য হইবে,এই আমোদে আছে। রাজ্ঞী উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান গুরু গর্ভভারাক্রান্তা হইয়া, কখন সখী ক্রোড়ে, কখন ভূতলে শয়ন করেন। রাজা সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিয়া সাধ ও পঞ্চামৃত দিয়া চাতক পক্ষীর মেঘামুক্ত-জলবিন্দু প্রত্যাশাপ্রায় সন্তানোৎপত্তি প্রতীক্ষাতে থাকিলেন।

এইমতে দশ মাস গত হইয়া একাদশ মাস প্রবৃত্ত হইল। অতএব রাজা এবং পৌরজন সকলেই অত্যন্ত ভাবনাভিভূত

হইলেন। ইতোমধ্যে রাণীর গর্ভ-বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরচারিণী দাসীরা রাজসম্মুখে নিবেদন করিল—হে মহারাজ! মহারাণীর প্রসব সময় আগত হইল। রাজা শ্রবণমাত্রে যাষ্টিকদিগকে পুরদ্বার-পুর নগর শোভাকরণার্থে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং বস্ত্রভূষায় ভূষিত সভ্য নৈযোগিকসহিত হইয়া সভা করিয়া বসিয়া অন্তঃপুরসমাচার ক্ষণে ক্ষণে নিতে লাগিলেন এবং রাজধানীদ্বারে ঢাকি ঢোলি সানাইদার বাঁশিয়া প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যকরেরা রাজপ্রসাদপ্রাপ্তি প্রত্যাশাতে একত্র জড় হইল। রাজা আজ্ঞা দিলেন যে, বাদ্যপূরকের আপন আপন যে যন্ত্র, সে সকল যন্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া টীকা দেও এবং বাদ্য বাজাইতে কহ। রাজার এতাদৃশ শাসনানুসারে ঢাকী ঢোলী প্রভৃতিরা যথেষ্ট রূপক পাইল। বাঁশিয়া কেবল আনি দোআনি সিকি আধুলী কিঞ্চিন্মাত্র পাইল। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন বাদ্য বাজাইতে লাগিল।

এইরূপে অতিবড় সমারোহ করিয়া রাজা বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে অন্তঃপুরে ধাত্রীদিগেরা রাণীকে শূল দিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উদর হইতে বিজাতীয় শব্দ করিয়া এক অধোবায়ুমাত্র নির্গত হইল। সে শব্দ শুনামাত্র স্ত্রীলোকেরা 'কি হইল! কি হইল!' ইহা কহিয়া সূতিকাগৃহে গিয়া দেখিল যে, রাণীর উদর স্বভাবস্থ হইয়াছে; রাণী রোগমুক্ততাপ্রায় সুস্থা হইয়া বসিয়াছেন। এইরূপ দেখিয়া স্ত্রীবর্গেরা কহিল,—ওমা, এ কি লাজের কথা, দশ মাসের গর্ভ কি এক বাতকর্ম্মেই গেল? রাজাও পরম্পরা এ কথা শুনিতে পাইয়া অতিবড় ব্রীড়াতে অবাঙ্মুখ ও মনোদুঃখেতে খিদ্যমান হইয়া বসিয়া আছেন। ইতিমধ্যে পুরদ্বারস্থ বাদ্যপূরকেরা রাজার অপত্যোৎপত্তি হইল, এই ভ্রমে অতিশয় বাদ্যবাদন করিতে লাগিল। রাজা বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলেন যে, যাহার যে বাদ্য সে বাদ্য, তাহার মার্গে প্রবিষ্ট করিয়া দেও। এতদ্রূপ রাজাজ্ঞাতে তদনুরূপ হওয়াতে অনেক রূপক পাইয়াছিল—যে—বৃহৎ বাদ্যবাদক ঢাকি ঢোলী প্রভৃতিরা, তাহারদের তৎকরণাসম্ভবনিমিত্তক কিছুই অনিষ্ট হইতে পারিল না, কিন্তু কেবল বাঁশিয়ারি মরণ। লাভে ব্যাঙ্‌'অপচয়ে ঠ্যাঙ' এতন্ন্যায় হইল, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, আমার অমুক ঈপ্সিত হইবে, এতদ্রূপ বাঞ্ছা মাত্র পরিগ্রহেতে উৎসাহান্বিত হইবে না। ভবিষ্যদর্থের নানাভাবপ্রযুক্ত যদি সে বস্তু না হয়,তবে অত্যন্ত লজ্জা পাইতে হয় এবং অপরাধ সামান্য যদি হউক, তথাপি বড় লোকের কিছু হয় না, ক্ষুদ্রের সর্ব্বনাশ হয়। মনোরথমাত্রে উৎসাহ করিবে না; কেননা বিষয় সিদ্ধি হইলেই উৎসব কর্ত্তব্য।

বিষয়সিদ্ধি মনোরথমাত্রে হয় না।—উপায়েতে কালক্রমে হয়। ইহার কথা।—অতিবড় দরিদ্র এক ব্যক্তি থাকে, তাহার নাম সেকচিল্লি। সে এক দিবস কয়েক পয়সা কোথা হইতে পাইয়া কুক্কুট-কুক্কুটী একযোড়া হট্ট হইতে ক্রয় করিয়া নক্রচক্রকুল অতিশয় স্রোতোগভীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল।—তাহা বেচিয়া ছাগছাগী ও ভেড়াভেড়ী কিনিব, তাহারদেরও বৎসবৎসা যথেষ্ট হইবে, সে সকল বাচ্চা বাচ্চি ও তারদের দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব, তাহাতে গরু বলদ মহিষ ক্রয় করিব, তাহাতে বয়ার ও দুগ্ধ দধি ঘৃত ও নবনীত ও যাহারা মরিবে তাহারদের চর্ম্ম ও মাংস বিক্রয় করিয়া ও বলীবর্দ্দেতে চাস করিয়া যে শস্য পাইব, তাহার বিক্রয়ণে বহু টাকা কড়ি পাইব। তাহাতে ঘোড়াঘোড়ী অনেক কিনিব, তাহারদের বাচ্চা বিক্রয় করিব, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি হইবে। তদনন্তর দিব্য অট্টালিকা করিয়া পরম সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া খাটের উপর দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যাতে ঐ ভার্য্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব। সূপকার অন্নব্যঞ্জন পরমান্ন ক্ষীর,

অর্থাৎ খিচড়ী পলান্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া আমাকে যখন ডাকিবে— যে, কর্ত্তা মহাশয়! গা তুলুন, পাক প্রস্তুত হইল, ভোজন করুন আসিয়া, তখন আমি কহিব,—যা বেটা, আমি এখন ভোজন করিব না। এই-রূপে মনে মনে করত যেমন মাথা নাড়া দিয়াছে, তেমনি ঐ নদীমধ্যে পতিত হইয়া কুম্ভীরগ্রাসে প্রাণত্যাগ করিল।

প্রাপ্তব্যবহার পুরুষেরা শাস্ত্রজ্ঞানাপন্ন হইয়া স্ব স্ব জাতীয় বিষয়কর্ম্ম করত যদি দৈবাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যেতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হয়, তবে গুরু লোকেরা অনুযোগ ভর্ৎসনাদি করিবেন না, প্রত্যুত অধ্যবসায়বর্দ্ধক বাক্যেতে লালিত করিবেন—ইহার কথা, গুর্জ্জর নগরীতে বৈদূর্য্য মাণিক্য পদ্মরাগ ইন্দ্রকান্ত চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত অয়স্কান্ত মৌক্তিক গোমেদক মরকত হীরকাদি নানা রত্নজাতির চাতুর্বর্ণ্যাদি গুণাগুণপরীক্ষক শঙ্খপতিসংজ্ঞক মহাধনিক এক মহাজন ছিল। সে বার্দ্ধক্যাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া স্বজাতীয় জীবিকাকরণার্থে স্বকীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বপদা-ভিষিক্ত করিল। পরে লাডলীমোহননামা ঐ জ্যেষ্ঠ বণিক্‌পুত্র ক্রয়বিক্রয় বিনিময় দানা-দানপ্রভৃতি বণিককর্ম্ম করিতে লাগিল। এতন্মধ্যে এক বঞ্চক স্বর্ণকার অত্যুত্তম হীরার ন্যায় এক কল্পিত হীরা বিক্রয় করিতে ঐ বণিক্‌পুত্রের নিকটে আইল। লাডলীমোহন ঐ কল্পিত হীরাকে দুর্লভ হীরকভ্রমে লক্ষ মুদ্রা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ঐ স্বর্ণকারকে বিদায় করিল। তদনন্তর বণিক্‌পুত্র ঐ হীরা লইয়া আপন পিতাকে দেখাইল ও কহিল, লক্ষ মুদ্রা দিয়া আমি এই হীরা ক্রয় করিয়াছি। পরে তাহার বাপ সেই হীরা অবলোকন করিয়া 'এ হীরক কল্পিত' ইহা মনে অবধারিত করিয়া পুত্রের স্বজাতীয় জীবিকা বাণিজ্য-কর্ম্মকরণে উৎসাহভঙ্গ-শঙ্কাতে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তনয়কে কহিল,—ওরে বাপু, এতাদৃশ হীরক অমূল্য রত্ন, বহুভাগ্যে প্রাপ্ত হয়। তুমি অল্পমূল্যে এ মহারত্ন পাইয়াছ। তোমার প্রবল অদৃষ্ট। গোপন করিয়া অতি যত্ন এ রত্নে রাখ। ধন ও আয়ুর গোপন করিবেক, ইহা নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

এতদ্রূপ পিতৃ-আজ্ঞাতে ঐ বণিক্‌নন্দন সেই হীরককে অতিবড় যত্নপূর্ব্বক নিভৃত স্থানে মঞ্জুষাতে অর্থাৎ সিন্দুকে মুদ্রিত করিয়া সংরক্ষণ করিল। অনন্তর তজ্জনক কিছু দিনের পর লোকান্তর গত হইল। মহাজন-সন্তান স্বব্যবসায় ক্রয় বিক্রয় করে। ইতিমধ্যে সে দেশের রাজার কোন বিষয়ে এক উত্তম হীরকের আবশ্যক হইল। তদর্থ সেই ভূপাল স্বদেশে সর্ব্বত্র ঘোষণা দেওয়াইলেন যে,অত্যুৎ-কৃষ্ট হীরা যে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিবে, সে প্রকৃতমূল্যের দ্বিগুণ মূল্য পাইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া ঐ সওদাগরকুমার দ্বিগুণ লাভলোভে লোলুপ হইয়া ঐ হীরা লইয়া ভূপতিসমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে দেখা-ইল। ভূপ তাহা দেখিয়া রত্নতত্ত্ব-পরীক্ষক-দিগকে দেখিতে দিলেন। ভূপ-পরীক্ষকেরা বিবেচনাপূর্ব্বক বীক্ষণ করিয়া কহিল,—হে মহা-রাজ! এ হীরক কল্পিত, বাস্তব নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজনন্দন স্বয়ং পরীক্ষণ করিয়া হীরা অপ্রকৃত বটে, এতদ্রূপ নিশ্চয়ে অত্যন্ত অপত্রপাতে অধোমুখ হইয়া থাকিল। পশ্চাৎ রত্নপরীক্ষকদিগকে কহিল,—আমার পিতাঠাকুর প্রধান রত্নপরীক্ষক ছিলেন, তাহা তোমরা সকলেও জান। আমি এ হীরক লক্ষ-সংখ্যকরূপক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া নিজজনককে দেখাইয়াছিলাম। তিনি আপনি দেখিয়া এ হীরার অশেষ প্রশংসা করিয়া সাবধানে বিশেষ-রূপে সংস্থাপন করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। আমিও তদবধি এ হীরাকে কখন কাহাকেও দেখাই নাই, অতিশয় সাবধানে রাখিয়াছি। এইক্ষণে এ হীরা অযথার্থ বুঝা যায়, ইহার বীজ কি? ইহাতে সভাস্থ পরীক্ষক সকলেই কহিলেন,—তুমি যখন এ হীরক ক্রয় করিয়াছিলা, তখন বুঝি, তুমি প্রথম স্বব্যাপারে

প্রবর্ত্ত ছিলা; অতএব তোমার পিতা তোমার ক্রয়বিক্রয়ার্থে অধ্যবসায় ভঙ্গ না হয় ও তুমি পর পর নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় হইয়া বাণিজ্য-কর্ম্মে নির্ভর কর, এতদভিপ্রায়ে লক্ষমুদ্রার অপ-ব্যয় অঙ্গীকার করিয়াও তোমাকে অনুযোগ না করিয়া তোমার উৎসাহবর্দ্ধন প্ররোচনা বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সদাসোপদ্রব স্থান, বুদ্ধিমন্ত লোকেরা ত্যাগ করিবে, অন্যথা স্বয়ং আপদ্‌গ্রস্ত হয়। এতদর্থতাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনা।—এক বনেতে বহুকালাবধি অনেক বানর বানরী বাস করিয়া থাকে। সেই অরণ্যে কতকগুলা কৃক-লাসও থাকে। দৈবাৎ এক দিবস সেই কাঁক-লাসেরদের মধ্যে প্রবল কৃকলাসদ্বয়ের কোন নিমিত্তে বিরোধ হইল, তদবধি প্রায়ঃ প্রতিদিন দুই চারিবার সেই দুই গিরিগিট অতিশয় যুদ্ধ করে, একতর ক্লান্ত হইয়া পলায়ন যে পর্য্যন্ত না করে, সে পর্য্যন্ত বিগ্রহ বিরাম হয় না। এইরূপ কৃকলসদ্বয়ের কিছুদিন প্রত্যহ কলহ দেখিয়া ঐ মর্কটেরদের মধ্যে প্রধান বৃদ্ধ এক শাখামৃগ অন্য অন্য বলীমুখদিগকে কহিল, ওহে বন্ধুজনেরা! শুন, এ স্থানে নিত্য কন্দল হইতে লাগিল; অতএব এ বিপিন পরিত্যাগ করিয়া, চল, সকলে বনান্তরে গিয়া বাস করি। নিরুপ-দ্রুত স্থানাধ্যাসন নীতিবিশারদেরদের অনু-মত। বৃদ্ধ বানরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কতক বিনীত বানরেরা স্বীকার করিল। কতক-গুলা উদ্ধত কীশেরা উপহাস করিয়া কহিল,— 'চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা' ন্যায় প্রায় তোমার এ কথা। কাঁকলাসজাতীয়ের বিরোধে বানরজাতীয় আমারদের কি? বৃদ্ধ হইলে কি বুদ্ধি হারায়? আমারদের বহু কালের বাসস্থান কেন পরিত্যাগ করিব? এইরূপ কথোপকথনের পর ঐ বৃদ্ধ বানর কতকগুলি শিষ্ট বানরদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্য অরণ্যে গিয়া থাকিল, দুষ্ট-উদ্যম বানরগুলা দুরাগ্রহগ্রহণে সেই বনে থাকিল।

অনন্তর কিছু দিনের পর তদ্দেশীয় রাজার প্রধান প্রিয় হস্তিকে চরাই করাইতে মাহুত সেই বনে আসিয়া চারাচ্ছেদন করিয়া চরাই-তেছে; এই সময়ে সেই দুই নিত্যবিরোধি-প্রায় কাঁকলাসের মধ্যে এক কাঁকলাস রণেতে অত্যন্ত কাতর হইয়া ভয়েতে পলায়ন করত কান্দিশীক হইয়া ঐ রাজপ্রধান দন্তাবলির নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় বহির্নির্গত হইতে না পারিয়া ঐ দাঁতলা হাতির মজ্জাস্থানাশ্রয় করিয়া থাকিল। তৎ-প্রযুক্ত তদবধি ঐ দ্বিরদ উন্মত্ত হইয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া দিনে দিনে অতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। রাজা স্বীয় প্রিয়হস্তির এবম্বিধ ব্যামোহে অত্যন্ত খিদ্যমান হইয়া অনেক হস্তি চিকিৎসককে ডাকাইয়া চিকিৎসা করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে এক প্রখ্যাত হস্তিবৈদ্য রাজসমক্ষে নিবে-দন করিল,—হে মহারাজ! ষোড়শ সেটক-পরিমিত মর্কটাণ্ডকোষের ভস্ম আনাইতে আজ্ঞা করুন, তবে আমি এ হস্তিকে অবিলম্বে ভাল করিব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ঐ চিকিৎসকের সৎকার করিয়া নৈযোগিকদিগকে একৈকশ আদেশ করিলেন যে, ইনি ঔষধ-করণার্থে যে দ্রব্য চাহিলেন এবং আর যে যে দ্রব্য চান, সে সকল সামগ্রী শীঘ্র সমবধান করিয়া দেও, পরে রাজাজ্ঞানুসারে ব্যাধেরা অনেক একত্র জড় হইয়া ঐ বনেতে মহাজাল পাতন করিয়া ঐ দুরাগ্রহি মর্কটদিগকে পাশা-বদ্ধ করিয়া প্রত্যেকের মুষ্ক মোষ করিয়া রাজধানীতে আনিয়া দিল। পরে এইরূপে ছিন্নাণ্ডকোষ মূঢ় বানরেরা কতক মারিয়া গেল, অবশিষ্ট মর্কটেরা 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' এই হিতোপদেশ-বিরুদ্ধাচরণের সমুচিত প্রতিফল আমরা পাইলাম, এতদ্রূপ পশ্চাত্তাপ করত বনান্তরে নপুংসক হইয়া থাকিল।

অবিশ্বস্ত লোকদিগকে বিশ্বাস করিবে না। যে করে,—সেও যদি অবিশ্বসিতব্য হয়, তথাপি সে তাহা হইতে বিড়ম্বিত হয়। আর রাজার-দের রাজকার্য্যসাধন সামগ্রীসমগ্র মধ্যে বিশ্ব-

জনেরা শ্রেষ্ঠতম হন, ইত্যাদি নীতিগর্ভ কথা। —দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য-রাজরাজীশিরোরত্ন-রঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনীবিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বনভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তন-সুন্দর ইন্দীবরকৈরবকোরক-সুন্দরীমুখ মনোহরান্দোলিতোৎফুল্ল-রাজীবনির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী-তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসাবসানসময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজন-সমাজাগমন-প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দগুতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন এবং প্রবলতর বায়ু সহিত ঘনাঘন ঘোরঘটাতে দিঙ্মণ্ডলীমুখ নিবিড়াচ্ছন্ন হইল এবং অন্ধতমসাবৃত বনস্থলীতে বিদ্যুদুদ্যোতমাত্র-প্রদর্শিত-পদ্ধতি নৃপকুমার বন্ধনোন্মুক্ত অশ্বপলায়ন ও স্বকীয় সেবকসকলের অনাগমন নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তাকুলান্তঃ-করণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করত হঠাৎ সম্মুখে সৌদামিনীপ্রকাশে অতিভয়ানক শব্দায়মান অনতিদূরস্থ এক বর্ব্বর ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইয়া অতিভীতিবিহ্বল হইয়া উচ্চতর বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া দেখেন যে, সেই বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া এক ভয়ানক ভালুক শয়ন করিয়া আছে! এবং ঐ মহীরুহমূলেতে ঐ বর্ব্বর ব্যাঘ্র তদ্ভক্ষণ-প্রত্যাশাতে আসিয়া বসিয়া থাকিল। ইহাতে নৃপনন্দন নিরুপায় হইয়া, না সে বৃক্ষেতে থাকিতে পারেন, না সে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারেন, এবম্বিধ উভয় উৎকট সঙ্কটাপন্ন হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে লাগিলেন। এ বর্ব্বর ব্যাঘ্র, অতিমূঢ় স্বাভাবিক হিংস্রজাতি মদীয় মাংসভোজনার্থ অতিশয় লোলুপ হইয়াছে। অতএব এ অনিবার্য্য অপ্রতিকার্য্য দুর্জ্জয় বলবত্তর স্বার্থপর শত্রু, ইহার সহিত কোন প্রকারে মিল হইতে পারে না। 'মিত্রং স্বার্থপরং ত্যজেৎ' ইহা নীতিশাস্ত্রে কহিয়াছে। এ ভালুক যদ্যপি পশু হউক, তথাপি 'বুদ্ধিমান পশুমধ্যে ঋক্ষজাতি বুদ্ধিমতী হয়' ইহা শ্রুত আছে। এবং মদীয় মাংসাভিলাষীও নয়; অতএব এ ভল্লের সঙ্গে সংপ্রতি সন্ধি করা অগতিকগতি বটে; তবে যে নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে,—নদী নখী শৃঙ্গী শস্ত্রপাণি স্ত্রী রাজকুল, ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নয়, সে দোষ উভয়তঃ সমান। বিপত্তিকালে ধৈর্য্যতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করত উপায়ান্বেষণ কর্ত্তব্য হয়। দেখি, ঈশ্বরের মনে কি আছে। ভালুকের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহার সহিত শিষ্টাচারতো করি;—সাগরে শয্যা পাতন করিয়া নীহার-নিপতনে ভয় কি? ইত্যালোচনাপূর্ব্বক রাজপুত্র ভালুকগাত্রে শঙ্কাকম্পিত হস্তপ্রদান করিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ ভালুক! গাত্রোত্থান কর। শয়নের সময় এ নয়। অতি প্রবল শত্রু জিঘাংসক অতি নিকটবর্ত্তী, দেখ।

রাজপুত্রের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভালুক আস্তব্যস্তে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গা তুলিয়া বসিল। শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন, বিসঙ্কট বদনব্যাদান, বিকটদংষ্ট্রা-কড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গূলাঘাত, চট্‌চট্‌ শব্দ, ভীমলোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত হইয়া ভালুক রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কোথা হইতে আইলা,—কি নিমিত্তে,—এথা বা কেন,—তুমি কোন্ জাতি? আমি বুঝি, তুমি ক্ষত্রিয়জাতি, রাজসন্তান হইবা, নতুবা অন্য কোন জাতি হইলে ভীত হইয়া স্বতো ব্যাঘ্রের মুখে পতিত হইয়া থাকিতো। তুমি বড় সাহসিক বট। তোমার এতাদৃশ সাহস-সন্দর্শনে আমার অতিশয় পরিতোষ হইল। আর সকল পরিচয়,—এ বিপদ হইতে পরমেশ্বরানুকম্পাতে উদ্ধার হইলে পশ্চাৎ হইবে; কিন্তু এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহার উপায় চিন্তা কর। তোমার ভয় উভয় হইতে, আমার সাধ্বস কেবল শার্দ্দূল হইতে। এই প্রকার ঋক্ষবাক্য

শ্রবণে রাজপুত্র বিবেচনা করিলেন, এ ভালুক শার্দ্দূল হইতে সসাধ্বস হইয়াছে, আমিও তথাবিধ। ইহাতেই বুঝি, ইহার সঙ্গে সন্ধি হইতে পারিবে। যে হেতুক উভয়ে উত্তপ্ত না হইলে মিলন হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়া রাজপুত্র ভালুককে কহিলেন,—হে বন্ধু! শুন, আমি বিপন্ন হইয়া তোমার সহিত মিত্রতা করিতে সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছি। তুমিও বিপদ্গ্রস্ত বট; অতএব ইদানী ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া নিষ্কপটে পরস্পর মৈত্রীকরা উচিত হয়, অন্যথা বিশ্বাসের অভাব-প্রযুক্ত কার্য্যারম্ভে নিষ্কম্পাপ্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট। যদ্যপি অন্যোন্য বাধ্যবাধকভাবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরস্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজনবিশেষে সমবায়ে তৈলবর্ত্তিশিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থসিদ্ধির ন্যায় অর্থ-সিদ্ধি হইতে পারে। অতএব উভয় বিশ্বাসে পরস্পর সখ্য হইলে পরস্পরের সাহায্যে শত্রু হইতে দুয়ের ত্রাণ সম্ভাব্যমান হয়। রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া ভালুক কহিল,—হে রাজপুত্র! তোমার উক্ত বাক্য গ্রাহ্য বটে। স্বর্ণরূপ্য-মণি-মুক্তা মকরতাদি জঙ্গমধন ও গ্রাম-নগর-শাখানগর দেশরাষ্ট্রপ্রভৃতি অজঙ্গমধন লাভ হইতে সন্মিত্রপ্রাপ্তি পরম লাভ ইহা হিতোপদেশকেরা কহিয়াছেন। যে কারণ বহুতরব্যায়াস দুঃসাধ্যসিদ্ধ সুহৃৎ সহকারে অনায়াসে হয়; কিন্তু তুমি রাজবংশজাত, তোমাতে বিশ্বাস করিতে সংশয় হয়। রাজপুত্র কহিলেন,—সে সন্দেহ কেবল তোমারি নয়, আমারো বটে। অগত্যা অগতিকাগতি স্বীকার নীতিপ্রণীত বটে।

ভালুক এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মতঃ রাজপুত্রের সঙ্গে মৈত্রী করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—অবিশ্বস্তে যদি বিশ্বাস অবশ্যকর্ত্তব্য হয়, তবে শেষ আপনার অধীন যাহাতে থাকে, তাহা করা আবশ্যক। এ ব্যাঘ্র ক্ষুধিত বুভুক্ষু আহারার্থী কতক্ষণ বা একথা থাকিবে, অবশ্য কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্ষণীয়ান্বেষণে স্থানান্তরে যাবে। ভালুক এই বিবেচনা করিয়া রাজপুত্রকে কহিল,—হে রাজকুমার! তুমি অতি সুকুমার, পদব্রজে কঠিন বনভূমি-ভ্রমণেতে নিতান্ত ক্লান্ত একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ; অতএব অবশিষ্ট রাত্রি প্রথম ভাগে তুমি শয়ন কর, আমি জাগরূক থাকি। শেষার্দ্ধে আমি নিদ্রা যাইব। তুমি জাগরণ করিবা। রাজপুত্র ভালুকের এই কথাতে বৃক্ষশাখাবলম্বনে সাবধানপূর্ব্বক শয়ন করিলেন, ভালুক জাগরণে থাকিল। পরে শার্দ্দূল তরু-মূল হইতে ঋক্ষকে কহিল, হে ভালুক! তুমি আমা হইতে আত্মীয় প্রাণপরিত্রাণ যে কর, সেই তোমার অতি বড় যোগ্যতা। তুমি আবার অতিসুন্দর কোমলকলেবর রাজকিশোর শরীরের মাংসাভিলাষী আমার প্রাতিকূল্যাচরণ কর, তোমার এ বিষম সাহস আমার অতিশয় দুঃসহ। বুঝি তোমার শালিকামধ্যস্থের মত অবস্থা হইবে। ভালুক কহিল,—ভীরুকে ভয় হইতে ত্রাণ করা ও শরণাপন্ন প্রতিপালনকরা-রূপ পরম ধর্ম্মার্থে জলবুদ্বুদপ্রায় ক্ষণভঙ্গুর শরীর ব্যয় যদি হয়, তবে ইহার পর পরম ভাগ্য কি? ভালুকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে শার্দ্দূল অকুতোভয়প্রায় ঋক্ষকে লক্ষ্য করিয়া অতিশয় রোষাবেশে আক্রোশ ও আস্ফালন করত ভয়েতে গম্ভীর ঘোরতর গর্জ্জন করিল। তাহাতে নৃপনন্দন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নিদ্রামোচন করিয়া উঠিলেন। ভালুক নিদ্রোত্থিত রাজ-পুত্রকে হৃদয়ঙ্গম বচনেতে সান্ত্বনাকরণপূর্ব্বক আশ্বাস করিয়া রাজবংশ্যকে বিশ্বাস করিয়া স্বয়ং নিদ্রাবেশে থাকিল। তৎপর রাজপুত্রকে ব্যাঘ্র কহিল,—হে রাজকিশোর! আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম। তুমি আমাকে এ ব্যলীক মূর্খ ভালুকটাকে প্রতিদান কর। হাত দিয়া এ দুষ্ট দুরাত্মাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেও। আমি ইহার মাংস ভোজন রক্তপানেতে তৃপ্ত হইয়া এ দুর্ম্মদ সাহঙ্কারের দর্প ও গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমি নিষ্কণ্টক ও নির্ভয় হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বমন্দিরে গমন কর। আমি সত্য

করিয়া কহিতেছি, তোমার অনিষ্ট কিঞ্চিন্মাত্রও করিব না। আমি কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্নতাতে যে দোষ হয়, তাহা বিলক্ষণ জানি। অতএব তুমি যদি আপনার কল্যাণ চাহ, তবে নিঃশঙ্ক হইয়া এ ভালুককে ফেলিয়া দেও, নতুবা এ বৃক্ষের উপরে অন্নপান-রহিত হইয়া কত দিন থাকিবা? যখন নামিবা, তখন তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করিব। ভালুকের আনুকূল্যে আমার ভয় হইতে তোমার রক্ষা হইতে পারিবে না।

ব্যাঘ্রের এই বাক্যে ভয়ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত রাজপুত্র পূর্ব্বাপরানুসন্ধান না করিয়া ভালুককে ফেলিয়া দিতে ঠেলা দিবামাত্র ভালুক সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। ঈষৎ বক্রগ্রীব হইয়া রাজপুত্রকে অনিমেষ বিস্তারিত চক্ষুতে অবলোকন করিয়া কহিল,—ভাল ভাল, এইতো বটে,—আমি তোমার নিমিত্তে যে বর্ব্বর বৈরির সঙ্গে বৈর করি, তাহারি ঈপ্সিতমত বিপক্ষের সহকারিতা তুমি কর, এ উচিত বটে! তুমি বালক চপলস্বভাব কেবল পরদর্শিতদর্শী, নিজে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা তোমার কিছুমাত্র নাই; অতএব তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। ভালুক রাজপুত্রকে এতদ্রূপ পবিত্র ভৎর্সন করিতেছে, ইতোমধ্যে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সূর্য্যের কিরণ প্রকাশ হইল এবং ঐ রাজপুত্রের চতুরঙ্গিনী সেনা সমস্ত রাত্রি রাজনন্দনকে তত্ত্ব করিতে করিতে ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে অশ্বের হেষা, হস্তির বৃংহিত ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শ্রবণে ব্যাঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিল। এবং ভালুক রাজপুত্রসমভিব্যাহারে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া নৃপনন্দনের ঝুটিকা বামহস্তের দৃঢ়তর মুষ্টিতে ধরিয়া 'স সে মি রা' এই বর্ণচতুষ্টয় একৈক উচ্চারণ করত দক্ষিণ হস্তেতে নির্ঘাত চপেটাঘাতচতুষ্টয় করিয়া প্রস্থান করিল। রাজতনয় তদবধি বাতুল হইয়া 'স সে মি রা' এতাবন্মাত্র শব্দ করত মহারণ্যমধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে স্বসৈন্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যবর্গেরা সুকুমার রাজকুমারকে অতিশয় মলিনমুখ, ব্যাকুল ও গলিতবেশভূষাবসন-কেশপাশ উন্মত্ত, হঠাৎ দেখিতে পাইয়া হর্ষবিষাদাবিষ্টচিত্ত হইয়া শীঘ্র সুখাসনবাহনে রাজধানীতে আনীত করিয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত করিল।

রাজা প্রাণতুল্য প্রিয়তম পুত্রকে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনেতে কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া অতিমাত্র দুঃখেতে স্তব্ধ হওত কিয়ৎকাল থাকিয়া মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আজ্ঞা দিলেন যে, দেশে দেশে ঘোষণা দেও,—আমার পুত্রকে যে এ দুরাবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ব্বাবস্থা ব্যবস্থাপিত করিবে, তাহাকে আমি লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা দিব। এতাদৃশ রাজশাসনানুসারে রাজকীয় পুরুষেরা সর্ব্বত্র ঢেঁড়ি দেওয়াইল, তাহাতে অনেক চিকিৎসক আসিয়া যত যত চিকিৎসা করিল, তাহাতে 'স সে মি রা' এতাবন্মাত্র ভাষণের পরপর অতিশয়তা হইতে লাগিল। প্রতিকার লেশমাত্রও হইল না। ইহাতে ভূপাল যথেষ্ট খিদ্যমান হইয়া বিদ্যাবিনোদনামা মুখ্যমন্ত্রীকে কহিলেন,—হে ধীধাম! তুমি আমার রাজলক্ষ্মীর ভূষণ, তোমার বুদ্ধি আমার বিপদ্‌নদীতরণের দৃঢ়তর তরণি। আমার এক পুত্র সর্ব্বরাজলক্ষণাক্রান্ত অত্যন্ত বিক্রান্ত অতি মনোহর গুণবত্তম। তাহার ঈদৃশ অনুপম দুর্দ্দশা, ইহা হইতে অধিক দুঃখ আমার আর কি? ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা, সাধ্য কি, ইহার কারণাবধারণপূর্ব্বক বিহিত প্রতিকার যেরূপে হয়, তাহাতে মনোযোগ করিয়া যত্ন কর। ইহাতে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, তোমার পর আমার আর পরম বন্ধু কে? মনোদুঃখের কথা সুহৃজ্জনসমীপে মুক্তকপাটপ্রায় হয়। মুখ্য মন্ত্রী মহারাজের এবম্বিশিষ্ট কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ততোধিক দুঃখার্ত্ত হইয়া রাজাজ্ঞামস্তকে ধারণ করিয়া শোকেতে অতিশয় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসকারি মহারাজকে সত্য হিত প্রিয়বচনে আশ্বাস ও সান্ত্বনা করিয়া আলয়ে আসিলেন। স্বগৃহে গিয়া অন্তঃপুরস্থ বধূরূপিকালিদাসকে সকল সমাচার সুগোচর করি-

লেন। কবিবর কালিদাস উত্তর করিলেন,—আমি এ সকল বিষয় সবিশেষ আমূলতো জানিলাম। রাজপুত্রের এ উপদ্রবের শান্তি বাঘ্যাত্রে মণিমন্ত্র মহৌষধিব্যতিরেকে আমি ঝটিতি করিতে পারি। মন্ত্রী কালিদাসের এতাদৃশ আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় হইয়া সুস্থান্তঃকরণে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন।

এ কথা শুনিয়া ধরাধরনাম বৈজপালভূপাল-তনয় আচার্য্য প্রভাকর গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গুরো! কালিদাসের নারীরূপে মন্ত্রিমন্দিরে অবস্থিতির বীজ কি? শিষ্যের প্রশ্ন শুনিয়া গুরু কহিলেন,—হে প্রিয় শিষ্য!—শুন, রাজপুত্রের উন্মত্ততা হওয়ার পূর্ব্বে কিছু দিন উজ্জয়িনীপতি মহারাজ ভানুমতীনাম্নী স্বপ্রেয়সী মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদি নানা গুণেতে একান্ত বশীভূত হইয়া অনুক্ষণ তদবলোকনের বিরহ অবসিষ্ণুতাপ্রযুক্ত এক চিত্রকরকে ভানুমতীর মূর্ত্তি চিত্রপটে বিচিত্রিত করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে চিত্রকর বহু যত্নপূর্ব্বক যথেষ্ট চেষ্টাতে তুলিকাকরণক ঘর্ট্রিত পটেতে নৃপপট্টমহিষীর প্রতিমূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে চিত্র-পুত্তলিকার্পিত করিয়া মহারাজসমক্ষে অপরোক্ষ-প্রত্যক্ষ-বিষয় করিল। রাজা কিঞ্চিৎ কাল নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তি কালিদাসকে সন্দর্শনার্থ চিত্রপট সমর্পণ করিলেন। কালিদাস দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—যৎকিঞ্চিদঙ্গবৈকল্য হইয়াছে। ইহাতে রাজসাক্ষাৎ দণ্ডায়মান চিত্রকর দুঃখিত হইয়া অধোমুখ হওয়াতে তৎকর্ণোপরিস্থ তুলিকা ভূমিতলে পড়িল, তাহাতে এক ছিটা কালী চিত্রপুত্তলিকার জঘনপ্রদেশে লাগিল। তাহা দেখিয়া কলিদাস চিত্রকরকে বলিলেন,—হে চিত্রকর! দুঃখী হইও না, সর্ব্বতোভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন চিত্রপুত্তলিকা হইয়াছে। রাজা কালিদাসের এবম্বিধ পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি মুহুর্মুহুঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্ব হইতে অধিক উরুস্থলে এক বিন্দু মসী সংলগ্ন হইয়াছে। তাহাতে রাজা সকল সভাসদ্‌কে তৎক্ষণে বিদায় করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বনিতার জানুদেশে বিশেষ দৃক্‌পাত করিয়া মসীকণার ন্যায় এক তিল দেখিতে পাইয়া কালিদাসের প্রতি অন্তঃক্রুদ্ধ হইয়া মনে করিলেন যে,এ কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্ট যে, মদীয় পত্নীর গুপ্তাঙ্গচিহ্ন, তাহা কালিদাস কিরূপে জানিলেন! বুঝি কালিদাসের লম্পটতা দুরাচরণ কিছু থাকিবে। পরোক্ষে দারদর্শন প্রীতিভঙ্গের অব্যভিচারি কারণ। ইহাতে সৌহার্দ-ব্যবহার কিরূপে থাকে?

এবম্বিধ বিবিধপ্রকার সংশয়েতে সন্দিগ্ধ হইয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা দিলেন,—কালিদাস যেন আজি অবধি আমার দৃষ্টিপথে না আইসে। হে রাজপুত্র! দীর্ঘদর্শি সচিবপ্রবর তৎপ্রযুক্ত তদবধি কবিরত্ন কালিদাসকে স্ত্রীবেশে আপনার অন্তঃপুরে গোপনে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এ কথা শুনাইয়া ধরাধরনামে রাজকিশোরকে প্রভাকর গুরু কহিলেন,—হে শিষ্য! শুন, অতি প্রত্যূষে অসাধারণ গুণবান্ মন্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া মুখপ্রক্ষালন শৌচ দন্তধাবনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যাদি কৃত্যসমাপন করিয়া রাজসভোপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজসম্মুখে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক সবিনয় সমাবেদন-কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! নিজ ভৃত্য বিজ্ঞাপনে অবধান হউক। রাজকিশোরের নিমিত্ত পরিবেদনা পরিত্যাগ করুন। আমার বধূ হইতে রাজকুমারের ব্যামোহের বিহিত প্রতিকার হইবে। আমি ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াছি। রাজা কহিলেন,—ইহার পর পরম লাভ কি? গৌণ করিও না, অবিলম্বে কর, তবে আমার অতিবড় উপকার হয়। মন্ত্রী রাজার পুত্রের ব্যামোহজন্য ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত এবম্প্রকারে কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ এক পদে স্বগৃহে আসিয়া স্ত্রীবেশধারি-কালিদাসকে দোলাযানে রাজবাটীতে আনয়ন করিয়া সভাসমীপে যবনিকা-

ব্যবধানে অর্থাৎ-পরদার মধ্যে রাখিয়া রাজাকে বিজ্ঞপ্তি করিলেন। রাজা পণ্ডিতসমভিব্যাহারে ঐ পুত্রকে হস্তে ধারণ করিয়া আগত হইয়া যবনিকানিকটে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। যবনিকামধ্যস্থিত কালিদাস রাজাকে অতিদুঃখী দেখিয়া পূর্ব্বপ্রীতি সংস্কার-প্রবাহের আতিশয্যে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অতি বিনয়ে বনের বৃত্তান্ত সমস্ত কহিলেন। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন ;—ওরে বৎস ! বনে কি এইরূপ হইয়াছিল ? রাজপুত্র 'স সে মি রা' এতাবন্মাত্র উত্তর করিলেন। রাজা কপালে করাঘাত করিয়া অধোমুখ হইলেন। চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর কালিদাস রাজপুত্রের দুঃখপরিহারার্থ অত্যন্ত উৎকণ্ঠাতে উচ্চৈঃস্বরে প্রথম এক শ্লোক পড়িলেন, সে শ্লোক এই,—"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা। অঙ্কে কুমারমাদায় হত্বা কিন্নাম পৌরুষম্ ।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই ;—আত্যন্তিক সারল্যে বিশ্বাস করিয়া ধনপ্রাণ সমর্পণ যে করে, তাহার সঙ্গে কাপট্য ব্যবহার করাতে কি বিদগ্ধতা অর্থাৎ কৌশল ? বালককে অঙ্কে অর্থাৎ কোলে করিয়া গলা টিপি দিয়া মারাতে কি পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষার্থ ? এই পদ্য পড়িয়া কালিদাস যুবরাজকে প্রশ্ন করিলেন,—হে রাজপুত্র ! আত্মসমাচার কহ, তাহাতে রাজকুমার সকার পরিত্যাগ করিয়া 'সে মি রা' এই বর্ণত্রয় পৌনঃপুন্যে অর্থাৎ বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালিদাস শ্লোকান্তর পাঠ করিলেন। "সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্ম্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে" এ শ্লোকের অর্থ এই ;—সেতুবন্ধে ও সমুদ্রে ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমেতে ব্রহ্মহা ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপসকল-মুক্ত হইতে পারে, মিত্রদ্রোহী পুনর্ম্মিত্রের অপকারকরণজনিত পাপ হইতে কদাচ উদ্ধার পাইতে পারে না। এই দ্বিতীয় শ্লোক শুনিয়া যুবরাজ 'সে' অক্ষর ত্যাগ করিয়া 'মি রা, মির' এই শব্দ আম্রেড়িত করিতে লাগিলেন। পরে কালিদাস তৃতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন, সে শ্লোক এই ;—"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।" এ শ্লোকের অর্থ এই ;—সুহৃদের অনিষ্ট যে করে ও যে উপকারকের অপকার করে কিম্বা উপকারককর্তৃক কৃতোপকার স্মরণ ও তৎপ্রত্যুপকার না করে আর যে জন বিশ্বাসঘাতী হয়, এম্প্রকার নরেরা নরকে তাবৎ পড়িয়া থাকে, যাবৎ চন্দ্রার্ক অহোরাত্র করিতেছেন। রাজপুত্র এ পদ্য শুনিয়া 'রা রা' এই বর্ণমাত্র দুই তিনবার উক্তি করিয়া মৌনী হইলেন। তাহার পর কালিদাস উপদেশার্থে চতুর্থ শ্লোক পাঠ করিলেন। সে এই—'রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি। দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু ॥' এই চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই ;—হে যুবরাজ ! তুমি রাজাও বট এবং রাজপুত্রও বট। যদি আপন কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে সে সকল পাতকবিনাশার্থে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন বিতরণ কর ও জপ-যজ্ঞ-পূজাদিদ্বারা দেবতারদের আরাধনা কর। এইরূপে নারীবেশধারী কালিদাস শ্লোকচতুষ্টয় শুনাইয়া নৃপনন্দনকে প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দূর করিয়া স্বভাবস্থ করিলেন।

রাজা মন্ত্রিকে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দীর্ঘদর্শিশ্রেষ্ঠ ! ইদানীন্তন কবিসমূহমধ্যে অলৌকিক অবশ্য ফলসাধক অব্যর্থ বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় এতাদৃশ লোকাতীত কাব্যকরণসামর্থ্য কালিদাস ব্যতিরেক অন্যের দেখি নাই। ইনি কি সাক্ষাৎ সরস্বতী, তোমার বধূরূপে মূর্ত্তিমতী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন ! তোমার কি ভাগ্য ! না জানি, জন্মান্তরে তুমি কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিলা। আমি তোমার এ বধূর সবিশেষ পরিচয়জিজ্ঞাসু হইয়াছি। তোমার অভিপ্রায়সিদ্ধ যদি হয়, তবে তোমার এই পুত্রবধূকে আমি কিছু প্রশ্ন করি। মন্ত্রী কহিলেন, যে আজ্ঞা, মহারাজ ! ইহার বাধা কি ? মদীয় যে সকল বিষয়,—সে ভবদীয়। অনন্তর রাজা মন্ত্রির আশয় পাইয়া যে প্রশ্ন করিলেন, সে এই; —

"গৃহে বসসি চার্ব্বঙ্গি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি। ঋক্ষব্যাঘ্রমনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরি।" এ শ্লোকের অর্থ—হে সুন্দরি! তুমি ঘরে থাক, অটবীতে কখন যাওনা। তবে ঋক্ষব্যাঘ্র-মনুষ্যেরদের যে প্রকার হইয়াছিল বনবৃত্তান্ত, তুমি কি প্রকারে জানিলা? ইহাতে কালিদাস কহিলেন,—"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী। তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা।" এ শ্লোকের অর্থ এই;—হে রাজন্! অভীষ্ট দেবতার ও আচার্য্যের প্রসন্নতাতে আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তিনী বাগ্দেবী; সেই কারণে আমি এ সকল বিষয় জানি—যেমন ভানুমতীর তিল। রাজা এই শ্লোক শ্রবণমাত্রে হর্ষে লজ্জালেশমাত্র না করিয়াও আপনি ভদ্রাসন হইতে হঠাৎ উঠিয়া যবনিকামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্ববয়স্য কালিদাসকে করে ধরিয়া সভামধ্যে আনিয়া পাদাবনত হইয়া অতি মধুরবচনে স্বদোষক্ষালনার্থ অনুনয় করিতে উপক্রম করিলেন,—হে পণ্ডিত-শিরোমণি! আমি রাজ্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া স্ত্রৈণতা দোষে আপনার স্বরূপ না জানিয়া সমুচিত প্রতিফল পাইলাম। এইক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। সভামধ্যে আমার সম্মুখে সুবর্ণময় পীঠে উপবিষ্ট হইয়া ত্বদীয় বিচ্ছেদ-জন্য মদীয় মনস্তাপ আলাপ-অমৃতের দ্বারা শান্ত করুন। মহারাজের এতাদৃশ মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস উত্থাপিত-দক্ষিণহস্ত হইয়া, হে মহারাজাধিরাজ! আপনকার মঙ্গল হউক। ঈদৃশ আশীর্ব্বাদ শ্রীল শ্রীমহারাজাধিরাজকে বিজ্ঞাপন করিয়া সভ্যপণ্ডিতগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজাজ্ঞাতে ঐ স্বর্ণময় পীঠে উপবিষ্ট হইলেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং তৃতীয়স্তবকে প্রথমকুসুমম্।

দ্বিতীয় কুসুম।

তদনন্তর কালিদাস কবি কবিতাদ্বারা পৃথিবীপতিকে পরমাপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, —হে মহারাজ! অবধান হউক। অনির্ব্বার্য্যদর্প কন্দর্পের প্রধান শস্ত্র স্ত্রীজাতি, তাহার বশে যে না আইসে, সে-ই ইহলোকে ও পরলোকে জয়ী। আর স্ত্রীজিত যে জন, সে যে সর্ব্বত্র পরাজিত, ইহা কি কহিব? অতএব স্ত্রাতে অত্যন্তাসক্তি রাজকুমারেরদের বিহিত নয়। এতদর্থ তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ কল্পনাতে স্ত্রীনিন্দানুবাদিকা সকল রাজকুমারদিগকে পরম হিতোপদেশকারিকা নীতিমাতৃকা স্বরূপ কাশ্মীর তুরঙ্গমী কথা শ্রবণ করুন।

অতিধন্যমান্য প্রতাপশালী কাশ্মীররাজ হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতিচয় চতুরঙ্গিণী-সেনা সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কাটারি কাঁড় খাঁড়া বর্ষি খড়্গা ছুরী বন্দুকদিগর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রেতে এবং শিকারিকুকুরের দ্বারা শশ শল্যক শূকর গণ্ডক বাতমৃগ কৃষ্ণসার সম্বর রৌহিষ গবয় গন্ধর্ব্ব গোকর্ণ শৃমর চমর রোহিত প্রভৃতি নানাবিধ মৃগজাতি সংহার করিয়া অরণ্যানী হইতে আসিতেছেন। ইত্যবসরে ঐ মহারণ্যমধ্যে প্রথমরাত্রে মনোহর মধুর বামাস্বরে গান ও কঙ্কণালঙ্কার-ঝনৎকার নূপুরাদির ধ্বনি শুনিতে যেমন পাইলেন, তেমনি তৎশ্রবণেতে অনির্বার্য্য কামপীড়াতে বাধিতবুদ্ধি হইয়া রাগান্ধতাহেতুক পূর্ব্বাপরবিবেচনাশূন্য হইয়া তৎসঙ্গীতধ্বনিলক্ষে একাকী পদব্রজে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর কাশ্মীররাজ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ মনোহরকুঞ্জমধ্যে পরমসুন্দরী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া কামাতুর হইয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল-গ্রহণোদ্যত হওয়ামাত্রে ঐ যুবতী কাশ্মীররাজকে নিতান্ত কামপীড়িত জানিয়া ক্ষণমাত্র-লুক্কায়িতা ক্ষণমাত্র প্রত্যক্ষগোচরা কদাচিৎ অতিদূরে বিদ্যুতের ন্যায় দৃশ্যমানা কদাচিৎ সন্নিধিবর্ত্তিনী ভূয়োভূয়ঃ হয়ত নানা বাক্‌চাতুর্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে মহারাজ অতিদীনহীনপ্রায় সানুনয় কাতরোক্তিতে কহিলেন,—হে সুন্দরি! আমি অদ্যাবধি আমার সর্ব্বস্বসমেত-আত্মসমর্পণ

তোমাতে করিয়া তোমারি অধীন হইলাম। রাজার এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল,—হে মহারাজ! আপনকার তুল্য পুরুষেরা সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, অতএব আপনি যদি আমার সঙ্গে সত্য করেন, তবে আমি যাবৎপর্য্যন্ত এ মনুষ্যলোকে থাকিব, তাবৎপর্য্যন্ত আমার এ শরীর আপনাকে সমর্পণ করিব। রাজা কহিলেন,—তোমার মনোগত কি, তাহা কহ; আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, তাহাই অঙ্গীকার করিব ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে রাজাকে প্রতিশ্রুত করিয়া সে প্রমদা কহিল,—হে মহারাজ! আমি স্থিরযৌবনা এবং সর্ব্ববিদ্যাবতী; আমাকে সম্প্রতি যেরূপ দেখিতেছ, এবম্ভূতরূপা সূর্য্যাস্তাবধি সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত থাকি। পরে সূর্য্যোদয়-আরম্ভ-বেলা অবধি করিয়া অস্তসময় যাবৎ তাবৎকাল তুরঙ্গময়ী অর্থাৎ ঘুড়ী হইয়া থাকি। দিবাভাগে ঘুড়ীস্বরূপে আমি যখন থাকিব, তখন আপনি আমার উচ্ছিষ্ট-তৃণ-বিষ্ঠা-প্রস্রাবাদি বহিঃপ্রক্ষেপ ও আমার ঘর সম্মার্জ্জন অর্থাৎ ঘোড়শালা ঝাটান ও ঝাটিয়া ফেণ্নানদ্বারা অতিপরিষ্কার ও অগুরু চন্দন কুঙ্কুম আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যেতে, সুবাসিত পুষ্পমালা-শ্রেণীতে ঘর সুগন্ধি করা এবং স্বয়ং আহৃত দানা-ঘাস-দেওয়া ও চামরব্যজনেতে দংশ-মশক মক্ষিকা প্রভৃতি নিবারণ ও খরণাতে গাত্রঘর্ষণদ্বারা বৰ্দ্ধিত লোমশাতনাদিরূপ শরীরের ব্যাপার প্রতিদিন করিবা; অন্য যেন কখন না করে, এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা কর। রাজা কামাতুরতা-দোষে তৎক্ষণমাত্রে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে সত্য করিয়া স্বীকার করিলেন। এতদ্রূপে কাশ্মীররাজ প্রতিজ্ঞাত হইয়া সে রাত্রে ঐ নিকুঞ্জে নৃত্যগীতবাদ্য-হাস্য-পরিহাস্য-পূর্ব্বক বহুবিধক্রীড়া কৌশলে সেই অঙ্গনা সঙ্গে কামরঙ্গে কালযাপন করিয়া প্রত্যূষে ঐ তুরঙ্গীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরে উদ্যানমধ্যে নির্জ্জন স্থানে দিব্য অট্টালিকাতে সুবর্ণ শৃঙ্খলায় সেই তুরগীকে বন্ধন করিয়া অনুদিন বাসরভাগে পূর্ব্বস্বীকৃত অশ্বী-সেবা-কার্য্য স্বয়ং করত নিশাতে সেই সুন্দরীসম্ভোগমাত্র-পরায়ণ হওত সকল স্বকীয়লোককে সে স্থানে আসিতে নিষেধ করিতে দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা দিয়া সমস্ত রাজব্যাপার হইতে অহোরাত্র বিরত হইয়া, কেবল অশ্বপাল অর্থাৎ ঘোড়ার সহিস হইয়া থাকিলেন। ইহাতে ঐ কাশ্মীররাজের সর্ব্বত্র বিরাগ ও অখ্যাতি দিনে দিনে অধিক হইতে লাগিল। তথাপি রাজার তুরঙ্গীসম্ভোগানুরাগের কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ হইল না; প্রত্যুত উত্তরোত্তর অত্যন্ত হইতে লাগিল।

এইমতে কিছু দিন গেলে পর, একদা বিদুর নামে পরমধার্ম্মিক কারুণিক সাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানী কাশ্মীররাজমিত্র সৌহার্দ্দরক্ষার্থে রাজসাক্ষাৎকার করিতে কাশ্মীররাজ-রাজধানীতে আইলেন। পরে পৌরজন-প্রমুখাৎ স্বসুহৃৎ কাশ্মীররাজের সবিশেষ সমস্ত বিষয় নিঃশেষ অবগত হইয়া বয়স্যের কদাচরণে যথেষ্ট দুঃখী হইয়া, দ্বারিনিবারণ না শুনিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত রাজপ্রিয় বন্ধু বিদুর উদ্যান-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নিভৃতে গুপ্তরূপে থাকিয়া কাশ্মীররাজের দৈবগত্যা কামুকতাপ্রযুক্ত স্ত্রৈণতা-দোষে অশ্বের বিষ্ঠামূত্র-পরিষ্কারাদি অতিক্ষুদ্র কর্ম্ম স্বহস্তে করাতে অতিশয় গৌরবলাঘব জানিয়া 'সাক্ষাৎ হইলে সখা অতি-বড় লজ্জা পাইবেন' এই বিবেচনায় দেখা না করিয়া উপবন হইতে নির্গত হইলেন। তদনন্তর মিত্রের তাবৎরাজধর্ম্মবিনাশক-বুদ্ধিদূরকরণতাৎপর্য্যে শেষে উপকার, তাৎকালিকাপকারপ্রায় ব্যাপার করিতে দ্বারকা-নগরীতে সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তি-নরাবতার-স্বয়ং-নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রণাম প্রেমালিঙ্গন শরীরগতিকমঙ্গলপ্রশ্নপূর্ব্বক যদুপতিকে বিদুর নিবেদন করিলেন,—হে যদুনাথ! আমার প্রিয় বান্ধব কাশ্মীররাজের

তত্ত্ব করিতে আমি কাশ্মীরে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিলাম যে, তিনি এক তুরঙ্গী সম্ভোগমাত্রে অনুরক্ত হইয়া, সমস্ত রাজাচার-পরিভ্রষ্ট ও বিনষ্টধর্ম্মা ও কামজ দোষে ব্যাসক্ত হইয়াছেন। কাশ্মীররাজ নানাগুণোপেত; তাঁহার যে শিশ্নোদরপরায়ণতা, ইহাতে বুঝি যে, সে ঘোটকীর অসাধারণ গুণ কিছু থাকিবে। অতএব লোকে দুর্লভ সেই অশ্বরত্ন গ্রহীতব্য বটে। বিদুর এতদ্রূপে কৃষ্ণের প্ররোচনা জন্মাইয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূতের দ্বারা কাশ্মীররাজের কাছে পত্র পাঠাইলেন; সে লিপির পাঠ এই,—হে কাশ্মীররাজ! তুমি তুরঙ্গীসম্ভোগী না হও। আমি তোমার যদ্রূপ বিদ্রূপ ও অযশস্কর হাস্যাস্পদ কদর্য্য সচরাচর দুষ্প্রবৃত্তি শুনি, ইহাতে বুঝি—তোমার প্রাণাধিক প্রেয়সী যে তুরঙ্গী, সে তোমার সর্ব্বনাশী কালভুজঙ্গী; অতএব তৎপরিত্যাগ তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি তোমাকে অনুপম কোটী ঘোটকী দিব, তুমি আমাকে ঐ অশ্বা প্রতিদান কর, অন্যথা আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। দূত এতাদৃশ কৃষ্ণহস্তাক্ষর-লেখন লইয়া, কাশ্মীররাজমন্ত্রিকে দিল। অমাত্য উপায় দ্বারা রাজসন্নিধানে পত্র প্রেরণ করিলেন। রাজা পত্র পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বে থাকিলেন, উত্তর দেন না। বার্ত্তাবহ কএক দিবস উত্তরপ্রাপ্তির অপেক্ষাতে সেথা থাকিয়া প্রত্যুক্তি-না পাইয়া দ্বারাবতীতে আসিয়া কৃষ্ণকে সমাচার নিবেদন করিল।

কৃষ্ণ পত্রে কাশ্মীররাজের তাচ্ছল্য বুঝিয়া, তাহার শিক্ষার্থ সসজ্জ চতুরঙ্গিণী নারায়ণী সেনা-সমভিব্যাহারে কাশ্মীররাজরাজধানীতে গিয়া রণবাদ্য-কোলাহলে রাজধানী আচ্ছন্ন করিলেন। কাশ্মীররাজ যুদ্ধার্থী কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণজন্য ভয়েতে পলায়নমাত্র পরিত্রাণ মানিয়া, ঐ তুরঙ্গীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া হস্তিনা নগরী গিয়া দুর্য্যোধননামে সার্ব্বভৌমকে সাহায্য ও শরণ প্রার্থনা করিয়া, কৃষ্ণ হইতে অভয় প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন সম্রাট ভীষ্মে, দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ; সঞ্জয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে কাশ্মীররাজাধিরাজ! কৃষ্ণ আমার রিপুবর্গের মিত্র, অতএব মদীয় অমিত্র যদ্যপি হউন, তথাপি যৎকুৎসিত তুচ্ছ একটা ঘোটকীর কারণে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে আমার অতীব রাগান্ধতা লোকতঃ প্রকাশ হবে। তাহাতে বড় লোকেরদের গৌরবগ্লানি-মানহানিকর কর্ম্ম করা হয়। আমি কিছু তোমার বিপক্ষ-পক্ষপাতী নই এবং কৃষ্ণ-হইতে ভীতও নই; কিন্তু কেবল উভয়ের অবুদ্ধিপূর্ব্বকারিতা-দোষ-পরিহারার্থে তোমাকে এক সদ্‌যুক্তি কহি, তুমি তাহাই কর। ভেদ সাম দান উপায়-ত্রয়েতে অশক্য এ বিষয় তদর্থে যে যুদ্ধবিগ্রহ চেষ্টিত হয়, সেও দুর্জ্জয় শত্রুর সঙ্গে ক্ষুদ্র-দ্রব্যার্থে কৃত হইলে, যদি জয়ও হয়, তথাপি তাহাকে পরাজয়ই জানিবা; কেননা নীতি-বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ, যুদ্ধজয়েতে না কীর্ত্তি না লাভ; সুতরাং নিষ্প্রয়োজন হয়। যদি বা পরাজয় হয়, তবে সে মৃন্ময় কলসছিদ্ররোধার্থে দুর্ম্মূল্য রত্নচূর্ণ ন্যায় হয়। অতএব হে কাশ্মীররাজ! নিষ্ফল ও স্বল্পপ্রয়োজন বহ্বারম্ভ বিহিত নয়। অতএব তুমি লালসা ত্যাগ করিয়া, ঘোটকী নন্দগোপ-বালককে দেও। আমি তোমাকে উত্তুঙ্গ উত্তম তুরঙ্গমী শত দিব। দুর্য্যোধনের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাশ্মীররাজ স্বতঃ ঈপ্সিতপ্রার্থনা-প্রত্যাখ্যান বুঝিয়া, আপনাকে অপমানিত মানিয়া লজ্জাতে পরাঙ্মুখ হইয়া উৎকণ্ঠিত হওত অন্য উপায় না পাইয়া প্রাণপ্রায়-প্রেয়সী-তুরঙ্গমী-সমারূঢ় হইয়া, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, নামে পঞ্চপাণ্ডবসমীপে উপনীত হইলেন এবং ধর্ম্মপুত্র প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে প্রত্যেককে কৃষ্ণচেষ্টিত নিবেদনপূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিয়া, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণসঙ্গে অনুপম প্রেমের ভঙ্গ-শঙ্কাতে তৎপ্রার্থনাবিমুখ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পৌনঃপুন্যে নিবারণ না শুনিয়া, তাঁহারদের অসম্মতিতে সবীর্য্য

বলিষ্ঠশ্রেষ্ঠ গোঁয়ার মধ্যম পাণ্ডুনন্দন কাশ্মীর-রাজকে মাভৈর্মাভৈঃ শব্দ করত অভয় প্রদান করিয়া, শরণাপন্নরক্ষার্থে প্রাণান্তপর্য্যন্ত স্বীকার ও সৌভ্রাত্র ও কৃষ্ণসৌহার্দ্দ ত্যাগ করিয়া বাহু-প্রস্ফোটধ্বনি-প্রতিধ্বনি করিয়া দক্ষিণ করে মহামুদ্গার উঠাইয়া রণস্থানে কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং কাশ্মীররাজের ঘোটকী-সহিত কুরুক্ষেত্রে পলায়ন শ্রবণে কৃষ্ণও সসৈন্যে তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চারি ভাইও অতিপ্রিয়তম ভ্রাতৃ ভীমের ইচ্ছানুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আনুগত্য অঙ্গীকার করিলেন।

এইরূপে ভীমসেনের একাকী অসহায়ে রণপ্রবৃত্ত হওয়ার বার্ত্তাশ্রবণে ভীমদ্বেষি দুর্য্যোধন একবিষয়াভিলাষি জ্ঞাতি বিপক্ষ পাণ্ডুপুত্রেরদের আত্মকলহ-গৃহবিচ্ছেদ-পরস্পর-বৈরূপ্য-দর্শনজনিত নিজহর্ষের সহস্রগুণ অধিক আহ্লাদে আনন্দিতান্তঃকরণ হইয়া, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাইল, ইহা মনে করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃষ্ণ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে অমিত্র-স্বজনকুন্দল-কৌতুক-দর্শনার্থ পূর্ব্বপ্রাতিকূল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের আনুকূল্য স্বীকার করিয়া তৎসহকারী হইলেন। কণ্ঠের হার ঘোটকী, ক্ষণমাত্র তাহার বিরহে অসহিষ্ণু কাশ্মীররাজ বাজিনীকে ছাড়িয়া এবং কৃষ্ণ বলাৎকারে তুরঙ্গমীকে ছাড়াইয়া অবশ্য লইবে, এবম্প্রকার উৎকট সম্ভাবনাতে ঘোটকীর উপরে চড়িয়া স্বয়ং যুদ্ধস্থানে প্রস্থানে অশক্ত হইয়া অন্তঃপুরের অন্তরালে অর্থাৎ ভিতরে একান্তে তুরগীগললগ্ন স্বর্ণশৃঙ্খলা দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বামহস্ততলে গণ্ডস্থলার্পণ করিয়া এক দৃষ্টিতে অনুক্ষণ তুরঙ্গীমুখ নিরীক্ষণ করত লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। যুদ্ধভূমিতে মহা-যুদ্ধসমারোহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি মহারাজ্ঞীরা, হায় এ আপদ কোথা হইতে উপস্থিত হইল, একি দুর্ঘট প্রমাদ ঘটিল স্বপ্নের অগোচর এ মহোপদ্রব কেন হইল, অকস্মাৎ ইত্থম্ভূত দুর্ঘটঘটনা কাহা হইতে হইল। হায় হায় তাদৃশ নিরুপম অন্তরঙ্গতাতে এতাদৃশ অসম্ভাবিত বহিরঙ্গভাব হইল! অমৃতে বিষ উপজিল। হে ঈশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল, ধন্য! তোমার ইচ্ছাতে কি হইতে না পারে, এইরূপে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রস্নেহে অস্তব্যস্তা হইয়া মহারাজ-মাতা কুন্তী মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃকুপিতা হইয়া দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন, ওলো দাসীরা! দেখতো সে সর্ব্বনাশে অল্পায়ে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র, কেহ সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ খেঙরা, কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জ্জন তর্জ্জন ভৎর্সন করত, রেরে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! স্ববংশ-পাংশুল রণকাতর যুদ্ধপরাঙ্মুখ নিলর্জ্জ খট্টারূঢ় ব্যলীক নিঃসাহসাসহিস কুড়িয়া বেটা! তোর নিমিত্তে আমারদের ভীম,—মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, খুড়া, খুড়ী, জ্যেঠা, জ্যেঠী, ঝি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মাসুয়া, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহায়ী, বেহানী, শালা, শ্যালী, ভাউজ, ভাইবহু ভাএরাভাই, তাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্নপ্রতিপালনধর্ম্ম-প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘুড়ীর মমতাত্যাগে অপারক হইয়া, তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস্। ছি! ছি! ধিক্ তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন। ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপালে কুক্ষণজন্মা! তোর মুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, গোল্লায় যা, চুলায় যা, মার্তে বাঁ-পাতে, নাতি মার, ঝাটা মার্, জুতা মার্, বেত মার্, তোর জন্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দূর হ, দূর হ, এবম্বিধ বহুবিধ কটুকষায় নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল।

কাশ্মীররাজ হাঁ ও ভেল ভেল করিয়া দাসীর

দের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, পরে দাসী-বর্গের কঠোর কুবাক্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া ও ম্রিয়মাণ হইয়াও ঘোটকীত্যাগে সর্ব্বথা অসামর্থ্য মানিয়া, তাহার উপর আরোহণ করিয়া, অগত্যা ভীমসমীপে আগত হইলেন। এইরূপে কাশ্মীররাজের রণস্থলে উপনীত হওয়ামাত্রে কাশ্মীর তুরঙ্গমী—অসংখ্যাত ধনুর্দ্ধরের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ যে করে, অথচ, অস্ত্র-শস্ত্রশাস্ত্রে অতিপ্রবীণ সে অতিরথী হয় ও দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সঙ্গে যে একক বিগ্রহ করে, ধনুর্ব্বিদ্যাতেও নিপুণ তাহাকে মহারথী কহি আর যে এক ধানুষ্কের সমভিব্যাহারে রণ করে, সে একরথী হয়, ন্যূন যে সে অর্দ্ধরথী; এতাদৃশ-পঞ্চরথী-সমবায়ে কৃষ্ণদর্শন করিয়া ইন্দ্রদত্ত শাপান্তকাল প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রদত্ত অভি-শাপেতে প্রাপ্তাশ্বদেহ ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ববৎ উর্ব্বশীনাম্নী স্বর্বেশ্যা স্বরূপ ধারণ করিয়া কাশ্মীররাজের প্রতি কটাক্ষপাতমাত্রও না করিয়া আকাশপথে বিদ্যুল্লতাতুল্য চকিত-মাত্রে স্বর্গ গমন করিল।

কাশ্মীররাজ ভেকুয়া হইয়া, নেত্রগোচর-পর্য্যন্ত আকাশপথ নিরীক্ষণ করিয়া, নেত্রপথা-তীত হইলে পর, হায় হায়! হতোস্মি! হতোস্মি, এইমাত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে ধারাবাহিক ও কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুজলে আপ্লাবিত ও কর্দ্দমী-কৃত ভূমিতলে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া, কর্দ্দমাক্ত শরীরে লুঠিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতিরা কাশ্মীররাজকে অতি বড় স্ত্রৈণ জানিয়া, ভ্রুকুটী-কটাক্ষ দৃষ্টি-পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হইয়া, অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রণ-দিদৃক্ষু নগরীয় প্রজালোকেরা ব্যঙ্গ বটুকেরা করিয়া করতালি দিতে লাগিল। কালিদাস কহিলেন,—হে মহারাজ! অবধান করুন, স্ত্রৈণ-দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়া অন্যেরও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। অতএব স্ত্রৈণতাদোষ যদ্যপি সমস্ত মনুষ্যের বর্জ্জনীয় হয়, তথাপি রাজা ও রাজপুরুষেরদের বিশেষতঃ সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য।

উজ্জয়িনীপতি মহারাজ-কাশ্মীরতুরঙ্গমী কথার সমস্ত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া, বেলাবসানে উপবনে চলিলেন। উদ্যানে গিয়া জাতি, যূথি মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, শেফালিকা, সেবন্তিকা, পাটল-সেবন্তিকা, পুন্নাগ, নাগকেশর, সরোজ, কুমুদ, কহ্লর, কেতকী, চম্পক, কনকচম্পক, টগর, গন্ধরাজ, বক, করবীরাদি-বহুবিধ-পুষ্পমালক-শোভাদর্শনে ও ভ্রমরগণ-গঞ্জিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল-সুগন্ধি-মন্দমন্দ-বায়ু-সুখ-স্পর্শেতে ও শিষ্টালাপামৃত-রস-ধারাতে পর-মাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক লক্ষস্বর্ণমুদ্রা দিয়া, স্বস্থানে বিদায় করিয়া, সায়ংসন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া করিতে দেবালয়ে গমন করিলেন।

তদনন্তর কএক দিবসের পর কালিদাস রাজপ্রসাদলব্ধ সমস্ত হেমমুদ্রা ব্রাহ্মণেরদিগকে বিতরণ করিলেন, তাহাতে রাজদ্বারে অভ্যাগত যাচকেরদের অনাগমননিমিত্ত প্রাত্যহিক শত সুবর্ণদানের অনিষ্পত্তি হওয়াতে ঈষদন্তঃ কোপাবেশে মহারাজ কহিলেন,—হে দানাধ্যক্ষ সভাপণ্ডিত! আজি অবধি নিত্যদত্ত শত-সুবর্ণস্বীকার একলা কালিদাসই করুন ও দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ প্রভৃতির দারিদ্র্য দূর করিয়া, ভিক্ষার্থ বাঞ্ছাপূরক ও দীন দৈন্যদূরকারী হউন। কালিদাস অতি বড় দানশৌণ্ড হইয়া-ছেন। এ কথা পরম্পরায় কালিদাস শুনিতে পাইয়া রাজার অন্তঃক্রোধ বুঝিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পরপ্রভুত্বপ্রতিভার অ-সহিষ্ণুতা রাজার স্বভাবসিদ্ধ বটে, আমারা বিতরণে রাজা বিরক্ত হইয়াছেন। নৃপতি অনুরক্ত থাকিলেও পরিশঙ্কনীয় হন। অতএব আমাকে কিছুদিন দেশান্তরে যাইতে হইল, এইক্ষণে রাজসন্নিধানে থাকা উপযুক্ত নহে। ইহা মনে করিয়া এক দিবস অবকাশমতে রাজাকে বিজ্ঞপ্তি করিলেন,—হে মহারাজ

এ কস্থাননিবাসী পুরুষ কূপমণ্ডুকপ্রায় হয়; একারণে বুদ্ধিবৃদ্ধিকর দেশপর্য্যটন সভারোহণ পুরুষের কর্ত্তব্য। অতএব আমি কিছুদিনের নিমিত্ত বিদায় চাহি। রাজা এ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—ভাল অল্পকালের জন্যে তোমাকে বিদায় করিলাম, শীঘ্র আইস গিয়া। এইমতে রাজসাক্ষাৎ বিদায় হইয়া বাটীতে আসিয়া মনে বিচার করিলেন, কোথায় যাব; শুনিয়াছি, ভানুমতীর পিতা বড় মায়াবী কপট, প্রতিজ্ঞা করিয়া করিয়াছেন যে, আমাকে নূতন কবিতা যে শুনাইবে, তাহাকে আমি চতুর্লক্ষ সৌবর্ণিক মুদ্রা দিব। এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা-রূপ মায়ামহাজাল পাতিয়া অনেক নব্য কাব্যকারি কবিরদিগকে শ্রুতিধর দ্বিঃশ্রুতিধর ত্রিঃশ্রুতিধর, পণ্ডিতদ্বারা অপ্রস্তুত করিয়া অপমানিত ও নিরাশ করিতেছেন। অতএব আমি ভোজরাজের সভাতে গিয়া সে সমস্ত দুরন্ত দুষ্ট অশিষ্ট দুরাত্মারদের কাপট্য নিরাস করিয়া তাহারদিগকে নিরস্ত করিব, এই মনে করিয়া ভোজদেশে যাত্রা করিলেন।

ভোজরাজের পুরীতে গিয়া, এক নূতন কবিতা করিলেন। সে কবিতার অর্থ এই,—ভোজরাজের পিতা যজ্ঞদত্ত অধমর্ণ কালিদাসনামক উত্তমর্ণের স্থানে ইয়ৎ-শকের প্রভব সম্বৎসরে বৈশাখের দশম দিবসে অষ্টাদশলক্ষকোটি সুবর্ণ ঋণ লই-লেন। তাঁহার পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে পরিশোধ করিবেন, এ বিষয়ে সাক্ষী অমুকামুকনামা শ্রুতিধরাদি পণ্ডিতেরা। এই কবিতা রাজসাক্ষাৎ সভাতে বারম্বার পাঠ করিয়া ভোজরাজকে কহিলেন,—হে ভোজ-রাজ! তোমার পিতা পরম ধার্ম্মিক পুত্রবৎসল ত্রিভুবনবিদিত ছিলেন। তিনি আমা হইতে যে এই কর্জ্জ লইয়াছেন, সে সত্য। তোমার সভাসদ ব্যুৎপন্ন বুধগণ অর্থ সহিত এ প্রাচীন কবিতা জানেন। অতএব তাহা তুমি দেও, যদি না জানেন, তবে আমার এ শ্লোক নূতন হইল, তাহা আমি তোমাকে শুনাইলাম, তবু আমাকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা তোমার দেয় হয়, তাহা দেও। এই মতে কালিদাস ভোজরাজকে তৎপিতৃকৃত উদ্ধার অর্থাৎ উধার তাঁহার পণ্ডিতবর্গের সাক্ষ্য অসিদ্ধ করণস্থলে নবীন কবিতাকে শ্রুতিধর কবিরা ছলক্রমে পুরাতন করিয়া অনিষ্ট করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে নিজ রচিত নব কবিতা শ্রবণ করাইলেন। পরে শ্রুতি-ধরেরা পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া কর্ণা-কর্ণি অর্থাৎ কাণাকাণি করিতে লাগিলেন। ভোজরাজ পিতৃঋণের আবেদন শুনিয়া উভয়তঃ সঙ্কট ভাবনাতে মৌনী হইয়া থাকিলেন।

তদনন্তর কলিদাস কহিলেন,—হে ভোজ-রাজ! ব্যবহারশাস্ত্রে নিরুত্তর প্রত্যর্থী অর্থাৎ আসামীকে এক প্রকার হীনবাদী অর্থাৎ পরাজিত করিয়া কহিয়াছেন, তাহা হইল। রাজা কহিলেন,—আপনি এইক্ষণে বাসায় যাউন, বিবেচনা করিয়া উত্তর দেওয়া যাবে। কালিদাস কহিলেন,—ইহার অবধি অর্থাৎ মিয়াদ কি? রাজা কহিলেন,—এক রাত্রি। কালিদাস কহিলেন,—বড় ভাল; কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত সাক্ষিরদের আসেধ অর্থাৎ আটক করা উপযুক্ত হয়, ইহাঁরা পাছে পলায়ন করেন। এবম্বিধ ব্যঙ্গ বাক্যে সসভ্য ভূপালকে জর্জ্জর করিয়া কালিদাস বাসায় গমন করিলে, ভোজ-রাজ শ্রুতিধরদিগকে লইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।—হে সভাসদেরা! এ বড় অদ্ভুত! আমি ভোজ, ভোজবাজী জগদ্বিদিত; আমার বাজির উপরে এ বামনার বাজী অধিক হইল। বিটলিয়া ভাল বাজী দিয়াছে, ঋণাপবাদ দিয়া আমাকে পাজী করিতে মনস্থ করিয়াছে; বুঝি আমার জামাই বাবাজির ইহাতে কিছু পক্ষপাত ও কটাক্ষ থাকিবে, ভাল বুঝা যাবে। কিন্তু সম্প্রতি এ অকষ্টবদ্ধের উপায় কি, তাহা চিন্তা কর। এই রাজবাক্য শুনিয়া সভা-বিলক্ষণ নামে এক জন বিচক্ষণ কহিলেন,—হে মহারাজ! অনেককাল হইল, এক কথা কেবল শুনা ছিল; কিন্তু কালিদাস হইতে তাহার অর্থ হইল। রাজা কহিলেন,—সে

কথা কেমন? সে পণ্ডিত কহিলেন,—মহারাজ! শুনুন। ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে দ্বিতীয়কুসুমং।

তৃতীয় কুসুম।

দণ্ডকারণ্যে ধূর্ত্তশিরোমণি নামে এক শৃগাল বাস করে। সেই বনে ব্যাঘ্রদম্পতীও থাকে। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী ছানাগুলিনকে ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া বাসাতেই থাকে। কেবল ব্যাঘ্র আহার আহরণ করিতে যায়। বনমধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত নানাজাতীয় জন্তু হত্যা করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দরূপে শোণিত পিয়া মাংস খাইয়া কোমল মাংস আনিয়া দিলে ব্যাঘ্রী অনায়াসে পরম সুখে ভক্ষণ করে। এইরূপে বাঘবাঘিনী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শিয়াল তারদের কাদাচিৎক উচ্ছিষ্ট পুচ্ছ, খুর, চর্ম্ম, অস্থিমাত্র চর্ব্বণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিতে অতিকষ্টে কালক্ষেপ করে। একদা ঐ বঞ্চক মাৎসর্য্যদোষে দুষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল,—আহা, কি সুন্দরমাংসখণ্ড এ বেটা-বেটী খায়, আমি খাইতে পাইনা! এ কি প্রাণে সহে! যদি কোন গোচে এ বাঘিনী মাগীর খাবার মাংস খাইতে পারি, তবেইতো মনের সাধ মিটে। শৃগাল এই চিন্তা করিয়া, ব্যাঘ্রের বাসার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ঘাড় অল্প বাঁকা করিয়া, ভয়েতে সচকিত নেত্রে ইতস্ততঃ পুনঃপুনঃ অবলোকন করত একাকিনী বাঘিনীকে মাংসাহার করিতে দেখিতে পাইয়া, হনুহনু করিয়া হঠাৎ ব্যাঘ্রীনিকটে আসিয়া পশ্চাৎ পাদদ্বয় চাপিয়া বসিয়া অগ্রিম দক্ষিণচরণ ভূয়োভূয়ঃ নাড়িয়া অত্যন্ত ক্রোধে আরক্ত চক্ষুদ্বয়ে ব্যাঘ্রীর দিগে কটমট করিয়া চাহিয়া, নিষ্ঠুর কঠোর বাক্য কহিতে লাগিল। ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মীছাড়া মাগী! তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড়া বেটা কমনে গেল? আমার যে এক শত ভার সদ্যঃস্নিগ্ধ নিরস্থি উপাদেয় আম মাংসপিণ্ড কর্জ্জ ধারে, তার কি তা মনে নাই? ঋণ কেমন বালাই, তাহা বুঝি জানে না। যেমন গর্ভ, তেমনি ঋণ,—গ্রহণসময়ে বড় সুখ, মোচনকালে মার্গ চড় চড় করে। দুঃশীল ব্যলীক বেটাকে প্রায় এক মাস হইল, আমি প্রত্যহ খুঁজিতেছি, দেখা-ই পাওয়া যায় না। আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয় বসিয়া আছি, তাহার খোঁজ-খবরই নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া, আমার দত্ত-মাংসভোজনে মাগুকে চিক্কণা করিয়া, পিণ্ডিশূর গেহেনর্দ্দী বেটা বসিয়া আছে। আন্ মাগী, আজি বেটাক মাংস লইব, তবে উঠিব।

আমার কর্জ্জ দে, শৃগালসদাগরের এই শব্দ শুনামাত্রে ব্যাঘ্রী ভয়েতে কাতরা হইয়া, অস্ত-ব্যস্তে ধড়পড় করিয়া উঠিয়া, পিছড়ী দুই পায়ে বসিয়া আগা দুই পায়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অত্যন্ত বিনয়ে নিবেদন করিল,—হে শৃগাল উত্তমর্ণ মহাশয়! কর্ত্তা আসুন, যে বিহিত হয়, তাহা করিবা। আমি স্ত্রীলোক, কি জানি? স্ত্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে; দেনা, লেনা, পাওনা ও আয়-ব্যয়-স্থিত অর্থাৎ আমদানি খরচ জমা এ সকল লেঠা বড় ঠক্‌ঠকি, সে সকল লটখট্ কি গৃহপিঞ্জরকোকিলা-চপলা-অবলাজাতি করিতে পারে? মাসের উপাসী কি পারণা সহিতে পারে না? এত দিন যদি গেল, আরো কিঞ্চিৎ কাল সামাই কর। তোমার গর্জ্জনতর্জ্জনে আমার ছেলিয়াপিলিয়া গুলিন ডরিয়াছে। এই দেখ, ভেল ভেল করিয়া চাহিয়া আছে। তোমার শরীরে কিছুই দয়া নাই? মাগো! এ কি! স্ত্রী-বালকের উপর এত কেন? ক্ষমা কর, স্থির হও। হে রাম! মর্ম্মান্তিক কটু-কষায়ণ রুক্ষ কতকগুলাক বলিয়া গালি দিলে কি হবে? শিয়াল বাঘিনীর এই বাক্য শুনিয়া, ক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁত কড়মড় করিয়া বাঘিনীর পানে কটমট করিয়া চাহিয়া কহিল,—বেহুড়া মাগি! উনি কিছুই জানেন না, কেবল

খাবেন এই জানেন। আরে মাগি, ইহা কি কখন শুনিস্ নাই। ভর্ত্তা যদি রোগী ও প্রবাসী হয়, তবে ভার্য্যাকে গৃহব্যাপার সকলই করিতে হয়। ভার্য্যা স্বামীর শরীরার্দ্ধ হয়, পতির ধন স্ত্রীর ধন, পতির দেয়, স্ত্রীর দেয়; পতির আদেয়, স্ত্রীর আদেয় হয়। এই যে ছাগুলাককে আমার আমার করিতেছিস, সে ছানাগুলাক কি বাপের ঘর হইতে আনিয়াছিলি? আ মর মাগী, যা যা। তোর যদি এক কালে সকল দিবার গোত্র না থাকে, তবে যেমন সঙ্গতি কিছু কিছু করিয়া ক্রমে দে। "ঋণ-ব্রণ-কলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি।"

বাঘিনী শিয়ালের এই বচন শুনিয়া "মরুক যা এক্ষণে কিছু দিলে যদি এ পাপ আপদ যায়, তবে ছেলেরদের এঠো মাংস যা আছে, তাহাই কিছু দি; এ বালাই দূর হউক।' ইহা মনে করিয়া এক খান মাংস ফেলিয়া দিল। শৃগাল তাহা অল্প জানিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—উহুঁ এতেতো কিছু হবে না, ঢের করিয়া দে। ইহাতে ব্যাঘ্রী আবার কিছু ফেলিয়া দিল। এইরূপে বঞ্চক ব্যাঘ্রীকে বঞ্চনা করিয়া চারি দিকে আলোকন করত অতিবেগে দ্রুতগতিতে গমন করিল। তদনন্তর নিশাবসানে ব্যাঘ্র পদভরে ভূকম্প-প্রায় করত বহুতর মাংস লইয়া ব্যাঘ্রীকে ভক্ষণ করিতে দিয়া, পর্য্যটনপরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে অকাতরে নিদ্রা গেল। ব্যাঘ্রী ইষ্টদর্শনলাভভোগজন্য ত্রিবিধ আনন্দে মগ্না হইয়া সুপ্তোত্থিত স্বামীকে শৃগাল উক্তম-র্ণের সংবাদ কহিতে ভুলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন শৃগাল মাংস লইয়া যায়, ব্যাঘ্রীর পতিকে কহিতে মনে পড়ে না। ইহাতে শৃগাল দিনে দিনে উত্তমমাংসাহারে হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া, শরীর নিরীক্ষণ করত থাকে।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর, এক দিন শৃগালের কথা হঠাৎ বাঘিনীর মনে পড়িলে, স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—ও গো অমুকের বাপ! শুনোত, তোমার এ কি? তুমি না কি একটা শিয়ালের ঠাঁই একশত ভার মাংস কর্জ্জ লইয়াছ! তুমি শূর স্বয়ং স্বাতিত-পশুমাংস ব্যতিরেকে অন্য মাংস খাও না, ও মা! এ কি ছোট লোকের স্থানে কর্জ্জ কর? সে শালার বেটা মাগুয়াড়িয়া গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে,—কতো বা গালাগালি দেয়, নানাপ্রকার অপমান ও ভৎর্সনা করে, মুকৃ করে, চক্ষু ঘুরায়, দন্ত কড়মড়ি করে, আরতো কত কুবাক্য কয়, তাহা কি কহিব? আমি মেয়ে মানুষ, আমার উপর এত জঞ্জাল সে নির্বংশিয়া অন্যায়ের বিকটমুখ দেখিয়া আমার প্রাণ অমনি উড়িয়া যায়,—আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। এ পোড়া-কপালির মরণ হয় না; এত সহিতে হইবে, মনে হয় গলায় দড়ি দিয়া মরি। ছালিয়া-গুলি অক্রবাণ দুগ্ধপোষ্য,—কেবল এই বাছারদের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকি।

ব্যাঘ্রীর এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র কহিল, ছি—ছি! এ কি এমন অমঙ্গল কথা কেন? সে বেটা অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র তীর্থকাক পরপিণ্ডাশী আত্মম্ভরি; তার কথাও কথা,—তাতে আবার তুমি এতো দুঃখ কর—ও হো ফুস কথা। আমার কথা ওদিকে থাকুক, তুমি যদি একবার চক্ষু ঘুরাইয়া ভ্রুকুটী কর, তবে কোথা পলাইবে তাহার পথ পায় না—লাঙ্গুল পোঁদে গুজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায়, তাহার দিশাই পাওয়া যায় না; মরুক গিয়া সে—আমার লক্ষ্য নয়, তার কথা অগ্রাহ্য। হেতাসেতা বেড়াইয়া বড় বেজার হইয়াছি। কাছে আইস, হাঁসিয়া কথা কও পতির এই বাক্যে বাঘিনী স্ত্রীবুদ্ধিপ্রযুক্ত প্রকারান্তর বুঝিয়া অল্প মানিনী হইয়া কহিল,—বটে, এমন! তবে না হবে কেন, হবেইতো, সে আমাকে এত অপমান করে, তাহা আবার তোমার অগ্রাহ্য হয়? যাও মেনে, বুঝা গেল, ও মা তোমার মনে এতোছিল! সে কোটনার মাগু! তোমার সোহাগিনী হইয়াছে হউক, আমাকে কেন শেয়াল দিয়া কাটাও, ও কে

লইয়াই আজি হইতে ঘর কর—আমার কি মা, বাপ, ভাই, বুন, কেহ নাই? হায়, ইহাও হইল! এ অমৃতে বিষ উপজিল; সকলি আমার কপালে করে, তোমার কি দোষ। হে বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল, এত কালে সতীনের জ্বালায় জ্বলিতে হইল! আমি জন্মিয়া কেন না মরিলাম! এ পোড়ামুখীর মুখে আগুন কেন না লাগিল!

এতদ্রূপ নানা প্রকার অনুযোগ আক্ষেপ অনুতাপ দুঃখোক্তি করিতে করিতে স্বজাতিদোষবশতঃ পরপর অতিশয় রোষাবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে কপাল, গাল, বুক চাপড়াইয়া বরাবরটা করিল ও পতির আগে মাথা কুড়িতে লাগিল। তদনন্তর ব্যাঘ্র 'হাঁ হাঁ এ কি এ কি এক করিতে আর হইল! তোমার যে অপমান হয়, সে কি আমার সাধ? হায় তোমার এই বুদ্ধি। স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী। সুস্থ হও।' এই কহিয়া ব্যাঘ্রীকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে বসাইয়া তাহার মুখ জিহ্বাতে চাটিতে চাটিতে কহিল,—আহা এ কপালপোড়া কথা কোথা হইতে অকস্মাৎ উঠাইয়া মিছা দুঃখে দুঃখিনী কেন বা হইলা, আমার মাতা খাইয়া সিন্দুর রেখার স্থানে শোণিত কেন বা বহাইলে, উজ্জ্বল কজ্জললেখাস্থলে নিরন্তর অশ্রুক্ষরণ কি নিমিত্তেই বা করিলা, শঙ্খশোভাস্থানেতে দংশন কিলাগিয়া করিলা, পয়োধরে নখক্ষতজনিতা রক্তধারা বহাইলা, কেবল আপনা আপনি এ সকল নিরর্থক করিয়া কিবা সুখ পাইলা! আহা মরি, মরি,—তোমার বালাই লইয়া। তুমি আমার সুভগা, তুমিই আমার স্বজনী, যে চাঁদমুখ মলিন দেখিতে পারি না, সে মুখে অজস্র বাষ্পবারিধারাও দেখিতে হইল! আমি কিরা করিয়া কহিতেছি,—তোমা বিহীনে আমি আর কাহাকেও স্বপ্নেতেও কখনো জানি না। তুমি আমার প্রাণ হইতেও অধিক। ইত্যাদি নানা প্রকার শান্তবচনে ব্যাঘ্রীর মান অল্পে অল্পে শমতা পাওয়াইয়া বাম শিথিলমানা বাঘিনীকে গাঢ়ালিঙ্গন চুম্বনাদি করিতেই ব্যাঘ্রী অন্তরেচ্ছা মৌখিক নিষেধে প্রবর্ত্তমানা হওত মরুক 'মেনে, যাও যাও তোমার ওই বই আর কি কাজ জানা গিয়াছে। আর খুসুর ফুসুর ফুসুর করিবার দরকার নাই 'আপনার দুঃখে আপনি মরি,—পোঁদের জ্বালায় মরি, মনসা বর দিয়া যাও যাওনা,—তোমার শৃগালীর কাছে; তোমার পথ-পানে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাতারখাগীর চক্ষের জল যে সুখাইলো! নড়োচড়ো না, চুপ করিয়া, শোও, আমার গাটা ঘুম ঘুম করিতেছে, এইরূপে নাকরা করিতে লাগিল।

পরে ব্যাঘ্রমিথুন সুখে বসিয়া কথোপকথন কহিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে শার্দ্দূলের শৃগালদত্ত ঋণাপবাদ মনে পড়াতে জাত ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত ও ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকটদংষ্ট্র ভয়ানক বদন ও অগ্নি পিণ্ডসম চক্ষুদ্বয়ের ঘূর্ণন ও লাঙ্গুলাঘাত চটচটারব ও অত্যন্ত গম্ভীর ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওয়াতে বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল। ব্যাঘ্র আস্ফালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল,—আমি স্ববাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো, মৃগ, মহিষ, মানুষাদি মারিয়া তাহারদের ঘাড়ের সদ্যঃশোণিত পীয়া পাছার খাসা মাংস তোমার জন্যে দাঁতে কামড়াইয়া লইয়া যে নাড়ীভুঁড়ী চামড়াগুলা থু থু করিয়া ফেলিয়া দি, সেই উচ্ছিষ্ট চাটিয়া প্রাণধারণ করে যে,—অসৎ বিজন্মা বেটা, তার এত স্পর্দ্ধা! ওরে ছোট লোকের বাইড় হইলে এমিনি হয়, যেমন পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ ও পাখা উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিপঁড়ার আকাশের উপর উঠা। তাকে আমাকে দেখাইতে পারিবা, ব্যাঘ্রী কহিল, তার আটক কি, সে সর্ব্বনেশে গোসাতে হন হন করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড়, চক্ষু কণকণ যখন করে, তখন ভয়েতে খোকাখুকিগুলির চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়ে ও ছরছর করিয়া মুতিয়া ফেলায়। আমার প্রাণ ধড়ফড় করে, গা থরথর, গরগর, জরজর করে। যদি দৈবাৎ কদাচিৎ

অল্প মাংস দি, তবে ফর ফর করিয়া ফিরিয়া যায়। আবার আপনিই খর-খর করিয়া আইসে। এই সকল নবরঙ্গ ভাব দেখিয়া আমি অমিনি তটস্থ হইয়া থাকি। করি কি, আমি মাইয়া অবলা! তাতে আবার একলা যথেষ্ট করিয়া মাংস দি, তুষ্ট হইয়া যায়, এই যে লোভ পাইয়াছে,তাহা কি ভুলিতে পারিবে? এই এলোপ্রায়, একটুকু থাক, রাতি হউক, আজি তুমি রাত্রে কোথাও যাইও না, নিভৃতে লুকাইয়া থাক।

ব্যাঘ্রীর এই কথাতে ব্যাঘ্র রাত্রিতে গাছের আড়ে লুকাইয়া থাকিল, বাঘিনী ছানারদিগকে লইয়া সোহাগ করিতে লাগিল। শৃগাল মহাজন খাতকের ঘরে কর্জ্জ আদায় করিতে বাসার কাছাকাছি আসিয়া, চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করত ধীরে ধীরে আগমন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রী তাহা দেখিতে পাইয়া,—ঐ দেখ, তোমার সাধু আসিতেছেন, এই মন্দস্বরে কহিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দিশে দেখাইয়া দিল। ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়ামাত্রেই ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর কম্পমান-কলেবর বিস্ফারিতলোচন হইয়া 'হাঁরে ঝেটা! তুই আমার উত্তমর্ণ, আমি অধমর্ণ! ওরে এটো-খেগো! তোর বড় বুক, থাক্ থাক্, এই তোরি ছাতির খরতর নখের বিদারণে তোর ধার শুদি, পলাইস না। এতদ্রূপে অহঙ্কারেতে তর্জ্জ-নাদি করিয়া লাফ দিবামাত্রেই শৃগাল ভীরু হইয়া, গুহ্যে পুচ্ছ গুঞ্জিয়া বাপ বাপ করিয়া, অমিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ব্যাঘ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ব্যাঘ্রী শৃগালপুত্রকে ভয়ে পলায়িত দেখিয়া হাঁসিয়া কহিল,—এখন দৌড়িয়া পলাও কেন? এসো না দিব্য মাংস রাখিয়াছি, লও না, পেট ভরিয়া খাও না, আমাকে মুখ ভেঙচাও না, পা চাপিয়া বস না, হাত লাড়িয়া কোঁদল কর না, হা মাগুরাড়িয়া পোড়াকপালো, চুলায় যা, তোর মুখে পোড়া গোজনা দি, তোর মাতায় বাঁ-পাতে নাথি মারি, এখন ছাই খাও, এই তোর ঘাড়ের রক্ত খায়, মাথা কড়মড় করিয়া চাবায়

এইরূপে অতিত্রাসে ভয়াক্রান্ত শৃগাল মহা-শয় ভূতলসংলগ্ন লম্বায়মান বটের দুই নাম-নার ফাক দিয়া গলিয়া গিয়া, গর্ত্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল। পরে বলদর্প দর্পিত সহজবর্ব্বর একগুঁইয়া, গোঁয়ার ব্যাঘ্র বটবিটপির ঐ বোয়ার মধ্যপথ দিয়া অতিবেগে গলা গলাইয়া নির্গতসমস্তমস্তকমাত্র হইয়া অর্গলাতে অর্থাৎ হাড়কঠেতে ঠোকাগলপ্রায় হওয়াতে কণ্ঠাবরোধে বদ্ধনিশ্বাসোচ্ছ্বাস হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। গর্ত্তমধ্যে সকম্প শৃগাল ভীরুক হইয়া, গর্ত্তের দ্বারে বুঝি বাঘ আইল, এই মনে মানিয়া নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে কিঞ্চিৎ কাল সঙ্কুচিত হইয়া থাকিয়া, ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া স্তব্ধীভূত হইলে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ মুখ বাহির করিয়া বাহিরে ফুট ফুট করিয়া চাহিয়া ব্যাঘ্রকে তাদৃশ-দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে যে, বাঘ কি মরিয়াছে কিম্বা বাঁচিয়া আছে? না মরিয়াইছে, যেহেতুক নিস্পন্দ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট দেখিতে পাই। ইত্যবসরে বাঘের গলার ঘড়ঘড়ি শুনিতে পাওয়ামাত্রেই 'ও বাপ' করিয়া গর্ত্তের ভিতরে গিয়া ভয়ে জর্জ্জর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবস্তব্ধ অর্থাৎ জড়সড় হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃপুনঃ করিতে লাগিল। মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র উদ্‌ঘূর্ণিত তারকাযুগ হইয়া গতাসু হই-লেন। পরেও সাধ্বসাধৈর্য্যহেতু চঞ্চল চক্ষুতে উভয় পার্শ্ব নিরীক্ষণ করত ও মধ্যে মধ্যে স্থগিত হইয়া ঈষৎ বক্রকন্ধর কুটিলদৃষ্টিতে প্রাপ্তপঞ্চত্ব ব্যাঘ্রকে বীক্ষণ করত শনৈঃ শনৈঃ পাদপ্রক্ষেপ গতিতে পশ্চাৎ আসিয়া মুহুর্মুহুঃ মৃত ব্যাঘ্রের মার্গ আঘ্রাণ করিয়া সংশয় ত্যাগ করিয়া মরণাবধারণে জায়মান অত্যানন্দ-সন্দোহে আলাঘরের দোলার ন্যায় টলটল হইয়া শীঘ্র ব্যাঘ্রীসমীপে শৃগালপুত্র আইল ও কহিল,—ওলো লো মাগি! কেমন এখন হইল! যেমন মতি তেমনি গতি! ভাতারের গরবে পা ভুয়ে পড়ে না! তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে।

আয় দেখসিয়া,—কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল। হাঁ রাঁড়ী তোর এত বড় কথা! বামন হইয়া চাঁদে হাত!—আমি কেমন লোক, তা জান না! এখন জানিলি—"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" যা দেখ গিয়া তোর মহাবলপরাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দ্দারাম জাজ্বল্যমান বসিয়াছেন। গেহেনর্দ্দী কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী দুর্ম্মদ বেটা আমার খায়, মাগিলে আবার মারিতে ধায়; যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। যা না দেখ গিয়া—তাহাকে পোঁদে ছেঁছড়ি দিয়া ঘুষড়িয়া লইয়া কাণ মুচড়িয়া ঘাড় মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি, বাবাজী চক্ষু তড়ঙ্গিয়া দাঁত বিদরিয়া পড়িয়া আছেন, বাহাদুরি ঘুষড়িয়া গিয়াছে।

বাঘিনী একথা শুনামাত্র তটস্থ হইয়া হঠাৎ এক নিশ্বাসে উঠিতে পড়িতে তাড়াতাড়ি আসিয়া পতিকে তথাবিধ দেখিয়া গাত্র চাটিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হওত ভূতলে গড়াগড়ি দিয়া, ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গী ও অগ্রিম পাদদ্বয়েতে মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া করুণস্বরে উন্মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎকালানন্তর পশুজাতিপ্রযুক্ত পতিবিরহদুঃখ-বিস্মরণে শিথিলশোক ব্যাঘ্রীকে শৃগাল কহিল,—মর মাগী! আর বিষাদ করিলে কি হবে? যে মরে, সে কি কাঁদিলে ফিরিয়া আইসে? তোর পতি অত্যন্ত দুরন্ত কৃতান্তের অন্তিকে গিয়া ঋণের অপরিশোধনপাপে অনন্তকাল বাস করিল তোরও কি সেই পথ হবে? আত্মা সতত রক্ষণীয়, আপনি থাকিলে ক্রমে ক্রমে কালে সকল সামগ্রীই হয়। গ্রীষ্মকালে নির্জ্জল পুষ্করিণী কি পুনর্ব্বার জলদাগমে পরিপূর্ণসলিলপ্লাবিতা হয় না? শরীরনিমিত্তে সম্বন্ধ জীবনাবধি। মরণোত্তর কেবা কার পতি, কেবা কার পত্নী? জীব জীবেতেই বাঁচে। তোর যে পতি ছিল, সেই কি জীব আর কি জীব নাই? এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলি? ইদানী অন্যজনোপজীবনে জীবিতকাল যাপন কর, কেহ কি কাহার স্বামী বলিয়া চুর্ণে ফোটা দেওয়া হইয়া আছে? আমরা চতুষ্পদ পশুজাতি, বিশেষতঃ আমারদের কাহার সহিত কি সম্পর্ক, লজ্জাই বা কাহা হইতে? ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা কি? বেদশাস্ত্র চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারিক, আমরা বর্ণাশ্রমব্যবস্থাবহির্ভূত। আমারদের শৌচাচমনাচার নাই, খাদ্যাখাদ্যবিবেচনা নাই, যাহাতে স্বাদুবোধ হয়, তাহাই আমারদের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য, তদন্য অন্ন অভক্ষ্য। পুংসাং ভোগার্থে পরমেশ্বর নির্ম্মিত স্ত্রীজাতি পুরুষমাত্রের উপভোগসম্পাদনে কি পাপভাগিনী হয়? ভাবনা কি? ইতঃপর যাহাতে সুখে থাকিবি, তাহার চেষ্টা কর, নিশ্চেষ্টের কি অভীষ্টসিদ্ধি হয়?

বাঘিনী প্রত্যুক্তি করিল,—তুমি যাহা কহিলা, সে সমস্ত বাস্তব। আমি কি গতানুশোচন করিতেছি, তাহা নয়; কিন্তু ইহাই ভাবিতেছি—অতঃপর যে পতি হবে, সে শক্তসমর্থ হবে কি না, দুষ্ট হবে কি শিষ্ট হবে, আমার মনোনীত হবে কি না, আমাতে তাহার মন মগ্ন হবে কি না, সম্প্রীতি দম্পতীসাধ্য,—একতরসাধ্য নয়। আমি স্ত্রী সরলা, যদি কুটিলের সঙ্গে সংযোগ হয়, তবে সে চিরস্থায়ী হবে না;—ধনুকের শরের মত। দুই ঋজু হইলেই উত্তম প্রেমপ্রবাহ বরাবর সমান চলে; কি জানি—কেমন হবে? শৃগাল প্রত্যুত্তর করিল, তার ভাবনা কি? আমিই আছি, তোমার মনে বুঝি আমি লাগিনা মর মাগী গেদারি! আমি যেমন, তাহাতো প্রত্যক্ষে দেখিলি; আর আমার অন্নেতে তোরদের স্ত্রীপুরুষের শরীর। ভাতার তো কৃতঘ্নতা করিয়া অধঃপাতে গেল, তুইও কি অধঃপাতে যাবি,? তোর ভালোর জন্যে কহি, আমার কি? রত্নকেই লোকেরা অন্বেষণ করে, মণি কি লোকদিগকে তত্ত্ব করিয়া থাকে? আমি রসিকশিরোমণি যুবতীজনমনোনীতকামকেলিকলাপ-কোবিদ চাতুরীমাধুরী-লহরীপারগ,—আমার স্ত্রী যে হয়, তাহাকে সকল লোকে শিবা করিয়া কহে। শিবা কে তাহা জানিস,—শিবা সর্ব্বমঙ্গলা আমার পত্নী

হইলে তুইও সর্ব্বমঙ্গলা হবি। সম্প্রতি অনাথা হইয়াছিস্, আমাকে পাইলে সনাথা হবি। আমি শিবাপতি শিব, আমাকে যদি ভজিবি, তবে নিত্য নিরতিশয় সুখ পাইবি। ভদ্রাভদ্র ভাগ্যাধীন ;তোর অদৃষ্টে থাকে--হবে। আমি দয়ালুস্বভাবপ্রযুক্ত পরদুঃখ-হরণেচ্ছারূপ কৃপাতে কহিলাম। এখনও স্বকীয় কল্যাণ যাহাতে বুঝিস্, তাহা কর্। তবে আমার নাম গণাতে আমাকে বঞ্চক নামে বৌদ্ধ বেটা যে গণিয়াছে, সে কেবল ডিত্থ-ডবিত্থাদি শব্দের সমান সংজ্ঞামাত্র, আর পণ্ডিতগুলা কিবা বলে, তাহা তাহারাই বুঝে। এই এক খেদ,—সহস্র নামে পরমেশ্বরকে মার্গ করিয়া বলিয়াছে, পরমেশ্বর কি মার্গ? ঈশ্বর যদি মার্গ হন, তবে আমার নাম বঞ্চক হইলেই বা ক্ষতি কি?

এ বিষয়ে এক কথা কহি শুন,—আমি এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। এক বনচর ঐ দ্বিজকে কহিল,—ওগো মহাশয় বিপ্র! ক্ষিপ্র কুসুমাবচয় করিয়া অর্থাৎ ফুল তুলিয়া আশ্রমে যাও, এ অরণ্যে ব্যাঘ্রভীতি বড়। বামনা বন্যজনের ঐ বচন শুনিয়া আপনার পণ্ডিতাই খাটাইলেন,—বিশেষরূপে আঘ্রাণ যে করে—সে ব্যাঘ্র শব্দের বাচ্য হয়, তার ভয় কি? শুকিলে কি প্রাণী মরে? এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় নিঃশঙ্ক হইয়া পুষ্পচয়নে নির্ভর করিল।—বনবাসির বাক্য শ্রুতমশ্রুত করিল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে খাইয়া ফেলিল। পণ্ডিতের দের এই বুদ্ধি! তাঁহারদের কথাও কথা! সেও আবার গ্রাহ্য! আঃ কপাল! বঞ্চকের ইত্থম্ভুত ভয়প্রীতিবাক্যেব্যাঘ্রী প্রতারিতা হইয়া কহিল,—উ! কেমন করিয়া ইহা হবে? শৃগাল কহিল—মর মাগি, কত নাকরা করিস্, আয়না দেখ—কেমন করিয়া হয়। ইহা কহিয়া ঐ বঞ্চক ব্যাঘ্রীপতি হইয়া থাকিল।

অতএব কহি,—হে মহারাজ! ঋণ বড় মন্দ। যার মিথ্যাপবাদ মাত্রে অতি প্রবল বাঘের এতাদৃশ দুরবস্থাতে পঞ্চত্ব হয়, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল শৃগাল মিথ্যা উত্তমর্ণতানিমিত্তে তৎপত্নীপতি হয়,—বাস্তব ঋণ হইলে না জানি কি হইত! ঈদৃশ অভদ্র যে কর্জ্জ, তৎপরিবাদ আপনকার পরমধার্ম্মিক মহাধনিক পিতাকে কালিদাস দেয়, এ বড় আশ্চর্য্য! ধূর্ত্তের অসাধ্য কি? কপটীরা অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে। ধূর্ত্তকর্ত্তৃক এ জগৎ বঞ্চিত আছে। হে মহারাজ! ধূর্ত্তের আর এক কথা কহি, শ্রবণ করুন—

দ্বৈতবনে কোমল-ঘাস-ভক্ষণে ও সুস্নিগ্ধ নির্ম্মলজল-পানে স্থূলচাকচিক্যশরীর ও উদারস্বভাব সর্ব্বদা সতর্ক এক শশক সুখে বাস করিয়া থাকে। ঐ বনে ধূর্ত্তশিরোমণি নামে এক শৃগাল থাকে। ঐ বঞ্চক সেই শশককে দেখিয়া তন্মাংস-ভক্ষণলালসাতে লোলুপ হইয়া অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসাৎ করিতে না পারিয়া কপট প্রণয়ব্যবহারে স্বায়ত্ত করিতে যত্ন করিল। শশক স্বীয় উদারতাপ্রযুক্ত তদীয় মিথ্যা উপচারে বিশ্বস্ত হইয়া, তাহাকে আপ্ত করিয়া মনে মানিয়া তদাশ্বাসে বিশ্বাস দিনে দিনে অধিক করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ ধূর্ত্তশিরোমণি শশকে আপনার নিতান্ত বাধ্য বুঝিয়া এক শস্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়া আপনি ক্ষেত্রবাহ্যে অতি সাবধানে থাকিয়া শশককে কহিল,—বন্ধু, তুমি অকুতোভয় হইয়া চর। আমি জাগরূক হইয়া আছি! সঙ্কেত করামাত্রে তুমি ত্বরায় পলায়ন করিও।

এইরূপে অভয় দিয়া প্রত্যহ চরায়। দৈবাৎ এক দিবস লাঙ্গলিক নামে তৎক্ষেত্রপতি নববর্দ্ধিত ধান্যক্ষেত্রে চরিতে শশককে দেখিতে পাইয়া পাষণ ফেলাইয়া মারিল। তৎপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে শশক বিদীর্ণ শীর্ণ ও গতপ্রাণ হইয়া পড়ামাত্রে পূর্ণমনোরথ ও আনন্দিতান্তঃকরণ হইয়া ক্ষেত্রপতি এ দিগ হইতে শৃগাল আর এক দিগ হইতে মৃত শশক গ্রহণেচ্ছাতে ধাবমান হইল। লাঙ্গলিক 'হাঁ হাঁ' করিয়া

আসিয়া পড়িয়া মৃত শশককে লইয়া গেল। শৃগাল ত্রাসে অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভেকুয়া হইয়া ভেল ভেল করিয়া চাহিয়া থাকিল। পরে 'চোরের ধন বাটপাড়ে লইল' ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া ক্ষেত্রপতির উপর ঈর্ষা করিয়া দ্রোহ করিতে তার খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল। ক্ষেত্রপতি খামার হইতে ঘরে গিয়া স্ত্রীপুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া মাংস-পাকার্থে নিযুক্ত করিয়া আপনি শস্যরক্ষার্থে মাঠে গেল। কৃষকপত্নী মাংস-পরিষ্কারপূর্ব্বক পাকানন্তর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পতিকে ডাকিতে পুত্রকে পাঠাইল। কর্ষক পুত্রপ্রমুখাৎ তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কহিল,—এ ভূমিখান নিড়াইতে কিছু শেষ আছে, আয়, বাপে বেটায় দুই জনায় তাড়াতাড়ি নিড়াইয়া ফেলি, পাছে খাইতে যাব। ইহা কহিয়া পিতাপুত্রে ক্ষেত্র তৃণরহিত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শৃগাল অমর্দ্দিত শুষ্ক শস্যস্তূপে স্তোকে স্তোকে বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া গৃহের নিকটস্থ বনে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। কৃষকের গৃহিণী ধান্যস্তূপে দোধূয়মান অগ্নি দেখিয়া দৌড়াদৌড়ি ধাইয়া গিয়া স্বামিকে সংবাদ করিল। ওরে মিন্সা, দৌড়িয়া আয়। ধানের গাদায় আগুন লাগিয়া সকল পুড়িয়া ছাই হইল। ইত্যবসরে শৃগাল শূন্যঘরে প্রবেশ করিয়া অন্নমাংসাদি তাবৎ পরম সুখে ভোজন করিল।

কৃষক অগ্নিলাগা শুনামাত্র সত্বর হইয়া খামারে আসিয়া জলোপসেকে বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে কলস আনিতে গৃহে যাইতেছে, ইতোমধ্যে শৃগাল শাড়া পাইয়া গৃহ হইতে নির্গমনার্থ উন্মুখ হইয়া গুরুতর ভোজনেতে উদরভারে শীঘ্র বহির্নির্গত হইতে পারিল না। কৃষক দেখিতে পাইয়া ত্বরায় কপাটে শৃঙ্খল লাগাইয়া দিল। শিয়ালের পো কারাগারবদ্ধ-প্রায় হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর লাঙ্গলিক কৃচ্ছ্রে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত হইয়া ভোজ্য দ্রব্য ব্যাঘাতে জাত-মহাক্রোধে শৈলিক্রমে গৃহাভ্যন্তরে গিয়া দৃঢ়-তর রজ্জুতে কণ্ঠদেশ আঁটিয়া বান্ধিয়া শৃগালকে টানিয়া হাতিনাতে পাড়িয়া কাতি করিয়া ফেলিয়া শৃগালের পিছাড়ি দুই পাতে আপন দুই পদতলের ভর দিয়া তার উপরে চাপিয়া বসিয়া স্ত্রীকে কহিল,—ওলো মাগি! কতকগুলা ধূলা শীঘ্র আন, এ শালার বেটাকে জব্দ করি। চাসানী ধূলা আনিয়া দিল। কুপিত মূর্খ লাঙ্গলিক পাঁচনিতে ঠাসিয়া শৃগালের মার্গ সকল ধূলা পুরিয়া স্ত্রীকে ডাক দিল। হেদেরে মাগি, আর কতকগুলি ধূলা শীঘ্র আনতো, শালার মার্গে ভাল করিয়া ধূলা ভরি। বেটা বড় দুঃখ দিয়াছে। তৎপত্নী কহিল,—মা গো, শিয়ালটার পেটে কতো ধূলা যাবে! দেখই না কেন,—মার্গ পুরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিবড় মূঢ় চাষা অধোমুখ হইয়া শৃগালের গুহ্যদ্বার নিরা-ক্ষণ করিতেছে। ইত্যবসরে ধূর্ত্তশিরোমণি বঞ্চক কাশিয়া এক মরুৎকর্ম্ম করিয়া চাষার চক্ষু ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল। চাষা—"বাপরে বাপরে মলামরে, ওলো মাগি! দোড়লো, দৌড়লো, চক্ষু গেল গেল" এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে বন্ধন শিথিলমাত্রে শৃগাল অমনি ঝটিতে ধড়-পড় করিয়া উঠিয়া চাষার পাচার এক কামড় দিয়া এবং চক্ষে ধূলা দিয়া গেল। চাষা হাবা হইয়া ইস্ উস্ করত থাকিল।

তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া, ওমা এ কি হইল! শিয়ালের কামড় বড় মন্দ, না জানি—মোর ভাগ্যে কি আছে? অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলেপিলাগুলিন পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটরমসুর শাক পাতশামুক গুগুলি সিজা-

ইয়া খাইয়া বাঁচি, খড়কুটাঙ্কাটা শুকনাপাতা বক্কী তুষ ও বিলঘুটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি, কাপাস তুলি, তুলা করি, ফুঁড়ী, পিঁজী, পাঁইজ করি, চরকাতে সূতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই, তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পণেক দশ গণ্ডা যা পাই ও মিনসা পাড়াপড়সিরদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লূণ করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ধান কুড়াই, শিজাই শুকাই, ভানি, খুদকুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই, সে দিনতো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠেকরিয়া থায়। তেল বিহনে মাথায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথাখানি ছালিয়াগুলিকের গায় দি। আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায়ে দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই, তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা, হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়াগণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না। এক আধ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয়, তবে তার সুদ দাম দাম বুঝিয়া লয়, কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয়, তবে সোনা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোঁয়াল ফাল হালিয়াবলদ দামড়াগরু বাছুর বকনা কাঁথা পাথর চুপড়ী কুলা ধুচনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না, কত বা সাধা-সাধনা করি—হাতে ধরি, পায় পড়ি, হাত জুড়ি, দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর! দুঃখির উপরেই দুঃখ! ওরে পোড়া বিধাতা! আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস! তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি? মাস রাঁধিলাম ও ভাত আর আর বেসাতি রাঁধিলাম, মনে বড় সাধ ছিল,—মাউগ-ভাতারে ছালিয়াগুলিকে সঙ্গে লইয়া সুখে বসিয়া খাব। সে সকল বাসনা কেমনে গেল, শেষে পাছার মাস পর্য্যন্ত খুলিয়া শিয়ালে খাইল! এ শিয়াল কামড়ার ঘা ভাল নয়, কত দিনে বা শুকাইবে, কোথা বা ওষধ পাব? এইরূপে দুঃখোক্তি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং তৃতীয়স্তবকে তৃতীয়কুসুমম্।

চতুর্থ কুসুম।

সভাবিচক্ষণ কহিলেন,—হে ভোজরাজ! প্রতারকের প্রতারণাতে প্রতারিত না হয়, এমত লোক অতি বিরল। কালিদাস বড় কুচক্রী, তাহার এ কেবল চক্র,—আপনকাকে ফক্কিকা দিতে, এই এক ফন্দি করিয়াছেন। যে ফাঁদ পাতে সে অবশ্য ফাঁদে পড়ে। অতএব কালিদাস আপনকাকে ফেরে ফেলাইতে যেমন ফাঁকি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তেমনি ফাঁকি দেওয়া উপযুক্ত হয়।—'বিষস্য বিষমৌষধং।' ভোজরাজ কহিলেন,—তাহার উপায় কি? সভাসদ্ কহিলেন,—আপনকার জনকের স্বহস্তাক্ষরলিখিত যে লিপি আছে, সেই লিপি কালিদাসকে দেওন। রাজা বলিলেন,—সে কোন্ পত্র। সভ্য কহিলেন,—সে পত্রী এই,—যাহাতে লেখা আছে যে, অয়নাংশজ-আষাঢ়মাসান্ত দিবসে মধ্যাহ্নকালে এই নারিকেল বৃক্ষের উপরে অনেক স্বর্ণ আমি রাখিলাম। আমার পর আমার উত্তরাধিকারী ষোড়শবর্ষবয়স্ক প্রাপ্তব্যবহার হইলে লইবে, ইতোমধ্যে কদাচিৎ হস্তসাৎ করিবে না; যদি করে, তবে এই দিব্য ইতি।

কালিদাস তোমার পৈতৃক মহাজন; অতএব তুমি নিষ্কপটে ঐ শকট-মুদ্রাঙ্কিত পৈত্র্য চীরক লেখ্য পৈত্রকর্জ্জপরিশোধনার্থ তাঁহাকে দেও। যেমন ঋণ তাহার তেমনি শোধন;—যক্ষানুরূপ বলি। ভোজরাজ ইহা শুনিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া সে সভাসদ্‌কে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ করিয়া কহিলেন,—এ উত্তম পরামর্শ হইয়াছে, এই কর্ত্তব্য। ইহাতে কালিদাসের আত্মকবিত্বপ্রযুক্ত যে অহঙ্কার, সে অহঙ্কার চূর্ণ হবে এবং যাহা পাবেন, তাহাতে শূন্যমাত্র লাভ হবে। এইরূপ যুক্তি করিয়া সকলে স্বস্থানে গমন করিলেন। পরে পরদিবসে অকালে সকলে কৃতপ্রাতঃকৃত্য হইয়া সভাতে যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং কালিদাসও তৎসভারূঢ় হইয়া ঐ কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা কণ্ঠস্থ পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঠের ন্যায় অনায়াসে সে কবিতার ঝটিতি অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! কালিদাস অন্যরচিত প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন; আমরা এ কবিতা অনেক দিন অবধি জানি, এ শ্লোক নব্য নয়। আপনি পিতৃঋণাপকর করুন।—জনকের কর্জ্জ পুত্রের অবশ্য পরিশোধ্য।

তদনন্তর ভোজরাজ ঐ লিখিত পত্র কালিদাসের হস্তে দিলেন। কালিদাস পত্রার্থ অবগত হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! তুমি সৎপুত্রকুলপ্রদীপ; তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য এ কর্ম্ম কেন না হবে? কিন্তু ইহাতে ইয়ত্তাপরিমাণ কিছু নাই, সকল আদায় হবে কি না, ইহার নিশ্চয় কিছু বুঝি না। রাজা কহিলেন,—তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার বৃদ্ধিগ্রহণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ; তুমি ইহাতে যাহা পাইবা, তাহাতে মূলধনসংখ্যাতে অষ্টাদশ মুদ্রার অভাব হইবে, ইহা আমি ধ্রুব জানি। কালিদাস কহিলেন,—সাধু সাধু! সে অল্প বিষয় ক্ষতিকর নয়, যদি অনেক উন হয়, তবে তাহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে। আপনকার নিকটে কোন বিষয় অসমঞ্জস হইতে পারিবে না। ইহা কহিয়া আয়নাংশমতে আষাঢ়-মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে, অতএব ছায়ারূপে বৃক্ষাগ্রদেশ বৃক্ষমূলে থাকে; এই কারণে বুঝি—এই নারিকেলবৃক্ষমূলে ধন আছে, ইত্যাকারক তৎপত্রের তাৎপর্য্যাবগত হইয়া সে নারিকেল বৃক্ষ সমূলোন্মূলন করিয়া অধোভূমিভাগে নিখাত অর্থাৎ পোঁতা তাম্রময় পঞ্চোদঞ্চনেতে অর্থাৎ তাঁবার পাঁচ জালাতে সঞ্চিত পঞ্চলক্ষ স্বর্ণ পাইলেন। কালিদাসের এতাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া অগ্রস্তুত হইয়া চিত্রার্পিতপ্রায় তটস্থ হইয়া থাকিলেন।

কালিদাস কহিলেন,—হে ভোজরাজ! ঋণশেষ অনেক থাকিল, তাহার কি? সসভ্য ভোজরাজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর সকলের নীরব হইয়া থাকাতে কালিদাস উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! বহুকবিব্রাহ্মণবঞ্চনার এই পঞ্চলক্ষ-স্বর্ণোৎসর্গ তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইল। ঋণশেষ পরিশোধার্থ তুমি আজি অবধি এই কর,—যথাশক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিরদের নব কবিতা শুনিয়া প্রতিজ্ঞাতদান ও মানেতে সম্মান কর। সজ্জনেরদের সঙ্গে কাপট্যাচরণ পরিবর্জ্জন করিয়া সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও। এইরূপ যদি কর, তবে ঋণশেষ হইতে মুক্ত হইবা, নতুবা ঋণশেষ রোগশেষ শত্রুশেষ যেমন হয়, তাহাতো জান,—তৎফলভাগী হইতে হইবে। ভোজরাজ অভব্য ও লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া মৌনেতেই সম্মতি করিলেন। তৎপর কালিদাস সানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। তিথি বার নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধ দিবসে চন্দ্রতারানুকূল্যে শুভলগ্নে রাজাসাক্ষাৎকার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। উজ্জয়িনীপতি মহারাজাধিরাজ শুশ্রূষু হইয়া আমোদপূর্ব্বক তদাদি তদন্ত তন্নতন্ন করিয়া সকল সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট ও ভূয়িষ্ঠ হৃষ্টচিত্ত হইয়া কালিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র

যে তুমি, তোমার এতাদৃশ লাভাস্পদ যে যশোরাশিপ্রকাশ, সে—কি বিচিত্র! রাজারা স্বদেশেতেই পূজিত, পণ্ডিতেরা সর্ব্বদেশেতেই পূজ্য। ভূপতির স্বীয় বসুমতী বসুদায়িনী, ধীরের সমস্ত বসুন্ধরা ধনদাত্রী। আর দেখ, বিধাতৃনির্ম্মাণ ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন সুখ-দুঃখময় ষড়রস-শালি ও নানাসাধন-সামগ্রীসাপেক্ষ হয়। কবিনির্ম্মিত যে, সে—সাধনান্তর-নিরপেক্ষ বাঙ্মাত্রসাধ্য নবরসরুচির সুখমাত্রময় নিয়তি-কৃত-নিয়মরহিত হয়। অতএব বিধিসৃষ্টি হইতে কবিসৃষ্টি উত্তম। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় বিধিসৃষ্টির পরাজয়কারিণী যে আপনকারদের অনির্ব্বাচ্যতর সৃষ্টি, সে যে ভোজরাজকৃত কুসৃষ্টির জয়কারিণী হবে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়।

কলিদাস কহিলেন,—হে বহুতরপণ্ডিতালঙ্কৃত পরমধার্ম্মিক মহীন্দ্র! তুমি তোমার সেই মহীন্দ্র-নামের গুণেতে দেবলোকে দেবরাজ মহেন্দ্রের সমাখ্যাতে বিখ্যাত হইয়াছ। এতাদৃশ-ভবৎপুণ্যপ্রতাপে ইন্দ্রজালবিদ্যা-প্রচারকারি-ভোজরাজের সভা জয় করিয়া কবিসমূহ-প্রতারণাজনিত তদীয় পাপোপশমনার্থ প্রায়-শ্চিত্তরূপে যে পঞ্চ লক্ষস্বর্ণ আনিয়াছি, তাহা সমগ্র ভোজরাজব্যাজবঞ্চিত পণ্ডিতবর্গকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহারদিকে যথাযোগ্য বিতরণ করি, এই মনোরথ করিয়াছি; যেহেতুক প্রায়শ্চিত্তদ্রব্য গ্রহণেতেও পাপ হয়, ইহা প্রাচীন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরদের মতে শাস্ত্র ব্যবস্থাসিদ্ধ আছে।—যেমন অনুমতি হয়। রাজা সস্মিত বচনে কহিলেন,—হে সরস্বতীবর-পুত্র! বিদ্যারত্ন-মহাধনেতে যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারাই ধনবান্; যেহেতুক ধনের ফল সুখ; তাঁহারদেরই নিত্য নিরন্তর সুখ। তাদৃশ ধনের যে অভাব, সে-ই নিধন; অতএব তদ্ধনে ধনিক তোমার এই বাক্য উচিত হয়। এতদ্রূপে রাজানুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রকারে সে সকল স্বর্ণ কবি-ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে বিতরণ করিয়া অহরহর্নবনবকবিতারস-রাশিতে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। বৈজপাল-ভূপালনন্দন কালিদাসের এতাদৃশ মাহাত্ম্য ও প্রভাব শুনিয়া কহিলেন,—হে অধ্যাপক! কালিদাস এতাদৃশ মহানুভব হন—যে কারণে তাহাতে আমার শুশ্রূষা হইয়াছে, আজ্ঞা করুন। গুরু কহিলেন,—হে সচ্ছাত্র! এ উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব সে কথা কহি, শুন।

শারদানন্দনসংজ্ঞক রাজগুরুর কন্যা সরস্বতীসমান সমস্তবিদ্যাবিশারদা তিলো-ত্তমাসদৃশ সুন্দরী বিদ্যোত্তমানাম্নী ছিলেন। তিনি এই পণ করিয়াছিলেন,—আমাকে যে পরাজয় করিবে, সে-ই আমার পতি হবে। বিদ্যোত্তমার এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদেশে প্রকটিত হওয়াতে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা আসিয়া শাস্ত্রার্থের বাদবিতণ্ডা জল্পরূপ ত্রিবিধসম্বাদে বিসম্বাদগ্রস্ত হওত পরাজিত হওয়াতে বিবদমান হইলেন। তদনন্তর ঐ অপ্রস্তুত বিপ্রতিপন্ন বিদ্বানেরা তৎপ্রতি বিরূপ হইয়া চক্রান্ত করিয়া এই অবধারণ করিলেন যে,—কোন যুক্তিতে কৌশলক্রমে এক মহা-মূর্খকে এ পণ্ডিতমানিনীর স্বামি করিয়া ঘটাইতে হইল; নতুবা এ পণ্ডিতমানিনীর আত্মশ্লাঘা ও আস্পর্দ্ধা ও গরিমা ও অহঙ্কার চূর্ণ হইবে না। স্ত্রীলোকের ঈদৃশ অহমিকা অত্যন্ত বিসদৃশ। এই পরামর্শ স্থির করিয়া সকলে এক প্রৌঢ় মূর্খের অন্বেষণ করিতে লাগি-লেন। অকস্মাৎ একদিবস বনমধ্যে দেখিলেন যে,—এক লোক বৃক্ষের উচ্চতর যে শাখার উপরে আপনি বসিয়াছে, সেই ডালকে তীক্ষ্ণধার কুঠারে স্বয়ং ছেদন করিতেছে। তথাবিধ দরিদ্র সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পরাভূত ধীরবর্গেরা পরস্পর কহিলেন যে,—এ মনুষ্য অবশ্য ঘোরমূর্খ হবে; যেহেতুক স্বাশ্রয় বিনাশ স্বতঃ করিতেছে; তৎপরক্ষণেই যে আত্মবিনাশ, তদ্দোষদৃষ্টিও এ মূঢ়ের নাই। অতএব এ লোক সে পণ্ডিতম্মন্যার ভর্ত্তা যেরূপে হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই নিশ্চয় করিয়া তাহাকে ডাকিলেন,—ওরে বাছা! গাছ হইতে নামিয়া নামোতে আইস!

তোমাকে দুগ্ধ খাইতে দিব। এই বাক্য শুনিয়া ঐ মূর্খ ভব্য ব্রাহ্মণেরদের অনুকূলশব্দ-শ্রবণেতে তৎক্ষণাৎ নিদ্রোত্থিত পুরুষবৎ সচেত হইয়া ইতস্তত: অবেক্ষণ করিয়া একত্র অনেক লোক দেখিয়া মনে মনে ভয় ভাবিয়া অল্পে অল্পে বৃক্ষাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাষ্ঠপ্রতিমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী-নিকটে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতেরা কহিলেন,—আমারদের সঙ্গে আয় তোকে দুগ্ধ খাইতে দিব। সে কহিল,—সে আবার কেমন রে বাবু? পণ্ডিতেরা কহিলেন,—ওরে বাপু, দুগ্ধ বকের মত ধোবো। সে কহিল,—তবেতো আমি খাব না, আমার গলায় লাগিবে। পুনর্ব্বার পণ্ডিতেরা কহিলেন,—ওরে বিবাহ করিবি? ইহা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাহা করিয়া হাঁসিয়া কহিল,'হুঁ তাহা করিব।' শিশ্নোদরপরায়ণ অজ্ঞ এইরূপ কহিলে পর, সাক্ষেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন যে,—আমরা স্ত্রী হইতে পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র অনাদৃত হইয়াছি, স্ত্রী হইতে পরাজয় ও সর্ব্বত্র অনাদর, এই দুই একৈকে মরণকল্প। সে দুই আমারদের এক্ষণে হইয়াছে। আপনকারা বৃদ্ধ, বিবাহেচ্ছু নন, এপ্রযুক্ত সে স্থানে যান নাই, অতএব অস্মদাদির সদৃশ মরণতুল্য অপমানগ্রস্ত যদ্যপি না হউন, তথাপি 'এদেশে কেহ পণ্ডিত নাই' একটা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রে পরাস্ত করিতে পারিল না, এই সার্ব্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাণ্ডিত্য প্রথিত হইল। অতএব আমারদের পরামর্শসিদ্ধ এই যে নীতিবিরুদ্ধ দুর গ্রহগ্রহণে বিপরীতফলভাগিতা, সে কুমারীর এই বর ঘটাইয়া সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ করি। এ বিষয়ে আপনকারদের সহায্যাপেক্ষা আমরা সকলে করি। তাহাতে মহাশয়েরদের যেমন অভিরুচি হয়, তেমন করিতে অবধান হউক। বৃদ্ধেরা কহিলেন,—তোমারদের যে অভিমত, আমাদেরও সে অনুমত, তোমারদের অভিপ্রেতার্থসিদ্ধিতে আমরা সচেষ্ট অবশ্য হইব। আমারদিগকে আনুকূল্য কি করিতে হইবে, তাহা কহ।

কন্যাজিত কবিরা কহিলেন,—অহো চক্রস্থ মহাত্মাৎ ভগবান্ ভূতভাংগতঃ' এতন্ন্যায়ে চক্রপ্রভাবে এইলোককে সেই কন্যার বর করার বিষয়ে আপনকারা এই আনুকূল্য করুন যে, এই ব্যক্তিকে আপনকারাও গুরুতুল্য করিয়া মানুন; তবে আমরা এ লোককে সে কন্যার বর করিয়া ঘটাইতে পারিব। আপনকারদের এই ব্যক্তিকে গুরুতুল্য করিয়া মানাতে ছাত্রতাস্বীকার পাপ করাতে কিছু হানি হবে না। বৃদ্ধেরা কহিলেন,—পণ্ডিতেরদের প্রসিদ্ধি.—পাণ্ডিত্যস্থাপনার্থে ও তন্নিমিত্ত বৃত্তিরক্ষার্থে, আমারদের ইহা-হইতে অপকৃষ্ট অপকর্ম্ম করাতেও পৌরুষই আছে। কিন্তু এ জনের একবার বাক্য প্রয়োগ করামাত্রেই আমারদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাটী, বৈদগ্ধ্য, সকল যে এককালে ফাঁক হবে, তাহার কি? সমানবেশবিন্যাসকারি মূর্খ ও পণ্ডিতের কাক-কোকিলের অবিশেষ-বৎ বিশেষপরিচয়াভাব যৎকিঞ্চিৎ বাক্য-প্রয়োগমাত্রেই ব্যক্ত হইবে। যুবক বুধেরা কহিলেন, সভাতে মূর্খের রক্ষাকর্ত্তা কেবল মৌনাবলম্বন। অতএব এ লোক সে সভাতে অস্মদাদিপ্রদর্শিত অভিনয় করিয়া মিথ্যাচারে স্বপাণ্ডিত্য খ্যাপন করিবে; আমরা সকলে ইহাকে সুশিক্ষিত করিতেছি। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অগ্রে বৃদ্ধপণ্ডিতদিগকে কন্যা-স্বয়ম্বর সভাতে পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ নব্য পণ্ডিতেরা সে মানুষকে ধৌতধবল নবাম্বরযুগল ও নবীন যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইয়া গঙ্গামৃত্তিকাতে কপাল যুড়িয়া দীর্ঘ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ ফোটা করিয়া দিয়া বামহস্তেতে এক নস্যপাত্র দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং পথে পথে ঐ ব্যক্তিকে শিক্ষা করাইতে লাগিলেন যে, আমারদের মধ্যে ইনি ইঙ্গিতজ্ঞ। ইনি সে

সভাতে ভ্রূমুখ-হস্তাঙ্গুলীভঙ্গীতে যখন যে প্রকার আকার অর্থাৎ ইসারা করিবেন, তখন তুমি তেমনি ভ্রূকৌটিল্যাদি ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিবা। কদাচিৎও কিছু কহিবা না,—কেবল চুপ করিয়া থাকিবা, তবে নবতরণী সুন্দরী কুমারীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। আমারদের উক্ত বাক্য ব্যতিক্রম যদি কিছু করিবা, তবে তোমার বিবাহ ত সুদূর পরাহত—প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে। দেখ, সাবধান—সতর্ক থাকিবা ; কদাচিৎ অন্যমনস্ক হইবা না। এইরূপ নানাপ্রকার ভয় ও প্রীতি দর্শন করাইয়া ঐ লোককে অগ্রে করিয়া সকলে সভাপ্রবেশ করিলেন।

সভাপ্রবিষ্টমাত্রে পূর্ব্বাগত বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা সহসা উঠিয়া অভ্যুত্থান করিয়া সভামধ্যে ঐ ব্যক্তিকে বহুমানপুরঃসর বসাইয়া বাম দক্ষিণ পশ্চাদ্ভাগে যথাযোগ্য সকলে বসিলেন। যবনিকা-মধ্যস্থ কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইনি কে? সভাস্থ পণ্ডিত সকলে একবাক্য হইয়া কহিলেন,—ইনি সাক্ষাৎ ভূবৃহস্পতি বিদ্যাসাগর মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রার্থসংশয়ের একভঞ্জনস্থান ব্রহ্মচর্য্যব্রতী মৌনী—আমারদের সকলেরি ভট্টাচার্য্য—নির্জ্জন বনে থাকিয়া শাস্ত্রানুশীলন করত কালযাপন করেন। আমাদের যখন যে শাস্ত্রের ভ্রম ও সন্দেহ ও পূর্ব্বপক্ষ হয়, তাহা এই মহাশয় ইঙ্গিতমাত্রে সিদ্ধান্ত করিয়া নির্ণয় করত সংশয়চ্ছেদন করেন ও আমারদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। ইহাঁর তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী সম্প্রতি ভূমণ্ডলে আমারদের দৃষ্টচর কেহ নাই। ইনি অদ্বিতীয় বিদ্বান্। তোমার বিদ্যাতে তুষ্ট হইয়া আমরা সকলে তোমার উপযুক্ত উত্তম পাত্র ও অকৃতদার এই মহাশয়কে জানিয়া অনেক যত্নে ও আয়াসে ও চেষ্টাতে আনিয়াছি। তোমার উপকারার্থে আমরা সকলে ঘটক হইয়াছি। "অস্মুভির্বস্তুভিঃ সুললিতবাগ্ভিঃ পরোপকারঃ ক্রিয়তে সদ্ভিঃ" এবম্বিধ বাগাড়ম্বরেতে সকলে ঐকমত্যে কন্যার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিলেন।

তদনন্তর কন্যা কহিলেন,—ইহাঁর বয়োনুমানে এতাদৃশ বিদ্যাবিষয়ে আমার অসম্ভাবনা বোধ হয়। অল্পকালে যদিও বহু বিদ্যা হয়, তথাপি অনেক কাল ব্যবসায় ব্যতিরেকে পরিপাক হয় না। কুমারীর এই বাক্য শুনিয়া ভাবি বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্রদর্শিত অভিনয় দ্বারা উত্তর করিলেন। সেই প্রাচীন পণ্ডিতেরদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্মিতমুখে অষ্টাঙ্গুলি প্রথমতঃ দেখাইলেন ও বক্র করিলেন। পরে সভানিকটস্থ ভট্টদিগকে দেখাইয়া কন্যার দিগে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন। তাহা কন্যা না বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন,—এ মহাশয় সঙ্কেতে কি উত্তর করিলেন, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে যুবা পণ্ডিতেরা হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে মুগ্ধে! তোমার প্রথমত এই এক প্রকার পরাজয় হইল; যেহেতুক শাস্ত্রার্থ-বিজ্ঞাপনের যে সমস্ত উপায়, তাহার মধ্যে অভিনয় যে এক প্রকার উপায় তাহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ; সে তোমার বোধ-জনক না হইয়া বিফল হইল অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য আমরা সে অভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকটন করি, তুমি মনোযোগ করিয়া জান। অগ্রে অষ্টকরশাখা দেখাইয়া অষ্টাবয়ব জানাইলেন। পরে বক্র হইয়া বক্রতা বুঝাইলেন এতদ্রূপে অষ্টাবক্রসংজ্ঞা সূচাইলেন। তদনন্তর ভট্টদিগকে দেখাইয়া বন্দী নাম জানাইলেন। এই সমুদায় সঙ্কলনে অষ্টাবক্র বন্দিসংবাদ সূচিত করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতের প্রতি অবলোকন ও তোমার দিগে হস্ত প্রসারণ করিয়া সংসূচিত সংবাদ তোমাকে শুনাইয়া তোমার উক্তির প্রত্যুক্তি দিয়া তোমাকে অধিক জ্ঞানোপদেশ করিতে বৃদ্ধদিগকে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর কুমারী সে অভিনয়ের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত অপ্রস্তুতা হইয়া কহিলেন,—সে সম্বাদ কেমন? বৃদ্ধেরা কহিলেন,—ইহাতেও যদি বুঝিতে

না পারিলা, তবে বিশেষ বিবরণ করিয়া কহি—শুন। এই অষ্টাবক্র-বন্দিসম্বাদ যুধিষ্ঠিরকে লোমশনামা মুনি পূর্ব্বকালে কহিয়াছিলেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়স্তবকে চতুর্থকুসুমম্।

——

পঞ্চম কুসুম।

পূর্ব্বে উদ্দালকনামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার নিকটে কহোড়াখ্য এক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেন। ঐ উদ্দালক গুরু কহোড় শিষ্যের পঞ্চ বিংশতি বয়সের মধ্যে সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি করাইয়া তদনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অধীত-শাস্ত্রার্থ-জ্ঞান-সম্পন্নতা দেখিয়া এবং শুশ্রূষাতে সন্তুষ্ট হইয়া সুজাতা নাম্নী স্বতনয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। এইরূপে কহোড় সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মার্থে নিত্য স্বাধ্যায়াধ্যয়ন যাগ দান কর্ম্মত্রয় ও বৃত্ত্যর্থ অধ্যাপনা যাজনা প্রতিগ্রহ ক্রিয়াত্রিতয় করত গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিলেন। সুষুপ্তিকালব্যতিরেকে অহোরাত্র অনুক্ষণ বেদার্থ ভাবনা ও বেদ পাঠ করেন। এতদ্রূপে বহু শিষ্যোপশিষ্যসমভিব্যাহারে পরমেশ্বর-প্রণিধানে সমঙ্গাভিধ নদীতীরে সুখে বাস করেন। কিয়ৎকালানন্তর ঐ সুজাতা মুনি-পত্নীর গর্ভ হইল। কুক্ষিস্থ বালক স্বপিতার নিরন্তর ত্রয়ীপাঠ শ্রবণ করিয়া গর্ভস্থাবস্থাতেই ঈশ্বরানুকম্পাতে ত্রয়ীবিদ্যাতে নিপুণতর হইলেন। দৈবাৎ এক দিবস রাত্রিযোগে সর্ব্বশিষ্য মধ্যে কহোড় বেদোচ্চারণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে মাতৃগর্ভস্থ শিশু স্বপিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে তাত! আপনি সমস্ত রজনী বেদপরায়ণ করেন। নিদ্রা-আলস্য তন্দ্রাদি দোষে উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। আমি আপনকার ধর্ম্মবলে মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সর্ব্ববেদপারগ হইয়াছি। কহোড় শিষ্যমধ্যে গর্ভস্থ বালকের বাক্যে স্ববেদোচ্চা-রণ-দোষোদ্ঘাটনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গর্ভস্থ অর্ভককে অভিশাপ দিলেন যে,—'আমি তোমার পিতা,—অতিগুরু, তুমি আমার উচ্চা-রণের দোষাখ্যান করিয়া শিষ্যমধ্যে অসম্ভ্রম করিলা, এই অপরাধে তুমি অষ্টাঙ্গে বক্র হইয়া অষ্টাবক্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবা। মহাগুরুর অপমান-নিষেধতাৎপর্য্যে এতদ্রূপ শাপ দিয়া পুত্রের বেদজ্ঞতানৈপুণ্যরূপ পরম-শোভাপ্রযুক্ত অঙ্গকৌটিল্যকৃত সৌন্দর্য্যহানিকে অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে হর্ষিত হইয়া থাকিলেন।

পরে কতিপয়দিবসানন্তর সুজাতা ব্রাহ্মণী পতিসমীপে বিনয়ে নিবেদন করিলেন,—হে স্বামিন্! আমার প্রসবকালাসন্ন হইল, এ সময়ে কিছু ধনের উদ্যোগ করার আবশ্যক। কহোড় সহধর্ম্মিণীর এই বাণীতে বিদেহ-নগরে জনকরাজের যজ্ঞসভাতে বিত্তপ্রাপ্তি-নিমিত্তে গমন করিলেন। সেই সময়ে সর্ব্ব-শাস্ত্রপারদর্শী বন্দিনামে এক অতি বড় পণ্ডিত বিদেহরাজের আমন্ত্রণে সভাগত-পণ্ডিতগণ-সঙ্গে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই,—আমি যাহাকে পরাজয় করিব, তাহাকেই জলে ডুবাইব। আমি যাহা হইতে জিত হইব, তৎকর্তৃক আমি জলে নিমজ্জিত হইব। মিথিলাধিপতি জলাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-বরুণতনয় বন্দির এতাদৃশ ভয়াবহ প্রতিজ্ঞাভিপ্রায় বুঝিয়া পূর্ব্বনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরদের বিদ্যাপরীক্ষার্থে পুরপথে পদ-ব্রজে পরিভ্রমণ করিতে লাগিয়াছিলেন। কহোড় মিথিলাধিরাজ রাজধানী প্রবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রতিপত্তি জন্মাইয়া বন্দিসঙ্গে শাস্ত্রীয়বাদার্থকোটী-সঙ্কটে পড়িয়া তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া জলে নিমগ্ন হইলেন। পরে তৎপত্নী সুজাতা ও শ্বশুর উদ্দালক ও শ্যালক শ্বেতকেতু এ সমাচার গোচর হইয়া অত্যন্ত বিদ্যমান হইলেন। বিশেষতঃ সুজাতা পতিবিরহা-নলসন্তপ্তা হইয়া থাকিলেন।

পরে বালক মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে পর, উদ্দালকমুনিশাসনে অজ্ঞাত-পিতৃবৃত্তান্ত

হইয়া মাতামহকে পিতা ও মাতুলকে দাদা করিয়া মানিয়া দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান হওত অষ্টাবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে পর, এক দিবস মাতামহ-ক্রোড়েতে অষ্টাবক্রকে বসিতে দেখিয়া শ্বেত কেতু আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে ভাগিনেয়কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শ্বেতকেতু কহিলেন,—তোমার পিতার ক্রোড় এ নয়। ইহা শুনিয়া অষ্টা-বক্র রোদন করত স্বজনকজিজ্ঞাসু হইয়া মাতৃসন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জননি! আমার জনক কে? কোথায় বা আছেন? সুজাতা পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষু হইয়া পতির নদীমজ্জনবার্ত্তা আমূলতঃ বিশেষ করিয়া সমস্ত কহিলেন। অষ্টবক্র তাহা শুনিয়া রোষশোকপরিপূরি-তান্তঃকরণ হইয়া পিতৃবৈরিপরাজয়ার্থ বিদেহ-রাজের সমাজগমনেচ্ছু হইয়া শ্বেতকেতুনামা মাতুলকে কহিলেন,—ওগো মামা! আইস, মিথিলাতে গমন করি। শুনিতে পাই রাজা মহাশ্চর্য্যময়ী সভা বহুকালাবধি করিয়াছেন নানা দেশীয়প্রাজ্ঞসমূহসমাগমে বড় সমারোহ হইয়াছে; বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র প্রসঙ্গে তত্ত্ব বিচার হইয়াছে, যজ্ঞের বড় ঘটা; তথা গেলে শাস্ত্ররহস্যার্থশ্রবণে বিচক্ষণ হইব,—অত্যুত্তম চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিব।

এইরূপ মানস করিয়া মাতুল-ভাগিনেয় দুই জনে মিথিলানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অষ্টাবক্রকে পুরদ্বারমার্গে আসিতে দেখিতে পাইয়া একদৃষ্টিতে নিরী-ক্ষণ করত পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন। অষ্টাবক্র সম্মুখাগত হইয়া রাজাকে কহিলেন,—আমাকে যাইতে পথ দেও। রাজা কহিলেন,—পথ কার? অষ্টা-বক্র কহিলেন,—যদ্যপি ব্রাহ্মণ সম্মুখে মিলিত না হন, তবে পথ—রাজার ও স্ত্রীর ও বরের ও ভারিকের ও বধিরের ও অন্ধের। ব্রাহ্মণ সমক্ষগত হইলে পর বর্ত্ম কেবল ব্রাহ্মণেরি হয়। রাজা অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ-বালকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—যথাসুখে শুভ গমন করুন। অল্প বহ্নিও দাহ করে, দেবরাজও শিশুকে প্রণতি করেন।

অনন্তর অষ্টাবক্র রাজদ্বারে সমাগত হইলেন ও দ্বারপালদিগকে কহিলেন,—ওরে দ্বারিরা! আমরা দুইজন যাগদর্শনার্থ আসিয়াছি, আমারদিগকে যজ্ঞশালাতে যাইতে দে। দৌবারিকেরা কহিল,—আমরা বন্দির আজ্ঞাবর্ত্তী; তাঁহার আদেশ এই আছে যে,—বালকেরা এ সভাতে প্রবেশয়িতব্য নয়, প্রাচীন সমীচীন বিচক্ষণ দ্বিজেরা এ পরিষদে প্রবেশনীয়। অষ্টাবক্র কহি-লেন,—যদি বৃদ্ধেরা প্রবেশ করিতেছেন, তবে আমরাও প্রবেশযোগ্য হই, যেহেতুক আমরা বিদ্যাবৃদ্ধ। কায়বৃদ্ধ যে, সে বৃদ্ধ নয়, জ্ঞানগরীয়ান্ যে, সে-ই গোষ্ঠীমধ্যে গরিষ্ঠ। যেমন অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দীর্ঘ যে শালদ্রুম, সে মহীয়ান্ নয়, কিন্তু স্বল্পও যে ফলশালী পলাশী, সে-ই বড়। দৌবারি-কেরা কহিল,—বালকেরা বৃদ্ধেরদের হইতে অধ্যয়ন করিয়া কালে গুরুতর হন, তুমি বালক, বৃদ্ধের মত কথা কহিতেছ। অষ্টা-বক্র কহিলেন,—বয়সেতে শুক্লশ্মশ্রুতে দেহ-দৈর্ঘ্যেতে বিত্তেতে বন্ধুতে বংশতে যে বড়, সে আমাদের মধ্যে বড় হয় না, কিন্তু যে সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত, সেই মহান্; ঋষিরা এই ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়াছেন। বন্দিকে দ্রষ্টুকাম হইয়া আমি আসিয়াছি, আমার সমাচার রাজাকে সুগোচর কর; অদ্যই মৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত বন্দিকে সকলে দেখ। দৌবারি-কেরা কহিল,—তুমি দ্বাদশবর্ষীয় বালক, কি প্রকারে যজ্ঞসভাতে প্রবেশ করিবা? আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারিব না; কিন্তু তোমার সভারোহণার্থে যত্ন করি, তুমিও কোন প্রযত্ন কর।

অনন্তর অষ্টাবক্র রাজপ্রশংসার্থ স্বকৃত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার অর্থ এই;—হে মহারাজ জনকদেব! তোমার সম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ও পাণ্ডিত্য ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব-নিশ্চয়শুদ্ধবুদ্ধিতা আমি কি বলিব? যে তোমাহইতে ভূদেবী শ্রীদেবী বাগ্দেবী-রূপিণী পরমেশ্বরগৃহিণী জন্ম লভিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া জানকী নামে চতুর্দ্দশভুবনে বিশ্রুতা হইয়াছেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞ প্রবর শুকদেব জ্ঞানশঙ্করাবতার বেদব্যাসনামক পিতার আজ্ঞাতে যে তোমার স্থানে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবাদি সর্ব্ববিদ্যার আকর সূর্য্যের শিষ্য যোগিশ্বর যাজ্ঞবল্কা অসং-পক্ষপাতি লক্ষলক্ষ বিপক্ষ পণ্ডিতেরদের পূর্ব্বপক্ষ প্রক্ষেপ করিয়া যে তোমার সমক্ষে তত্ত্বনির্ণয় করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার করামলকন্যায় তোমার করাইয়াছেন আর যেমন ইন্দ্র দেবতারদের মধ্যে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট, তেমনি তুমি ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়বর্গমধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং বহুবর্ষাবধি আরব্ধ তোমার এ যজ্ঞনমারো-হও তেমনি। এই শব্দ কর্ণকুহরপ্রবিষ্ট হবামাত্রে রাজা আজ্ঞা দিয়া অষ্টাবক্রকে সভারূঢ় করাইলেন। অষ্টাবক্র সভারোহণ করিয়া কহিলেন,—হে জনকরাজ! কোথায় তোমার সে বন্দী?—যে সভামধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাস্ত কবিয়া জলে নিমগ্ন করিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, তাহাকে আমাকে দেখাও। যেমন সূর্য্য তারাগণকে স্বতেজে অভিভূত করেন, তেমনি আমি আজই তাহার অভিভব করিয়া অগাধ সলিলে নিমগ্ন করিয়া তাহার প্রৌঢ়াহঙ্কার এই চূর্ণ করি। রাজা বলিলেন,—তুমি বন্দিকে বিশেষরূপে না জানিয়া এ প্রকার আত্মশ্লাঘা করিতেছ; বন্দির সামর্থ্য যাবৎ না জানিয়াছ, তাবৎ তাহাকে জয় করিব এমত কহিতে যোগ্য হও না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই; তুমি বালক কিরূপে তাঁহাকে পরাজয় করিবা? তোমার ক্ষমতা জানিয়া তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে অনুজ্ঞা দিব; অগ্রে আমি যে প্রশ্ন করি, তাহার উত্তর কর। অষ্টাবক্র কহিলেন,—আমার মত বাদিকে তিনি এপর্য্যন্ত নিরস্ত করেন নাই, আজি মৎকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বন্দী ভগ্নদর্প অবশ্যই হইবে। রাজা কহিলেন,—কথামাত্রে কিছুই হয় না ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ কর;—আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেও। রাজা ইহা কহিয়া প্রশ্ন করিলেন। সে প্রশ্ন এই,—প্রত্যেক ত্রিংশৎপরিমিত অবয়ব যার, তাদৃশ দ্বাদশাংশ-বিশিষ্ট ও চতুর্ব্বিংশতিপর্ব্বযুক্ত ও ষষ্ট্য-ধিক শতত্রয় আড় অর্থাৎ পাওনা যার, তাহাকে যে জানে, সে উৎকৃষ্ট পণ্ডিত।

অষ্টাবক্র শ্রবণমাত্রে উত্তর করিলেন,—হে মহারাজ! একৈকে ত্রিংশদ্দিনাবয়ব, দ্বাদশ-মাসাত্মক-দ্বাদশনেমিযুক্ত অথচ চতুর্বিংশতি-পক্ষরূপ-চতুর্বিংশতিপর্ব্বযুক্ত ষষ্ট্যুত্তর ত্রিংশ-দ্দিনাত্মক তাবৎসংখ্যক আড়েতে অন্বিত ঋতুষট্ক্স্বরূপষন্নাড়ীশালি নিরন্তর চরিষ্ণু যে সম্বৎসরচক্র, সে সর্ব্বদা তোমার শুভা-বহ হউক। অষ্টাবক্রের এই সদুত্তর পাইয়া রাজা পুনর্ব্বার দুই প্রশ্ন করিলেন যে,—শ্যেনপাত নাম যাগেতে সংযুক্ত হয় যে বড়বাদ্বয় সেই দুই বড়বার গর্ভাধান দেবতারদের মধ্যে কোন্ দেবতা করেন? আর সেই গর্ভে যে অর্ভক হয়, সে বা কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর কর। অষ্টাবক্র কহিলেন,—হে রাজন্! অথর্ব্ব বেদবিহিত শত্রুসঙ্কুল ভস্মীকরণফলক আভিচারিক শ্যেনপাতাখ্য যজ্ঞেতে ইষ্টকা-রচনাবিশেষ-রচিত চিত্যাকৃতিসংযুক্ত বড়বাদ্বয়ের গর্ভাধান-কর্ত্তা ও অর্ভকরূপে জাত হন যে—এক অগ্নি, সে তোমার শত্রুরদেরও গৃহে না যাউক অর্থাৎ গর্ভাধানকর্ত্তা ও বহ্নি আর বড়বাদ্বয় যে ফলরূপ অর্ভককে প্রসব করে, সেও—সেই বহ্নি; যে হেতুক শ্যেনপাতযাগফলেতে শত্রুকুল

বিনাশ হয়। রাজা এই উত্তরত্রয় করাতে অষ্টাবক্রের শাস্ত্রীয় পদার্থ-জ্ঞানে নৈপুণ্য জানিয়া লৌকিক বস্তুর বাস্তব জ্ঞান পরীক্ষার্থে পুনঃপ্রশ্ন করিলেন,—হে বালক বিদ্বান, কহ,—সুপ্ত কোন্ জন্তু চক্ষুর নিমীলন না করে—ও জন্মিয়া কে রোদন না করে—আর কার বা হৃদয় নাই—বেগেতে বা কে বাড়ে? অষ্টাবক্র রাজকৃত এই প্রশ্ন সকলের সদ্য উত্তর করিলেন,—মীন, অণ্ড ও প্রস্তর, নদী। তদনন্তর জনকরাজা অষ্টাবক্রের প্রশংসা করিলেন,—হে বিদ্বদ্বৃন্দ-ধুরন্ধর হে বামনাবতার-তুল্য-বালকাকার বিবিধ বিদ্যাপ্রবৃদ্ধ! তোমার বক্তৃতার উপমার স্থান সম্প্রতি মনুষ্যলোকে তত্ত্ব করিয়া আমি কিছুই পাই না। বুঝি,—তুমি সামান্য মানুষ নহ। অষ্টাবক্র কহিলেন,—হে যাজ্ঞিকবর, হে মুক্তামাল্যতুল্য রাজরাজী-মধ্যনায়ক! তোমার সমান যজ্ঞশীল জগতীতলে —'ন ভূতো ন ভাবী ন বা বর্ত্তমানঃ।' সে বন্দী কোথায়? তাহাকে শীঘ্র আন, তার ব্রাহ্মণহিংসার ফল-পরিপাক কালরূপী,—আমি উপস্থিত হইয়াছি; তাহাকে প্রতিফল দি।

রাজা কহিলেন,—তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দিলাম। ঐ দেখ, বন্দী বসিয়া আছেন। রাজার এই কথা শুনামাত্রে দ্রুত গতিতে বন্দিসমীপে গিয়া রাজেঙ্গিত-দত্ত স্বর্ণ-পীঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া পিতৃবৈরিজ্ঞানে জনিতরোষে বিস্ফারিত-শোণিত-নয়নে বন্দিকে, বারম্বার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন। সভাস্থ সভ্যসকল সহিত মিথিলাধিপতি চিত্রা-র্পিতারন্ত প্রায় হইয়া কৌতুক দেখিতে লাগি-লেন। হে বন্দিন্! নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে চপেট প্রহারে তুমি বিনিদ্র করিয়াছ ও ওষ্ঠাধরপ্রান্ত লেলিহান কালসর্পকে পাদে তুমি স্পর্শ করিয়াছ, তুমি আজি ছাড়ান পাবে না। আমার সঙ্গে তোমাকে কথোপকথন করিতে হবে, স্থির হও। আমার বাক্যের উত্তর তুমি দেও, কিম্বা তোমার বাক্যের উত্তর আমি দিই। অষ্টাবক্রের এই বাক্য শুনিয়া বন্দী কহিলেন,—এক ব্রহ্ম আকাশাদি ভূতভৌতিক প্রপঞ্চসকলকে ব্যাপিয়া আছেন। এক অগ্নি নানারূপে সমিদ্ধ হইয়াছেন। এক সূর্য্য সকল লোককে আলোক করিতেছেন। বলাধিপতি এক দেবরাজ সর্ব্বশত্রুনিসূদন করিতেছেন। অষ্টাবক্র উত্তর করিলেন,—দুই প্রকৃতি পুরুষ,—এ সকল লোকের সৃষ্টি করিয়া-ছেন। দুই স্ত্রী পুরুষ,—সেই সৃষ্টিকে উত্তরোত্তর বাড়াইতেছেন, ইন্দ্র অগ্নি দুই পরস্পর সখা। নারদ পর্ব্বত দুই দেবর্ষি, দুই অশ্বিনী কুমার, রথের দুই চক্র। এইরূপে বন্দির সহিত অষ্টাবক্রের দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত পরস্পর পদ্য-চ্ছন্দে প্রশ্নোত্তর হইলে পর, বন্দী ত্রয়োদশ সংখ্যাতে শ্লোকার্দ্ধ রচনা করিয়া পরার্দ্ধপূরণ করিতে না পারিয়া বিরত হইলেন। পরে অষ্টাবক্র তৎক্ষণে উত্তরার্দ্ধ পরিপূর্ণ করিয়া শীঘ্র চতুর্দ্দশের চতুষ্পদী পড়িয়া লজ্জাতে অধোমুখ মৌনী চিন্তাক্রান্ত বন্দিকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মহত্যা-কালপাশবদ্ধগল! তুমি অবিলম্বে জলশায়ী হও। আমার পিতৃবিরহানল নির্ব্বাণ হউক। বন্দী বলিল,—আমি জলা-ধিষ্ঠাতৃদেব বরুণের পুত্র। আমার পিতা বহু বর্ষাবধি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। যে যাগে সভাশোভার্থে বিদ্যাবাদ-প্রতিবাদে জলমজ্জন-রূপ পণের ছল করিয়া পিতৃযজ্ঞশালাতে পণ্ডিতদিগকে প্রেরণ করিয়াছি, অদ্য সে যজ্ঞ সমাপন হইবে। তোমার পিতা ও আর আর ব্রাহ্মণবর্গেরা বহুমূল্য বসনভূষণেতে ভূষিত ও নানা ধনদান-সম্মানেতে মান্য হইয়া অদ্য আসিবেন। অষ্টাবক্র বন্দির বাক্যেতে অনাদর করিয়া রাজাকে কহিলেন,—হে রাজন্! বন্দী আমাকে বালক জানিয়া বাক্‌কৌশলে ভুলাই-তেছেন। তুমি কি আমার বচন শুন নাই? ইহার জীবদ্দশায় থাকাতে লোকের উপকার কিছু নাই। সর্পের উদরস্থ দুগ্ধতুল্য দুষ্টের উদরবর্ত্তিনী বিদ্যা কেবল পরের প্রাণ-পীড়নপ্রয়োজন। খলজন যদ্যপি অত্যুত্তম বিদ্যাতেও প্রদীপ্ত হয়, তথাপি মন্ত্রিতে

বিভূষিত সর্পতুল্য দূরতঃ পরিবর্জ্জনীয় হয়। হিংস্রের বিদ্যা,—বিরোধের নিমিত্তে ও ধন,—মত্ততাজন্যে ও শক্তি,—পরপীড়ার্থে। সাধুজনের বিদ্যাদিত্রয় যথাসংখ্য—জ্ঞান, দান, দুর্ব্বলরক্ষণার্থে। অতএব হে মহারাজ! ইহাকে চর্ম্মকর্কশরজ্জুতে সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া অতলস্পর্শ সাগরের সলিলে শীঘ্র ডুবাও। রাজা কহিলেন,—হে ধন্য মান্য বরেণ্য ধীরাগ্রগণ্য! তোমার দিব্যবাণীশ্রবণে সুধাষিক্তচিত্ত আমি হইয়াছি। তোমার অভিলষিত সিদ্ধি শীঘ্র হইবে। ইহাকে অন্যের দ্বারা জলে ডুবাইতে হবে না। ইনি বরুণপুত্র, স্বতই সত্বর জলে নিমগ্ন হইবেন। অষ্টাবক্র কহিলেন,—ইনি যদি বরুণ-তনয়, তবে তোমারি বা ইঁহাকে জলে ডুবাইলে ক্ষতি কি? সর্প কি বিষকলসপ্রবেশে মরে? বহ্নি কি বহ্নিকে দগ্ধ করে? বন্দী কহিল,—আমি বরুণাত্মজ। জল হইতে আমার ভয় নাই। এক মুহূর্ত্তমধ্যেই তুমি আপন পিতাকে দেখিতে পাইবা। ইহা কহিয়া সমুদ্রতটে আসিয়া জলপ্রবিষ্ট হইয়া নিমজ্জিত ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া জল হইতে উঠাইয়া উত্তম বস্ত্রভূষাভূষিত দ্বিজসমূহ সহিত বন্দী দুই দণ্ডমধ্যে জনক-রাজসভাতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কহোড় অষ্টাবক্রের স্বীয়নন্দনরূপে পরিচয় পাইয়া তৎপাণ্ডিত্য প্রশংসা শ্রবণজনিতানন্দে অশ্রুনয়নে ভূয়োভূয়োবলোকনপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া সভোপবিষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিতে লাগিলেন,—পুত্র! পাণ্ডিত্য ও শিশির কালে অগ্নিকুণ্ড ও শিশুর বাক্য ও গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, এই সকল মনুষ্যলোকে অমৃত। তুমি আমার পুত্র—দিগ্বিজয়ী বিদ্বান্ শৈশবেতেই হইলা। আমি ঈশ্বরানুগৃহীত ধন্য কৃতকৃত্য হইলাম। আমার অসাধ্য সাধন তোমাহইতে হইল। পূর্ব্বপুণ্যপুঞ্জ পরিপাক প্রযুক্ত কাপুরুষেরও পুত্র সৎপুরুষ হয়। অপাণ্ডিতেরও পণ্ডিত-পুত্র হয়। নির্ধনেরও ধনবান পুত্র হয়। অশূরেরও বীরপুত্র হয়। অযশস্বীরও যশস্বী পুত্র হয়। আমার যশের অপচয় হইয়াছিল। কুলপ্রদীপ সৎপুত্র তোমা হইতে উপচয় হইল। এইরূপে বৃদ্ধসম্মত পুত্রের শ্লাঘা করিয়া সমস্ত সভ্যসমেত স্বয়ং আহ্লাদিত হইয়া মহারাজ জনককে সপুত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বহুতর ধনদান-মানেতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া স্বাশ্রমে আসিয়া পুত্রকে কহিলেন,—ও প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র! এই নদীতে অবগাহন করিয়া আইস। অষ্টাবক্র পিতৃআজ্ঞাতে নদীতে মজ্জন করিয়া উন্মজ্জন করামাত্রে অষ্টাঙ্গ কৌটিল্য বিমুক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ সমতাপন্ন হইয়া মাতাপিতৃচরণস্পর্শপূর্ব্বক সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিমান্ ও আত্মজ্ঞান্ ও তপস্বী ও বেদপাঠে নিরত হইয়া থাকিলেন। সে নদী তদবধি সমঙ্গানামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপিও আছে। এই অষ্টাবক্র মুনির তপোবন অদ্যাবধি বীরভূমিতে তৎস্থাপিত বক্রেশ্বরাখ্য শিবের নামে প্রখ্যাত হইয়া আছে।

জনকরাজ যজ্ঞসভাতে বরুণপুত্র বন্দী রাজবন্দনা ও সভাস্থ-পণ্ডিত-সম্বর্দ্ধনা করিয়া উত্থাপিত বাহুদ্বয়ে সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি মহাগুরু পিতার আদেশেতে সার্ব্বভৌম জনকরাজার সঙ্গে গূঢ়াভিসন্ধি মন্ত্রণা করিয়া উত্তর কালে উত্তম আপাততঃ মন্দ কর্ম্ম করিয়া স্থূলদর্শী সামান্য লোকনিকটে যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণে কলঙ্কী হইয়াছিলাম, সেই সকল ব্রাহ্মণের বাক্যস্বরূপ নির্ম্মল জলে রাজসম্মুখরূপ মহাতীর্থে স্নাত হইয়া তৎকলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া নিষ্কলঙ্কে গৃহে গমন করি। এই বাক্য মুক্তকণ্ঠে কহিয়া বন্দী প্রস্থান করিলেন। তাৎকালিক লোকেরদের এই উপাখ্যান বৃদ্ধপণ্ডিত কন্যাকে শুনাইয়া কহিলেন,—হে স্বয়ম্বরে! এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইঙ্গিতসূচিত উপাখ্যানের রহস্যার্থ যে, বয়ঃকনিষ্ঠও যদি সবিদ্য হয়, তবে সে-ই বড়। বয়োজ্যেষ্ঠ যদি অবিদ্য হয়, তবে সে

খাট। আর পণ্ডিতেরা যদি কদাচিৎ কোন বিদ্যাবিবাদে পরাভূত হন, তবে তাঁহারা তৎপ্রযুক্ত অমান্য হন না। যদি তেমন হইত, তবে বন্দী পরাজিত পণ্ডিতগণকে স্বপিতৃযজ্ঞসভাতে প্রেরণ করিয়া সম্মানিত করিতেন না—বন্দী তাহা করিয়াছেন ; অতএব সে নয়। আর অনেককে পরাজয় করণে কেহ যেন কখন গর্ব্ব না করে, এতদর্থ স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বরেচ্ছাতে মনুষ্য-শিশু হইতে পণ্ডিতপ্রবুদ্ধ দেবপুত্রের পরাভব প্রদর্শিত হইয়াছে। আর অনেক লোকের মনোরথ ভঙ্গ যে করে, তাহার স্বমনস্থ বৈপরীত্য হয়। আর বহুজনসহ কলহে বহুতর বৈরী উপস্থিত হওয়াতে, অঘটন-ঘটনা অবশ্যই হয়। অতএব অনেক লোকের সঙ্গে বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। আর দুরাগ্রহ গ্রহণ লোকনিন্দিত হয়; অতএব তাহা করা উপযুক্ত নয়। এই সকল নীতি তোমার উপদেশার্থে অস্মদাদিদ্বারা এ মহাশয়কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল। সম্প্রতি তোমার অভিপ্রায় বুঝিলে সুসদৃশ চেষ্টা করা যায়—যাহাতে বিসদৃশ কিছু না হয়।

পণ্ডিতবর্গের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কন্যা মনে করিলেন, ইনি দারপরিগ্রহ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী মৌনী ; এই কারণে মৌন-ব্রতভঙ্গ-ভয়ে কথা কহিবেন না। ভাল, দেখি—আমি কোন সঙ্কেতে ইহার পাণ্ডিত্য কি পর্য্যন্ত তাহা বুঝি। এই মনে করিয়া 'এ জগতের কারণ এক চেতন' এই অভিপ্রায়ে এক অঙ্গুলি দেখাইলেন। বর একাঙ্গুলি দেখামাত্রে স্বীয় মূর্খতা প্রযুক্ত মনে করিল, কন্যা যে এক অঙ্গুলি দেখাইল, ইহাতে বুঝি—আমার এক চক্ষু কাণা করিবেক, এই কৌতুক আমার সঙ্গে করিল। তবে আমিও কন্যার সঙ্গে কুতূহল করি 'তবে আমিও তোমার দুই চক্ষু কাণা করিব।' এই মনে করিয়া হঠাৎ অঙ্গুলীদ্বয় দেখাইল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ পণ্ডিতেরা ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া কন্যাকে কহিলেন, হে কন্যে! তোমার প্রশ্নের সমুচিত উত্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়াছেন। তুমি 'এক চেতন জগতের কারণ' এই অভিপ্রায়ে একাঙ্গুলি প্রদর্শন করাইয়াছিলা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃতিসহকারে চেতনরূপী পুরুষ এ সংসারের কারণ হন, স্বস্বরূপমাত্রে হন না। অতএব প্রকৃতি পুরুষ দুই চরাচরাত্মক জগতের কারণ, এই আশয়ে দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া তোমার পক্ষ খণ্ডন করিলেন। এক পুরুষমাত্র কিম্বা এক প্রকৃতিমাত্র হইতে সৃষ্টি কখন হইতে পারে না ; অতএব প্রকৃতি-পুরুষসংযোগে এ সমস্ত সংসারের সৃষ্টি। কন্যা পণ্ডিতেরদের এই প্রকার বহুবিধ চক্রেতে স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত বিড়ম্বিতা হইয়া ঐ বরকে বিবাহ করিলেন।

ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং পঞ্চমকুসুমে তৃতীয়স্তবকঃ ॥

চতুর্থ স্তবক।

প্রথম কুসুম।

তদনন্তর রাত্রিযোগে বর-কন্যাতে এক শয্যাতে বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে এক উষ্ট্র শব্দ করিল। তাহা শুনিয়া কন্যা বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ ধ্বনি কে করিল ? বর কহিলেন,—উষ্ট। কন্যা কহিলেন,—কি, আবারতো কও। বর কহিলেন,—উট্র। কন্যা ইহা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া এক শ্লোক পড়িলেন। সে শ্লোক এই ;—"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ কিং নকরোতি স এব হি তুষ্টঃ। উষ্ট্রে লম্পতি রম্বা যস্বা তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা। এই "শ্লোকের অর্থ;—বিধি রুষ্ট হইলে কি না করেন ? তুষ্ট হইলেই বা কি না করেন ? ইহার প্রমাণ যে, উষ্ট্রশব্দের কখন রেফের লোপ করে, কখনও ষকারের লোপ করে, এতাদৃশ বর্ণজ্ঞানরহিত মূর্খেরে আমাকে দেন আর রূপগুণসম্পন্না আমারে তাহাকে দেন। এই স্ত্রীর এই বাক্য শুনিয়া তৎপতি ঘৃণা ও লজ্জাতে অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আপনাকে

ধিক্কার করিয়া প্রাণত্যাগার্থে দৃঢ় নিশ্চয়ে ঐ রাত্রে বন প্রস্থান করিল। বহুল হিংস্র-জন্তু-সমাকুল নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন নিবিড় বিপিনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত কালিদাস পূর্ব্বজন্মার্জিত সমূহপুণ্য পরিপাকে ঐ বনমধ্যে পত্রকুটীরে সুপ্ত এক সিদ্ধপুরুষের স্বপ্নাবস্থায় মুখ হইতে নির্গত নীলসরস্বতীর সিদ্ধমন্ত্র শ্রবণমাত্রে দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্ধকারে অদৃষ্ট অথচ উদ্বন্ধনমৃত রজস্বলা চণ্ডালীর শবের উপরে উপবিষ্ট হইয়া "মন্ত্রস্য সাধয়েৎ শরীরস্য পাত-য়েৎ" ইত্যাকারক দার্ঢ্যপূর্ব্বক নিষ্ঠা করিয়া মহানিশাতে তন্মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক বিবিধ বিভীষিকা-প্রদর্শনেতেও উত্তরসাধকের সাহায্যব্যতিরেকে অকুতোভয় ও নিশ্চল হইয়া জপ করিতে করিতে নিশাবসানে সূর্য্যোদয়কালে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মহাবিদ্যা নীলসরস্বতী দেবীকে কালিদাস প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। পরে সম্মুখবর্ত্তিনী দেবী কালিদাসকে আজ্ঞা করিলেন,—ওরে বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার অনেক উপাসনা করিয়াছিলা; কিন্তু সিদ্ধির প্রতিবন্ধক অবশিষ্ট পাপপ্রযুক্ত আমি তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিলাম না। সম্প্রতি বিদ্যোত্তমার সহিত বিবাহ জন্য সংস্কারেতে তৎপাপাপনোদন হওয়াতে দৈবাৎ তোমার পূর্ব্বজন্মজপ্ত মন্ত্র পাইয়া অল্পায়াসে ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়-নিষ্ঠাতে আমাকে প্রত্যক্ষ করিলা। আমি বরদাত্রী, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। এই সারস্বত কুণ্ডে অবগাহন করিয়া আইস।

অনন্তর কালিদাস হর্ষোৎফুল্ললোচনযুগলেতে সাক্ষাদৃষ্ট-মূর্ত্তিমতী দেবীকে সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য ও ধন্য করিয়া মানিয়া দেবীর নিদেশে সমীপস্থ সারস্বত সরোবরে সশিরস্কস্নাত হইয়া দেবীচরণদ্বয়ে অর্পণার্থ মৃণালসহিত পদ্ম উৎপাটন করিয়া দক্ষিণহস্তে এক পদ্ম বাম হস্তে উৎপল লইয়া দেবীসম্মুখে আগত হবামাত্র হঠাৎ কালিদাসের মুখ হইতে এক কবিতা নিঃসৃতা হইল। সে কবিতা এই;—"পদ্মমিদং মম দক্ষিণহস্তে বামকরে লসদুৎপলমেকং। ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে কর্কশনালমকর্কশনালং।" ইহার অর্থ;—হে পঙ্কজনেত্রে! আমার দক্ষিণ হস্তে এই এক পদ্ম, সে কর্কশনাল অর্থাৎ সকণ্টক মৃণাল আর বামকরে এক উৎফুল্ল উৎপল,—সে অকর্কশনাল অর্থাৎ চিক্কণ মৃণাল। এই দুয়ের মধ্যে তুমি কি ইচ্ছা কর? তাহা কহ। দেবী কহিলেন,—তোমার যে ইচ্ছা, আমার সেই ইচ্ছা। পরে কালিদাস স্ত্রীর দক্ষিণভাগ সূর্য্যাত্মক পুরুষপ্রধান ও বামভাগ চন্দ্রাত্মক স্ত্রীপ্রধান হয়, এই বিবেচনা করিয়া অঞ্জলীকৃত পাণিযুগলে পুষ্পদ্বয় গ্রহণ করিয়া কোমলতর বামচরণকমলে প্রথমতঃ সুকোমল মৃণালোৎপল অর্পণ করিয়া কোমল দক্ষিণ পাদপদ্মে কণ্টকিত মৃণালপদ্ম অর্পণ করি-লেন! অতএব কালিদাস সাঙ্খ্যসপ্ততিনামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকৃতিপ্রধানবাদ স্বমত খ্যাপন করিয়াছেন অনন্তর ভক্তবৎসলা সুপ্রসন্না বরদা আদ্যা বিদ্যা কালিদাসকে আদেশ করিলেন,—ওরে বৎস! "বরং বৃণু" অর্থাৎ স্বাভিলষিত চাও। কালিদাস বর প্রার্থনা করিলেন,—"হে মাতঃ! মহাবিদ্যাং মহ্যং দেহি" অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা আমাকে দেও। দেবী কহিলেন,—আমি মহাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, উপাসক তোমার কার্য্যার্থে বিগ্রহবতী হইয়াছি, তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধ্যর্থে আমি আপনাকে তোমারে দিলাম। আজি অবধি তোমার রসনা-গ্রবাসিনী হইয়া থাকিলাম, যখন ইচ্ছা করিবা, তখনি আমার এই রূপ নয়নগোচর করিতে পারিবা। কিন্তু তুমি প্রথম স্বমুখবহির্গত কবি-তাতে আমাকে পদ্মনেত্রে এই আদ্যরসঘটিত সম্বোধন করিয়া অগ্রে আমার মুখবর্ণনা করিলা। আরাধ্যা নায়িকা বর্ণনা চরণাবধি করিতে হয়, সামান্য নায়িকা বর্ণনা বদনাবধি করিতে হয়, তাহার ব্যতিক্রম তোমার রহিল। অতএব তুমি সামান্যবনিতাতে শৃঙ্গাররসাবিষ্টচিত্ত এই

অবধি হইবা। কালিদাস দেবীর এই বচন শুনিয়া ম্লানবদন হইয়া আপনকাকে সাপরাধ মানিয়া লজ্জাতে অধোমুখ হওত তাঁহাচরণ-কমলযুগলাবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবী স্ববরপুত্র কালিদাসকে বিষণ্নমুখ দেখিয়া স্বয়ং অঞ্জলিতে সারস্বত কুণ্ডোদক আনিয়া কালিদাসকে আজ্ঞা করিলেন,—ওরে বৎস! পাত্র আন, এই মদ্দত্ত বিদ্যারসরূপ সারস্বত সরোবরবারি পান কর। স্বশরীরান্তর্গত জাড্যদোষরূপ পঙ্ক প্রক্ষালন কর। মুখমালিন্য দূর কর। পুত্রের অপরাধ মাতার গ্রহীতব্য নয়; কিন্তু আত্ম-কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-ফল-ভোগ অবশ্যম্ভাবী। কালিদাস দেবীর এই বচনে নিজাপরাধ মার্জ্জনা মানিয়া বৃক্ষের বল্কলে কৃত পুটকে অর্থাৎ ডোঙ্গাতে দেবীপ্রসাদলব্ধ পানীয় পান করিয়া পীতাবশিষ্ট জল কিঞ্চিৎ স্বকান্তার্থে রাখিলেন। এই ক্রটিতে কর্ণাট সম্রাট্‌বনিতানিকটে কালিদাস দিগ্বিজয়ী হইয়াও ভ্রান্তপ্রায় অসম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে নীলসরস্বতী দেবী বর প্রদান করিয়া কালিদাসমস্তকে নিজবরদ করার্পণকরণক আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। দেবীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কালিদাস মন্দিরে আনন্দে গমন করিলেন। নিজনগরে প্রবেশ করিয়া ঐ ভাণ্ডস্থ কুণ্ডোদক দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া ঘটকর্পরনাম কুম্ভকারাগারে 'কালকূট গরল এই পাত্রে আছে' এই কথা কুলালকে ভয়প্রদানার্থে কহিয়া গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া স্বপত্নী-শয়নাগারদ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৎপত্নী অগ্রে পতির অপমান করিয়া পশ্চাৎ পরিতপ্তারূপ কলহান্তরিতা নাম্নী নায়িকার ন্যায় হইয়া কীলকে দ্বারবদ্ধ করিয়া পরিবেদনা করত ছিলেন। কালিদাস কপাটে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আহ্বান করিলেন,—হে প্রেয়সি! দ্বার মুক্তার্গল কপাট কর। আমি তোমার স্বামী সমাগত হইয়াছি। "অস্তি কশ্চিদ্বাগ্বিশেষঃ" অর্থাৎ আছে কোন বিশেষ কথা।

অনন্তর তৎপত্নী বিদ্যোত্তমা স্বভর্ত্তৃভণিত দেববাণী শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া সন্দেহান্দোলিতমতি হইয়া স্বপতিকে উত্তর দিলেন,—আপনি যে শব্দচতুষ্টয়ের ঘটিত বাক্যপ্রয়োগ করিলেন, সেই শব্দচতুষ্টয়োপক্রমে শ্লোকচতুষ্টয় রচনা করুন্, তবে দ্বারোদ্ঘাটন করিব। কালিদাস তৎক্ষণে তদ্রূপে তাহা করিয়া কহিলেন,—হে প্রেয়সি! এই কবিতাচতুষ্টয়োপন্যাস বাক্য চতুষ্টয়ারম্ভ করিলাম, তোমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যচতুষ্টয় প্রণয়ন করিব। স্বপতির পাণ্ডিত্যাভাবহেতুক জীবন্মৃতপ্রায়া বিদ্যোত্তমা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাতুল্য স্বভর্ত্তৃবাণী শ্রবণ করিয়া মৃতোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারমুক্লিত করিয়া স্বামির কর গ্রহণ করিয়া একাসনোপবিষ্ট হইয়া পতির বিদ্যালাভের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রাপ্তপ্রাণা হইয়া অনুদিন নব নব প্রেমধারা-সুখসাগরে নিমগ্না হইয়া থাকিলেন। কালিদাস পরম সুন্দরী নানা গুণবতী তরুণী নিজ রমণীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত কাব্যগ্রন্থ-চতুষ্টয় রচিত করিলেন। সে চারি কাব্য—এ হিন্দুস্থানে অদ্যাবধি অধ্যয়নাধ্যাপনাপরম্পরাতে পণ্ডিতসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। আর যে কুণ্ডোদক ঘটকর্পরগৃহে কালিদাস রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সে জল ঘটকর্পর স্বপরিজনের সঙ্গে কলহেতে বিরক্ত হইয়া অত্যন্ত তিতিক্ষাতে প্রাণত্যাগেচ্ছায় বিষবুদ্ধিতে পান করিয়া কালিদাসকল্পপণ্ডিত হইলেন। তৎকৃত কাব্য তন্নামে খ্যাত এখনো প্রচরদ্রূপ আছে।

এই কালিদাসের বিদ্যালাভোপাখ্যান আশ্চর্য্য, প্রভাকর সুকুমার রাজকুমার ধরাধরকে শ্রবণ করাইয়া কহিলেন,—"হে প্রিয়শিষ্য! এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্যার্থ এই, মূর্খও যদ্যপি বৃদ্ধপণ্ডিত-সংসর্গী হয়, তথাপি সেও বিদ্যাবান্ হয়। অতএব পণ্ডিতজনসহবাস অবশ্যকর্ত্তব্য। মূর্খ, স্ত্রীরও ঘৃণাস্পদ হয় ও একান্তানুরাগেতেই বিদ্যালাভ হয় এবং উত্তম বিদ্বান্ যদি দোষা-

ন্নাতও হন, তথাপি বিদ্যাগৌরবে বিশিষ্টজন-নিকটে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাভাগী হন। তাহার এই দৃষ্টান্ত যে, কালিদাস বেশ্যাসক্ত হইয়াও পাণ্ডিত্য-কবিত্ব-নিমিত্তক গৌরবাতিশয়ে অতি যশস্বী ও পণ্ডিতমণ্ডলীমান্য হইয়া তৎকলঙ্ক-শঙ্কালেশে আবিষ্টও হন নাই, যেহেতুক গুণি-গণমধ্যে এক দোষ—গুনিজনেরদের সমীপে গণনীয় হয় না,—যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক। অতএব হে ধরাধর! বৃদ্ধ বিচক্ষণেরদের দৃষ্টদোষ সত্ত্বেও তদ্দোষ দৃষ্টি না করিয়া তন্মুখনির্গত শাস্ত্রকথার রসপান-সম্মান-পুরঃসর করত কালযাপন করিও, যেমন দোষানুসন্ধান না করিয়া বিষ্ঠাভোগি গোরুর দুগ্ধ পান সকল বিশিষ্টেরা করেন। নির্দোষ মূর্খের বাক্য কর্ণেতেও শ্রোতব্য নয়, যেমন কুশমূলভক্ষক বন্যশূকরীর স্তন্যরস অপেয়। আর নীচ অপাদান হইতেও উত্তম বিদ্যা গৃহীতব্যা।—মদিরাকলসস্থিত সুবর্ণের ন্যায়। তবে যে নীচসহবাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সে মূর্খ-নীচ-সহবাসপর; কেননা, যে মূর্খ—সেই নীচ, যে পণ্ডিত,—সেই উত্তম। জাতিকৃত উত্তমাধম বিবেচনা কিছু নয়, যেহেতুক তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিত-মাত্রের তত্ত্বনিশ্চয় একরূপই। জাত্যাদিকৃত যে বিশেষ, সে কেবল ব্যবহারিক,—পারমার্থিক নয়। পণ্ডিত শত্রুও ভাল,—মূর্খ মিত্রও কিছু নয়। "বরং পণ্ডিত-শত্রুত্বং ন চ মূর্খেণ মিত্রতা। বানরেণ হতো রাজা বিপ্রচৌরেণ রক্ষিতঃ।" ইহার কথা।—

মূর্খামোদিনামে এক রাজা আপনার অত্যন্ত প্রিয় প্রত্যয়িত এক বানরকে স্বীয় শয্যার চৌকিতে নিযুক্ত করিয়া স্বসমীপে রাখিয়াছিলেন। এক দিবস ঐ রাজা খড়্গহস্ত মর্কটকে স্বরক্ষার্থে খট্টানিকটে জাগরূক করিয়া আপনি শয্যাতে নিদ্রা গেলেন। বানর হস্তে খাঁড়া ধরিয়া পালঙ্কের কাছে সাবধান হইয়া থাকিল। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুক্ষণ জন্ম-দোষে চোর হওত ঐ রাজার শয়নাগারে সিঁদ দিয়া ধনাপহরণ ইচ্ছাতে ঐ গৃহকোণে লুক্কায়িত আছেন। ইতিমধ্যে মশারির বন্ধন-রজ্জুর চ্ছায়া ঐ রাজার বক্ষস্থলে পড়িয়াছিল। সে ছায়া সর্প জ্ঞান করিয়া তাহা বিনষ্টকরণে-চ্ছাতে রাজার বুকের উপর আঘাতার্থে বানরকে খাঁড়া উঠাইতে দেখামাত্রে ঐ লুক্কায়িত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বানরের হস্ত হইতে হঠাৎ খড়্গ লইয়া ঐ মর্কটের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। রক্তপাতে রাজা ভগ্ননিদ্র হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ ভয়ে সিঁদ পথ দিয়া পলায়ন করিল। পশ্চাৎ রাজা সে মৃত বানরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া তৎকারণ অনুসন্ধান করত সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ঐ চোর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তত্ত্ব করিয়া আনাইয়া বহু মানদানে সম্মান করিয়া নিজ সভাপণ্ডিত-পদে স্থাপিত করিলেন এবং তদবধি মূর্খপ্রীতি পরিত্যাগ করিলেন।

অতএব হে শিষ্য! ক্ষণমাত্রও মূর্খসংসর্গ করিবে না, দীর্ঘদর্শী বৃদ্ধ সহবাস সর্ব্বদা করিবেক। "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" পণ্ডিতের আজ্ঞাবর্ত্তি রাজকুমারেরা নীতিনৈপুণ্য জন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর স্বয়ম্বরণীয় বররূপে সকল রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বিরাজমান হন। এবং বিদ্যাবিনয়যুক্ত অমাত্যগণে শোভিত যে অবিনীত মহীপাল, তিনিও ক্রমশঃ সাম্রাজ্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, যেহেতুক মূর্খ মন্ত্রিসহকারী যে রাজা, সে অবশ্য দুষ্কর্ম্মা হয়। বিশিষ্টশিষ্ট মন্ত্রী আছে যে রাজার, তিনি যদি দুষ্টস্বভাবও হওন, তথাপি সৎকর্ম্মকারী হন। অতএব রাজারদের উত্তমামাত্য করা নীতিসিদ্ধ। ইহার কথা।—

এক ব্যাঘ্ররাজ বিন্ধ্যাটবীতে ছিল, তাহার মন্ত্রী ভদ্রাভদ্র-বস্তু-বিবেচক ও সদাচার এক রাজহংস ছিল। এক দিবস ঐ বনেতে এক মুনিবালক ফল পুষ্প কুশ জল সমিৎ লইয়া বেদধ্বনি করত যাইতেছেন। ইহার মধ্যে ঐ ব্যাঘ্ররাজ তাঁহাকে দেখিয়া তদ্ভক্ষণার্থ উদ্যুক্ত হবামাত্রে ঐ রাজহংস মন্ত্রী হাঁ হাঁ করিয়া নিবারণ করিলেন ও কহিলেন,—হে রাজন্! এ ব্রাহ্মণ তোমার

কুলপুরোহিত। ইহাঁর পিতা তোমার পিতাকে অনেক বেদবিহিত কর্ম্ম করাইয়া স্বর্গীয় করাইয়াছেন। ইনি তাঁহার পুত্র, তোমার নিকটে পরিচিত হন নাই। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ বাসর। ইনি তোমাকে শ্রাদ্ধ করাইয়া তোমার নিকটে পরিচিত হইতে আসিয়াছেন। অদ্য তোমাকে নিরামিষ একবারমাত্র ভোজন করিয়া থাকিতে হয়। পর দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ব্যাঘ্ররাজ মন্ত্রির এই বাক্যে তত্তক্ষণে নিবৃত্ত হইল। অনন্তর হংস ব্রাহ্মণকে আশ্বাস করিয়া কহিল,—হে ব্রাহ্মণ! তোমাকে বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে, তবে তোমার প্রাণরক্ষা হবে। এ বাঘের বাপের শ্রাদ্ধে লাভ যা হউক, প্রাণ পাইয়া যে ঘরে যাও, এই পরম লাভ। এ শ্রাদ্ধের যজমান ও যাজক ও ভোজক ও আয়োজনকারক সকলি তুমি। অতএব ব্যাঘ্রভক্ষিত পথিকেরদের পাথেয় সামগ্রী এই যে সকল পড়িয়া আছে, তাহা লইয়া শীঘ্র পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। মন্ত্রি-মরালের এই বাক্যে ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইল, তাহা লইয়া বাটীতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পরে দ্বিতীয় বৎসরে ঐ রাজহংস-মন্ত্রির পরলোক হইলে, এক শুকপক্ষী ঐ ব্যাঘ্র রাজের মন্ত্রী হইল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ ধনলোভে ব্যাঘ্ররাজের বাসার নিকটে আসিয়া রাজহংসমন্ত্রির অন্বেষণ করিতে লাগিল। শুকপক্ষী মন্ত্রী, ব্রাহ্মণকে কহিল,—হে ব্রাহ্মণ! তুমি কাহার তত্ত্ব কর? তোমার এথা প্রয়োজন বা কি? অতি নিকটে যে ব্যাঘ্ররাজ আছেন, ইহা তুমি কি জান না?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি রাজহংস মন্ত্রিকে তত্ত্ব করি। এ স্থানে যে ব্যাঘ্ররাজ আছে, তাহাও জানি; কিন্তু রাজহংস মন্ত্রী আমাকে গতবৎসর কিছু বার্ষিক দিয়াছিলেন, আমি তদর্থে আসিয়াছি; তিনি কোথায়? শুকমন্ত্রী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া স্বসৌজন্যে ব্রাহ্মণকে কিছু দিয়া কহিলেন,—বিদায় হও, এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। ব্যাঘ্ররাজ উঠিলে প্রাণ পাওয়া ভার হবে। শুকের এই বাক্যে ব্রাহ্মণ বার্ষিক পাইয়া ঘরে গেলেন। তদনন্তর তৃতীয় বৎসরে ব্রাহ্মণ বার্ষিক সাধিতে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বৎসর শুক-মন্ত্রির কাল হওয়াতে এক শারিক পক্ষী ঐ ব্যাঘ্ররাজের মন্ত্রী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সে বৎসরেও বার্ষিক পাইয়া স্বালয়ে গেল। পরে চতুর্থ সম্বৎসরে শারিক মন্ত্রির লোকান্তর হইলে পর, এক ঠোঁট কাটা কাক ব্যাঘ্ররাজের অমাত্য হইয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ ধনের প্রত্যাশাতে পুনশ্চ সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠোঁট-কাটা কাক মন্ত্রী ব্রাহ্মণের বার্ষিক প্রার্থনার নিবেদন শুনিয়া তাঁহাকে কহিল,—থাক থাক, আমি রাজাকে নিবেদন করিয়া তোমাকে বার্ষিক দিতেছি। ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিয়া কাক ব্যাঘ্ররাজসমক্ষে নিবেদন করিল,—হে মহারাজ! আপনি কি কোন ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু বার্ষিক প্রতিবৎসর দিয়া থাকেন? ব্যাঘ্র কহিলেন,—পূর্ব্ব মন্ত্রিরা কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণবালককে আমার পিতৃস্বর্গার্থে কিছু দিয়া থাকেন, ইহা জানি। কাকধূর্ত্ত কহিল,—হে রাজন্! মনুষ্য আপনকার ভক্ষ্য,—বহু ভাগ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। সে ভক্ষ্য অকস্মাৎ স্বত আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, সেই দুর্লভ ভক্ষ্য সামগ্রী ত্যাগ করিয়া ধন ব্যয়পূর্ব্বক মৃত-পিতার তৃপ্তি হইবে, এই মিথ্যা প্রত্যাশায় কেবল উপস্থিত ত্যাগ অনুপস্থিত কল্পনাকারি-ভ্রান্তেরদের বকাণ্ড প্রত্যাশামাত্র। অতএব হে বর্ব্বরবর! অদ্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধদিবস পুণ্যকাল ব্রাহ্মণের পবিত্র মাংস সুখে ভোজন কর, যথাকালে সুখভোজনই স্বর্গ। আত্মসুখেই সর্ব্বসুখ। আত্মদুঃখেই সর্ব্বদুঃখ। প্রসাদভোগি ভৃত্যবর্গ আমরাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ করি। এতাদৃশ বচনে ঠোঁটকাটা কাক মন্ত্রির প্রদীপ্ত স্বাভাবিক ভাব হইয়া ব্যাঘ্ররাজ বিপ্রকে অতি শীঘ্রই ভক্ষণ করিল। কাক উচ্ছিষ্ট মাংস নাড়িভুঁড়ী

লইয়া বন্ধুবর্গের সহিত পরমানন্দে ভোজন করিল।

আচার্য্যপ্রভাকর কহিলেন,—হে রাজকুমার! অতএব কহি,—উত্তম গুণবান্ মন্ত্রির গুণেতে রাজা উত্তম হন। অধম অমাত্যের অপরাধেতে রাজা অধম হন। আর অনিষ্ট হইতে যে ইষ্টলাভ, তার শেষ ভাল হয় না—যেহেতুক তাহা করিয়া এই লুব্ধ ব্রাহ্মণ পরম ধনরূপ যে প্রাণ, তাহা হারাইল। অতএব নীতিজ্ঞানশালি পণ্ডিতেরদের অনিষ্ট হইতে ইষ্ট লাভ তবেই কর্ত্তব্য হয়,—যদি আত্মরক্ষা করিয়া তাহা করিতে পারা যায়—অন্যথা নয়।

ইহার কথা,—পঙ্ককোট বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী সুখে বাস করে। কালপ্রভাবে ঐ বাঘিনীর কাল হওয়াতে ব্যাঘ্র স্ত্রীবিয়োগে অতিকাতর হইয়া বিবাহার্থ উন্মত্তপ্রায় হইল। স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিয়া কোথাও কন্যা না পাইয়া পথিকেরদিগকে ভক্ষণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার স্বর্ণরৌপ্যাদি যথেষ্ট সামগ্রী লইয়া রাত্রিকালে এক ঘটক ব্রাহ্মণের গৃহ দ্বারে আসিয়া গভীর স্বরে ডাকিয়া কহিল,—হে ঘটকঠাকুর! তোমরা সকলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহের মধ্যস্থ হইয়া পণের অংশ কিছু পাইয়া শুভকর্ম্ম লগ্নানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাক। আমি আগেই প্রচুর ধন আনিয়াছি, তাহা নির্ভয়ে লও। আমার বিবাহ যেরূপে হয়, তাহা শীঘ্র কর। কন্যার কুল-শীল-সৌন্দর্য্য বয়োবস্থাদি আমার কিছু নির্ব্বন্ধ নাই—যেমন তেমন একটা স্ত্রীমাত্র হইলেই হয়। ব্যাঘ্রের এই ডাক শুনিয়া ঘটক শঙ্কাতে নিরুত্তর হইয়া মৌনাবলম্বনে থাকিল। ব্যাঘ্র রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত প্ররোচনা বচন নানাপ্রকার কহিয়া ও অতি ভীত ঘটক হইতে কিঞ্চিৎমাত্র উত্তর না পাইয়া আনীত-দ্রব্য সকল দ্বারে ফেলাইয়া অতি প্রত্যূষে পরাঙ্মুখ হইল।

প্রভাত হইলে, পরে ঘটক গবাক্ষ পথে চাহিয়া দ্বারপরিসরে বহু সম্পত্তি পড়িয়া থাকিতে এবং ব্যাঘ্রকে দেখা না থাকিতে দেখিতে পাইয়া শীঘ্র কপাটের হুড়কা খুলিয়া সমস্ত দ্রব্য উঠাইয়া ঘরে লইয়া রাখিল। পরে কএক দিনের পর ঐ বিবাহরোগী ব্যাঘ্র পূর্ব্ববৎ আসিয়া স্বার্থব্যগ্রতাপ্রযুক্ত মন্দ মন্দ স্বরেতে সবিনয় বচনে ঘটককে সমাদরপুরঃসর আহ্বান করিয়া কহিল,—হে ঘটকরাজ মহাশয়, আপনি আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিও না, আমাহইতে তোমার ভয় কিছু নাই। আমি কেবল বিবাহার্থী অন্যার্থী স্বপ্নেও নহি। যদি অন্যাভিলাষী হইতাম, তবে কেন তোমার দ্বারে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া থাকিয়া নিশাবসানে ফিরিয়া যাইতাম? আমার অন্যাভিলাষ কি অন্যত্র সিদ্ধ হইতে পারে না? তুমি জান যে, আমি রাত্রে তদ্রূপ আচরণ করিয়াছি; অতএব তোমার যে সংশয় সে কেবল আমার অদৃষ্টে করে। মনে মনে অলীক সংশয়ে সুসাধ্য পরোপকার ত্যাগ পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়। আমি ভার্য্যাদরিদ্র। ভার্য্যার অভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-রহিত হইয়াছি। তোমা হইতে অনেকের পত্নী প্রাপ্তি হইয়াছে, এই প্রত্যাশাতে আমি তোমার দ্বারে কুকুরের মত পড়িয়া থাকিয়া ভেকুতেছি। তুমি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেই অতিনিঃস্ব ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তির ন্যায় আমার ভার্য্যালাভরূপ জীবনলাভ হয়। আমি যাবজ্জীবন তোমার পোষা কুকুরের ন্যায় হইয়া থাকিব। আজিও অনেক ধন আনিয়াছি, এই দেখ, নেও। আর যখন যত দ্রব্য পাবো, তাহা সকল মুটিয়ার মত মস্তকে করিয়া তোমার ঘরে আনিয়া দিব। তোমর অনিষ্টাচরণ কদাচ করিব না। আমি ইহা সত্য করিয়া কহিতেছি। কদাচিৎ অন্যমত হইবে না!

স্ত্রীবাসনাতে হতবুদ্ধি বিবাহব্যাকুল ব্যাঘ্রের এ কথা শুনিয়া নীতিজ্ঞাননিপুণ ঘটকচূড়ামণি ব্রাহ্মণ সুদৃঢ়কপাটে বদ্ধদ্বার ও উচ্চ প্রাচীর বাটীমধ্যে থাকিয়া ব্যাঘ্রকে কহিল,—হে ব্যাঘ্র! তুমি নখী—আমার খাদক, তাহাতে আবার স্বার্থপর। আমি মনুষ্য—তোমার খাদ্য।

তোমাহইতে সর্ব্বদা মরণসন্ত্রাসেতে অত্যন্ত ভীরু এবং বিবাহ ও বিরোধ ও প্রীতি সমান ব্যক্তির সঙ্গে কর্ত্তব্য হয়। অপ্রতিযোগির সহিত করা অনুচিত। তোমার সজাতীয়েরাই তোমার তুল্য। অতএব তাহারদের এবং তোমারও আমার সঙ্গে সংঘটন কিরূপে হইতে পারে? অতএব এ মিথ্যা আশাতে ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া অন্য চেষ্টা কর। ব্যাঘ্র কহিল,—হে বিপ্র! শুন, কার্য্যবিশেষের গৌরবে খাদ্য খাদকতা নিমিত্ত বিরোধিরদেরও একত্র সংঘটনাতে কার্য্যসিদ্ধ হয়। ইহার এক কথা কহি শুন।—

এক ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ পাকার্থে পেটিকা অর্থাৎঝাইল খুলিয়া জীরামরিচ তেজপাত হিঙ্গু মসরা অর্থাৎ সন্তোলন দ্রব্য সর্ষপ ও হরিদ্রা প্রভৃতি পাকসামগ্রী লইয়া পাকব্যগ্রতা প্রযুক্ত ঝাঁপি বাঁধিয়া অভুল ফেলাইয়া পাক করিতে গেল। ইত্যবসরে এক ইন্দুর আসিয়া সর্পভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ পেটিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিল। তৎপশ্চাৎ ক্ষুধিত ধাবমান এক সর্পও ঐ পেটিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণবধূ পেটিকামধ্যে সর্পকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হঠাৎ আসিয়া ঐ পেটিকার ঢাকুন টানিয়া দিয়া শিকল লাগাইয়া দিল। সর্পকে দেখিয়া ইন্দুর ভয়েতে কাষ্ঠপ্রায় হইয়া থাকিল। সর্প পেড়াতে বদ্ধ হইয়া মনে চিন্তা করিল, এ পেটিকা কাটিয়া পথ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। মুষা দাঁতে কাটিয়া দ্বার করিতে পারে, যদি উপস্থিত এ ইন্দুরকে ভক্ষণ করি, তবে আমার এই মরণগ্রাস হয়। প্রাণপরিত্রাণের আর কিছু উপায় নাই। আত্মরক্ষা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আপাত ক্ষণিক সুখদ, পরিশেষে আত্যন্তিক দুঃখদ যে—এই ইন্দুরভক্ষণ, তাহা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। যখন এ ইন্দুর দ্বার করিয়া বাহির হবে তখন আমিও সেই ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া এ ইন্দুরকেও খাইতে পারিব এবং আপনিও বাঁচিব। অতএব এইক্ষণে ইহাকে খাওয়া ভাল নয়। আশুকর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাকালে করিলেই ফলজনক হয়। অকালে কোন কর্ম্ম করিলে অফল হয়, কোন কর্ম্ম বা বিপরীতফলক হয়; অতএব সম্প্রতি মূষিকের সঙ্গে সম্প্রীতি করা উচিত হয়। এইরূপে মনে করিয়া সর্প ইন্দুরকে কহিল,—হে মূষিক! দেখ, কালের আশ্চর্য্য কুটিল গতি! তুমি আমার ভোগ্য, আমি তোমার ভোক্তা। তোমার আমার সহবাস—এ দুর্ঘটঘটনাও ঘটিল। যদ্যপি তুমি আমাহইতে ভীত হইয়া পেটিকাতে লুক্কায়িত হইয়াছ, এবং আমিও তোমাকে ভক্ষণ করিব, এই আকাঙ্ক্ষামাত্রে পেটিকাতে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তথাপি এপর্য্যন্ত দোঁহার উপকার অপকার হেতুক মিত্রতা-শক্রতা কিছু হয় নাই; কিন্তু সমভাবই আছে। অতএব এক্ষণে উপকার করিলে প্রীতি হইতে পারে ও অপকার করিলেও অপ্রীতি হইতে পারে। আমি তোমাকে এক্ষণে খাইলে খাইতে পারি, তুমি আমাকে নিবারণ করিতে পার না। অতএব তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমার মৃত্যু পশ্চাদ্ভাবী অনিশ্চিত। এক্ষণে তুমি আসন্ন মরণভয়েতে অত্যন্ত সন্তপ্ত, আমিও ভাবি মরণশঙ্কাতে উত্তপ্ত; অতএব উত্তপ্ত লৌহখণ্ডদ্বয়ের ন্যায় উত্তপ্ত আমারদের দুয়ের সন্ধি প্রাপ্তকাল বটে। আমি তোমাকে অভয় দিয়া প্রাণদান করিলাম। তুমি নির্ভয় হইয়া পেটিকা কাটিয়া পথ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিয়া আমারও রক্ষা কর। তুমিও বুদ্ধিমান্ বট, মনে যুক্তি করিয়া এক্ষণে যাহাতে ভদ্র হয়—তাহা কর।

ইন্দুর সর্পের এই কথা শুনিয়া মনে বিচার করিল,—সর্পজাতি খলস্বভাব, কদাচ বিশ্বসিতব্য নয়; কিন্তু এক্ষণে স্বীয়প্রাণরক্ষারূপ কার্য্যোদ্ধারার্থে নম্র হইয়াছে, জীবন পাইলেই উদ্ধত হইবেক—যেহেতুক দুর্জ্জন ব্যক্তি মৃন্ময় ঘটের ন্যায়। যেমন মৃত্তিকার ঘট কূপ হইতে জীবন অর্থাৎ জল গ্রহণরূপ কার্য্যোদ্ধারকালে নম্র হইয়া থাকে, পশ্চাৎ জীবন অর্থাৎ জলপ্রাপ্তি হওয়ামাত্রই উপরে উঠে; এমনি দুষ্টস্বভাব লোকেরাও জীবন অর্থাৎ জীবনোপায়প্রাপ্তির

নিমিত্তে উপাস্ত লোকের নিকট অত্যন্ত নত হইয়া থাকে। পরে জীবনপ্রাপ্তি হইলেই পূর্ব্বোপাস্তের মস্তকোপরে উঠে অর্থাৎ স্বযোগ্যতা খ্যাপন করিয়া তৎকৃত উপকার মানে না। অতএব সাধুলোকের অপকার ও দুর্জ্জনের উপকার করাতে শেষ ভাল হয় না; কিন্তু আমার স্বপ্রাণরক্ষার্থে পেটিকা কাটিয়া পথ করার আবশ্যকেতে যদি এ সর্পেরও উপকারজ্ঞানে ইহার মুখহইতে দ্বার করা পর্য্যন্ত আমি বাঁচি, তবে এইক্ষণে আমার এই পরম লাভ। 'ক্ষণমপি সুখং' যতক্ষণ বাঁচি সেই ভাল। পশ্চাৎ ঈশ্বরের মনে যেরূপ থাকিবে, তাহাই হবে। ভবিষ্যদর্থে প্রমাণ কি? না জানি, কোন ক্ষণে কি হয়? "কালস্য কুটিলা গতিঃ" অনুপস্থিত কল্পনাতে উপস্থিত ত্যাগ করা উচিত নয় মূষিক মনে মনে এই পরামর্শ করিয়া পেটিকার উপরি ভাগে বাহিয়া উঠিয়া এক ছিদ্র করিয়া দূরে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। সর্প মূষিকভক্ষণ-প্রত্যাশাতে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রযুক্ত সেই পথে শীঘ্র নির্গত হইতে না পারিয়া গৌণে বহির্গত হওয়ামাত্রে জীবন রক্ষণের উপায়কারিমূষিকের প্রাণবিনাশ আকাঙ্ক্ষাতে অত্যুৎকট অপরাধে ঐ বিপ্রবন্ধু লগুড়প্রহারে মস্তকটা চূর্ণ করিল।

ব্যাঘ্র কহিল,—হে ব্রাহ্মণ! যে কোনরূপে মহোপকারের হিংসা যে করে, তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্য হয়। অতএব তুমি যদি আমার হিতৈষী হও, তবে আমিও তোমার দ্রোহ—এ শরীরধারণে কখনো মনেতেও করিব না, বরং প্রত্যুপকার সতত করিব। যে ব্যক্তি উপকর্ত্তার প্রত্যুপকারী না হয়, অথবা অপকারক হয়, কিম্বা কৃতোপকার স্মরণ না করিয়া তাহার অপলাপ করে অর্থাৎ না মানে, কিম্বা মহোপকার অল্প করিয়া মানে ও কহে, সে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয়। "ব্রহ্মঘ্নে নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।" ইহার অর্থ—ব্রহ্মহত্যাকারীর নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কথিত আছে। কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি উক্ত নাই। যে কারণে কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও সজ্জনেরদের ব্যবহার্য্য হয় না। অতএব কৃতঘ্নতা পাপ মহাপাতক হইতেও বড়—বিশিষ্ট লোকের প্রাণবিয়োগেও কর্ত্তব্য নয়। আরও শুন, এ জগতের পিতা উপকার, ও মাতা দয়া, এই উপকার ও দয়ারূপ প্রকৃতিপুরুষের নিত্য সংযোগে এ সংসারের ধারণহেতুক নানাবিধ ধর্ম্মসন্তান জন্মিয়া সাধুপুরুষেরদের ইহলোক ও পরলোকসহচর হয়। পতিপ্রাণাপত্নীর প্রায় এই দয়ারূপা সতী স্ত্রী উপকাররূপ স্বীয় স্বামির সদা সহবর্ত্তিনী হয়। অতএব পরোপকাররত যে, সেই দয়ালু হয় ও যে দয়ালু সে-ই পরোপকারী। আর যে শরীরে পরোপকার নাই তাহাতে দয়াও নাই; এবং যাহাতে দয়া নাই, তাহাতে পরোপকারও নাই। অতএব হে ব্রাহ্মণ! তুমি বিদ্বান্ ও সদ্বংশজাত এবং সাত্ত্বিক স্বভাব। আমি ব্যাঘ্রজাতি যদ্যপি মনুষ্যজাতির অনিষ্টকারী হই, তথাপি তোমার সাধুস্বভাবপ্রযুক্ত তোমা হইতে আমার উপকার অবশ্য হইতে পারিবে। যেহেতুক উত্তমেরা অহিতকারিরও হিতকারী হন। ব্যাঘ্রের এই বাক্যে ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে ব্যাঘ্র! তুমি যাহা কহিলে সে সকল বাস্তব বটে, কিন্তু সম্প্রতি এ সংসারে এমত লোক অনেক দেখিতেছি যে, বাক্যমাত্রে ধর্ম্মপ্রস্তাব করত স্বধার্ম্মিকতা খ্যাপন লোকের কাছে করে, কার্য্যকালে পুনঃ স্বীয় স্বভাবের বাধ্য হইয় ধর্ম্মবিরুদ্ধাচরণ করে।

সাধুজনের উপকার ও নীচলোকের উপকার যেরূপ হয়, তাহা কহি শুন।—এক কবি বিক্রমরাজের সভাতে এক সমস্যা অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থ কথা পূরণ করিতে আনিয়া দিল। সে সমস্যা এই,—বিন্দু সিন্ধুর সমান ও সিন্ধু বিন্দুর তুল্য। এই সমস্যার পূরণ কালিদাস করিলেন যে, "সাধুর উপকারেতে ও নীচের উপকারেতে অর্থাৎ সাধুজনেরা অত্যল্প উপকারকে অতি বড় করিয়া মানেন, দুর্জ্জনেরা মহোপকারকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া

জানে ; এই নিমিত্তে কুবংশ্য দুষ্টস্বভাব খলের উপকার করিলে পশ্চাৎ অমঙ্গল হয়।

এই বিষয়ে এক কথা কহি, শুন।—পাটলিপুত্র নগরে সাধুশীল নামে এক আঢ্য মহাজন ছিল। তাহার প্রতিবাসী কিঞ্চিদ্ধনবান্ মাৎসর্য্যমত্ত নামে অন্য এক মহাজন থাকিত। সে ঐ সাধুশীলের নিষ্কপটধর্ম্মবলে দিনে দিনে ধনপুত্রাদিতে সমৃদ্ধি দেখিয়া মনোদুঃখে ঈর্ষাতে সাধুশীলের অনিষ্টচিন্তা ও সর্ব্বদা দ্রোহ করত উত্তরোত্তর দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়া অন্নবস্ত্রাভাবে পরিজনপোষণে অসমর্থ হইয়া পরিবারদিগকে বন্ধুগৃহে স্থাপন করিয়া লেকড়া পরিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করত কালযাপন করে। দৈবাৎ একদিবস সাধুশীল তাহাকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিতে পাইয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার হস্ত ধরিয়া স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভৃত্যবর্গকে তৎসেবার্থে নিযুক্ত করিয়া দিয়া অত্যুত্তম গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিপালন করত তাহাকে নিজমন্দিরে রাখিলেন এবং প্রত্যহ আপনি সাধুবচনে সান্ত্বনা করেন। এইরূপে সাধুশীলকর্তৃক নিত্য পরিপোষণে সুরক্ষিত হইয়াও ঐ মাৎসর্য্যমত্ত স্বদুষ্টবুদ্ধিদোষক্রমে সাধুশীলের অকল্যাণভাবনা প্রতিদিন প্রতিক্ষণ করে। কোনমতে তাহার কিছু দ্রোহ করিতে না পারিয়া একদা মনে মনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিল যে, ইহার অন্নে পরিপুষ্টাঙ্গ হইয়া জীবন হইতে বরং আমার মরণ ভাল ; ইহার অপকার যদি কোনরূপে করিতে না পারিলাম, তবে আমার বাঁচিয়া থাকার ফল কি ? অতএব আমাকেই কোন প্রকারে মরিতে হইল ; কিন্তু এমত মরিবো যে, যাহাতে ইহার সর্ব্বনাশ হয়। এই মনে করিয়া রাত্রিকালে সাধুশীলের বাটীতে উদ্যানে খিড়কির দ্বারের নিকটে স্বমার্গচ্ছিদ্রে এক শূল প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া পড়িয়া থাকিল। প্রাতে রাজকীয় প্রহরিরা অর্থাৎ চৌকিদারেরা দেখিতে পাইয়া রাজসাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা সাধুশীলের সহিত তাহার যে পূর্ব্ববিরোধ ছিল, লোকদ্বারা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া সাধুশীলের দ্বারা তাহার মৃত্যু অনুমান করিয়া সর্ব্বস্ব দণ্ড করিয়া সাধুশীলকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে ব্যাঘ্র! দুর্জ্জনের উপকার কর্ত্তব্য নয় ; দুর্দান্ত দুষ্ট লোকেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়াও শান্ত হয় না ; কিন্তু প্রত্যপকারেতেই জব্দ হয়। তুমি অত্যন্ত বিয়া-পাগলা, নতুবা আমি মনুষ্যজাতি,—আমার কাছে মনুষ্য-ঘাতক ব্যাঘ্রজাতি হইয়া সম্বন্ধনির্ণয়ার্থে তুমি কেন আসিবা ? বিবাহব্যাগ্রেরদের ব্যবহার এইরূপেই হয়, কেবল তোমার নয়। ভাল, যদ্যপি আসিয়াছ, তবে আমার চেষ্টাতে যে পর্য্যন্ত হয়, তাহা অবশ্য হইবে ; কএক দিবস প্রতীক্ষা কর। অদ্য আমার পারিতোষিক যৎকিঞ্চিৎ যাহা আনিয়াছ, তাহা ঐখানে রাখিয়া যাও, অন্য এক দিন আসিও। আমি তোমার সম্বন্ধের চেষ্টা করিতেছি। তবে নিশ্চয় কহিতে পারি না, তোমার অনধিকারচর্চ্চাফলে কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। বিবাহব্যাকুল ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণের সুপক্ব বদরীফলের ন্যায় অন্তর্দৃঢ় বহির্ম্মধুরবচনে বিবাহ হওয়া প্রায় মনে বুঝিয়া, যে দ্রব্য আনিয়াছিল —তাহা ব্রাহ্মণের দ্বারে রাখিয়া পরমানন্দে গমন করিল। তদনন্তর ব্রাহ্মণ স্বপরিজনেরদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া দৃঢ় লোহজাল নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারপ্রদেশে পরিসর ভূমির ঘাস ছোলাইয়া সুন্দরমতে মুক্ত করিয়া সেই পরিষ্কৃত পর্য্যন্ত স্থানে ঐ লৌহময় জাল পাতিয়া রাখিলেন। বিয়াপাগলা বাঘ নিশাসময়ে আলা ঘরের দুলার মত ঢলিতে ঢলিতে আসিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিল। ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রের ডাক শুনিয়া কহিল,—বর আসিয়াছ ! বড়ই মঙ্গল ? কন্যাযাত্রিরা কন্যা আনিতে গিয়াছে, আমরা বরযাত্রি অধিবাসসামগ্রী লইয়া এই যাইতেছি ; আপনি ঐ লৌহময় স্থানে অধিষ্ঠান করুন। শুভবিবাহের লগ্নসময় নিকটে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের এই কথাতে, 'আমার এত দিনে বিবাহ হইল' এই আহ্লাদে ব্যাঘ্র

গদগদ হইয়া জালযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধ হইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাঘ্রকে জালযন্ত্রে যন্ত্রিত দেখিয়া দৃঢ়তর যষ্টি অর্থাৎ শক্ত লাঠি হস্তে লইয়া ব্যাঘ্রের সমীপে ক্রমে ক্রমে আসিয়া নির্ঘাত প্রহার করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র কহিল,—হে ঘটক ঠাকুর! এ কেমন অধিবাস? প্রাণ যে যায়! ব্রাহ্মণ কহিলেন,—বিয়াপাগলারদের বিবাহের পূর্ব্ব কৃত্য এইরূপই হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র কহিল,—ভাল ভাল, আমার বিবাহতো হবে? ব্রাহ্মণ কহিল, এই হইল প্রায়, কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব কর। এই কহিয়া ব্যাঘ্রকে ঠেঙ্গাইয়া ও গুতাইয়া অন্তঃশ্বাসমাত্রাবশেষ ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল এবং শাইঙ্গেতে বান্ধিয়া ভারিকদ্বারা নদীস্রোতে ভাসাইয়া দিল। ব্যাঘ্র ভাসিতে ভাসিতে পরমায়ুবলে বাঁচিয়া এক বনের প্রান্তে গিয়া লাগিল। দৈবগত্যা ঐ বনে এক বিধবা ব্যাঘ্রী ছিল; তাহার সহিত ঐ ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। দিনে দিনে পরস্পর অনুরাগবৃদ্ধিতে ঐ ব্যাঘ্রীর সঙ্গে ঐ ব্যাঘ্রের দৃঢ় বন্ধুতা হওয়াতে কাকতালীয়ন্যায় বিবাহ সিদ্ধ হইল। ব্যাঘ্র এইরূপে পত্নী পাইয়া ঘটক ব্রাহ্মণের কৃত অধিবাসের দুঃখ বিস্মৃত হইয়া 'ঐ ঘটকের উদ্যোগেতেই আমার স্ত্রী লাভ হইল' এই উপকার মানিয়া কিছু দ্রব্য লইয়া স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণের গৃহনিকটে আসিয়া ডাকিল,—ওগো ঘটক মহাশয়! আপনকার উদ্যোগে আমার শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে; তবে যে অধিবাসকালে আমার কিছু দুঃখ হইয়াছিল, সে উত্তরকালীন সুখের নিমিত্তেই। দুঃখ ব্যতিরেক সুখ লাভ হয় না।—"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" এবং ফল হইলে ক্লেশও কৃশ হয়।—"ক্লেশঃফলেন হি পুনর্নবতাংবিধত্তে।" অতএব আপনি নিঃশঙ্ক সস্ত্রীক হইয়া ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আমারদিগে বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন আসিয়া। যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী লইয়া আসিয়াছি, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রের এই বাক্য শুনিয়া ভয়েতে নিঃশব্দ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া ব্রাহ্মণীকে ধীরে ধীরে কহিল,—ও ব্রাহ্মণি! দেখিতেছি বড় প্রমাদ হইল! যে বাঘকে ঠেঙ্গাইয়া মৃতকল্প করিয়া ফেলাইয়া দিয়াছিলাম, সেই ব্যাঘ্র বাঁচিয়া পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমাকে খাইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হিংস্র জন্তুর বিনাশ নিঃশেষেই কর্ত্তব্য। আমার কর্ত্তব্যাকরণের ফল বুঝি ফলিল। ব্রাহ্মণী উত্তর করিল,—না এমন হবে না: ও যেরূপ কথা কহিতেছে, তাহাতে যে অনিষ্ট করে,—এমন উহার অভিপ্রায় বুঝায় না। যদ্যপি তাহার সে আশয় হইত, তবে উপায়ান্তরে তোমার অনিষ্টাচরণ কি করিতে পারিত না? যে যাহার মন্দ করিতে চায়, সে বলে-ছলে কোন প্রকারে করে; ডাক-হাঁক দিয়া কি করে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—সে সত্য বটে, কিন্তু ও একেতো দুর্ম্মদ নখী ব্যাঘ্রজাতি, দ্বিতীয়তো মনুষ্যখাদক, তাহাতে আবার আমি উহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়াতে পীড়িত করিয়াছি, এইহেতুক উহার আশ্বাসে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ইহা কহিয়া এই বিষয়ে এক কথা কহিতে মনে করিলেন।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং চতুর্থস্তবকে

প্রথমকুসুমম্।

দ্বিতীয় কুসুম।

হে ব্রাহ্মণি! ভগ্নস্নেহব্যক্তির সঙ্গে যে প্রীতি, সে সুখদ নয়। এই বিষয়ে এক কথা কহি, শুন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাগৃহে পূজনীয়া নামে এক চটকা অর্থাৎ চড়াই পক্ষী থাকিত। সে প্রত্যহ প্রতিনগরে আহারার্থ গৃহে গৃহে গমন করত যে সকল কথা শুনিত, সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিপাটী করিয়া ব্রহ্মদত্ত রাজার সমক্ষে আসিয়া কহিত এবং রাজাও অবকাশে ঐ চটকার সঙ্গে ধর্ম্মকথাপ্রস্তাবে আলস্যত্যাগ করিতেন। এই

রূপেই উভয়ের পরস্পর প্রণয়ব্যবহারে সুখে কালক্ষেপ হইত। ইতিমধ্যে দৈবাৎ এক দিবস ঐ চড়াই বাসাতে আপনার ছানাকে রাখিয়া আহারার্থ নগর ভ্রমণ করিতে গেল। পরে ধাত্রী রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া চটকার বাসার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজপুত্র ঐ চড়াইর ছা দেখিয়া তাহা লইবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিল। ধাই বালকের ক্রন্দনে ব্যস্ত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে বাসা হইতে ধরিয়া চড়াইর বাচ্চাকে রাজপুত্রের হস্তে দিল। বালকের চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরাতে ঐ ছানাটী মরিয়া ভূতলে পড়িল।

রাজা ঐ মৃত বাচ্চাকে সজল নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া ধাত্রীকে ভৎর্সনা করিয়া 'হায় কি দারুণ কর্ম্ম হইল! অনুগত মিত্রের অত্যন্ত দ্রোহ হইল! পূজনীয়া চঞ্চুপুটে বৎসার্থে আহার লইয়া আসিয়া বাসা শূন্য দেখিয়া আমাকে কি বলিবে? আমি বা তাহার শোক সান্ত্বনা কি উপায়ে করিব! হে ঈশ্বর! অনুগত ব্যক্তির পুত্রহত্যার অপবাদে পতিত করিলা! আমার পুত্র বালক, ধাত্রী স্ত্রীলোক,—বধার্হ দণ্ডেতেও বধ্য নয়, যদি বধ্য হইত, তবে এইক্ষণে উভয়ের বধ করা উপযুক্ত ছিল। কি করি, সাধ্য কিছুই নাই। এ অপার লজ্জা-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণের উপায় কিছুমাত্র খুঁজিয়া পাই না, হায় কি হইল!' রাজা এই প্রকারে দুঃখানুশোচন করিতেছেন, ইত্যবসরে চটকা ওষ্ঠাধরেতে আহার লইয়া নিকট হইতে ছানার চিঁচিকার বলরব শুনিতে না পাইয়া অমঙ্গল চিন্তা করিয়া বাসাতে আসিয়া ছানাকে না দেখিতে পাইয়া ক্ষণেককাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ইতস্ততোবলোকন করত কোথাও দেখিতে না পাইয়া শোকে ব্যাকুল হইয়া রাজসাক্ষাতে গিয়া ভূমিতে পড়িল। রাজা আপনার বালকের নিমিত্তে মিত্রবালকের মরণাপরাধে অত্যন্ত লজ্জিত হওত অধোমুখে বসিয়া আছেন। পূজনীয়া শোকসূচক উক্তিতে রাজাকে কহিল,—হে রাজন্! আমার শাবক কোথা গেল? তাহার উড়িবার শক্তি হয় নাই, তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া প্রত্যহ আহারার্থে গিয়া থাকি, কখনও কোন ব্যাঘাত হয় নাই; অদ্য কেন শাবককে দেখিতে পাই না? বুঝি, আজি আমার প্রতি ঈশ্বর বিমুখ হইয়াছেন, আমার কপাল বুঝি ফাটিয়াছে! চটকার এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ততোধিক মর্ম্মব্যথাতে ব্যথিত হইয়া লজ্জাপ্রযুক্ত রাজা কিছুমাত্র কহিতে পারিলেন না।

পূজনীয়া রাজাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার দৌরাত্ম্য অনুমান করিয়া কহিল,—হে রাজন্! রাজবংশ্য বিশ্বাসার্হ নয়; বুঝি, এত দিনে আমি অবিশ্বস্তের প্রতি বিশ্বাস করণের ফল পাইলাম হায়! নির্দ্দয় মাংসাশি ব্যক্তিদের ক্ষণিক সুখের নিমিত্তে অন্যের প্রাণহরণরূপ আত্যন্তিক দুঃখ অঙ্গীকারে ব্যক্ত যে নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে,—সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নানাবিধ ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়াও পোড়া উদরের নিমিত্তে অতি ক্ষুদ্র চড়াইর ছানার মাংস-ভোজনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। লোভির চক্ষু—কি দিব্য চক্ষু! যাহাতে অতি ক্ষুদ্র দ্রব্য অতি বড় দেখা যায়। হায়! এত কাল পর্য্যন্ত কেবল স্বার্থপর অত্যন্ত লোভির কপট প্রণয়ে মিথ্যা বদ্ধ হইয়াছিলাম। অনন্তর রাজা কহিলেন,—পূজনীয়ে! পুত্রের দোষে আমি মরিয়া রহিয়াছি, মরার উপরে বাগ্‌বজ্রপ্রহারের প্রয়োজন কি? আমার এই কুলাঙ্গার সন্তান হইতে তোমার পুত্রের প্রাণবিয়োগ ও আমার মিত্রদ্রোহের পাতক হইয়াছে; ইহার সমুচিত ফল এ দুরাচারকে তুমি যদি দেও, তবেই উপযুক্ত হয়।

রাজার এই বাক্য শুনিয়া পূজনীয়া পুত্রশোকে ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাজার সাক্ষাতেই স্বচঞ্চুতে রাজপুত্রের চক্ষুর্দ্বয় ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অতিতীক্ষ্ণ নখের দ্বারা উপড়িয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে উড্ডীন হওয়া অর্থাৎ

উড়িবামাত্রে রাজা কহিলেন যে, হে পূজনীয়ে! তুমি যাও কেন? তোমার ভয় কি? ন্যায্য কর্ম্ম করিয়াছ —তোমার সন্তাননাশক আমার পুত্র তোমা হইতে নিজ দোষে অন্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইল,—যেহেতুক অন্ধরাজা সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হয় না; এমত রাজসন্তানের যে জীবন—সেই মরণ; আমার পুত্রের যেমন মতি, তেমনি গতি হইয়াছে। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।' এ বিষয়ে তুমি নিরপরাধ এবং আমিও নির্দোষ। তোমার আমার পরস্পর নিরুপম প্রেমপ্রবাহবিচ্ছেদের কারণ কিছুই নাই, তবে কেন ধারাবাহিক-স্নেহ ভঙ্গরূপ দারুণ কর্ম্ম করিয়া আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর?

পূজনীয়া কহিল, হে মহারাজ! আমারদের যাদৃশ প্রীতি পূর্ব্বে ছিল, এইক্ষণে তাদৃশ প্রীতি আর হইতে পারে না;—উভয়ের মনোমালিন্যের কারণ সমবধান হইল। কেবল নির্ম্মল সরল-ব্যবহারজন্য যে প্রীতিরূপ নদী তাহাতে যৎকিঞ্চিতো যদি মালিন্য ব্যবধান হয়, তবে সে বিন্ধ্য পর্ব্বতের তুল্য সেতুবন্ধেতে প্রবাহ রুদ্ধ হয়। অতএব হে মহারাজ! "ভগ্নস্নেহেষু যা প্রীতির্ন সা কল্যাণদায়িনী।" এই নীতির অনুসরণে আমি প্রস্থান করি; আপনি খিদ্যমান হইবেন না—"সংযোগাস্ত বিয়োগান্তা" সংযোগ হইলে কালক্রমে অবশ্য বিয়োগ হয়; অতএব তার্কিক পণ্ডিতেরা সংযোগকে ক্ষণিক কহিয়াছেন। হে প্রিয়বন্ধু! বিচিত্রকর্ম্মা বন্ধুজনেরদের একত্র সম্বাস কাদাচিৎক, যেহেতু স্বস্বকর্ম্মানুসারি পুরুষেরা কর্ম্মসূত্রেতে আকৃষ্ট হইয়াই পরে বিযুক্ত হয়, যেমন জলাদিবেগেতে একস্থানে আনীত তৃণসমূহের সংযোগ ও বিয়োগ। আর আমার যে এই শরীর, সে যদ্যপি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অগ্রে চলিতেছে, তথাপি তোমার গুণেতে বদ্ধ যে আমার মন, সে পশ্চাদ্ধাবমান হওত তোমার আভিমুখ্যেই থাকিল,—প্রতিকূলবায়ুগামি রথের পতাকার প্রায়। এইরূপ বাক্কৌশলে রাজাকে তুষিয়া পূজনীয়া স্থানান্তরে গেল। ব্রাহ্মণ কহিলে,—হে ব্রাহ্মণি! পরস্পর বৈরের পর প্রণয় কদাচন সুখকর হয় না, বরং দুঃখকর যে না হয়—সেও কচিৎ।

হে ব্রাহ্মণি! এ বিষয়ে এক কথা কহি, শুন। কাশ্মীরদেশের রাজা ও কেকয়দেশের রাজা এই দুই রাজার কোন কারণে অত্যন্ত বৈরিভাব হইল; তাহাতে ঐ দুই রাজার যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ নৃপেরাও ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। কাশ্মীরাধিপের ও কেকয়াধিরাজের বৈরিরা কাশ্মীররাজের আনুকূল্যে উভয়ের উদ্বেগ জন্মাইতে লাগিল; তাহাতে দোঁহে উত্তপ্ত হইয়া সাম অর্থাৎ সন্ধা করিলেন। পরে কেকয়রাজ কাশ্মীররাজকৃত শত্রুতার প্রতিকারার্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গৌরাঙ্গী নৃত্যগীতে প্রবীণা পুরুষবশীকরণ-কামক্রিয়াতে নিপুণা এক বেশ্যাকে অজাতপুরুষসংসর্গা সদ্বংশজাতা স্ত্রী বলিয়া অনেক সুন্দরী দাসীগণ দুর্ম্মূল্য-বহু-বস্ত্রাদিসমেত কাশ্মীররাজের পরিতোষার্থ উপঢৌকনরূপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সকল কাশ্মীররাজের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পর, রাজা চোপদারের দ্বারা সম্বাদ পাইয়া সে স্ত্রীর পরীক্ষার্থে নিপুণমতি লোকদিগকে প্রেরণ করিলেন। রাজপ্রেরিত পরীক্ষকেরা সে নারীর রূপ-গুণ-কুলশীলাদি পরীক্ষণ করিয়া স্বস্ববুদ্ধ্যনুসারে ভাল বুঝিয়া রাজসাক্ষাতে গিয়া ঐ নারীর বহুমানপুরঃসর প্রশংসা করিলেন। পরে রাজা পুনর্ব্বার তৎপরীক্ষার্থে আপনার অতিবিশ্বস্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমন্ত সমীপস্থ এক অন্ধ পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। ঐ অন্ধপুরুষ নারীর নিকটে আসিয়া কহিল,—হে সুন্দরি! তোমার পরীক্ষার্থে মহারাজ আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন, রাজাজ্ঞাকারী আমি তদর্থে আসিয়াছি। দেখ, আমি অন্ধ,—চাক্ষুষপ্রত্যক্ষহীন, অতএব স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিয়া তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব ও শরীরের কোমলত্বাদি বুঝিব; বিলক্ষণমতে বার বার পরীক্ষিত বস্তু রাজার ভোগ্য ও উপভোগ্য হয়; বিশেষতঃ স্ত্রী। ইহাতে তোমার যেমত অভিরুচি। এই বাক্য শুনিবামাত্র ঐ স্ত্রী স্বচ্ছন্দেই কহিল,—তাহার

বাধা কি ? তোমার যেমন পেচ্ছা, তেমনি আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তুমি জান।

অনন্তর ঐ অন্ধ, কেশ মস্তক কপাল গণ্ড চক্ষু নাসিকা কর্ণ ওষ্ঠাধর কণ্ঠ গ্রীবা পৃষ্ঠ পার্শ্ব বাহুমূল ভুজ পাণি অঙ্গুলি কক্ষ বক্ষ কুচ চুচুক কুক্ষি নাভি বস্তি কটি বঙ্ক্ষণ উরু জানু জঙ্ঘা পাদ পাদতলপর্য্যন্ত শনৈ শনৈঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলে হস্তপ্রদানে ঐ স্ত্রীর পরপুরুষসংস্পর্শে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না হওয়াতে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া রাজসমক্ষে আসিয়া সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিয়া কহিল,—হে মহারাজ! এ স্ত্রী বেশ্যা। কেকয়রাজ আপনকার সম্মোহনার্থে প্রেরণ করিয়াছেন; বুঝি—মায়াকারিণীও হবে। কেকয়দেশীয় স্ত্রীরা দুঃশীলা এবং পুরুষবশকারিণীও হয়, অতএব এ স্ত্রী অগ্রাহ্যা।—বেশ্যা শ্মশানপুষ্পের ন্যায় বর্জ্জনীয়া। রাজা অন্ধের এ কথা শুনিয়া এবং আপনিও বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে স্ত্রীকে সংগ্রহ করিলেন না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণি! পূর্ব্ব বিরোধি দত্ত-দ্রব্য সহসা গ্রাহ্য নয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এই সকল কথাপ্রস্তাবে রাত্র্যবসান হইল। ব্যাঘ্রদম্পতী স্বস্থানে গেল।

এ সব কথা শ্রবণ করিয়া বৈজপাল-ভূপাল-কুমার ধরাধর কহিলেন,—হে আচার্য্য! আপনি যে নীতিগর্ভ আশ্চর্য্য কথা কহিলেন, আমি তাহা শুনিয়া সুবিচারপূর্ব্বক তাহার তাৎপর্য্যাবধারণ করিলাম; কিন্তু শুশ্রূষানিবৃত্তি হয় না, যেমন অতিমধুররসপানে পিপাসানিবৃত্তি হয় না, বরং শুশ্রূষাবৃদ্ধি হইতেছে। অতএব অন্য কোন বহুহিতোপদেশকথা আদেশ করুন। আচার্য্যপ্রভাকর গুরু কহিলেন,—হে প্রিয় শিষ্য! তোমার স্বভাবতঃ শাস্ত্রার্থশুশ্রূষা হওয়াতে আমি বুঝি যে, তোমার বুদ্ধি শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্ত-অর্থগ্রাহিণী হইয়াছে, ইহাতেই আমার অত্যন্ত পরিতোষ হইল; যেহেতুক রাজবংশীয়েরা বৃদ্ধপণ্ডিতবাক্যগ্রাহি হইলেই নীতিজ্ঞ হন, নীতিজ্ঞ হইলেই জিতেন্দ্রিয় হন, ইন্দ্রিয়জয়ি যে রাজা, সেই সর্ব্বতেজ কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনাবোধে ধর্ম্মতঃ প্রজাপালক হইয়া ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে—যে-সুখেতে দুঃখের গন্ধমাত্র নাই অথচ মনোরথ করামাত্রেই উপনীত হয়, অথচ অনন্তর দুঃখ-গ্রস্ত না হয়, তাদৃশসুখরূপস্বর্গভাগী হয়। উক্ত বিপরীত রাজা উক্তব্যতিক্রমকারী হইয়া ইহলোকে কুৎসা ও পরলোকে অনন্তদুঃখাত্মক-নরকভাজন হয়।

ইহার কথা।—দক্ষিণ দেশে তাম্রপর্ণী-নদীতীরে গজপতি নামে এক রাজা ঈশ্বরৈক-পরায়ণ, সাত্ত্বিক, ধর্ম্মানুষ্ঠাননিষ্ঠ, স্বয়ং অমানী অন্যমান্যমানের সম্মানকারী, সর্ব্বজনপূজ্য, বৃদ্ধের আজ্ঞানুসারী, নীতিনিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, পরদুঃখে দুঃখী, সর্ব্বলোকহিতৈষী, এতাদৃশ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের আরাধনকালে নিত্য এই একি প্রার্থনা করিতেন যে—হে পরমেশ্বর! তোমার সমান ও তোমা হইতে অধিক কোন বস্তু নাই। অতএব কি দৃষ্টান্তে তোমার বর্ণনা করিব? তবে যে তোমার স্বরূপোপখ্যান করা তাহা অশক্য, যেহেতুক তোমার স্বরূপ যথার্থ-রূপে যদি কদাচিৎ কেহই জানিতে পারে, তবে সে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত যে কিছু তদন্যসৃষ্ট-বস্তু, সে সকলকে তৃণবৎতুচ্ছ জানিয়া তোমাতে এমনি আসক্ত হয় যে, আত্যন্তিক কষ্টেতেও তোমাহইতে বিচলিত না হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্নপ্রায় হইয়া থাকে। অতএব তোমার স্বরূপ কি,—ইহা কে কহিতে পারে? আর ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান ব্যক্তাব্যক্তি যাবদ্বস্তু ও যত বাক্য ও যত ক্রিয়া, এ সকলের প্রত্যেকের যে যে শক্তি, সে সমস্ত শক্তির একপিণ্ডীকরণেতে অর্থাৎ একুনেতে যে এক শক্তি হয়, সে তোমার শক্তির এক অংশ। অতএব তুমি সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ও তোমার শক্তি অচিন্ত্য অনন্ত অনির্ব্বচনীয় ও অঘটনঘটনাতে পটুতরা; অতএব তোমার শক্তিতে সম্ভব-অসম্ভবভাবনা—তোমার মহিমার কিঞ্চিৎ জানেন যে মহাপুরুষেরা, তাঁহারদের স্বপ্নেতেও নাই। অতএব পৌরাণিকেরা দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি প্রভৃতি নানাবিধ শরীরা

স্ত্রবর্ত্তি এক চেতনস্বরূপ তোমার শক্তির চমৎকার-আচরণকারিত্বজ্ঞাপনাভিপ্রায়ে অনেক অলৌকিক বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে তোমার শক্তিমাহাত্মাঅনভিজ্ঞ আপাতত স্থূলদর্শিরা অসম্ভব জানিয়া নাস্তিকতা করে এবং পৌরাণিকদিগকে উপহাসও করে। পৌরাণিকেরদের এই নিশ্চয়,—বাজিকরের বাজির ন্যায় নানা-শরীরান্তর্ভাবে স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া বিবিধ কার্য্য করিতেছেন।—যেহেতুক সর্ব্বকার্য্যকর্ত্তা তুমি—এক পরমেশ্বর। হে ঈশ্বর! তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ও বিশ্বাত্মা, এজগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা তোমার অনুগ্রহেতে তোমার এজগতের একৈকপ্রদেশের পালনেতে তোমার ইচ্ছাতে নিয়োজিত আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ের দমন না হওয়াতে যে নীতিনৈপুণ্যের অভাব ও সামর্থ্য থাকিয়াও অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত না-হওয়াতে যে নীতিমূর্খতা, এ প্রজালোকেরদের মহাবিপদ ও আমাদেরও সর্ব্বনাশ হয়। অতএব আমার বংশে অনীতিজ্ঞ ও অবশেন্দ্রিয় যেন কেহ না হয়,—বরং বংশ উচ্ছন্নও হয়।

রাজার প্রত্যহ এতাদৃশ প্রার্থনাতে প্রসন্ন পরমেশ্বরের কৃপাকটাক্ষেতে কালক্রমে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারি ও মহারাজ লক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র হইল, তাহার নাম ভোজ। তাহাকে নীতিশাস্ত্রাভ্যাস করাইতে চাণক্য-নামে এক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া রাজা আজ্ঞা করিলেন যে, হে নীতিশাস্ত্রাধ্যাপক! আপনি আমার পুত্রকে নীতিনিপুণ করুন। চাণক্য কহিলেন,—হে মহারাজ! আমার নিবেদন-শ্রবণে অবধান করুন। জীবসমূহের সঞ্চিত পুণ্য সমুদায় ও পাপসমুদায় এই দুই সমুদায়ের মধ্যে পুণ্যসমুদায়ের যে সমুদায়কাল, সে সত্য-যুগ। সে সময়ের লোকেরা কেবল ধর্ম্মপর ছিল, অধর্ম্মের লেশমাত্রও তাহারদের ছিল না, সকলেই শিষ্ট ছিল। অতএব দুষ্টনিগ্রহদ্বারা শিষ্টপালনার্থ পরমেশ্বর-নিযোজিত রাজা তখন কেহ ছিল না; পশ্চাৎ তৎকালীন লোকেরদের ভ্রমপ্রমাদ ইন্দ্রিয় সুখ ও বিসম্বা-দেচ্ছারূপ জীবের সহজ দোষচতুষ্টয়েতে ক্রমেক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপরাধ জন্মিতে জন্মিতে সত্যযুগের শেষভাগে কিছু পাপের সঞ্চার হইল। তাহাতে তাৎকালিক লোকেরা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ পাপকরণে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত উত্থিত রাগদ্বেষমূলক কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের অঙ্কুর হওয়াতে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-জনিত নীতি-নিপুণতা উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে লাগিল এবং পাপেতে পুরুষবুদ্ধিরও পরপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মালিন্য হইতে লাগিল। তাহাতে প্রজারদের পরস্পর বিরোধবিসম্বাদকৃত পীড়া ও শাস্ত্রার্থ বিস্মরণ হওয়াতে ব্রহ্মা ককারাদি বর্ণ সঙ্কেত ও প্রজাপালনার্থ মনুপুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দণ্ডনীতি-নামান্তর রাজনীতিবিদ্যার শতসহস্র অধ্যায় স্ববুদ্ধিতে রচিয়া মনুপুত্রকে দিলেন।

পশ্চাৎ মনু নারদ গুরু শুক্র ভরদ্বাজ ভার্গব বিশালাক্ষ পরাশর মুনি প্রভৃতিরা ঐ রাজবিদ্যাকে সংক্ষিপ্ত করিলেন। তাহার পর প্রজা লোকেরদের অল্প আয়ু জানিয়া বিষ্ণুগুপ্ত তাহাকেও পুনর্ব্বার সংক্ষিপ্ত করিলেন। পরে পণ্ডিতেরা সেই সেই নীতিবিদ্যা-সংগ্রহ হইতে সার আকর্ষণ করিয়া শ্রবণসুখার্থে স্বকপোলকল্পিত কথাচ্ছলেতে ও অনাদিসিদ্ধ পুরাতন পৌরাণিক কথা সম্বাদ বিষয়াত্যন্তাসক্ত রাজকুমারেরদের পক্ককদলীখণ্ডপুটিত ঔষধ-পানের ন্যায় নীতিজ্ঞান-গ্রহণার্থ নানা পুস্তক রচিত করিয়াছেন। যেহেতুক শিষ্টেরদের স্বভা-বতঃ সৎপক্ষপাতি বুদ্ধিতে নীতিজ্ঞান সম্পাদন সহজ হয়। অশিষ্টের কামাদিতে দুষ্ট বুদ্ধিতে নীতিজ্ঞানধারণ কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়।—যেমন উত্তম অধম অশ্বের ধাবশিক্ষা গ্রহণ। আপনকার এ পুত্র সুলক্ষণান্বিত ও শিষ্ট শান্ত দান্ত দেখা যাইতেছেন; অতএব ইহার নীতিশাস্ত্রবিহিত হিতাহিতোপদেশমাত্রে নিদ্রোত্থিতবৎ আচ্ছন্ন পূর্ব্বজন্মার্জিত রাজনীতিবিদ্যাতে নবমেধ-

শব্দেতে উদ্ভিন্ন রত্নশলাকাসমূহে বিদ্ধ ভূমির ন্যায় বুদ্ধি সুশোভিতা হইবে। রাজসাক্ষাতে এইরূপে রাজনীতিবিদ্যার বিস্তার প্রকাশ করিয়া রাজপুত্রকে রাজধর্ম্ম কহিতে উপক্রম করিলেন,—

হে রাজকুমার! নানা নীতিজ্ঞ হইয়া অন্যান্য রাজগণকে পরাজয় করিয়া রাজ্যের উপার্জ্জন ও সংরক্ষণরূপ যোগক্ষেম বিষয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রপ্রভৃতির সম্মত শিষ্ট পণ্ডিতেরদের কর্তৃক উপাদিষ্ট আছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট এ জগতের বৃদ্ধির বীজ সর্ব্বরাজচক্রবর্ত্তী জয়করণেচ্ছু রাজা হন। রাজারদের নীতিবিরুদ্ধাচরণরূপ ঝঞ্ঝাবায়ুতে জনিত যে বিবিধ দুঃখাত্মক উচ্চ প্রবল তরঙ্গমালা, তাহাতে সমাকুল সংসারসাগরেতে এ সমস্ত প্রজারূপ নৌকার বিপ্লব হইত—যদি তাদৃশ সংসারসমুদ্রপারকারক কর্ণধাররূপী নীতিবিদ্যাধর রাজা না হইতেন। প্রজারক্ষক রাজা প্রজাসমূহ কর্তৃক করদানাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। কিন্তু প্রজার রক্ষা ও রাজসমৃদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে প্রজারক্ষণই শ্রেষ্ঠ, যেতুক প্রজারক্ষা না হইয়া রাজার যে বৃদ্ধি, সে থাকিয়াও না থাকার মত। অতএব রাজা স্বকীয় মহোন্নতি অপেক্ষা না করিয়া প্রজাসংরক্ষণে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবেন।—এই সকল রাজধর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ যদ্যপি হউক, তথাপি ইদানীন্তন প্রজাধনাপহরণে পণ্ডিতকুৎসিত রাজারদের ঐ রাজধর্ম্মের বৈপরীত্য দেখিতেছি। রাজা নীতিশাস্ত্রবিহিত রাজধর্ম্মানুষ্ঠানেতে আপনাকে ধর্ম্ম অর্থ কামরূপ ত্রিবর্গে অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কামে নিযুক্ত করিয়া যদি প্রজাবর্গকে তাদৃশ ত্রিবর্গে নিযোজিত করেন, তবেই আপনাকে নষ্ট করেন না, নতুবা আপনাকে নষ্ট করিয়া প্রজাদিগকেও নষ্ট করেন—যেমন বৈজবননামে রাজা ধর্ম্মেতে চিরকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন। নহুষনামা রাজা ধর্ম্মবলে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াও অধর্ম্ম প্রবৃত্তিমাত্রে অধঃপাতে গেলেন। রাজপুত্র কহিলেন—হে গুরো! এ কথা বিস্তার করিয়া আজ্ঞা করুন। চাণক্য কহিলেন, শুন।—

সাগরবংশে মহাবলপরাক্রান্ত ইন্দ্রসেননামা এক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতে রাজমনোরঞ্জনীনামে এক সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। সেই স্ত্রীতে দিনে দিনে অত্যন্ত আসক্ত এমন হইলেন যে, রজস্বলাকালেও ঐ স্ত্রীতে উপগত হইলেন। ইন্দ্রসেন রাজার ঐ ঋতুমতী পত্নী-গমনজন্য পাপপ্রযুক্ত, মস্তকের উপরের উর্দ্ধাগ্র দীর্ঘ তিন জটা ও তালবৃক্ষ তুল্য চারি চরণ ও কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান আরক্ত চক্ষুদ্বয়েতে ভয়ানক বিকটদন্ত এক রাক্ষস আসিয়া প্রজারদিগকে ভোজন করিতে লাগিল ও রাজাকে কহিল,—হে রাজন্! তুমি যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান কর ও প্রজারদিগকে ধর্ম্মেতে প্রবর্ত্তাও, তবে তোমাকে খাইব। রাক্ষসের এই বাক্যেতে রাজা প্রাণভয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন হইয়া পাপবহুল হইলেন। এইরূপে অধর্ম্মবাহুল্য হওয়াতে রাজা অচিরেই ক্ষয় পাইলেন। তাহার পর তদ্বংশজাতেরা রাক্ষসবচনে অধর্ম্ম করাতে অল্পকালেই বিনাশ পাইলেন।

এইরূপে অনেক কাল গেলে পর, ঐ বংশে বৈজবননামে এক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের বচনে অনাদর করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া ধর্ম্মেতে আপনি প্রবর্ত্ত হওত, প্রজারদিগকে অভয় দিয়া নানাপ্রকার প্ররোচনাতে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তাইয়া স্ববাহুবলে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনে দিনে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার অর্থাৎ কুহাসার মত রাজধর্ম্মোদয়ে রাক্ষস দূরীকৃত হইল। এই প্রকারে বৈজবন রাজা নীতিশাস্ত্র-বিহিত রাজধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতাপে প্রবলতর শত্রু বিনাশ করিয়া উত্তরোত্তর মহোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া চিরকাল এই পৃথিবী ভোগ করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। হে ভোজ! বৈজবন রাজোপখ্যান কহিলাম, সম্প্রতি নহুষরাজোপাখ্যান কহি শুন।—

পূর্ব্বকালে নহুষনামে এক রাজা হইয়া-

ছিলেন। তিনি স্বকৃত ধর্ম্মপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গিয়া দেবগণসহকারি দেবরাজকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রের সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ইন্দ্রের সতী শচীকে বলাৎকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তন্নিকটে কামভাবে প্রিয়বাক্যে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শচী মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিলেন,—হে নহুষ! তুমি পবিত্র হইয়া পবিত্র দেব-যানারোহণে আইস। তবে তোমার মানস সিদ্ধ হইবে। নহুষ তদ্বচনে স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধপ্রায় বুঝিয়া, কামাতুরতা প্রযুক্ত অতিত্বরায় শৌচস্নান আচমন যজ্ঞ জপ পূজা দান বেদাধ্যয়ন করিয়া বাহ্যশুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ বাহকব্যতিরেকে দেবযান হইতে পারে না, এই বিবেচনা করিয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে বেগার ধরিয়া, তাঁহারদের স্কন্ধে শিবিকাযান দিয়া, আপনি মহর্ষিগণবাহিত শিবিকাতে আরোহণ করিয়া শচী নিকটে চলিলেন। ব্রাহ্মণেরা কখনো শিবিকা বহন করেন নাই; এই প্রযুক্ত যান স্কন্ধে লইয়া চলিতে পারেন না। নহুষ কামান্ধ হইয়া অতিব্যগ্রচিত্তে 'সর্প সর্প সর্প' ঐ শব্দ পুনঃপুনঃ করিয়া অগস্ত্য মুনির মস্তকে পদাঘাত করিলেন। তাহাতে ঐ মুনি 'সর্পোভব' এই শাপ দিবামাত্রে সর্প হইয়া স্বর্গ হইতে অধোলোকে পড়িয়া গর্ত্তপথ দিয়া রসাতলগামী হইলেন।

চাণক্য কহিলেন,—হে মহারাজকুমার! রাজধর্ম্ম-বিরুদ্ধানুষ্ঠান রাজার মহত্ত্বভঙ্গের কারণ হয়। অতএব স্বহিতৈষি রাজা দণ্ডনীতিশাস্ত্র-বিহিত রাজধর্ম্ম পুরস্কারে ও তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-তিরস্কারে অবশ্য প্রযত্ন করিবেন। স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের ধারক, নীতিবিদ্যা-সংস্কারাপন্ন বুদ্ধি ও আরব্ধ কর্ম্মের সমাপন পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করারূপ স্বত্ব এই দুইকে অবলম্বন করিয়া স্ববিষয় নির্ব্বাহ নির্ণয় করিয়া সপ্তাঙ্গ রাজলাভার্থে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজা উত্তমোদ্যম করিবেন। উদ্যম ত্রিবিধ।—নীচোদ্যম, মধ্যমোদ্যম, উত্তোমোদ্যম। বিঘ্নভয়েতে না করা যায় যে উদ্যম, সে অধম ও আরম্ভ করিয়া বিঘ্নের ব্যাঘাত হওয়াতে নিবর্ত্ত হয় যে উদ্যম, সে মধ্যম। ও বহু বিঘ্নতে পুনঃ পুনঃ ব্যাঘাতগ্রস্ত হইয়াও কদাচ নিবৃত্তি না হয় যে উদ্যম, সে উত্তম হয়। রাজারা যখন অস্ত্র ও শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ হন, তখনই স্বামী হন—কেবল রাজবংশে জন্মমাত্রে হন না। অতএব রাজকুমারেরা প্রথমতঃ স্বামী হবার নিমিত্তে যত্ন করিবেন। তৎপশ্চাৎ ন্যায়েতে ধনের অর্জ্জন ও বর্দ্ধন ও রক্ষণ করিবেন, এই নীতিজ্ঞেরদের মত। এবং নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন রাজা স্বীয় পরাক্রমে সপ্তাঙ্গরাজ্যোপার্জ্জন চিন্তা করিবেন। নীতিজ্ঞানের মূল স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় জয় অথবা কৃত্রিম ইন্দ্রিয় জয়, যেহেতুক ইন্দ্রিয়-জয়শূন্যের বিষয়ানুশীলনেতে সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্তে শাস্ত্রার্থ কদাচিত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।—গোশৃঙ্গে শর্ষপের মত।

অতএব রাজা ইন্দ্রিয়-জয়করণক বিনীত অবশ্য হইবেন, তবেই নীতিজ্ঞ হইতে পারেন। অন্যথা "মর্কটস্য সুরাপানং পশ্চাৎ বৃশ্চিক-দংশনং। তন্মধ্যে ভূতসঞ্চারঃ পরস্যা কিন্তু-বিষ্যতি।"—এতন্ন্যায়ে অস্থিরচিত্ত হইয়া নানা-জাতীয় জঞ্জাল জালাতে নষ্ট হয়। হে রাজ-কুমারেরা! নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরদেরকর্ত্তৃক বিবিধ নীতিশাস্ত্র-সমুদ্রমথনেতে উত্থিত উনবিংশতি-সংখ্যক রাজগুণরূপ অমৃত সেবা করিয়া স্থির-তর যশস্বী হইয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবীপতি হওত আনন্দসমূহের আধার হও।

সে উনিবিংশতি সংখ্যা গুণ এই;—নীতি-বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান, নৈপুণ্য ও নির্ভয়ত্ব, পটুতা ও সদাসন্তোষ, ধৈর্য্যশীতা ও শীঘ্রকারিতা, বিচারিতা ও পরিগৃহীতার্থের অপরিত্যাগ ও প্রশস্ত বাক্‌কৌশল ও দৈবাৎ উপস্থিত বিপদ-ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পরনারী-পরদ্রব্য-পরহিংসা-পরিবর্জ্জন ও প্রভাব ও সৎপাত্রে অর্থপ্রদান ও সকল লোকে মৈত্রী ভাবনা ও সত্যসন্ধতা ও কৃতজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ পিতৃমাতামহোভয়বংশতা ও শুদ্ধস্বভাবতা ও ইন্দ্রিয়জয়, এই উনবিংশতি

গুণ রাজার সম্পত্তিসমৃদ্ধির হেতু হয়। রাজা প্রথমতঃ স্বয়ং ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয়-জয়যুক্ত ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্ট সন্তান অমাত্যবর্গকে দানমানেতে সম্মানিত করিয়া নিকটে সতত রাখিবেন। এবং পুত্র ও ভৃত্য প্রজারদিগকে সুশিক্ষাতে বিনীত করিবেন। ভক্ত অনুগত ইন্দ্রিয় জয়যুক্ত অমাত্য সন্তান ভৃত্যবর্গেতে সেবিতনীতি অনীতিবিষয়ক জ্ঞানবন্ রাজা যদি মণ্ডলেশ্বরও থাকেন, তথাপি অবিলম্বেই সার্ব্বভৌম পদাভিষিক্ত হন। ইহা নীতিজ্ঞেরদের সম্মত। প্রত্যেকে অনেকপ্রকার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধস্বরূপ পঞ্চ বিষয় মহা-রণ্যেতে প্রতিক্ষণ ধাবমান মদমত্ত মহাবল হস্তি-তুল্য ইন্দ্রিয়সমূহকে নীতিজ্ঞানরূপ অঙ্কুশেতে পণ্ডিতের বচনরূপ আসনে সুদৃঢ়রূপে বসিয়া রাজারদিগকে অবশ্য আয়ত্ত করিবেন। আত্ম-গুণের প্রযত্নদ্বারা আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া রূপাদি বিষয়ভোগার্থে পঞ্চ বিষয়েতে আরোহণ করেন, তাহাতেই আত্মার বিষয় সকলে প্রবৃত্তি হয়। বিষয়রূপ লোভনীয় বস্তুর বাসনাতে মন ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ যখন করেন, তৎক্ষণেই পুরুষ মনকে নিরোধ করিবেন। এইরূপে মনের নিরোধ করিতে করিতে অভ্যাস নৈপুণ্যক্রমে মন পরাজিত হইয়া বশীভূত হইলেই পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হন। যে রাজা অসহায় অতিক্ষুদ্র মনের জয় করিতে না পারে, সে অনেক যোদ্ধাতে সুরক্ষিতা সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীকে স্ববশে কিরূপে রাখিতে পারিবে? অবশীকৃতমানস রাজা ভোগের রূপ বিরস আপাতমধুর ঈদৃশ শব্দাদি পঞ্চবিষয়েতে বদ্ধচিত্ত হওত শৃঙ্খলাতে বদ্ধপ্রায় হইয়া পরদত্ত ধনের প্রত্যাশাতে নিরর্থক আয়ুক্ষেপণ করে। অতএব বিষয়রূপ অত্যন্ত মদ্যপানেতে মত্ত হইয়া যদি পরস্ত্রী পরধন পর-হিংসাতে মনোযোগ করে, তবে আপনিই অত্যল্প কালে আপনার মহাভয়জনক বিপত্তির কারণ হয়!

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় একৈকে পুরুষবিনাশের নিমিত্তে হয়। দেখ কোকিলের মধুর শব্দ শ্রবণে মনোনিবিষ্ট করাতে অতিদূরে লাফ দিতে পারে,—এমন হরিণ, মৃগ হইতে মরণভাগী হয়। অনায়াসে মহাবৃক্ষ উৎপাটনেতে পটু পর্ব্বতাকার হস্তী হস্তিনীর শরীর স্পর্শে শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয়। দীপশিখার রূপ-দর্শনেতে লোভিতচক্ষু পতঙ্গ ঐ দীপের অগ্নিতে পড়িয়া দগ্ধ হয়। অগাধ জলে গমনকারি মৎস্য বড়িশে লগ্ন যৎকিঞ্চি-ত্তোজ্যের রসলোভে মৃত্যু অঙ্গীকার করে। হস্তির গণ্ডস্থলেতে গলিত মদের গন্ধে লুব্ধ-ভ্রমর হস্তির কর্ণাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। অতএব বিষতুল্য পঞ্চ বিষয়ের প্রত্যেকে কে কারে নষ্ট না করে? তাহাতে যে রাজা এক কালে সমানরূপে পঞ্চ বিষয়কে সেবা করে, তবে সে রাজা কোন মতে কুশলী হইতে পারে না। কিন্তু কোন বিষয়ের বশীভূত না হইয়া রাজকার্য্যের অবিরোধে যথাযোগ্য সময়ে যথা-সম্ভব সকল বিষয়ের উপভোগ রাজা করিবেন; সুখত্যাগী হইবে না।—যেহেতুক অর্থের ফল সুখ। তাহা সর্ব্বথা অকরণে অর্থ নিরর্থক হয়।

নীতিবিদ্যার আচার্য্যেরা ইহা কহিয়াছেন। স্ত্রীর অতিমনোহর মুখের দর্শনাহ্লাদেতে রাজার যাবৎ কাল যায়, তাবৎ কালেতেই রাজ্য চিন্তা না হওন-দোষে শত্রুকর্ত্তৃক যদি রাজ্য অপহৃত হয়, তবে স্ত্রীর সহিত একান্ত সহবাসে সেই রাজার চক্ষুর জলধারার সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ও যৌবন গলিয়া পড়ে। নীতিজ্ঞেরদের এই এক মত। আর ধর্ম্ম হইতে অর্থসিদ্ধি, অর্থেতে কামসিদ্ধি, তাহা হইতে সুখফলোদয়, ইহাও নীতিজ্ঞেরদের নিশ্চিত মত। এই দুই মতের তাৎপর্য্য এই,—ধর্ম্ম অর্থ কাম, সেবা যুক্তিযোগেতে না করে যে রাজা,—সে রাজা এই তিনের মধ্যে অন্যতম এক মাত্রের সেবাতে অন্য দুইকে নষ্ট করিয়া আপনিও নষ্ট হয়। যেহেতুক ধর্ম্মমাত্রের অত্যন্ত সেবাতে অর্থক্ষয় হয়। অর্থের অভাবে কামসিদ্ধি হয় না; কেননা, কাম অর্থমূলক হয়, দরিদ্রের অর্থ না থাকাতে

কামসিদ্ধি হইতে পারে না। দরিদ্রেরদের বাসনা যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনিই নষ্ট হয়—কিছু ফলোদয় হয় না। তেমনি ধন না থাকিলে স্নান উপবাসাদিরূপ ধনব্যয়শূন্য ধর্ম্মোপাসনাতে শরীরকে দণ্ড দেওয়াতে শরীর ক্ষীণ হইয়া জ্বরসন্নিপাতাদি রোগে ধর্ম্ম-মূল দেহবিনাশে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে পারে না। এবং অর্থও অতি-সেবিত হইলে অর্থের মূল কারণ ধর্ম্ম ও ফল-কাম এই দুই হয় না; কিন্তু কেবল এই হয় যে, ধর্ম্মের অভাবে অগ্নি চোর দস্যু রাজদণ্ডাদিতে বহু কষ্টে বর্দ্ধিত ও দান-ভোগব্যতিরেকে সঞ্চিত যে ধন, তাহার অপচয়। এবং কামও অতিশয় সেবা করিলে ধর্ম্ম ও অর্থকে বিনষ্ট করিয়া তেজঃক্ষয়ে ক্ষয়রোগাদি জন্মাইয়া শরীরকে নষ্ট করে। কাম শব্দেতে আত্মসংযুক্ত মনেতে কর্ণ-চর্ম্ম-চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকাখ্য-পঞ্চজ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের স্বস্বগ্রাহ্য শব্দাদিবিষয়ক যে সুখ, তাহাকে কহে। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বেণুবীণাদির যে ধ্বনি, সে শব্দ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যে পুরুষশরীরাদির স্ত্রী-শরীরাদিতে সংযোগ, সেই স্পর্শ। চক্ষু-রিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্ত্রীর রমণীয় অবয়বাদির যে সৌন্দর্য্য, সেই রূপ। রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদু দ্রব্যের যে স্বাদু, তাহাকে রস শব্দে কহে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুষ্পচন্দনাদির গন্ধ। এই পঞ্চ বিষয়ের স্বরূপ যে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর নাম শ্রবণমাত্রে অগ্নিসম্পর্কে জতুকের অর্থাৎ জৌর ন্যায় অভিনবযুবজনেরদের যেমন পূর্ব্ব ভাব হইতে স্খলিত হয়, তাদৃশ পরমসুন্দরী স্ত্রীদর্শ-নেতে ও আলাপেতে, না জানি—সে মন কেমন হয়? অতএব স্ত্রী কার মন বিকৃত না করে? তপ-স্বিরদেরও সুপ্রসন্ন সুপ্রকাশ নির্ম্মল মানসকেও বিকৃত করে। স্ত্রীরা যদ্যপি অবলাও হয়, তথাপি অতিপ্রবলা; যেহেতুক অটল অতিবড় মহানু-ভবদিগকেও টলিত করে। যেমন অতিবেগ-বিশিষ্টা নদী পর্ব্বতকেও লড়ায়। অতএব নীতি-শাস্ত্রমাত্রে স্ত্রীতে অত্যন্ত অনুরাগত্যাগের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রতি নিন্দা অনেক প্রকার আছে। স্ত্রীলম্পটতাদোষে ব্রহ্মার সন্তান বেদের ভাষ্য-কর্ত্তা পণ্ডিত ভৃত্যবৎ ইন্দ্রাদি দৈবগণেতে সেবিত স্ববাহুবলেতে চালিত কৈলাসপর্ব্বত সাগরাভ্যন্তরবর্ত্তী লঙ্কানগরীর অধিপতি রাবণ বানরের পদাঘাতে অপমানিত হইয়া সবংশে বিনাশ হইয়াছেন। এবং দশরথ নামে রাজা স্ত্রীতে বিশ্বাস করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া ক্ষুরের ধারের ন্যায় অন্তঃকরণ কঠোর নির্দ্দয়হৃদয় কেকয়ী স্ত্রীর যাচ্ঞাতে বিড়ম্বিত হইয়া সর্ব্ব-জন মনোরঞ্জন নানাগুণধাম লোকাভিরাম মহামহিম শ্রীরামনামা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বন-প্রস্থাপন করিয়া পুত্রশোকে প্রাণ হারাইয়াছেন।

চাণক্য কহিলেন,—হে রাজকুমার! শুন, "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ। অতএব স্ত্রীলোকেরদের চরিত্র জানা বড় ভার।" এই প্রযুক্ত নীতিশাস্ত্রেতে বর্ণিত স্ত্রীলোকেরদের দুরাচরণ অনেক প্রকার আছে, তাহার কিছু শ্রবণ কর।

শিখর ভূমিতে বীরশেখর নামে এক রাজা অত্যন্ত কামুক ছিলেন। তিনি এক দিবস বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, দৈবাৎ সেই বনে পরমসুন্দরী নবযৌবনা এক বেণু-জীবিজাতীয়া কন্যা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে ছিল। তাহাতে ঐ রাজা অস্তব্যস্ত হইয়া জলহইতে উঠিয়া তাহার ভয়ে পলায়মানা দেখিতে পাইয়া বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও কেবল মনের ঔৎসুক্যমাত্রেতে সেই ডোমের মাইয়াকে বলাৎকার করিতে উদ্যত হইবামাত্রে সেই স্ত্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিল,—হে মহারাজ! স্থির হও, ব্যগ্র হইও না। আমার নিবেদন অবধান কর। আপনি বৃদ্ধ ও বহুদর্শী, আপনকার ভোগ্যা সুন্দরী নারী অনেক আছে। আমি স্ত্রী বয়স্থা। "আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা। ষড়্গুণাব্যবসায়াশ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ।" আপনি রাজা আপনকার যে ভোগিনী স্ত্রী আমি হই, সে আমার বহু ভাগ্য; কিন্তু তবেই আমি আপনকার ইচ্ছানুসারিণী হই, যদি আপনি অন্যান্য স্ত্রীতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া

কেবল আমাতেই আসক্ত হন। রাজা ঐ স্ত্রীবাক্যেতে অঙ্গীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া ভুক্তপূর্ব্ব ভোগিনী স্ত্রীগণেতে বিরক্ত হইয়া কেবল তাহাতে অনুরক্ত ও তদাজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। ন দদাতি ন বা ভুংক্তে কৃপণো হি ধনং সদা। কিন্তু স্পৃশতি হস্তাভ্যাং দিবাস্ত্রীমান্ যথা জরন্।"

এইরূপে কিছুদিন গেল; কিন্তু ঐ স্ত্রী উত্তমান্নভোজন ও দিব্য অট্টালিকানিবাস ও নানাবিধ বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান ও দিব্য গন্ধমাল্যানুলেপনেতে ও পতির বার্দ্ধক্যমাত্রেতে যথেষ্ট অত্যুত্তম সুখভোগও দুঃখপ্রায় জানিয়া পরযুবজনের সঙ্গবাসনাতেই অহোরাত্রি যাপন করে। দৈবাৎ এক দিবস ঐ রাজার অতি বিশ্বস্ত অস্ত্রজীবি যৌবনস্থ এক বীরপুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া দূতীর দ্বারা ঐ শস্ত্রজীবির সঙ্গে অভিলাষ সিদ্ধির কথা ধার্য্য করিয়া স্থান ও সময় না থাকাপ্রযুক্ত স্মমনস্থ সিদ্ধি করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া থাকে। এক দিবস নিশীথ সময়ে কোন মতে ঐ বীরপুরুষের সঙ্গে সম্ভোগ হওয়াতে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রী তাহাকে কহিল,—তুমি কোন প্রকারে এস্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আমাকে লইয়া চল। তবে তোমার সঙ্গে সুখসম্ভোগনির্ভয়রূপে হবে—ভয়েতে যথেষ্টাচরণ হইতে পারে না। শস্ত্রজীবি কহিল,—এ বড় ভাল কথা, তুমি এক কর্ম্ম কর—রাজাকে কোন প্রকারে বধ করিয়া বহুমূল্য অথচ অল্পভার রত্নসমূহে এক পেটিকা সম্পূর্ণ করিয়া সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আসিয়া কল্য রাত্রে থাকিবা, আমি তোমাকে স্কন্ধে লইয়া রাতারাতি এদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে পারিব। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে তুমি কল্য এ কর্ম্ম করিও। পরে ঐ স্ত্রী উপপতির সঙ্গে এই সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পর দিবস নিশাযোগে তীক্ষ্ণখড়্গাধারে নিদ্রিত রাজার শিরশ্ছেদন করিয়া বহুমূল্য মণিপূরিত পেটিকা সঙ্গে লইয়া সঙ্কেতস্থানে গিয়া উপপতির স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক নগর হইতে বাহির হইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল।

চাণক্য কহিলেন,—হে রাজকুমার! অতএব নীতিশাস্ত্রে কহিয়াছেন।—"বৃদ্ধো যুনা সহ পরিচয়াৎ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ।" পরে ঐ শস্ত্রধারি ব্যক্তি নদীতীরে গিয়া ঐ স্ত্রীকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কহিল,—নদীতে বিশ্বাস করা উপযুক্ত নয়, এ নদীতে কোথায় কত জল, তাহা ভালমতে জানি না এবং জলেতে হিংস্র জলজন্তুর শঙ্কা সম্ভাবনীয় বটে। প্রাণসংশয়স্থানে একদা সকলের যাওয়া বিহিত নয়, যদি বিপদ হয়, তবে সকলকেই এককালে নষ্ট হইতে হয়। অতএব আমি পুরুষ—অগ্রে যাই, ভদ্রাভদ্র বুঝিয়া আসি, পশ্চাৎ তোমাকে লইয়া যাইব। কিন্তু তুমি স্ত্রী, একাকিনী এ অন্ধকাররাত্রিতে এ পারে থাকিবে, অর্থেতেই অনর্থ ঘটে; অর্থ না থাকিলে কেন ভয় থাকে না—লেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়। ঐ স্ত্রী উপপতির এই বাক্য শুনামাত্রে তৎক্ষণে আপন অঙ্গের অলঙ্কার সকল খুলিয়া পরিহিত বস্ত্রে বন্ধন করিয়া পেটিকাসমেত তাহার হস্তে দিয়া আপনি উলঙ্গ হইয়া জলমধ্যে দাড়াইয়া থাকিল। উপপতি সমস্ত সামগ্রী সমেত পরপারে গিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিল,—ওরে রাজপতিঘাতিনি! তুই ডোমের মাইয়া ছিলি, বনজ শাকাহারে ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র পরিধানে কালক্ষেপণ করিতেছিলি, যাহার প্রসাদে এ সুখ বিভোগ পাইয়াছিলি, তাহাকে স্বহস্তেই নষ্ট করিলি! তোকে বিশ্বাস কি? এই কহিয়া যাইতে উদ্যত হওয়া মাত্রে ঐ স্ত্রীর মস্তকে যেমন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও ঐ পুরুষকে কহিল,—ওরে শস্ত্রহস্ত বিশ্বাসঘাতক! তোর মনে কি এই ছিল? ইহা কহিয়া "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টো নচ পূর্ব্বং নচাপরং।"—এতন্ন্যায় ন যযৌ ন তস্থৌ প্রায় হইয়া জলমধ্যে নগ্না মুক্তকেশী শোকভয়ে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে এক শৃগালী এক খণ্ড মাংস

মুখে করিয়া ঐ নদীতটে আসিয়া এক বৃহৎ মৎস্যকে জল হইতে উঠিয়া স্থলে পড়িতে দেখিতে পাইয়া মুখের মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া ঐ মৎস্য ধরিতে যাইবামাত্রেই মাংসখণ্ড নকুলে লইয়া গেল। মৎস্য ঝটিতি জলে প্রবিষ্ট হইল, শৃগালী অভব্য হইয়া ভেকুয়ার ন্যায় থাকিল। এতদবস্থাপন্ন স্থলস্থ শৃগালীকে ঐ জলস্থ স্ত্রী দেখিয়া কহিল,—"নকুলে নীয়তে মাংসং মৎস্যোঽপি সলিলং গতঃ। মৎস্যমাংসং-পরিভ্রষ্টা কিং নিরীক্ষসি জম্বুকি।" ইহার অর্থ—হে শৃগালি! নকুলেতে মাংস নীত হইল, মৎস্যও জলে গেল, তুমি মৎস্য ও মাংস এই উভয় পরিভ্রষ্ট অর্থাৎ দুই ছাড়া হইয়া কি দেখিতেছ? শৃগালী কহিল,—"আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী। স্বহস্তেন পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা।" ইহার অর্থ,—তুমি আপনার ছিদ্র অর্থাৎ দুশ্চরিত্র জান না অর্থাৎ মনে স্মরণ কর না অথচ পরের ক্ষুদ্র ছিদ্র অনুধাবন কর। আপনি হাতে পতিকে নষ্ট করিয়া লেঙ্গটা হইয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ। ঐ স্ত্রী শৃগালের এই কথা শ্রবণমাত্র অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া চমৎকারে ক্ষণমাত্র স্তব্ধ হইয়া থাকিল।

চাণক্য কহিলেন,—হে রাজপুত্র! অতএব নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, পরস্ত্রী পরপুরুষের পরস্পর অনুরাগ ও হত্যা ও মদ্যপান এই সকল দুষ্কর্ম্ম লোকে অতি গোপনেই করে; কিন্তু প্রায় পরম্বট অর্থাৎ অন্যে অবশ্যই জানিতে পারে। অনন্তর ঐ স্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া এ শৃগালী অবশ্য কোন দেবরূপিণী হইবেন, ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া সবিনয় বাক্যে ঐ শৃগালীকে প্রার্থনা করিল,—হে শিবে মাতঃ! এখন আমি কি করিব? আমাকে বুদ্ধি দেও। শিবা কহিল,—যাও যাও, গৃহে যাও। যাবৎ রাত্রি আছে, ঘরে গিয়া এই কহিও—ডাকাৎ পড়িল রে ডাকাৎ পড়িলরে—আমার স্বামীকে মারিল রে! আমার স্বামিকে মারিল রে! শৃগালী ঐ স্ত্রীকে এইরূপ উপায় প্রদর্শন করিয়া গেল! সে স্ত্রী স্বালয়ে গিয়া তদনুরূপ করিল।

চাণক্য কহিলেন,—রাজকুমার! এ নীতি কথার তাৎপর্য্য এই;—স্ত্রী ও শস্ত্রহস্ত ও রাজা এই সকলেতে বিশ্বাস করিবে না ও অকস্মাৎ বহুকালীন সেবক জনকে ত্যাগ করিয়া নব্য লোকেতে অনুরাগ যে করে, তাহার ভাল হয় না ও স্বামিদ্রোহ যে করে, সে দুরবস্থাপ্রাপ্ত অবশ্য হয় ও ভাবি আশ্রয়কে সম্যক্ পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিবে না। অতএব নীতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন,—

'চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষ্য পরংস্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ॥
অকস্মাদ্দ্বেষ্টি যো ভক্তমাজন্মপরিষেবিতং।
নব্যঞ্জনং কাময়তে ত্যাজ্যো নৃপ ইবাতুরঃ।
নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥
স্ত্রী পুষ্পচেৎ প্রভবতি তদা তদ্ধি-গেহং
বিনষ্টং ইত্যাদি॥

ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং চতুর্থ স্তবকে দ্বিতীয় কুসুমং।

তৃতীয় কুসুম।

চাণক্য কহিলেন,—হে ভোজরাজ! আর এক কথা শ্রবণ কর। বেগবতীনামে এক নদীতে এক মণ্ডুক অর্থাৎ ব্যাং জলবেগে পড়িয়া আলম্বনাভাবে ব্যাকুল হইয়া জলমধ্যে বেগগামি বৃহৎ শরীর এক সর্পের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিল। এইরূপে সর্প ভেকবাহন হইয়া মনে বিবেচনা করিল, এইক্ষণে ভেক ভক্ষণার্থ যতন করিলে বিফল হইবে। ব্যাঙ কাষ্ঠভ্রমে আমার উপরে উত্থান করিয়াছে। তদ্ভক্ষণার্থ চেষ্টাতে গাত্র লাড়িত হইলে, আমাতে যে তাহার অচেতনভ্রান্তি, তাহা দূর হইবে। সাবধানও হইবে। উলম্ফ দিয়া জলে

প্রবিষ্ট হইলে আমার অনায়ত্ত হইবে। তখন আয়ত্ত করা দুষ্কর। সম্প্রতি আমাকে নিশ্চেতন বুঝিয়া নিশ্চিন্তই আছে। আমিও পারপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অচেতন ন্যায় হইয়াই থাকি। এ ভেকুয়া ভেকতো আমার হাতেই আছে, তবে আমার উপরে ব্যাঙের আরোহণ জন্য যে অপমান, তাহা স্বার্থসিদ্ধ্যর্থ স্বীকর্ত্তব্য। "অপমানং পুরস্কৃত্য স্বকার্য্যং সাধয়েদ্বুধঃ।" ইহা নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন। অতএব পার যাওয়াপর্য্যন্ত ভেকবাহন হইয়াই থাকিতে হইল! পার পাইলে পর এ ব্যাঙ আমার উপরে আরোহণের ফলভোগী হইবে। এইরূপ মনে করিয়া সর্প ভেকবাহন হইয়া নদীমধ্যে বেগে যাইতেছে। ইতিমধ্যে তীরের বৃক্ষস্থ এক কাক ঐ ভেকবাহন সর্পকে দেখিতে পাইয়া হাসিতে লাগিল। সর্প পক্ষিধূর্ত্ত কাককে হাসিতে দেখিয়া কহিল,—ওরে কাক! কেন হাসিতেছিস্? সর্প কখন ভেকবাহন হয় না। তবে যে আমি হইয়াছি, সে কেবল সময়প্রতীক্ষা করিতেছি। ঘৃত-ভোজনেতে অন্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায়।

রাজপুত্র কহিলেন,—সে কেমন? চাণক্য কহিতেছেন,—চোল দেশেতে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অধিক বয়সে এক বিবাহ করিলেন। নিত্য প্রাতঃস্নায়ী হবিষ্যাশী একাহারী ঋতুকালাভিগামী হওত গার্হস্থাশ্রমে থাকেন, কিন্তু তাঁহার যুবতী পত্নীর তাহাতে সন্তোষ হয় না। যথেষ্টাচারী বলিষ্ঠ অন্য এক যুবা-পুরুষেতে অত্যন্ত আসক্তা হইল। ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা টের পাইয়া আপনার স্ত্রীর উপপতিকে ধরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারে ধরিতে না পারিয়া মনে যুক্তি করিয়া একদিন রাত্রিযোগে আলোঘরে রাত্রিকাণার মত হাতড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী তাহা দেখিয়া কহিল,—একি দীপ মীন্ মীন্ করিয়া জ্বলিতেছে না,—দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। ফরসা লেকড়ার সলিতা, তেলেতেও কাইট নাই, আলো ভালো হইয়াছে। ওমা, একি ভ্রূকুটী! লোক আঁধারে কাণাই হয়, তুমি যে আলোকাণা হইলা। ব্রাহ্মণ কহিল,—তাহাই বটে,—ঈশ্বর আমাকে চক্ষুসত্ত্বে অন্ধ করিয়াছেন। এই দেখ, চক্ষুর বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র নাই, না ছানি, না ফুলি, কিছুই পড়ে নাই; কিন্তু কিছু দেখিতে পাই না, না জানি—পর পর বাড়াবাড়ি কিপর্য্যন্ত হয়, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মণী কহিল,—কেন কেন, এমন কেন হইল! ব্রাহ্মণ কহিল,—কএক দিবস হইল রাজবাটীতে ভোজন করিতেছি, তাহাতে উত্তম ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন প্রচুর ভোজন করিয়াছি, মধুমিশ্রিত ঘৃতপানও যথেষ্ট করিয়াছি। রাজার সংসারে কোন দ্রব্যের অপ্রতুল নাই, যাহা চাই— তাহাই যথেষ্ট পাই। ঘৃতও বড় উগ্রশক্তি হয়। বুঝি—তাহাতেই ধাতু রুক্ষ হইয়া দৃষ্টির ন্যূনতা হইয়াছে। তুমি আজি অবধি আমাকে যেন কদাচ ঘৃতপক্ব দ্রব্য ভোজন করিতে দিও না। সাবধান হইও। চক্ষুর সমান ধন নাই, চক্ষু থাকিলেই সকল দেখিতে পায়। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে মনে বড় আনন্দিত হইয়া মনে করিল,—ঈশ্বর এত দিনে আমার মানস সম্পূর্ণ বুঝি করিলেন! আজি হইতে আমি অন্ন ব্যঞ্জন পিষ্টাদিতে যথেষ্ট সদ্যোঘৃত দিয়া ইহাকে ভোজন করাইব; তবেই ইহার যৎকিঞ্চিৎ যে দৃষ্টি আছে, তাহাও থাকিবে না,—জন্মান্ধপ্রায় হইবেন। আমি অহোরাত্র স্বচ্ছন্দরূপে প্রিয়তমের সঙ্গে নানা রসরঙ্গে থাকিব। এই মনে করিয়া পতিকে কহিল,—কি চাহ? আমাকে কহ। আমি থাকিতে ব্যামোহ স্বীকার কেন কর? শীঘ্র শয়ন কর। রাত্রি-জাগরণে ধাতু কটু হয়, চক্ষুঃপীড়া কটুতাতেই বাড়ে। এই রূপ কহিয়া ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে শয়ন করাইয়া উপপতি ভাবনা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শয়ন করিয়া চিন্তা করিলেন,—ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যভিচারি-দোষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে দণ্ড বিহিত হয় না,

সংশয়মাত্রে দণ্ড করা উচিত নয়,—যেমন মৃত্যুর অবধারণ বিনা মৃত্যুলক্ষণ দ্বারা মরণ সম্ভাবনা মাত্রে দাহাদি কার্য্য কর্ত্তব্য নয়। অতএব এ ব্যভিচারিণী ভ্রষ্টার যে দিন ব্যভিচার দোষ দেখিব, সেই দিন ইহার সমুচিত দণ্ড করিয়া বিভ্রাট ঘটাইব। সম্প্রতি যত খুটিনাটি করিতেছে, তাহা করুক।

অনন্তর ব্রাহ্মণী প্রাণপণ চেষ্টাতে বিস্তর ঘৃত আহরণপূর্ব্বক অন্নব্যঞ্জনাদিতে যথেষ্ট করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ ভোজন করাইয়া জলেতে পতির হস্তমুখ প্রক্ষালন ও আপনার বস্ত্রাঞ্চলেতে প্রোঞ্ছন করত কপট পতিসেবা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মাণ পরম সুখে ঘৃতাক্ত অন্ন ব্যঞ্জন রোটিকাদি ভোজন করণকালে ভার্য্যাকে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করেন,—কেমন, অন্নাদিতে ঘৃত তো দেও না! ব্রাহ্মণী কহে,—ঘৃত বড় দুর্ম্মূল্য, আমি কড়ি কোথা পাবো যে, অন্নাদিতে ঘৃত দিব? তোমার যত ধন আছে, তাহা তুমি জান। আমি কি অন্য স্ত্রীর মত পর-পুরুষগামিনী? আমার কি উপপতির ধন আছে? অতিবড় আক্রা ঘৃত কোথা পাবো? সংসারের যে অনুসার, তাহা কি কহিবো! তুমি উপায়কর্ত্তা,—ঘরে বসিয়া থাকিলা; কোথাও যাও না, কিছু আনো না, কোথা হইতে কিছু পাওয়া যায় না, ঘরের যতো যোত্র,—তাহা সকলেই জানে এক ব্যঞ্জন ভাত হওয়া ভার, ঘি আবার কোথা হইতে হইবে? আমি যেই মাইয়া, তেই ঘরকন্না চলে। ব্রাহ্মণ কহিল,—তুমি রাগ করিও না, আমি তোমাকে সাবধান হবার জন্যে কহিলাম! তুমি আমার পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী। জন্মান্তরীয় পুণ্যরাশির পরিপাক-ফলে তোমাকে পত্নী পাইয়াছি। তুমি যে আমার আজ্ঞার বহির্ভূতা হইবা, এমন কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণী কহিল,—এইতো বটে; তবে যে কতকগুলা এলোমেলো কথা কহ, তাহা শুনিবামাত্রে অমনি গা জলিয়া যায়। এইরূপে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অনা ঘৃত ভোজন করিতে করিতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে,—কেমন, এখন দেখিতে পাও? ব্রাহ্মণ কহে,—আর অধিক কি দেখিতে পাইব, যৎকিঞ্চিৎ যে দৃষ্টি ছিলো, তাহাও পরপর যাইতেছে।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে মনে অতিহৃষ্টা হইয়া তদবধি কএক দিবস অধিক ঘৃত খাওয়াইয়া এক দিবস পতিকে জিজ্ঞাসিল,—কেমন, এখন বুঝি চক্ষুঃপীড়া ভালো হইয়া থাকিবে? ব্রাহ্মণ কহিল,—ভালো কি হইবে, এখন কিছু মাত্র চক্ষে দেখিতে পাই না। এককালেই দুই চক্ষু গেল! ইহা ব্রাহ্মণী শুনিয়া মনে করিল,—যাউক, আপদঃ শান্তি হইল। এখন অবধি এই ঘরে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিব। ইহা মনে করিয়া সেই দিবস একগৃহে পতি উপপতি দুইকে লইয়া সহবাস করিল এবং কহিল,—কড়াইতে দুগ্ধ আছে, বিড়ালটা বড় দুষ্ট, অনেক যতন করিলাম, বাহির হলো না—মাচার উপরে গিয়া থাকিল;-মরুক যাউকমেনে,—আর পারি না। ইহা কহিয়া পতির নিকটে উপপতিকে লইয়া থাকিল। কিছু অধিক রাত্রি হইলে পর, ব্রাহ্মণ কহিল,—যা যা বিড়ালে সকল দুগ্ধ খাইল, সাড়া যে পাই। ইহা কহিয়া হঠাৎ উঠিয়া দ্বারের কপাট খিল দিয়া ঐ উপপতি বেটার ঝুটি ধরিয়া মুষ্টিপ্রহারে শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট করিয়া ফেলাইল এবং স্ত্রীর নাক কাণ কাটিয়া মাথা মুড়াইয়া দূর করিয়া দিল।

স্তবকে
তৃতীয়ং কুসুমং।

চতুর্থ কুসুম।

চাণক্য কহিলেন,—হে রাজকুমার! অতএব প্রজাহিতৈষী দয়ালু বিদ্যাবৃদ্ধ মুনিগণেরা কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা, নিবন্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থেতে শৃঙ্গারাদি নবরসের উদ্দীপক

বাক্যপ্রবন্ধেতে সমুদ্র, নদী, সরোবর, ভূগোল, পর্ব্বত, পক্ষী, মৃগ, পুষ্প, বন উপবন পুষ্করিণী-প্রভৃতির শোভার নিস্ফল বর্ণনদ্বারা পুরুষেরদের স্বভাবতঃ বহির্মুখ চঞ্চলচিত্তের আকর্ষণ করিয়া রাজধর্ম্মাদি বিবিধ ধর্ম্মেতে প্রজারদের বিষয়াসক্ত-চিত্তকে অভিমুখ করিয়া তাহাতেই স্থিরীকরণার্থে দেবতা ঋষি রাজর্ষিপ্রভৃতি প্রস্তাবের উপলক্ষে প্রমাণ উপন্যাসার্থে অনেক অলৌকিক বর্ণনা করিয়া কৈমুতিক ন্যায়ে ধর্ম্ম উপাদেয়, অধর্ম্ম হেয়, পরমেশ্বর ভজনীয়, তদন্য ত্যজনীয়, এই চারি সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যার্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন রাজকীয় পরিবারেরা রসযুক্ত সত্য মিথ্যা কোন কথা প্রসঙ্গে রাজার মন বশীভূত করিয়া সঙ্গত সঙ্গতিমতে স্ববন্ধুর কার্য্য রাজাকে জানাইয়া তদর্থ সিদ্ধি করিতে যদি যতন করে, তবেই স্ববন্ধুর সে কার্য্য প্রায় সিদ্ধ হয়; নতুবা রাজসাক্ষাতে সময় অসময় বিচারব্যতিরেকে হঠাৎ স্ববন্ধু কার্য্য নিবেদনে বন্ধুকার্য্য ব্যাঘাত হয় এবং স্থূলারুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে শাস্ত্রের সূক্ষ্মসারার্থ গ্রহণার্থে স্থূল অসারার্থোপদেশও কতক আছে।

সে ন্যায়, এতদ্রূপ;—অরুন্ধতী নামে এক সূক্ষ্ম তারা আকাশে আছে, তাহার নিকটে উত্তোরত্তর স্থূল কএক তারা আছে। তাদৃশ অরুন্ধতী তারা, তাহার জিজ্ঞাসু শিষ্যকে—গুরু প্রথমত অতি স্থূল তারাকে এই অরুন্ধতী তারা দেখ এতাদৃশ উপদেশ করেন। পরে সেই তারাতে শিষ্যের দৃষ্টির স্থৈর্য্য জানিয়া সে তারা অরুন্ধতী নয় কহিয়া সে তারাহইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম অন্য এক স্থূল তারাকে এই অরুন্ধতী তারা দেখ এতদ্রূপ উপদেশ করেন। এতদ্রূপে শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে গুরু পরমসূক্ষ্ম অরুন্ধতী তারা প্রদর্শন করান্—যেহেতুক হঠাৎ দুর্লক্ষ্য পদার্থের অবধারণ লোকের হওয়া ভার। অল্পে অল্পে করিলেই সূক্ষ্মার্থের স্থিরতর অবধারণ হয়। এই কারণে শাস্ত্রে পুরুষের বুদ্ধ্যনুরোধে অসদর্থ কথনও আছে। আপাত-দর্শি স্থূলার্থগ্রাহি লোকেরা শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য বোধ না করিয়া, সেই অসদর্থ সদর্থ বুঝিয়া নাস্তিকাদির মতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে রাজপুত্র! শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থাব বোধ ও তদাচরণ-তৎপরতা হওয়া ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষেরদের বহুপুণ্যের ফল। কৈমুতিক ন্যায় এই রাবণ কুম্ভকর্ণাদির-বল-বীর্য্য-প্রতাপ-মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও পরস্ত্রীহরণাদিদোষে অতিক্ষুদ্র নরবানরাদি হইতে সবংশে নিপাত হইয়াছে। ইদানীন্তন অত্যল্প বলবীর্য্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্নেরা তাদৃশ দোষেতে যে নিপাত, হইবে, তাহা কি কহিব? শাস্ত্রেতে অলৌকিক অদ্ভুত বর্ণনার ইত্যাদি তাৎপর্য্য না জানিয়া কেবল অসম্ভব বর্ণনা জ্ঞানমাত্রে স্থূলদর্শি-লোকেরা তাদৃশ বর্ণনাসম্বলিত শাস্ত্রকে ন্যক্কার করেন ইতি।

হে রাজকুমার! আর শুন, রাজার স্ত্রীতে আসক্তিদোষের ন্যায় অবিরত মৃগয়া দ্যূতক্রীড়া মদ্যপান কাম ক্রোধ লোভ হর্ষ মান মদ এ সকল ত্যাজ্য। ক্রোধ-অবিচারে প্রাণিদ্রোহ-বুদ্ধি। লোভ,—ধনেতে অত্যন্ত লোলুপতা। হর্ষ,—অকারণ প্রাণিহিংসাজনিত পরিতোষ। মান,—মান্য লোকের অপমানকরণ বুদ্ধি। মদ,—স্ববলদর্পকৃত উৎসাহ। এই সকল দোষ একৈকে রাজলক্ষ্মী বিনাশের নিদান হয়। এ সমস্ত দোষরহিত যে রাজা, সেই স্থিররাজলক্ষ্মী নিত্যসুখী। হয় এই সকল দোষেতে প্রাচীন সম্রাট রাজারদেরও বিভ্রাট হইয়াছে। ইদানীন্তন অর্ব্বাচীন রাজারদের বিপদ যে হবে, সে কি বিচিত্র? এতাদৃশ কৈমুতিক ন্যায়ে হিতোপদেশসিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে পুরাণাদিতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক পুরাতন মহারাজ প্রভৃতির ভূয়োভূয়ঃ বহুধা সাধুস্বরূপাখ্যান করিয়াও তত্তদ্দোষ পরিহারার্থে দোষাখ্যানও করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র কহিলেন,—সে কি প্রকার? চাণক্য কহিতেছেন,—শুন। পূর্ব্বকালে পাণ্ডু নামে এক রাজা পরম ধার্ম্মিক হইয়াও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তিনি এক দিবস বনমধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে দৈবাৎ মৃগীতে আসক্ত এক মৃগকে নষ্ট করিয়া-

ছিলেন; সেই অপরাধে তিনি স্বস্ত্রীসম্ভোগ করত গতপ্রাণ হইয়াছেন। এবং দশরথ নামে এক রাজা পৃথিবীতে ইন্দ্রতুল্য ছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত মৃগয়াতে আসক্ত। তিনি একদা মৃগয়ার্থেঅতি-নিবিড় বনে গিয়া—অদৃষ্ট স্থানে নদী হইতে কলসে জলপূরণ করিতেছিল এক ব্রাহ্মণবালক, তাহার ঘটে জলপূরার শব্দেতে মৃগের ধ্বনিভ্রমে হরিণজ্ঞান করিয়া—সেই বালককে শব্দভেদি-বাণে বধ করিয়া তদপরাধে আয়ুঃসত্ত্বে স্বপুত্র-বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া গতপ্রাণ হইয়াছেন।

চাণক্য কহিলেন,—হে রাজপুত্র! অন্যের কথা কি কহিব? ঈশ্বরাবতার রামচন্দ্র মৃগয়ায় দোষপ্রদর্শন করাইয়া রাজপুত্রেরদের শিক্ষার্থে মায়াতে রত্নময়মৃগরূপি মারীচনাম রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া মৃগয়াতে আসক্তিরূপ ক্রীড়াতে স্বভার্য্যাকে হারাইয়া লোকদৃষ্টিতে বিবিধ দুঃখ-ভাজনন্যায় হইয়াছেন। আর পুণ্যশ্লোক নলরাজা ও ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া মহারণ্যে ভ্রমণ পরগৃহবাস পরান্ন-ভোগাদি নানা ক্লেশ অনুভব করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন। যদুবংশেরা অতিশয় মদ্যপানে মহামত্ত হইয়া কেশাকেশি অর্থাৎ চুলাচুলি মুষ্টামুষ্টি অর্থাৎ কিলাকিলি গুন্তাগুন্তি ও গালা-গালি লাফালাফি কুঁদাকুঁদি চড়াচড়ি মারামারি কামড়াকামড়ি লাথালাথি হুড়হুড়ি ধুমাধুমি করিয়া সকলে প্রাণ হারাইয়াছেন। বৃহদশ্বনামা সূর্য্যবংশীয় রাজা দণ্ডকদেশাধিপতি, মৃগয়ার্থে বনে গিয়া ভৃগুমুনির কন্যাকে বলাৎকার করিয়া ভৃগুমুনির শাপে ভস্মবৃষ্টিতে স্বদেশ-সুদ্ধ সবংশে বিনাশ পাইয়াছেন। সে দেশ অদ্যাবধি দণ্ডকারণ্যনামে লোকপ্রসিদ্ধ আছে। আর জন-মেজয় নামে রাজা পুত্রকামনাতে পুত্রেষ্টি নামে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞেতে ঐ রাজার পত্নীতে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। পরে রাজা উন্মাদিত হইয়া যাজক ব্রাহ্মণেরদের কর্ম্ম বৈগুণ্যকরণাপরাধেই আমার যাগের ফল-বৈপরীত্য হইল।' ইহা মনে নির্দ্ধারিত করিয়া পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সাক্ষাতে আনা-ইয়া অতিশয় রোষাবেশে আস্ফালন আস্কন্দন গর্জ্জন ভর্ৎসন তাড়ন করত ব্রাহ্মণেরদের উপরে প্রতাপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তদ্দোষেতে অভিহত হইয়াছেন।

আর ঐলনামে এক রাজা পূর্ব্ব কালে অতিলোলুপ অর্থমাত্রতৎপর অতিবড় ছিলেন। তিনি বলে-ছলে প্রজারদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া সকল লোককে অত্যন্ত নিষ্পীড়িত করিলেন। তদ্দুঃখেতে বাধিত প্রজারা সকলে যুক্তি করিয়া ধিগ্ হইয়া রাজসাক্ষাতে আসিয়া নিবেদন করিলে,—হে মহারাজ!—আমরা সকলে তোমার প্রজা। রাজার ঔরস সন্তান ও প্রজা এই দুই অবিশেষ। এবং প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম্ম। তুমি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া কুম্ভী-রের ন্যায় আমারদিগকে গিলিতে লাগিলা ও ধনলোভে অন্যায়েতে আমারদের জীবনস্বরূপ ধনাকর্ষণ, যেমন ডাইন—লোকের শরীর হইতে রক্ত আকর্ষণ করিয়া স্বোদরপূরণ করে, তেমনি করিতেছ। আমরা সকলেই নিঃস্ব হইয়া অন্ন-বস্ত্রপর্য্যন্ত রহিত হইয়াছি; কেবল পরমা-য়ুর্বলে শ্বাসমাত্র অবশেষে বাঁচিয়া আছি। ঈশ্বর কি এ পৃথিবী তোমারি নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন? এই মনে নিশ্চয় করিয়াছ? তাঁর অনুপম ভয়ানক ক্রোধ হইতে তোমার কি ভয় কিঞ্চিন্মাত্রও নাই? তোমার ভূমিতে হল-প্রবাহ ও বীজবপন যে করি, তাহার কিছু মাত্র সংযোগ নাই। তবে তোমার ভূমি রাখিয়া আমরা কি করিব? তোমার ভূমি তুমি এই লও। এই কহিয়া এককালে ডেলা-পাটিখেল বৃষ্টিতে ঐল রাজাকে চূর্ণ করিয়া মারিয়া ফেলিল।

আর শুন,—দণ্ডকারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা-ভিজ্ঞ কামরূপী মহাঅসুর বাতাপি-ইল্বলসংজ্ঞক দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অকারণ পর-হিংসারসেতে বড় রসিক ছিল। অনেক বনবাসি মুনিদিগকে নিষ্কারণ নষ্ট করিত। তাহার প্রকার এই,—দুই ভ্রাতা প্রত্যহ ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে আনিয়া পশুরূপি এক

ভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতা নষ্ট করিয়া তন্মাংস উত্তমরূপে পাক করিয়া ঋষিরদিগকে ভোজন করাইত। মুনিরা ভোজন করিয়া উত্থিত হইবামাত্রে জীবদ্‌ভ্রাতা মৃত ভ্রাতাকে 'হে ভ্রাতঃ! আইস আইস' এতদ্রূপে সম্বোধন করিবামাত্রে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাবলে প্রাপ্তদেহেন্দ্রিয়প্রাণ হইয়া মুনিভুক্ত ঐ ভ্রাতা মুনির উদর বিদারণ করত বহির্নির্গত হইয়া ভ্রাতার গলে লাগিত। মুনি গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পড়িতেন। ঐ দুই ভ্রাতা পরস্পর কণ্ঠ ধরিয়া অতিশয় হর্ষে গদগদ হইয়া অমনি ঢলিয়া পড়িত। এইরূপে ঐ কামরূপী দুই ভ্রাতা মায়াতে কখন কোন রূপধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত ও অনেক মুনিরদিগকে নষ্ট করিত। দৈবাৎ এক দিবস ত্রিকালজ্ঞ মহাতেজস্বী মৈত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্যনামা মুনিকে দেখিতে পাইয়া হিংসাতে উন্মত্ত ঐ দুই ভ্রাতা অতিশিষ্টরূপে বিনয়বাক্যে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া বাতাপি পশুরূপী ইল্লল ভ্রাতার মাংস ভোজন ঐ মুনিকে করাইল। মুনি জানিয়াও না-জানা-প্রায় হইয়া উদরের অগ্নি জাজ্বল্যমান করিয়া যেমন যেমন তন্মাংসখণ্ড ভোজন করিতে লাগিলেন। তেমনি নিঃশেষতঃ সকলি ভস্ম হইতে লাগিল। মুনি ভোজন করিয়া উঠিবামাত্রে বাতাপি 'হে ইল্লল! আইস আইস' এইরূপে বারবার ডাকিতে লাগিল। মুনির উদরে ইল্লল নিঃশেষ পাক পাইয়া আর বাহির হইতে পারিল না। অগস্ত্য কহিলেন,—আমাকে তুমি জান না! আমি অগস্ত্য মুনি। আমার নাম করামাত্রে অন্যভুক্ত গরিষ্ঠ দুষ্পচ দ্রব্য পাক পায়। আমার এই উদরে সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে। তুমি ভ্রাতাকে আর কোথা পাইবা? পরমেশ্বরীর পাকশক্তির অবতার অগ্নি। আমার উদরে যে পড়ে, সে তৎক্ষণমাত্রে ভস্ম হয়। মুনির এই বাক্য শুনামাত্রে বাতাপি অতিশয় রোষাবেশে অত্যন্ত ভয়ানক নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া ও মুখবিস্তার করিয়া মুনিকে খাইতে যাইতে উদ্যুক্ত হবামাত্রে মুনির হুঙ্কারে দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইল।

এই বিষয়ে আর এক কথা শুন।—অত্যন্ত পারদারিক পরহিংসাকৌতুকী এক যবন রাজা ছিল। সে 'গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভে বালক কিপ্রকারে থাকে, তাহা দেখিব' এই কৌতুহলে কৌতুকী হইয়া গর্ভিণী স্ত্রীকে আনিয়া তাহার সম্পূর্ণ গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে দেখিত। এইরূপে সেই কদর্য্য পাপিষ্ঠ যবনরাজ অন্তরাপত্যা নারীকে প্রাণে মারিয়া যৎকিঞ্চিৎক্ষণিক-কৌতুকদর্শনজন্য সুখার্থে স্ত্রীহত্যা ও ভ্রূণ-হত্যারূপ পাপ করিত এবং 'মহানদীমধ্যে ভরা নৌকা-ডুবিলে লোকেরা কি করে' এই মনোরথে আরূঢ় হইয়া বাল-বৃদ্ধ-যুবতী যুবা-জনেতে সম্পূর্ণ নৌকা নদীমধ্যে ডুবাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিত। এই প্রকারে কৌতুহলদর্শনে ক্ষণিক-আত্মমনঃসন্তোষার্থে বহুতরমহাপ্রাণিহিংসা করিয়া অত্যল্প কালেতেই শত্রুহস্তপতিত হইয়া তীক্ষ্ণধার খড়্গেতে খণ্ড খণ্ড হইয়া অকারণ পরহিংসার ফল লোকেতে প্রকাশ করিয়া নরকগামী হইল।

আর দুর্য্যোধন নামে রাজা অত্যন্ত মানী ও দুরাগ্রহী ও দুর্ম্মদ ছিলেন। তিনি পাণ্ডবের-দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বপ্রাণরক্ষার্থে জলস্তম্ভ-বিদ্যাবলে অগাধজলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লুকাইয়া থাকিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার শত্রু ভীমসেন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া, দুর্য্যোধন অভিমানী দুঃসহ কঠোর বাক্য শুনিয়া জলমধ্যে কখন থাকিতে পারিবে না, অবশ্য জল হইতে উঠিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তটে আসিবে, ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া ঐ জল-সমীপে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন ভর্ৎসন করত অসহ্য মর্ম্মান্তিক প্রচুর নিষ্ঠুর বাক্যে দুর্যোধনের অপমান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অতি-মানী দুর্য্যোধন ভীমকৃত তিরস্কার সহিতে না পারিয়া জলমধ্য হইতে রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে ভীমকৃত গদাপ্রহারে চূর্ণ-উরুস্থল হইয়া দুর্য্যোধন নষ্ট হইলেন। যদি দুর্য্যোধন অপমান সহ্য করিয়া জলমধ্যে থাকিত, তবে নষ্ট

হইত না। অতএব এতাদৃশ স্থলে রাজা অপমানসহিষ্ণু হইবেন।

আর কুম্ভোদ্ভব নামে এক অসুররাজ অত্যন্ত স্ববলে মদোন্মত্ত ছিলেন। তিনি স্ববাহু-বলে দেব-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নর-সমূহকে জয় করিয়া 'আমি দিগ্বজয়ী, এই ত্রিভুবনে আমার প্রতিযোগী কেহ নাই' এই অভিমানে অভিভূত হইয়া নারদ মুনিকে প্রার্থনা করিল,—হে নারদ মুনি! আপনি সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বদর্শী, জগতের মধ্যে আমার প্রতিবল যদি কোথাও কাহাকে জানেন, তবে তাহাকে আমাকে দেখাউন। এইরূপে নারদমুনি কুম্ভোদ্ভবকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধনুর্ব্বিদ্যাতে পারগ নরমুনি নামে এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। কুম্ভোদ্ভব তাঁহার নিকটে গিয়া সিংহ-নাদ-বাহুপ্রস্ফোট-অহমিকা-আত্মশ্লাঘাদি করিয়া যুদ্ধার্থে তাঁহাকে আহ্বান করিল। তাহাতে নর-মুনি তাহার প্রতি কটাক্ষকরণমাত্র শর-পত্র গুচ্ছ হইতে এক গর্ভ তৃণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া কুম্ভোদ্ভবের উপরে প্রক্ষেপ করিলেন। ইহারি নাম ঐষিকাস্ত্র; তাহাতেই তাদৃশ কুম্ভোদ্ভব দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল।

চাণক্য কহিলেন,—হে রাজকুমার! দেখ, ত্রিভুবনবিজয়ী সহায়-সম্পত্তি-বলেতে সম্পন্ন রাজা কেবল অহঙ্কারদোষেতে কোমলতর গর্ভতৃণমাত্রের একবার প্রহারেই ভস্মসাৎ হইল! বিদ্যা-যৌবন-ধন রাজ্যাধিকার-চতুরঙ্গিণী সেনাসম্পত্তিমত্ততাতে উন্মত্ত হইও না; গর্ব্বকে খর্ব্ব করিও; তাহাতে কদাপি মূর্খ হইও না। যে পরমেশ্বরেচ্ছাতে সমুদ্র স্থল এবং স্থল সমুদ্র ও ধূলিকণা পর্ব্বত ও পর্ব্বত ধূলিকণা এবং তৃণ পর্ব্বত ও পর্ব্বত তৃণ ও অগ্নি-জল ও জল অগ্নি হয়, তিনি চেতন—আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী—নিত্য জাগরূক যদ্যপি সর্ব্বংসহ হউন, তথাপি অহঙ্কার ও কপটের গন্ধমাত্র সহেন না। রাজার বিনয় বড় ভূষণ। যে বিনয় ভূষণেতে শোভিত রাজকুমারেরদের নীতিজ্ঞান স্বতই হয়। অতএব রাজার বিনয়সম্পন্নতা সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণ; এই এক সকলনীতি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। ঐ গুণেতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্য্যরূপ ষড়্বর্গের বন্ধন হওয়াতে রাজার ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ স্বহস্তিত হয়। নীতিবেদিরদের মতে ঐ ত্রিবর্গই পুরুষার্থ। তাঁহারা মোক্ষ মানেন না; কহেন—কাপুরু-ষেরদের মতে মোক্ষ চতুর্থ পুরুষার্থ। কিন্তু সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যপদাবধি ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত-পর্য্যন্ত সাংসারিক সুখেতে বিষমোদকবৎ বুদ্ধিতে সদানন্দ পরমেশ্বরপরায়ণ মহামনস্বী মহাশয় মহাপুরুষেরা ঐ ত্রিবর্গকে পুরু-ষার্থ বলেন; এক মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ কহেন। অতএব পরমদুঃখেতে স্বদুঃখ-প্রায় বুদ্ধিতে অতিকাতর দয়ালু প্রাচীন পণ্ডিতেরা শ্রবণসুখদ্বারা মুখেতে ধারণার্থে নানারসেতে বিবিধ বর্ণনার পরাকাষ্ঠাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ব্যবস্থাপন—পুরাণ-উপপুরাণ-ইতিহাস-সংহিতাদি গ্রন্থসন্দর্ভে কহিয়াছেন। এবং ভবিষ্যৎ কবিরদের উপদেশার্থে মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত জলাশয় বন উপবন পশু পক্ষি প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ঐ পুরাণাদিতে পুনরুক্তিদোষ দূষণাবহ নয়; যেহেতুক শিষ্যেরদের দৃঢ়তরসংস্কারার্থে গুরুর-দের উক্তির পৌনঃপুন্য,—দোষের নিমিত্তে হয় না। অতএব পুরাণাদি শাস্ত্রসকল নীতিশাস্ত্রেরই অন্তর্গত; যেহেতুক এ সকল শাস্ত্রও প্রজাবর্গের ইহলোকপরলোকের উপযোগি নীতিজ্ঞানজনক বটে।

অতএব সে সকল শাস্ত্রেতে তত্তৎ কথা ও আখ্যায়িকাদিচ্ছলেতে উপদিষ্টার্থে সদা রাজসন্তানেরা অবশ্য জাগরূক থাকিবেন। তাহার ধারণাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান যে রাজত্ব, সে অত্যাশ্চর্য্যময়। যেহেতুক সর্ব্বো-পরি বর্ত্তমান, অত্যন্ত গুরুতর হইয়াও কদাচিৎ অধঃপতিত হয় না। এতাদৃশ যে রাজা

তিনি দানপ্রবৃত্তিকালে কোষেতে অর্থাৎ ভাণ্ডারেতে সঙ্কুচিতহস্ত হইলেই শোভিত হন, মুক্তহস্ত হইলে ভাল হয় না। যেমন হস্তির মন্দিরাঙ্করণসময়ে আকুঞ্চিতশুণ্ড চালনেতে অতি সুন্দর দেখা যায়—তেমন উন্মুক্ত শুণ্ডপ্রসারণেতে ভাল দেখা যায় না। অতএব রাজার বৃথা ব্যয় নীতিবিরুদ্ধ। অতিব্যয়ি পুরুষ বড় ব্যাকুল হয়—যেমন যুবতী কুলস্ত্রী ক্ষুদ্রবস্ত্রপরিধানে সর্ব্বাঙ্গ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্তা হয়। নীতিবিরুদ্ধাচারি রাজা যদ্যপি মহারাজাধিরাজও হন, তথাপি প্রজাপীড়নাদি-পাপে পরমেশ্বরের কোপপ্রলয়াগ্নিতে অবশ্য ভস্মীভূত হয়। নীতিশাস্ত্রে উপদিষ্ট রাজধর্ম্মপরায়ণ রাজা ঈশ্বরসৃষ্টপ্রজাসমূহপালনজন্য ধর্ম্মদ্বারা ইহলোকে মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ও অন্তে ঈশ্বর-প্রাপ্ত হইয়া নিত্য। যশস্বী হইয়া থাকেন। এতদর্থতাৎপর্য্যকে বেণরাজ ও পৃথুরাজোপখ্যান পুরাণপ্রসিদ্ধ আছে।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং চতুর্থস্তবকে চতুর্থকুসুমম্।

পঞ্চম কুসুম।

অত্রিবংশেতে কর্দ্দমনামক রাজার পুত্র বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সর্ব্বরাজধর্ম্মোপেত অঙ্গনামা এক প্রজাপতি পূর্ব্বকালে হইয়াছিলেন। তাঁহার পট্টমহিষী যমরাজের মানসী কন্যা সুনীথানাম্নী ছিলেন। ঐ সুনীথার গর্ভে ঐ অঙ্গরাজের ঔরসে এক পুত্র হইয়াছিল; তাহার নাম—বেণ। সেই রাজকুমার মাতামহদোষপ্রযুক্ত সকলরাজধর্ম্মদ্বেষ অতিকর্কশ ক্রূর নির্দ্দয় নির্ঘৃণ দারুণস্বভাব হইয়া অধর্ম্মমাত্রপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মের অন্যথাকরণ ও দ্বেষ ও অকারণ প্রাণিহিংসাতে আমোদে প্রজালোকের বালকসকলের গলেতে রজ্জুবন্ধন করিয়া অতলস্পর্শজলে প্রক্ষেপরূপ বাল্যক্রীড়া শৈশবাবস্থাতেই করিতে লাগিল। এবং এইরূপে প্রজালোকদিগের আর জন্তুরদের বিবিধপ্রকার আত্যন্তিক-দুঃখজনক কর্ম্ম করাতে রাজপুত্র হইতে নিতান্ত উদ্বেগ পাইয়া তন্নিবারণে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত পুত্রাদিশোকেতে ব্যাকুল সমস্ত লোক রাজবালকের দুশ্চরিত্রসকল রাজসাক্ষাতে নিবেদন করিল। রাজা প্রজাবর্গের দুঃখেতে অত্যন্ত ব্যথিতান্তঃকরণ হইয়া স্বপুত্রকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া যত নিবারণ করেন, তত স্বপুত্রের উত্তরোত্তর অধিক দুরাচরণপ্রবৃত্তি দেখিতে শুনিতে পাইয়া বনগমন করিলেন।

পরে মুনিরা রাজ্য অরাজক দেখিয়া ঐ অত্যুগ্র বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে স্বভাবতঃ পরপীড়ক ও অধার্ম্মিক ঐ বেণ রাজসিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণেরদিকে যাগদান-হোমরূপ বৈদিকধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ও আর সকল লোককেও বর্ণ ও আশ্রম ও কুলের উচিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে নগরে নগরে ভেরী ঘোষণা ও ঢেড়ী দিয়া বারণ করিলেন ও সর্ব্বত্র শাসন করিলেন যে, আমি যাজ্য, আমি পূজ্য; আজি অবধি যাগপূজাদি যে যাহা করিবে, সে সকল আমাতেই করিবে; ইহার অন্যথা করিলে দণ্ডনীয় হইবা। আমার সন্তোষপ্রযুক্ত প্রসাদে যে সদ্যঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্টদুঃখপরীহার ও সুখপ্রাপ্তি, তাহাতে অনাদর করিয়া কেবল কাল্পনিক-কল্পিতঅদৃষ্টভাবি-দুঃখপরীহার ও সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত বহুতরধনব্যয় শরীরায়াসসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-ভ্রান্তি—সকলে এই অবধি ত্যাগ করুক এবং যাহাতে যখন আত্মসুখ হয়, তাহাই তখন করুক; ইহাতে বিহিত বা কি, নিষিদ্ধ বা কি, কর্ত্তব্য বা কি, অকর্ত্তব্য বা কি, গম্যা বা কি, অগম্যা বা কি, ভক্ষ্য বা কি, অভক্ষ্য বা কি, পেয় বা কি, অপেয় বা কি? ও ইহলোকাতিরিক্ত পরলোক এবং এতদ্দেহপাতানন্তর দেহান্তরপ্রাপ্তি কেবল 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' এতন্ন্যায়সিদ্ধ; লোকেরদেরো তাহাতে প্রবর্ত্তন। এই সকল

স্বপরবঞ্চক ভ্রান্তের সিদ্ধান্তে যে নিতান্ত বিশ্বাস, সে কেবল আপন নাসিকাচ্ছেদে পরের যাত্রা-ভঙ্গমাত্র। আমি সর্ব্বলোকহিতার্থে আত্মপীড়ন-পাপ-বিমোচনার্থে এই আজ্ঞা দিলাম, স্বস্ত্রীতে কি পরস্ত্রীতে, কি নিজপতিতে, কি পরপতিতে কি উত্তম বর্ণে, কি অধম বর্ণে, এই অবধি সকল স্ত্রীপুরুষেরা যথেচ্ছ লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে বিহার করুক ; ইহাতে অত্যল্প কালে প্রজাবাহুল্য হইবে ; সে আমার অতিবড় মনোনীত। এই এই মত অনেকপ্রকার দুষ্টাজ্ঞা দিয়া ঐ দুষ্টমতি লোকের অনিষ্টকারী শাস্ত্র-মর্য্যাদার অতিক্রমে বিক্রমশালি বেণরাজ ভূতলে সকল লোকের উপপ্লবার্থে ধূমকেতু-ন্যায় সমুত্থিত হইয়া অকালে প্রলয়তুল্য হইল এবং দুষ্টপ্রতিপালন শিষ্টনিগ্রহ পরদ্রোহ পরহিংসা পরনিন্দা পরাপবাদ পরস্ত্রী-পরধনাপ-হার প্রজাপীড়ন অদণ্ড্যের দণ্ড, দণ্ড্যের অদণ্ড, অগম্যাগমনাদি পশুধর্ম্ম ও আর আর বহু-প্রকার দুরাচরণ স্বয়ং আচরণ করিতে লাগিল ; লোকসকলকেও বিকর্ম্মকরণে প্রবর্ত্তাইতে লাগিল।—অনিচ্ছু উত্তমাধম স্ত্রীপুরুষকে প্ররো-চনাতে কিম্বা ছলেতে কিম্বা বলেতে অধমোত্তম-স্ত্রীপুরুষ-সহিত সম্ভোগ করাইয়া নানাবিধ বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিল। এই বর্ণসঙ্কর জাতির বিবরণ পশ্চাৎ কহা যাইবে। তদবধি বর্ণসঙ্কর হইয়াছে ; তৎপূর্ব্বে ছিল না।

এতদ্রূপ রাজদুর্নীতি হওয়াতে প্রতিদিন ভূকম্প উল্কাপাত দিগ্‌দাহ বজ্রাঘাত ও নির্ঘাত —তাঁহার অধিকার কালে হইতে লাগিল। আর, কালে অনাবৃষ্টি, অকালে অতিবৃষ্টি, মারীভয়, চৌরভয়, বাটপাড়ভয়, প্রজারদের রোগ-শোক-দুর্গতি ও দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। এবং বৃক্ষসকল ফল-পুষ্পহীন, নদ্যাদি জলাশয় জলরহিত, অত্যল্প-শস্যা ভূমি, গবাদি দুগ্ধবর্জ্জিত, নাস্তিকেরদের অতিবৃদ্ধি, আস্তিকেরদের সর্ব্বনাশ, এইমত বিপরীত অনেক হইতে লাগিল। এবং লোকেরদের হাহাকারশব্দ ও আর্ত্তনাদ ও স্ত্রী-লোকেরদের ক্রন্দনধ্বনি ও দিবসে শৃগালাদির ঘোরতর নির্ঘোষ প্রভৃতি অমাঙ্গল্য রবেতে দিঙ্মণ্ডল পূরিত হইল। ইহাতে ধ্যানস্থ মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভগ্নধ্যান হইয়া বহুবিধ অমঙ্গল দেখিতে পাইয়া ধ্যানেতে কারণ জানিয়া ধর্ম্মলোপভয়েতে অতিভীত হইয়া, ঐ অতিক্রান্তমর্য্যাদ নাস্তিকাগ্রগণ্য বেণরাজনিকটে একত্র হইয়া সকলে আসিলেন ও সমুচিত হিত বচন অনেক কহিলেন।—হে মহারাজ ! তুমি অত্রিবংশোদ্ভব ; যে অত্রির পুত্র চন্দ্র সর্ব্বজনের আহ্লাদদায়ী সর্ব্বৌষধিপতি। তুমি এতাদৃশবংশ সন্তান অথচ রাজ্যরক্ষার্থে রাজ্যাভিষিক্ত ও রাজসিংহাসনারূঢ় ; কেন ধর্ম্মরূপঅমৃতপান পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মরূপ বিষ কণ্ঠে ধারণ কর ? ধর্ম্মের পর পরম বন্ধু আর নাই, ধর্ম্ম হইতে ধন ও কাম ও যশ ও আরোগ্য ও বংশবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি ও রূপ বল বীর্য্য সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘায়ু, শত্রুক্ষয়, অন্তে ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় এবং অধর্ম্ম হইতে ঐ সকলের বিপর্য্যয় হয় এবং রাজা ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইলে প্রজারাও ধর্ম্মবর্জ্জিত হয় এবং অধার্ম্মিক-রাজক দেশে যাহার ধন—তাহার নয়, যাহার ভার্য্যা—তাহার নয়, যাহার ক্ষেত্র—তাহার নয়, যাহার গৃহ—তাহার নয়, এইরূপ স্বত্বস্বামি-ত্বের বৈপরীত্য হয় এবং ব্রাহ্মণ পরকীয় বিপ্র-ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যা-শূদ্রাতে সঙ্গত হয় এবং ক্ষত্রিয় পরকীয় ঐ চারি স্ত্রীতে নির্ভয়ে ভোগ করে। ইহাতে বর্ণসঙ্কর হয়। বর্ণসঙ্কর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিলোপী হইয়া নরকের নিমিত্ত হয়। এই মতে পৃথিবী অধর্ম্মে অভিভূতা হইয়া বিনাশ পান ; তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সৃষ্টিনাশ-প্রযুক্ত মহাকোপাগ্নিতে অধর্ম্মে ধর্ম্মমানি পতিত পণ্ডিতাভিমানি অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মবিরোধি দুরাত্মারা যে ভস্মরাশি হন, ইহা কি তোমার কর্ণকুহরপ্রবিষ্ট হয় নাই ?

মুনিগণের এই বাক্য শুনিয়া অধর্ম্মাত্মা ঐ বেণরাজ, মুনিদিগকে কহিল,—অরে রে স্ববঞ্চক ও পরপ্রতারক দুরাচারেরা ! তোরদের

এ বড় সাহস যে, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছিস্! আমি তোরদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কি করিব? তোরা—আমি কে?—ইহা জানিস্ না! আমা হইতে বড় এ সংসারে কে আছে যে, আমি তাহার আদেশে থাকিব? আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি এবং সর্ব্বভূতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা। তোরা অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া দেখিয়া-শুনিয়াও আমাকে জানিতে পারিস্ নাই। আমি যদি মনে করি, তবে পৃথিবীমণ্ডল দগ্ধ করিতে ও জলেতে আপ্লাবিত করিতে পারি এবং স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালরূপ ত্রৈলোক্যকে অবরুদ্ধ করিতে পারি। বর্ণজাতি-সঙ্কর যে নরকজনক,—এ নিশ্চয়; ইহা আমি শুনিলাম। অতএব আমি সঙ্করবৃদ্ধি যেরূপে হয়, তাহাই সর্ব্বদা করিব।—দেখি, সঙ্কর হইতে কেমন নরক হয়? ইহা কহিয়া বলাৎকারে, ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে, ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্রকে, বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রকে, শূদ্রীতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে উপগত করাইয়া বর্ণসঙ্করকারি বেণ, সঙ্কীর্ণাতে সঙ্কীর্ণকে গমন করাইয়া পুনর্ব্বার নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর ও জাতিসঙ্কর বাহুল্য করিল। অনন্তর মুনিগণ ঐ বেণের তাদৃশ দুর্ব্বিনীত অত্যন্তাহঙ্কার-বচন আর দুষ্কর্ম্মসকল শুনিয়া ও দেখিয়া তাহার মোহ ও গর্ব্ব দূর করিতে না পারিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাহার বাম ঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বেণের বাম ঊরু হইতে খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ অতিবিকট-কার এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া ঋষিগণের নিকটে ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল। মুনিরা তাহাকে তথাবিধি দেখিয়া 'নিষীদ' এই বাক্য কহিলে, তৎপ্রযুক্ত ঐ পুরুষ নিষাদ নামে বিশ্রুত হইয়া নিষাদবংশের বীজ-পুরুষ হইল ও আর অনেকপ্রকার পর্ব্বতবাসী তুখার তুম্বর পুলিঙ্গ পুক্কশ তুরুষ্ক খস সূক্ষ্ম কাম্বোজ বাহ্লীক হূন শবরখর শকইত্যাদি নামে বিখ্যাত ম্লেচ্ছজাতি ঐ বেণের অঙ্গ হইতে তৎকালে উৎপন্ন হইল। এইরূপে বেণ-রাজার শরীর হইতে পাপসমুদয় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া নির্গত হইলে পর, ঋষিরা বেণশরীরকে নিষ্পাপ বুঝিয়া পুনর্ব্বার দেবধ্বনি করত ঐ বেণের দক্ষিণ বাহু হইতে কুশজলপ্রোক্ষণ করিয়া মন্থন করিতে লাগিলেন। সৃষ্টিপালন-কর্ত্তা পরমেশ্বরের অংশেতে ঐ বেণের দক্ষিণ বাহু হইতে বেদ-বেদান্ত বেদাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ রাজ-নীতি প্রভৃতি নানাবিদ্যাময় আধ্যাত্মবিদ্যার একস্থান নানাগুণধাম সর্ব্বজন-মনোভিরাম আজানুলম্বিতবাহু বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থল গভীরনাভি আকর্ণবিশালচক্ষু প্রশস্তকপাল ঈষদ্‌হাস্য-যুক্ত প্রসন্নবদন সত্য-পরিমিত-হিত মধুরভাষী সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী করুণাময় অতিগম্ভীর মহাবীর ধীর সাত্ত্বিক প্রবীণ দীনৈকবন্ধু সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য জিতেন্দ্রিয় দেদীপ্যমান ধনুর্ব্বাণধারী কবচী কিরীট-কুণ্ডলমনোহরমুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মাতার আদিরাজ শ্রীল শ্রীপৃথুরাজ মহালক্ষ্মীর আংশাবতার স্বস্ত্রীকে বামহস্তে ধরিয়া মুনিমণ্ডলীমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ মান হইলেন।

অনন্তর আনন্দার্ণবে মগ্ন ঋষিরা ধন্যবাদ-জয়ধ্বনিপূর্ব্বক সামগানেতে পরমেশ্বরস্তুতি করিয়া, হে বেদপুরুষ! সর্ব্বেশ্বর! স্বনির্ম্মিত সৃষ্টির রক্ষা কর, বৈদিক স্বোক্ত ধর্ম্মের সংস্থাপন কর। পরে পৃথুরাজ নিত্য চেতন সদা জাগরূক সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর ত্রিকাল-স্থায়ী,—মাভৈঃ এই সান্ত্ববচনে ঋষিরদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। বেণরাজ স্বশরীর হইতে ঐ সৎপুত্রোৎপত্তি হওয়াতে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গগমন করিলেন। ইত্য-বসরে বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা ও সমুদ্র-নদী-স্থাবর-জঙ্গমাধিষ্ঠাতৃ দেবসকলকে পৃথু রাজার রাজ্যাভিষেকার্থ স্বত আগত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত মুনিরা রাজলক্ষণ ও মহাপুরুষচিহ্নেতে চিহ্নিত পৃথুরাজাকে বেদবোধিত বিধানে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে পৃথু রাজা অভিষিক্ত হইলে পর, দেবলোকে দেবতারা, নাগলোকে নাগেরা,

মর্ত্ত্যলোকে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা মনুষ্যেরা এবং পশুপক্ষিপ্রভৃতি সকলেই আনন্দে পুলকিত হইল এবং পৃথুরাজা মুনিসভামধ্যে বিনীত-বেশে উপবিষ্ট হইয়া মুনিরদের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ চতুর্বর্ণের ও ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থ সন্ন্যাসিরূপ আশ্রমচতুষ্টয়ের ও স্ত্রীলোকেরদের শাস্ত্রোক্ত যার যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম সকলের পূর্ব্ববৎ সংস্থাপন করিলেন এবং অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর ও প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর ও সঙ্কীর্ণসঙ্কর প্রভৃতি ইতর জাতির উত্তমাধম-মধ্যমত্ব বিবেচনাতে উত্তমাধমমধ্যমজীবিকা নিরূপণ করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে নিবাসস্থান দিয়া সকলকে বসাইলেন এবং ম্লেচ্ছজাতিসকলকে প্রত্যন্ত ভূভাগে বন-পর্ব্বত-চত্বরে নিবাসস্থান দিয়া সমুদ্রযানদ্বারা প্রত্যন্ত দেশীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে জীবিকা অবধারণ করিয়া বাস করাইলেন। এই এই প্রকারে সকল প্রজাবর্গের নিবাস স্থানের জনপদ নগর গ্রাম পল্লী পত্তনাদি নাম নিবাসী জনের বহুত্ব-অল্পত্বপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং হট্ট বিপণি অর্থাৎ হাট বাজার প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় স্থান স্থির করিলেন এবং পথিক জনেরদের স্নান পানার্থ তড়াগ পুষ্করিণী পল্বল কুল্যা বাপী কূপাদি জলাশয় পথিমধ্যে সন্নিবেশ করিলেন এবং পথিকজনবিশ্রামার্থে অশ্বত্থ ও বটপ্রভৃতি মধ্যে মধ্যে পথিমধ্যে আরোপণ করিলেন ও রাত্রিনিবাসার্থে উপকারিকা অর্থাৎ সরাই করিলেন এবং বিবিধবিদ্যাভ্যাসার্থে মঠাদি বিদ্যালয় নিরূপণ করিয়া ছাত্রেরদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের উপায় নিরূপণ করিয়া দিলেন এবং অধ্যাপক শিক্ষকেরদের বৃত্তি করিয়া দিলেন এবং উচ্চ-নীচ ভূমি সমান করিয়া শাস্ত্রোক্ত কর-নিরূপণ করিয়া দিলেন। বেণের পাপেতে শস্যহারিণী পৃথিবীর শাসন করিয়া ভূমি হইতে নানা-জাতীয় রত্ন ও যব-ধান্যাদি ঔষধির উৎপাদন করিলেন। এইএইরূপে ভূমণ্ডলের শাসন, প্রজাবর্গের স্থাপন ও স্থিতিকারণ-ধান্য গোধূমাদিসম্পাদন—পৃথুরাজা করিলেন। এই কারণে এ ভূমণ্ডল তন্নামাঙ্কিত হইয়া তদবধি পৃথ্বী ও পৃথিবী নামেতে লোকে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং সংস্থাপিত প্রজাবর্গের চৌরাদি-ভয়দূরীকরণার্থে ও পরবিরোধভঞ্জনার্থে সমুদায় রাজ্যে গ্রামপাল,নগরপাল ও দেশপাল প্রভৃতির নিয়োগ যথাস্থানে করিলেন এবং ঐ সকলের দ্বারা রাজ্যের কুশলাকুশলবৃত্তান্ত প্রত্যহ জানিতেন এবং নিযুক্ত ব্যক্তিরদের কার্য্য চার-দ্বারা প্রতিদিন জানিতেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বয়ং রাত্রিকালে আচ্ছন্নরূপে রাজ্যভ্রমণ করিয়া সকল লোকের সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র জানিয়া তাহাদের তদনুরূপ সম্মান ও অসম্মান করিতেন।

অপর প্রতিদিন আপনি বিনীতবেশ স্থির-মতি ক্রোধ লোভ-রহিত্যপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র-শিষ্টাচার-সাময়িকধর্ম্মমাত্রপরায়ণ ও ধর্ম্মাধিকরণে অর্থাৎ বিচারস্থানে ধর্ম্মাসনোপবিষ্ট হইয়া ব্যবহারশাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞ প্রাড়বিবাকাদির মতে ঐক্য হইয়া নানা অপরাধে পরস্পর বিবদমান অর্থি-প্রত্যর্থি অর্থাৎ আসামী ফরিয়াদীরদের যথাসম্ভব শাস্ত্রোক্তচতুষ্পাদব্যবহারদর্শনের দ্বারা দণ্ড্য ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত শারীরিক ও অর্থ দণ্ড এবং অদণ্ড্য ব্যক্তির সম্মানপূর্ব্বক মোচন করিতেন। যদ্যপি কোন লোকের কোন দ্রব্য চৌরাদিতে অপহৃত হইত, তবে চৌরাদি ধরিতে না পারাতে নিযুক্ত গ্রামপালাদি হইতে সে লোককে সে দ্রব্য দেওয়াইতেন, নতুবা স্বকোষ হইতে দিতেন এবং যে—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, যে—অধম হইয়া উত্তমের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে ও রাজনিরূপিত সাময়িক ব্যবস্থার উলঙ্ঘন করিবে ও পরস্ত্রী পরধনেতে লোলুপ হইয়া তাহা অপহরণ করিবে ও দ্যূত-ক্রীড়াদিতে আসক্ত হইবে ও দস্যুতাদি দুর্ব্বৃত্তি করিবে ও অতিথিকে বিমুখ করিবে ও গাইবলদ প্রভৃতির অতিদোহন অতিকর্ষণ-অতিবাহনাদি—যে করিবে, আর এইএইরূপ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কুক্রিয়া রাজ্যের মধ্যে—যে করিবে, সে যদ্যপি

আমার অতি প্রিয়ও হয়, তথাপি সর্পক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় আমার ছেদ্য হইবে। এই ঘোষণা সকল রাজ্যে ভেরীধ্বনিদ্বারা করাইয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা সকলকে জানাইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পৃথুরাজার এই প্রতিজ্ঞাতে ও স্বধর্ম্মপ্রতাপে তাঁর অধিকারকালে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য দুঃখ ভীত হইয়া এমন পলায়ন করিল, যে কখন কাহারো মনেরো গোচর ছিল না। যথাকালে বৃষ্টি ও সম্পূর্ণশস্যা ভূমি হইল। সকল লোক রোগ শোক ক্ষোভ উদ্বেগ কলহ মিথ্যা কপট শাঠ্য প্রতারণা বিসম্বাদ মারীভয় ঈতি অর্থাৎ অতিবৃষ্টি প্রভৃতি বিঘ্ন-ভয়াদিতে রহিত হইয়া নিত্যোৎসাহী হৃষ্ট প্রসন্নমানস যথালাভসন্তুষ্ট অমানী অদম্ভী নিরহঙ্কার অমায়িক এক নারীব্রত সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় নির্ম্মৎসর অক্রোধ দান-যাগ-হোম-জপ-পূজা স্বস্ববিদ্যাধ্যয়ন-অধ্যাপনপরায়ণ নির্লোভ রাগরহিত জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন আস্তিক সশ্রদ্ধ বিনীত পিতৃমাতৃসেবী দান্ত শান্ত বহুশ্রমেতে অশ্রান্ত উদ্যোগী হওয়াতে পৃথুরাজার রাজ্যপালনকালে পৃথিবীর যে বসুধানাম—সে সার্থক হইল। ও রাজার বিচারগৃহে সভ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমভিব্যাহারে উপবেশন কেবল শাস্ত্রালাপার্থ হইল।—কার্য্যার্থী অলভ্য হইল এবং অন্ধ খঞ্জ বধির মূক ব্যধিত ও স্থবির অনাথদিগের গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদানদ্বারা যোগ-ক্ষেম অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন ও রক্ষণ করিতেন। আর কার্য্যক্ষম লোকদিগকে স্বস্বজাত্যুপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং পণ্ডিতলোকদিগকে গ্রামাদি দিয়া সম্মান করিতেন। মান্যের মানদায়ী দীনজনের দয়াকারী বৃদ্ধসেবী সাধুসম্মানকারী শত্রুরদেরো উপকারী শরণাগতরক্ষক সাংসারিকসুখবিরাগী নিত্য-নিরতিশয় ব্রহ্মসুখসাক্ষাৎকারনম্মিতানন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী ছিলেন।

আর সর্ব্বরাজ্যে স্থানে স্থানে যজ্ঞশালা ও দেবালয় ও পাঠশালা ও অন্নশালা ও পানীয়শালা ও চিকিৎসাশালা ও পুষ্পোদ্যান নানাবিধ ফলোপবন কেবল ধর্ম্মার্থে করিয়াছিলেন। সকল বৃক্ষ সকল ঋতুতেই অঙ্কুরিত মঞ্জরিত পল্লবিত পুষ্পিত মুকুলিত ফলিত হইত। অত্যল্প কৃষিতেই অপরিমিত শস্য তাবৎ ক্ষেত্রেই হইত। সকল গাবীই বহুক্ষীরা ও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সুস্বাদু। নদী-বন-পর্ব্বতজাত সামগ্রীর করগ্রহণ ছিল না; ঐ দ্রব্য সকল যে আহরণ করিতো, তাহারি হইত। অতএব সকল দ্রব্যই অল্পমূল্য ছিল, মহার্ঘ কখন হইত না; দুর্ভিক্ষও হইত না। এইরূপে মহারাজাধিরাজ পৃথুনামা আদিরাজ আদিকালে পরমেশ্বরাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরম্পরভাবি রাজারদের শিক্ষার্থে ব্রহ্মার রচিত চতুর্লক্ষ অধ্যায় রাজনীতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মসকল স্বয়ং আচরণে বহুকাল পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর পালন করিয়া মহারাজ্ঞীর সহিত অন্তকালে সত্ত্বমূর্ত্তি পরমেশ্বরপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ রাজ্ঞী পৃথুরাজার সহিত বেণশরীর হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এই কারণে সহগমনও করিয়াছিলেন।

ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং চতুর্থস্তবকে পঞ্চমকুসুমম্।

ষষ্ঠ কুসুম।

ঐ দুরাচার বেণের অধিকারকালে যে সকল বর্ণসঙ্করাদি জাতি হয়, তৎকথার প্রসঙ্গে জাতিমালা লেখা যায়।—সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মুখবাহু উরু পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণের—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ, এই ছয় কর্ম্ম। তার মধ্যে যজন অধ্যয়ন দান, এই তিন ধর্ম্মার্থ। যাজন অধ্যাপন প্রতিগ্রহ, এই তিন জীবনার্থ। এতদ্ব্যতিরিক্ত যে কর্ম্ম,—সে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়; কিন্তু আপৎকালীন ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের যজন অধ্যয়ন দান প্রজাপালন করগ্রহণ যুদ্ধাদি কর্ম্ম

বৈশ্যের যজনাদিত্রয় কৃষি পশুপালন বাণিজ্যাদি কর্ম্ম। যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ স্বস্বকর্ম্মদ্বারা বর্ত্তনে অসমর্থ হয়, তবে ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়বৈশ্য-বৃত্তি। ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রের জীবিকা করিতে পারে। যেহেতুক বৃদ্ধ পিতামাতা ও সাধ্বীস্ত্রী শিশুসন্তানেরদের প্রতিপালন অকার্য্যশত করিয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা মনু কহিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি স্ববৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনব্যয়েতে যে বৈদিক কর্ম্ম করেন, সেই উত্তম; তদতিরিক্ত কর্ম্মাচরণ অনুত্তম। আর ব্রাহ্মণ যাজন ও প্রতিগ্রহদোষে পতিত হইয়া বর্ণব্রাহ্মণ হয়; যেমন গোপব্রাহ্মণ, স্বর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণ, শৌণ্ডিক-ব্রাহ্মণ মড়াইপোড়া, অগ্রদানি ইত্যাদি।

আর শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা ধর্ম্ম ও জীবিকা। যদি শূদ্র দ্বিজসেবার দ্বারা বর্ত্তনে অক্ষম হয়, তবে চিত্রলিখনাদি কর্ম্মেতে দিনপাত করিতে পারে। আর সকলেই আপন অপেক্ষা উত্তমের সেবক হইতে পারে। সেই সেবক—শিষ্য অন্তেবাসী ভৃতক অধিকর্ম্মকৃৎ দাস এই পঞ্চপ্রকার হয়। এবং সেবাকর্ম্মও দুইপ্রকার হয়।—শুভ ও অশুভ। অশুচি স্থান মার্জ্জনাদি অশুভ, তদ্ভিন্ন শুভ। পঞ্চ প্রকার সেবক মধ্যে প্রথোমোক্ত চতুষ্টয়,—শুভকর্ম্মকর; শেষোক্ত—অশুভ কর্ম্মকর। পঞ্চপ্রকারমধ্যে বিদ্যার্থির নাম—শিষ্য, শিল্পশিক্ষার্থির নাম—অন্তেবাসী, বেতন গ্রহণ করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহার নাম ভৃতক। সেই ভৃতক তিনপ্রকার হয়, আয়ুধীয়, কৃষীবল, ভারবাহী। কর্ম্মেতে নিযুক্ত লোকদিগকে যে কর্ম্ম করায়, সে অধিকর্ম্মকৃৎ এবং দাসীর গর্ভজাত ক্রীত প্রতিগ্রহলব্ধ ইত্যাদি পঞ্চদশপ্রকার দাসের মধ্যে যে এক প্রকার সন্ন্যাসচ্যুত দাস, সে কেবল রাজারি দাস হয়; অন্য চতুর্দ্দশপ্রকার সকলেরি হইতে পারে।

অপর ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের বিবাহিত সজাতীয়া ও অসজাতীয়া স্ত্রী যথাক্রমে চারি তিন দুই হইতে পারে; কিন্তু এ যুগেতে এক সজাতীয়াই স্ত্রী হয়। শূদ্রের সর্ব্বদাই সজাতীয়া এক স্ত্রী হয়। বিবাহ অষ্টপ্রকার হয়। ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ্য প্রাজাপত্য আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস পৈশাচ। ইহার মধ্যে পূর্ব্বচতুষ্টয় উত্তম, উত্তর চতুষ্টয় অধম। আদ্য চতুষ্টয়ের লক্ষণ এই।—বরকে আহ্বান করিয়া আভরণযুক্ত কন্যার দান যে বিবাহেতে, ও যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কারযুক্ত কন্যার দান যাহাতে, দুই গো লইয়া কন্যার দান যাহাতে, 'এই বরের সহিত ধর্ম্মাচরণ কর' এই কথা কহিয়া কন্যা দত্তা হয় যে বিবাহে; এই এই প্রকার চারি বিবাহের নাম ব্রাহ্মাদি চতুষ্টয়। আর কন্যাদাতা কন্যার মূল্য লইয়া কন্যার দান করে যে, বিবাহেতে, সে আসুর। বর কন্যার পরস্পর অনুরাগে যে বিবাহ হয়, সে গান্ধর্ব্ব। আর যুদ্ধেতে অপহরণেতে স্ত্রীকে আপনার করা ও নিদ্রাদি অবস্থাতে বলাৎকারে স্ত্রীকে আপনার করা, এই দুইপ্রকারের নাম,—ক্রমেতে রাক্ষস পৈশাচ।

অপর ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের প্রধান অপ্রধানভেদে ঔরসাদি নামেতে দ্বাদশপ্রকার পুত্র হয়। ধর্ম্মবিবাহেতে বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র—ঔরস হয়। এবং সেই পুত্রই মুখ্য; অন্য একাদশপ্রকার পুত্র গৌণ। তাহারদের নাম;—পুত্রিকা-পুত্র, ক্ষেত্রজ, গূঢ়জ, কানীন, পৌনর্ভব, দত্তক, ক্রীত, কৃত্রিম, দত্তাত্মা, সহোঢ়, অপবিদ্ধ। এবং দাসীপুত্র ও হীনবর্ণ পুত্রিকা-পুত্রাদি একাদশপ্রকারের নাম ও স্বরূপ এই।—'আমি তোমাকে ভ্রাতৃহীনা এই কন্যাকে দান করিতেছি, এ কন্যাতে তোমা হইতে যে পুত্র হইবে, সে পুত্র আমার হইবে।' দানকালে এই নিয়ম বরের সহিত করিয়া যে কন্যাকে সম্প্রদান করে, সেই কন্যাতে জাত যে পুত্র, সেই পুত্র আপন মাতামহের পুত্রিকাপুত্র নামে একপ্রকার গৌণ পুত্র হয়। মতান্তরে—'আমার যে এই

কন্যা, সেই পুত্র, অপুত্র ব্যক্তির এতাদৃশনিয়মকৃতা যে কন্যা, সেই কন্যা পুত্রিকাপুত্র নামে গৌণপুত্র—আপন পিতার হয়, এমতে ঐ কন্যার পুত্র—পৌত্র হয়। এবং গুরুলোকেরদের আজ্ঞাতে দেবরাদি হইতে পুত্রহীন ভ্রাতাপ্রভৃতির স্ত্রীতে উৎপাদিত যে পুত্র, সে ক্ষেত্রজ এবং ভর্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নরূপে স্বামিভিন্ন সজাতীয় পুরুষ হইতে উৎপাদিত যে পুত্র, তাহার নাম গূঢ়জ। সেই গূঢ়জ দুইপ্রকার হয়। এক কুণ্ড, দ্বিতীয় গোলক। ভর্তৃসত্ত্বে যে গূঢ়জ হয়, তাহার নাম কুণ্ড। ভর্তৃমরোণোত্তর যে গূঢ়জ, তাহার নাম গোলক। এবং অবিবাহিতা ও পিতৃগৃহে স্থিতা যে কন্যা, তাহাতে তুল্যবর্ণ হইতে উৎপন্ন যে পুত্র, তাহার নাম কানীন। এবং যে স্ত্রী বিবাহিতা হইয়া পুরুষসংভুক্তা কিম্বা অসংভুক্তা, সে পুনর্ব্বার পুরুষান্তরের সহিত বিবাহিতা হইলে, সে স্ত্রী পুনর্ভূনাম্নী হয়, তাহাতে তুল্যবর্ণ হইতে উৎপন্ন যে পুত্র,—সে পৌনর্ভবনামা হয়। এবং পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা উভয়েই স্বপুত্রান্তরসত্ত্বে যে পুত্রকে পুত্রহীন কোন তুল্যবর্ণকে প্রীতিপূর্ব্বক চূড়াদিসংস্কারের পূর্ব্বে দান করে, সেই পুত্র দত্তকাখ্য হয়। এবং মাতাপিতৃকর্ত্তৃক কোন সবর্ণকে বিক্রীত হয় যে পুত্র,—সেই পুত্র ক্রীতনামা হয়। এবং পুত্রার্থি কোন মনুষ্য ধন-ক্ষেত্রাদিলোভ প্রদর্শন করিয়া মাতাপিতৃবিহীন ও সজাতীয় পরবালককে আপনার পুত্র করে সে পুত্রকে কৃত্রিম নামে শাস্ত্রে কহিয়াছেন। এবং মাতাপিতৃবিহীন কিম্বা তদুভয়কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বালক,—সে যদি 'আমি তোমার পুত্র হইলাম, এই কথা স্বতঃ বলিয়া আপনি অন্য কোন সবর্ণের পুত্রত্ব স্বীকার করে, সেই বালক দত্তাত্মা কথিত হয়। এবং আপন জননীর বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভস্থিত, বিবাহের পর জাত, যে বালক, সেই বালক সহোঢ় নামে স্বজননীবিবাহকর্ত্তার পুত্র হয় এবং স্বমাতাপিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অন্য কোন সবর্ণ কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক পুত্রত্বরূপে গৃহীত হয় যে,—সেই বালককে অপবিদ্ধ কহে।

এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের অসবর্ণ ভার্য্যাতে মূর্দ্ধাবসিক্তাদি নামে ছয়প্রকার পুত্র হয়। তাহার বিবরণ এই।—ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভেতে উৎপন্ন যে হয়,—সে যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, পারশব, এই তিন নামে লোকে কথিত হয়। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা শূদ্রা এই দুই নারীতে মাহিষ্য ও উগ্র এই দুই হয়। বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ হয়। এই ছয়প্রকার অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর শাস্ত্রে কথিত আছে। আর মূর্দ্ধাবসিক্ত ও পারশব ও মাহিষ্য এই তিন স্বনামপ্রসিদ্ধ। মূর্দ্ধাবসিক্তের ক্ষত্রিয়বৃত্তি। পারশবের শূদ্রবৃত্তি। মাহিষ্যের বৈশ্যবৃত্তি। আর অম্বষ্ঠ উগ্র করণ এই তিনের লোকপ্রসিদ্ধ নাম—বৈদ্য, আগুরি, কায়স্থ। এই তিনের বৃত্তি—চিকিৎসা, যুদ্ধ ও রাজকীয় লিপিকর্ম্ম। এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে জাত, সূত মালাকার ভট্ট এই তিন জাতি। বৈশ্য হইতে জাত বৈদেহিক। শূদ্র হইতে জাত চাণ্ডাল। সূত স্বনামপ্রসিদ্ধ; তাহার বৃত্তি অশ্বসারথ্য। মালাকারের প্রসিদ্ধ নাম—মালী। তাহার পুষ্পবিক্রেয়াদি বৃত্তি। আর তৈলিকাতে তন্তুবায় হইতে মালাকার জাতি হয়, এইরূপও কোন গ্রন্থে লিখিত আছে। ভট্টের প্রসিদ্ধ নাম—ভাট; বৃত্তি,—পত্রবহনাদি। বৈদেহিক স্বনামপ্রসিদ্ধ; তাহার জীবিকা—কৃষ্যাদি। চণ্ডালের প্রসিদ্ধ নাম চাঁড়াল; তদ্বৃত্তি—পশুহিংসাদি। আর ধীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যাগর্ভে জাত চাণ্ডাল—কিরাত হড্ডিপ কাণ্ড ডোখেখাল ঐ পঞ্চপ্রকার বর্ণসঙ্কর এই কথা কোন মুনিবচনানুসারে কোনপণ্ডিত কহেন। কিরাতাদি চতুষ্টয়ের প্রসিদ্ধ নাম—কেওরা হাড়ি কাঁড়ার ডোখলা। কিরাত ও হড্ডিপের বৃত্তি—শূকরপালনাদি। কাঁড়ারের জীবিকাবংশপাত্রাদিনির্ম্মাণ। ডোখলার জীবিকা—পুষ্করিণ্যাদি খনন। কেহ বলে,—কাণ্ডের

প্রসিদ্ধ নাম—কোড়ো; জীবিকা—পুষ্করিণ্যাদি-খনন। ডোখলার বৃত্তি—বংশপত্রাদিনির্ম্মাণ। কেহ বলেন,—কাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাম—ডোম; তাহার বৃত্তি—সূর্পাদিনির্ম্মাণ।

বস্তুতঃ কাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাম—কাঁড়রা; সে জাতি উৎকলে প্রসিদ্ধ। তার বৃত্তি অণ্ডকোষ-চ্ছেদনদ্বারা বলীবর্দ্দ অর্থাৎ গবাদি দামড়াকরণ। এবং বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে মাগধ ও গোপ এই দুই জাতি হয়। মাগধ স্বনাম-প্রসিদ্ধ, তাহার বৃত্তি—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্তুতিপাঠাদি। গোপের প্রসিদ্ধ নাম—সদ্গোপ—বৃত্তি লেখেন—কৃষি। গ্রন্থান্তরমতে, মনিপুত্রীতে কাংস্যকার হইতে গোপের উৎপত্তি হয়, ইহা লিখিত আছে। এবং শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস এই পঞ্চ জাতির উৎপত্তি হয়। এবং পর্ণিক হইতে গোপকন্যাতে কুলালের ও তৈলিক হইতে মণিকারকন্যাতে তন্ত্রবায়ের ও তন্ত্রবায়ীতে কুম্ভকার হইতে কর্ম্মকারের ও স্বর্ণকার হইতে মোদকীতে দাসের জন্ম হয়। ইহাও কোন পুরাণে লিখিত আছে। ক্ষত্তা স্বনামপ্রসিদ্ধ;—বৃত্তি যুদ্ধাদি। কুম্ভকারাদি তিনের প্রসিদ্ধ নাম—কুমার, তাঁতী, কামার। এই তিনের জীবিকা—হাঁড়িকলসি-গড়ান ও বস্ত্রবয়ন ও অস্ত্রাদিনির্ম্মাণ। দাসের প্রসিদ্ধ নাম—কৈবর্ত্ত সে কৈবর্ত্ত দুইপ্রকার হয়। চাষা-কৈবর্ত্ত ও জালীয়া-কৈবর্ত্ত। আদ্যের বৃত্তি—কৃষি, দ্বিতীয়ের মৎস্যহিংসাদি। এবং বৈশ্যাতে শূদ্র হইতে আয়োগব জাতি হয়। তাহার বৃত্তি কৃষিকর্ম্ম। এবং সূত মালাকার ভট্ট বৈদেহিক চাণ্ডাল মাগধ গোপ ক্ষত্তা কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস আয়োগব এই ত্রয়োদশপ্রকার বর্ণসঙ্কর প্রতিলোমজ অর্থাৎ উত্তম জাতীয় স্ত্রীতে অধম পুরুষ হইতে জাত।

এবং এই ত্রয়োদশের মধ্যে মালাকার গোপ চণ্ডাল কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস গ্রন্থান্তরমতে এই সাত—সঙ্কীর্ণসঙ্করও হয়। এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গান্ধিক কাংস্যকার শঙ্খকার ও শূদ্রকন্যাতে বারজীবি এই চারি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যাতে ক্ষুদ্র মোদক এই দুই জাতি। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রীতে তাম্বুলিক তৈলিক এই দুই জাতি। এই অষ্টের প্রসিদ্ধ নাম,—গন্ধবানিয়া কাঁসারি শাঁখারি বারুই নাপিত ময়রা তামলি তিলি এই আট। দেশ-বিশেষে মোদকের প্রসিদ্ধ নাম—কুরি। এই অষ্ট জাতির জীবিকা—গন্ধদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়। তাম্র-কাংস্য-পিতল-পাত্রনির্ম্মাণ, শঙ্খভূষণ-নির্ম্মাণ, তাম্বুলোৎপাদন, ক্ষৌরকর্ম্ম, গুড়-দ্রব্যকরণ, তাম্বুলবিক্রয়, গুবাকবিক্রয়, এই আট এবং এই অষ্টপ্রকার বর্ণসঙ্কর অনুলোমজ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ হইতে অধম স্ত্রীতে জাত।

কোন গ্রন্থের মতে এই অষ্টপ্রকার জাতি সঙ্কীর্ণসঙ্কর; যেহেতুক অম্বষ্ঠ হইতে রাজপুত্রী অর্থাৎ রজপুতের স্ত্রীতে গান্ধিক হয়। গান্ধিক হইতে শাঙ্খিকীতে কাংস্যকার হয়। রাজপুত্র হইতে গান্ধিকীতে শঙ্খকার। মোদক হইতে তৈলিকাতে বারজীবী। কর্ম্মকার হইতে মোদকীতে নাপিত। মালাকার হইতে গান্ধি-কীতে মোদক। তৈলিক হইতে কাংস্যকার-কন্যাতে তাম্বুলিক। গোপ হইতে কাংস্যকার-কন্যাতে তৈলিক উৎপন্ন হয়। এইহেতুক এবং সূতাদি ত্রয়োদশের ও গান্ধিকাদি অষ্টের মধ্যে গোপ তৌলিক তন্ত্রবায় মালাকার মোদক বারজীবী কুম্ভকার কর্ম্মকার নাপিত এই নয়ের শাকসংজ্ঞা। কাহারো মতে—'তৌলিক' ও 'তৈলিক' এই দুই শব্দ একপর্য্যায় একজাতি। কিন্তু কেহ বলেন,—তৌলিক ও তৈলিক এই দুই শব্দে দুইজাতিকে বলে; অতএব ঐ দুই শব্দ শব্দতঃ ও অর্থতঃ ভিন্ন। তুলাদণ্ডদ্বারা গুবাকবিক্রয়করণপ্রযুক্ত ও উৎপত্তিস্থানের ভেদপ্রযুক্ত তৌলিক নাম হয়। তিলাদির স্নেহ অর্থাৎ তৈল-বিক্রয়কারিত্বপ্রযুক্ত তৈলিক নাম হয়। অতএব তৌলিক—নবশাকের মধ্যে নয়; যেহেতুক নবশাকের মধ্যে তৈলিক গ্রন্থান্তরে গণিত আছে। তৈলিকের প্রসিদ্ধ নাম,—তেলি; বৃত্তি—তৈলবিক্রয়াদি। তেলির

যে নবশাক-মধ্যে গণনা, সে দেশান্তরের ব্যবহার।

আর শাঙ্খিক হইতে কাংস্যকারকন্যাতে মণিকারের জন্ম হয়; তাহার প্রসিদ্ধ নাম— আগরওয়ালা বাণিয়া; জীবিকা—মণিমুক্তাদির ক্রয় বিক্রয় ও পরীক্ষা। এবং পুণ্ড্রক হইতে চূর্ণকারের স্ত্রীতে বাদর ও তীবর এই দুইয়ের উৎপত্তি হয়। বাদরের প্রসিদ্ধ নাম,—বাদিয়া; বৃত্তি বন্যঔষধিবিক্রয়াদি। কেহ বলেন,— তাহার প্রসিদ্ধ নাম—বাজীকরণ, বৃত্তি—বাজী করা। তীবরের প্রসিদ্ধ নাম—তিয়র, বৃত্তি— মৎস্য বিক্রয়াদি। আর নাপিতকন্যাতে শৌণ্ডিক হইতে পুণ্ড্রক বর্দ্ধক রঙ্গকার কাঁচকার চাক্রিক এই পঞ্চজাতির উৎপত্তি হয়। পাঁচের প্রসিদ্ধ নাম—পোদ বায়তি রংকর কাঁচকর চাকাকর। এই পাঁচের বৃত্তি—মৎস্য বিক্রয়, বাদ্য, বস্ত্ররঞ্জন অর্থাৎ রাঙ্গান, শকটাদিচক্রনির্ম্মাণ। এবং বর্দ্ধক হইতে নটীতে চূর্ণকারের জন্ম, তাহার প্রসিদ্ধ নাম—চূণারি; বৃত্তি— চূর্ণবিক্রয়। এবং শূদ্রাগর্ভে গোপ হইতে শৌণ্ডিক ও ধীবর, মালাকার হইতে নট ও শাবক, মাগধ হইতে শেখর ও জালিক, এই ছয় জন্মে। এই ছয়ের প্রসিদ্ধ নাম— শুঁড়ী মালা ন্যাট শাপুড়িয়া শিকারী পাখিমারা; জীবিকা,—মদ্যোৎপাদন-বিক্রয়াদি, মৎস্যাদি হিংসা, নৃত্যাদি, সর্পখেলনাদি, মৃগাদিহিংসা, পক্ষিহিংসা। আর গান্ধিককন্যাতে কৈবর্ত্ত হইতে শৌণ্ডিকের ও মৌচিকীতে রজক হইতে নটের উৎপত্তি হয়। ইহাও কোন গ্রন্থে লিখিত আছে। এবং অম্বষ্ঠ হইতে গণকের জন্ম হয়। এবং বৈশ্যাতে দেবল হইতে গণক ও ও বাদ্যপুরক এই উভয়ের জন্ম হয়। গণক জাতিবিষয়ে এই দুইপ্রকার পুরাণে লিখিত আছে। বর্দ্ধকেরি নামান্তর—বাদ্যপুরক ও বাদক শাকদ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপেতে গরুড়কর্ত্তৃক আনীত যে ব্রাহ্মণ, তাহার নাম—দেবল। দেবলের জীবিকা—শূদ্রাদিপ্রতিষ্ঠিত-দেবপ্রতিমা-পরিচর্য্যা। দেশান্তরে ইহারই নাম—শাকলদ্বীপী; বৃত্তি—চিকিৎসা। গণকের নাম— দৈবজ্ঞ। বৃত্তি—তিথিবারাদি-বিজ্ঞাপন।

এবং বৈশ্যাগর্ভে অম্বষ্ঠের ঔরসে স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্। করণের ঔরসে তক্ষা ও রজক। গোপের ঔরসে আভীর ও তৈলকার। স্বর্ণকারের ঔরসে মলেগ্রহি। স্বর্ণবণিকের ঔরসে কুড়ব। তক্ষার ঔরসে চর্ম্মকার। রজকের ঔরসে ঘট্টজীবি। তৈলকারের ঔরসে দোলাবাহী উৎপন্ন হয়। এই একাদশ-প্রকার নাম;—বৃত্তি এই একাদশ।—সেকরা, স্বর্ণঅলঙ্কারাদিনির্ম্মাণ। সোণার বেণ্যা, স্বর্ণাদি-পরীক্ষা। ছুতার, কাষ্ঠদ্রব্যনির্ম্মাণ। ধোবা, বস্ত্রের মলদূরীকরণ। আহিরি, দধিদুগ্ধাদি-বিক্রয়। কলু, তৈল বিক্রয়াদি। হাড়ি, বিষ্ঠা-বহনাদি। কোরঙ্গা, গোরুর অণ্ডকোষছেদন। মুচি, চর্ম্মপাদুকাদিনির্ম্মাণ। পাটুনী, নৌকাদি দ্বারা নদ্যাদিপারকরণ। দুলিয়া, দোলাবহনাদি। এবং প্যাল, গোয়ালা ও গর গোয়ালা, আভীরপ্রভেদ এই দুই; এই দুইয়ের বৃত্তি— দধি-দুগ্ধাদি-বিক্রয় ও কৃষিকর্ম্ম। ইহাও কেহ বলেন। এবং কুড়বের প্রসিদ্ধ নাম কোঁড়া; বৃত্তি—পুষ্করিণ্যাদিখনন। এবং তেঁতুল্যা-বাগদী ও কুসুমিট্যাবাগ্দী এই দুই দোলাবাহির প্রভেদ; যেহেতুক এ দুয়েরো দোলাবহন জীবিকা। ইহাও কেহ বলেন। আর তৈলকার হইতে সূত্রধারপত্নীতে স্বর্ণকার ও কাংস্যকার হইতে মণিকার পত্নীতে সুবর্ণ জীবী। ও প্রতিমাঘটক হইতে কাংস্যকার-পত্নীতে সূত্রধার ও মৌচিক হইতে শৌণ্ডিক-স্ত্রীতে রজক ও সূত্রধার হইতে স্থপতি-কন্যাতে তৈলকার উৎপন্ন হয়। এইরূপ কোন গ্রন্থে লিখিত আছে এবং অন্য কোন গ্রন্থে কৈবর্ত্তকন্যাতে শৌণ্ডিক হইতে মৌচিকের জন্ম লিখিয়া পশ্চাৎ তীয়র হইতে বাদ্যজীবিস্ত্রীতে চর্ম্মকার ও কপালী ও কুবর ও শবর এই জাতিচতুষ্টয়ের জন্ম লিখিয়াছেন। অতএব মৌচিকের প্রসিদ্ধ নাম, মুচি; চর্ম্মকারের প্রসিদ্ধ নাম—চামার। মুচির বৃত্তি—

চর্ম্মপাদুকা-নির্ম্মাণ। চামারের বৃত্তি—চর্ম্ম-পাদুকাভিন্ন চর্ম্মশিল্প। এই দুয়ের এইরূপে নাম-ভেদ ও বৃত্তি ব্যবস্থাপন কোন কোন পণ্ডিত করেন।

কপালি স্বনামপ্রসিদ্ধ। তাহার বৃত্তি—শণসূত্রবিক্রয়াদি। কুবরের প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি দেশান্তরে প্রসিদ্ধ আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। কেহ বলেন,তাহার প্রসিদ্ধ নাম—কোল; বৃত্তি—পশুহিংসা ও বংশনির্ম্মিতপাত্রবিক্রয়। শবরের প্রসিদ্ধ নাম—জেলে; বৃত্তি,—মৎস্য হিংসাদি। কেহ বলেন, শবরের প্রসিদ্ধ নাম ব্যাধ; জীবিকা—মৃগাদিহিংসা। এবং শবরের নামান্তর—নিষাদ। উগ্রকন্যাতে ক্ষত্তা হইতে শ্বপাকের জন্ম হয়। শ্বপাক স্বনাম-প্রসিদ্ধ; তাহার বৃত্তি—শূকরাদিপালন ও হিংসা এবং বিক্রয়। কেহ বলেন, তাহার প্রসিদ্ধ নাম—চোওয়াড়। আর মাহিষ্য হইতে করণীতে রথকার উৎপন্ন হয়। রথকার স্বনামপ্রসিদ্ধ। তাহার জীবিকা—রথনির্ম্মাণ। আর নাপিত হইতে ভটকন্যাতে কলিপুত্রের, কলিপুত্র হইতে রাজপুত্রীতে পট্টসূত্রের, পট্টসূত্র-হইতে মালাকারকন্যাতে স্থপতির, স্থপতি হইতে গান্ধিকীতে শিলাকারের, শিলাকার হইতে গোপিকাতে প্রতিমাস্রষ্টরের জন্ম হয়। এই পাঁচের প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি ক্রমেতে এই পাঁচ।—কোয়ালি পটুয়া রথেদার শিলাকার ভাস্কর; ও গান, পট্টসূত্রবিক্রয়, অট্টালিকা-নির্ম্মাণ, প্রস্তরপাত্রনির্ম্মাণ, প্রস্তরপ্রতিমা-নির্ম্মাণ। কেহ বলেন, কলিপুত্রের প্রসিদ্ধ নাম—কান। এবং কলিপুত্রেরি নামান্তর লূষ। আর নট হইতে রজককন্যাতে শৃঙ্গকারের জন্ম হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম—হাড়কাটা; বৃত্তিমহিষাদিশৃঙ্গঘটিতপাত্র-অলঙ্কারাদি-নির্ম্মাণ। আর,—শৃঙ্গকারহইতে নটীতে গণিগ্রামী উৎ-পন্ন হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম—গাড়ার; জীবিকাচিপিটকাদিবিক্রয়। এবং আভীর হইতে গোপকন্যাতে বরুড়ের জন্ম হয়। তাহারি নামান্তর—বরুথ। এবং রজক হইতে মৌচি-কীতে বরুড়ের জন্ম হয়, তাহাও কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন; তাহার প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি দেশান্তরে প্রসিদ্ধ আছে। কেহ বলেন, তাহার প্রসিদ্ধ নাম—বাজিকর; বৃত্তি—ভোজবাজী করা। আর কেহ বলেন, ব্যাধের বৃত্তি বন্যঔষধিবিক্রয়। আর ধীবর হইতে শূদ্রাতে মন্দনামা জাতির উদ্ভব হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম কান্যকুব্জ দেশে—মড্ডী; তাহার বৃত্তি সেই দেশে প্রসিদ্ধ আছে। কেহ বলেন তাহার প্রসিদ্ধ নাম—গেড়ুয়াবাদী। আর পুণ্ড্রকার ঔরসে রজকীতে কন্দুকারের জন্ম হয়; তাহার প্রসিদ্ধ নাম—কোঁদ; বৃত্তি—তণ্ডুল-চণকাদি-ভর্জ্জন অর্থাৎ চাউল-কলাই ভাজা। আর শবর হইতে কপালিনীতে কুণ্ডলাঙ্ক ধাবক পুলিন্দ মল্ল মল্ল এই পঞ্চজাতির উৎপত্তি হয়। কুণ্ডলাঙ্কের প্রসিদ্ধ নাম—যুগী। এই যুগী বৃত্তিভেদে তিনপ্রকার হয়। একের ভিক্ষাবৃত্তি, অন্যের আদর্শ অর্থাৎ আয়নাপ্রভৃতিবিক্রয়, আর একের বস্ত্রনির্ম্মাণ ও বিক্রয়। এই যুগীর জন্ম নটক হইতে বিপ্রকন্যাতে হয়; ইহাও কোন পুরাণে লিখিত আছে। ধাবকের প্রসিদ্ধ নাম—ধাউড়্যা; বৃত্তিলিপিবহন। পুলি-ন্দাদিত্রয়ের প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি দেশান্তরে প্রসিদ্ধ আছে। পুলিন্দাদিত্রয়ের নামান্তর,—হস্তিপক, মেধ, ভিল্ল। এই তিনের প্রসিদ্ধ নাম—মাউৎ, মুর্দ্দফরাস, মগ এই তিন; বৃত্তি—বন্য হস্তির আসেধ অর্থাৎ আটক করা ও পালনাদি, মৃতশয্যাদিগ্রহণ, যুদ্ধ, পশুহিংসাদি-এই তিন, ইহাও কেহ বলেন। এবং ধাবকের ঔরসে কুন্দকারকন্যাতে তৈলঙ্গ জাতির জন্ম হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম,—আন্ধ্র দেশে প্রসিদ্ধ,—তেলঙ্গা; বৃত্তি—যুদ্ধ।

এবং রাজপুত্র মণিকার বাদর তীবর পুণ্ড্রক বর্দ্ধক রঙ্গকার কাঁচকার চাক্রিক চূর্ণকার কুন্দকার শৌণ্ডিক ধীবর নট শাবক শেখর জালিক গণক স্বর্ণকার স্বর্ণ-বণিক্ তক্ষা রজক আভীর তৈলকার মলেগ্রহি কুড়ব চর্ম্মকার ঘট্টজীবী দোলাবাহী

কপালী কুবর শবর শ্বপাক রথকার কলিপুত্র পট্টসূত্র স্থপতি শিলাকর প্রতিমাঘটক শৃঙ্গকার গণিগ্রামী বরুড়-মন্দজাতি কুণ্ডলাঙ্ক ধাবক পুলিন্দ সম্ল মল্ল তৈলঙ্গ এই উনপঞ্চাশৎ। এবং প্রতিলোমজ প্রকরণে প্রসঙ্গতঃ কথিত যে কিরাত হড্ডিপ কাণ্ড ডোখেখাল এই চতুষ্টয় সঙ্কীর্ণ জাতি এবং গান্ধিকাদি-তৈলঙ্গপর্য্যন্তের মধ্যে, গান্ধিক কংসকার শঙ্খকার মণিকার সুবর্ণজীবিক এই পাঁচের বণিক্ সংজ্ঞা।

এবং অনুলোমজ প্রতিলোমজ অনুলোমজপ্রভেদ সঙ্কীর্ণসঙ্কর—এই সকল বর্ণসঙ্কর। আর জাতিসঙ্করের মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ পারশব মাহিষ্য উগ্র করণ সূত মালাকার ভট্ট বৈদেহিক মাগধ গোপ ক্ষত্তা কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস আপোগব গান্ধিক কংসকার শঙ্খকার বারজীবী নাপিত মোদক তাম্বুলিক তৌলিক মণিকার রাজপুত্র গণক এই উনপঞ্চাশৎ উত্তম। আর সূত্রধার রজক স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক্ আভীর তৈলকার ধীবর শৌণ্ডিক নট শাবক শেখর জালিক কলিপুত্র পট্টসূত্র স্থপতি শিলাকর প্রতিমাঘটক রথকার এই অষ্টাদশ মধ্যম। আর মলেগ্রহি কুড়ব চণ্ডাল শ্বপাক বরুড় চর্ম্মকার ঘট্টজীবী দোলাবাহী মন্দজাতি শৃঙ্গকার গণিগ্রামী পুণ্ড্রক বর্দ্ধক রঙ্গকার কাঁচকার চাক্রিক চূর্ণকার কুন্দকার বাদর তীবর কপালী কুবর শবর কুণ্ডলাঙ্ক ধাবক পুলিন্দ সম্ল মল্ল তৈলঙ্গ কিরাত হড্ডিপ কাণ্ড ডোখেখাল এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধম।

এবং ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণ ভার্য্যাতে জাত সন্তানেরদের নাম—অনুলোমজ; এবং ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পত্নীতে ক্ষত্রিয়াদি তিন পুরুষ হইতে জাত পুত্রেরদের নাম—প্রতিলোমজ। আর ক্ষত্রিয়াদি তিনের ভার্য্যাতে ক্ষত্রিয়াদি তিন হইতে জাত বালকেরদের নাম—অনুলোমজপ্রভেদ আর সঙ্কীর্ণ পুরুষ অসঙ্কীর্ণ স্ত্রী, কিম্বা অসঙ্কীর্ণ পুরুষ সঙ্কীর্ণ স্ত্রী, কিম্বা স্ত্রী-পুরুষ দুই সঙ্কীর্ণ ইহারদিগের ব্যভিচারকর্ম্মদোষপ্রযুক্ত জাত যে যে পুত্র সকল, তাহারদিগের নাম—সঙ্কীর্ণসঙ্কর। আর বর্ণ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকে কহে। জাতি শব্দে মূর্দ্ধাবসিক্তাদিকে কহে। আর এই সকল জাতির কোন কোন দেশে প্রসিদ্ধ নামের ও বৃত্তিরও বৈপরীত্য আছে।

চাণক্য কহিলেন,—হে ভোজরাজ! রাজধর্ম্মবিরুদ্ধকারি বেণনামক নিন্দিত রাজার অধিকারকালে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির উপক্রম হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মাত্র ছিল। বর্ণসঙ্কর হওয়াতে যদ্যপি প্রজাবৃদ্ধি হউক, তথাপি পাপবাহুল্য হয়; অতএব বর্ণসঙ্কর শাস্ত্রে গর্হিত হইয়াছে।

ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং চতুর্থস্তবকে ষষ্ঠকুসুমম্।

চতুর্থস্তবক সমাপ্ত।

প্রবোধচন্দ্রিকা সমাপ্তা।

সাবধান ! সাবধান !

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম-বেশী নাই।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাঃ	ভিঃপিঃ
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	৷০	৵০	৴০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	৷০	৵০	৴০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	৷০	৶০	৴০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা ১৪৪	৪৷০	৷০	৶০	৴০

বিজয়া বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা লইলে, কমিশন একটাকা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড়টাকা অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃপিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাপানে এবং লণ্ডন মহা-নগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে ; রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে আজ বিজয়াবটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড-বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়াবটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়াবটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ-নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপানদেশে বিজয়াবটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া-বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা-পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া-বটিকা-সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া-বটিকাদ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এই খানেই গুণপণা, এই খানেই অলৌকিকত্ব।

আশীর্ভাজনেষু—

তোমাদের বিজয়া বটিকাতে এবার বড় সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে। এবার এক কৌটা বটিকায় আমার চুঁচুড়ার বাড়ীর দুই এক জন ও প্রতিবেশীদের তিন চারি জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কাজেই সে কথা তোমাকে বলা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। চুঁচু-ড়ায় এবার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড় বেশী হইয়াছিল,—এমন বিষম সময়, ৫।৭ বটিকায় এক একজন আরোগ্য হওয়া বিজয়াবটিকার বড়ই সুখ্যাতির কথা। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল। চুঁচুড়া কদমতলা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।
৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

ডাকে ভ্যালুপেবলে বা রেলপার্শেলে পাঠাই না।

	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাঃ	ভিঃ
১ নং আধপোয়া শিশি	॥৵০	॥০	৵০	⁄০
২ নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৵০	⁄০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১॥৵০	১৲	৶০	⁄০

তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেলপার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২ টীর হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা; বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭৲ সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲, ২৲, ৩৲, বা ৪৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেলপার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা কোন্ রেলষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন, ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাকা বার আনা ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৫৲ পাঁচ টাকা। রেল পার্শেলে ঔষধ লইলে সুবিধা। প্যাকিং চার্জ্জ ॥০ আট আনা।

১নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেলপার্শেলে লইলে, মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১ নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয়; ২নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়। ৩নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন

সালসার প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সিপাহীযুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন ;—

"আমি শ্রীযুক্ত বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়াছি। এই সালসা সেবনে আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও শ্রমসহিষ্ণু হইয়াছে। যথাসময়ে কোষ্ঠশুদ্ধি হইতেছে। ইহা খাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না। সুস্বাদু দ্রব্যের ন্যায় এই সালসা সেবনেও রুচি জম্মে। যাঁহারা শারীরিক অবসন্নতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও শ্রমসাধ্য কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথানিয়মে ইহা সেবন করিলে উপকার বোধ করিতে পারিবেন।"

২য় পত্র।

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মোক্তার বাবু কৈলাস-চন্দ্র রায় মহাশয়, ঢাকা গণেশতলা দিনাজপুর হইতে লিখিয়াছেন,—

"আপনার প্রেরিত সালসা সেবন করা হইয়াছে। ইহার গুণ অসাধারণ, ক্ষমতা অসীম। অধুনা ২নং দুই শিশি পাঠাইয়া দিবেন।"